স্বামী বিবেকানন্দ

(জীবন-চরিত)

চতুর্থ খণ্ড

'মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে'র অনুমতানুসারে উক্ত আশ্রম হইতে
প্রকাশিত-স্বামীজির ইংরাজী জীবন-চরিত অবলম্বনে

শ্রীপ্রমথনাথ বসু এম-এ, বি-এল,

প্রণীত

ও

স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য ও তাঁহার সমগ্র
ইংরাজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদক

পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক

পরিদৃষ্ট ও সংশোধিত

প্রকাশক—
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বসু
১৯ নং শাঁখারীপাড়া রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৩২৬

প্রিণ্টার—শ্রীফুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস
৬নং হিদারামবাঁড়ুয্যের লেন,
কলিকাতা।

জীর সমগ্র জীবনীর একটি সুসম্বদ্ধ আলোচনা, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও অনুপম চরিত্রের আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা এই গ্রন্থে সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। শুধু জীবনের ঘটনাগুলি মাত্র বিবৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা আছে, পরে ঠাকুরের কৃপা হইলে ঐ সকল বিষয় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

এই গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রাঙ্কনসম্বন্ধীয় যে সকল ত্রুটি ও ভ্রম আছে অশেষ চেষ্টা সত্বেও তাহা সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিতে সমর্থ হই নাই। তজ্জন্যও পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। কিমধিকমিতি—

নিবেদক—
শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

সূচীপত্র

[illegible]

[illegible]

Education is the manifestation of the perfection already in man

Religion is the manifestation of the Divinity already in man

Vivekananda

স্বামী বিবেকানন্দ।

চতুর্থ খণ্ড।

সিংহলে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন ভারত ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। তিন বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল যাবৎ ভারত-বাসী পশ্চিম জগতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আসিতে-ছিল এবং ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতদিন তাহারা উদাসীন ছিল এখন তাহা নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের প্রচারককেও আদর করিতে শিখিল। বস্তুতঃ, দেশের সেই দুর্দ্দিনে স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে সনাতন ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ না করিলে দেশের দুর্দ্দশা আরও যে কত ভীষণাকার ধারণ করিত তাহা স্মরণ করিতেও চিত্ত কণ্টকিত হইয়া উঠে। তিনিই এই নবযুগের প্রবর্ত্তক এবং অরুণোদয়ের শুখতারা। তিনি মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্মে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং দিগ্‌ভ্রষ্ট ভারতসন্তানকে প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। অন্ধ, পরানুকরণপ্রিয় ভারতবাসী প্রাচীন আদর্শ হারাইয়া ক্রমশঃ বিজাতীয় রীতি-নীতির অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল এবং আপনা-দিগের সর্ব্ববিধ সৎ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান পদাঘাতে দলিত

দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে আমায় প্রাণপাতী পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ এইখানেই কাটিল। অথচ যে দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম এত প্রবল সেখানে কত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে—দেখিতেছ। কিন্তু এ দেশের লোকের নিকট আমার কার্য্যের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কত টুকুইবা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্য্যের প্রকৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের লোক আমার নিজের দেশের লোক। তাহারা বুঝিবে যে কি রত্ন আমি শরীরের রক্ত জল করিয়া এখানে ছড়াইয়া যাইতেছি! এ রত্নের—এই অপরূপ বেদান্ত বিদ্যার সম্পূর্ণ সমাদর শুধু সেই দেশেই সম্ভব। আর হইবেও তাহাই। কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মূলগ্রন্থি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।"

এখন তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে চলিল। উপরোক্ত কথাগুলি কেহ যেন আত্মাভিমান প্রসূত বলিয়া মনে না করেন, কারণ তিনি কখনও নিজের জন্য বিন্দুমাত্র সম্মান চাহিতেন না বা একটা গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মূঢ়ের ন্যায় স্পর্দ্ধাও করিতেন না। ঐ কথাগুলি কেবল বেদধর্ম্ম ও বেদান্তের প্রতি অবিচলা শ্রদ্ধা সূচনা করিতেছে। তিনি জানিতেন বটে, ইহা জগতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতেন যে, ভারত ব্যতীত আর কোথাও ইহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা ও মর্ম্ম পরিগ্রহ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। তাঁহার আরও বিশ্বাস ছিল এই বেদান্ত প্রচারের জন্যই তাঁহার জন্ম ধারণ

সুতরাং ১৫ই জানুয়ারী (১৮৯৭) কলম্বোতে জাহাজ পৌঁছিবামাত্র ঘাটে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিষম জনসমবায় দেখিয়া তিনি বড় বেশী আশ্চর্য্য হইলেন না। কলম্বোর হিন্দুসমাজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইজন সভ্য—নিরঞ্জনানন্দ নামে স্বামিজীর একজন গুরুভাই ও হ্যারিসন নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাহেব—জাহাজে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৈরিকবসনধারী ভাস্বৎলোচন স্বামী বিবেকানন্দ অনেকগুলি ভক্ত সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে, চতুর্দ্দিকের আনন্দ কোলাহল ও উচ্চ করতালিধ্বনিতে সাগর গর্জ্জনও অস্ফুট হইয়া গেল। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একখানি ষ্টীমলঞ্চ প্রস্তুত ছিল। যখন ষ্টীমলঞ্চে করিয়া স্বামিজী কিনারায় পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল সহস্র সহস্র হিন্দুর ভিড়—সকলেই স্বামিজীর দর্শনলাভ ও অভ্যর্থনার্থ সমবেত। সে বিশাল জনস্রোত রোধ করে কাহার সাধ্য! লোকে আহ্লাদের আবেগে টুপি, ছাতা, লাঠি, রুমাল প্রভৃতি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলি এমন কি হারাইয়াও গেল। সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় পি, কুমার স্বামী মহোদয় ও তাঁহার ভ্রাতা অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং একটি সুন্দর যূথিকা মাল্য দ্বারা তাঁহার গলদেশ সুশোভিত করিলেন। তাহার পর তথা হইতে তাঁহাকে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ীতে করিয়া বার্ণেস ষ্ট্রীট নামক রাস্তায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালায় লইয়া

যাওয়া হইল। এই রাস্তাটি কলম্বোর প্রান্তভাগে অবস্থিত; কলম্বোর যে বিখ্যাত দারুচিনিবাগান আছে তথা হইতে সিকি মাইল। এই দারুচিনি বাগানের মধ্যেই স্বামিজীর থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বার্ণেস ষ্ট্রীটের আরম্ভস্থলে নারিকেল শাখা ও পত্রপুষ্প-শোভিত একটি অতি সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তদুপরি মঙ্গলাভ্যর্থনাসূচক পদাবলী (Welcome ইত্যাদি) শোভা পাইতেছিল। ঐ রাস্তা হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত কুসুমমালিকাবেষ্টিত তালপত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। স্বামিজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহরে যত গাড়ী ছিল সবগুলিতে এবং পরিশেষে পদব্রজে বহুসংখ্যক লোক সভাস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার প্রবেশমুখে তাল ও চিরহরিৎ (Evergreen) পত্রদ্বারা আর একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তোরণ অতি মনোহর ভাবে সাজান হইয়াছিল। স্বামিজী যান হইতে অবতরণ করিবামাত্র ধ্বজ, ছত্র, চামর ও পুষ্পাদিতে পরিবৃত হইয়া শ্বেতবস্ত্রাস্তীর্ণ পথের উপর দিয়া বাঙ্গালার সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন কনসার্টে প্রাণ উদাস করিয়া একটি ভারতীয় গৎ বাজিতেছিল।

স্বামিজী মঞ্চোপরি পদার্পণ করিবামাত্র শিল্পীকৌশলরচিত একটি সুন্দর কমলের দল সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া তন্মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। অনন্তর তিনি অজস্র পরিগ্রহ করিলেন ও চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মস্তকোপরি অজস্র পুষ্পবর্ষণ আরম্ভ হইল। অনেকে তাঁহাকে দেখিবার আগ্রহে অনেক স্থানের সাজসজ্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

কিঞ্চিৎ পরে জনতা একটু স্থির হইলে জনৈক গায়ক বেহালা সহযোগে ২০০০ বৎসরের প্রাচীন ‘তেবরম্’ এর কয়েকটি স্তোত্র গাহিলেন। পরে একটি সংস্কৃত স্তোত্র ও আবৃত্তি করা হইল। অনন্তর মাননীয় পি, কুমার স্বামী মহাশয় স্বামিজীর সন্মুখে আসিয়া এদেশীয় প্রথায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ইংরাজীতে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। এই অভিনন্দন পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, সিংহলবাসীরা যে স্বামিজীর ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পর সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন তজ্জন্য আপনা-দিগকে ধন্যজ্ঞান করিতেছেন এবং পাশ্চাত্যদেশবাসীর সমক্ষে তাঁহার সার্ব্বভৌমিক হিন্দুধর্ম্মের ভাব প্রচার কার্য্যে পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামিজী অভিনন্দন পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পারিলেন না। সংক্ষেপে বলিলেন—"আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত। একটি ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে যে ভাবে আজ সম্বর্দ্ধনা করা হইল ইহাতে ভারতের লোক কিরূপ ধর্ম্মপ্রিয় তাহা স্পষ্টই বুঝাইতেছে। আমি রাজা নহি, অতিশয় ধনবান্ নহি বা যুদ্ধজয়ী সেনাপতিও নহি, তথাপি আজ আপনাদের মধ্যে অনেক পার্থিব সম্পদ্শালী ব্যক্তি আমায় সমাদর করিলেন। ইহাই ধর্ম্মপ্রাণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারণ এ সম্মান আমার নহে, ইহা প্রকৃত পক্ষে একটি নীতির প্রতি সম্মান। নীতিটি এই—ধর্ম্মের জন্য যিনি পরিশ্রম করেন তিনি পূজার্হ। আর বাস্তবিকই যদি হিন্দু জাতিকে বাঁচিতে হয় তবে এই ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে। ধর্ম্মই তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ।”

পরদিন শনিবার। ঐ বাঙ্গালায় স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য ধনী, দরিদ্র নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনিও ধনি-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি দরিদ্রা রমণী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফলমূল উপহার হস্তে স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে ঈশ্বরলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে ভগবদ্‌গীতা পাঠ এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন রমণী বলিলেন "গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু যদি সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলাম, তবে কি হইল?" উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত জনৈক দরিদ্র ভক্ত একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইলেন। কিন্তু স্বামিজী এবং তাঁহার সঙ্গিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বামিজীর সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিলেন না; স্বামিজী যতক্ষণ রহিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর পাশ্চত্য শিষ্যগণ দরিদ্র হিন্দু-গণেরও ঈশ্বর উপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধু-ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। স্বামিজীর সম্মানার্থ এই বাঙ্গালার নাম 'বিবেকানন্দ-মন্দির' রাখা হইল।

ঐ দিন অপরাহ্ণে 'ফ্লোরাল হল' নামক স্থানে একটি বৃহৎ জনমণ্ডলীর সম্মুখে স্বামিজী ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল 'India the Holy Land' (পুণ্যভূমি ভারত)। এত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে হলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার আরম্ভভাগ এইরূপ :—

"যে সামান্য কার্য্য আমাদ্বারা হইয়াছে তাহা আমার নিজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে হয় নাই, পাশ্চাত্য দেশে পর্য্যটন কালে এই পরম পবিত্র আমার প্রিয়তম মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহ বাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কায হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণে বিশেষ উপকার হইয়াছে আমার। কারণ পূর্ব্বে, যাহা হয় ত হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন সে বিষয় আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম—ভারত পুণ্য-ভূমি—কর্ম্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু আজি আমি এই সভার সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্ম্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীব-মাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে—তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে

বারম্বার সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোক-সর্ব্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়-দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্ব্বাণ করিতে যে অমৃত-সলিলের প্রয়োজন তাহা এখানেই বর্ত্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।”

পরদিনও বহুলোক স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনিও সকলকে মধুর উপদেশ দানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে স্বামিজী দেব-দর্শনার্থ এক স্থানীয় শিব-মন্দিরে গমন করিলেন। সেখানেও অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগমন করিল, আর ক্রমাগত পথের মধ্যে গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে নানাবিধ ফল পুষ্পাদি উপহার এবং গলায় মালা ও অঙ্গে গোলাপজল ছিটাইয়া দিতে লাগিল। স্থানীয় প্রথানুসারে তাঁহার সম্মানার্থ প্রতি হিন্দু গৃহস্থের দ্বারদেশ, বিশেষতঃ কলম্বোর তামিলপল্লীর মধ্যভাগে অবস্থিত চেকু ষ্ট্রীটের প্রত্যেক গৃহদ্বার দীপসজ্জা ও নারিকেল কদলী প্রভৃতি মাঙ্গলিক ফলরাশি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। তিনি মন্দিরদ্বারে উপনীত হইবামাত্র সমাগত জনগণ ‘জয় মহাদেব’ ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। বিগ্রহ দর্শন ও মন্দিরের পুরোহিতদিগের সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া স্বামিজী পুনরায় নিজ বাংলায় ফিরিলেন। সেখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য

বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি আড়াইটা বাজিয়া গেল।

পরদিন অর্থাৎ সোমবার দিন তিনি মিঃ চিলিয়া-র বাটীতে নীত হইলেন। সেখানে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা ফুলের উপর ফুল ও মালার উপর মালা দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। তাঁহার বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র গঙ্গাজল পরিশুদ্ধ আসন ছিল। তিনি সকলকে বিভূতি বিতরণ করিতে লাগিলেন, তার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন ও ভক্তিভরে করযোড়ে তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষ সঙ্গীত ও জলযোগান্তে সভাভঙ্গ হইল।

ঐ দিবস কলম্বোর Public Hall বা সাধারণ সভাগৃহে স্বামিজী তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। এ দিন তিনি অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে বলেন এবং বেদাদিসম্মত এই ধর্ম্মভাবই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য বলিয়া নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাকালে সভাস্থলে কয়েকজন সিংহলবাসীর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন যে 'এরূপ অন্ধ অনুকরণ অতীব হেয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের পক্ষে অচল। কালা চেহারায় ও সব মোটে মানায় না।' তিনি কোন পরিচ্ছদ বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই, কেবল বিদেশীয়ের অনুকরণ প্রবৃত্তির প্রতি অনুযোগ করিয়াছিলেন।

কলম্বো হইতে স্বামিজীর জাহাজে করিয়া মান্দ্রাজে যাইবার সংকল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সহর হইতে ক্রমাগত তার আসিতে লাগিল যে 'আপনি একবার মাত্র এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।' সকলের অনুরোধে স্বামিজী তাঁহার পূর্ব্ব অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্থল-পথে ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং ১৯শে মঙ্গলবার প্রাতঃ-কালে স্পেশাল সেলুনে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন।

কাণ্ডি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। রেলওয়ে ষ্টেশনে বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পৌঁছিবামাত্র তাঁহারা মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও দেবমন্দির চিহ্নিত পতাকা, জয়ধ্বনি ও বাদ্যনাদ সহকারে তাঁহাকে একটি বাঙ্গালায় লইয়া গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান করিলেন। অভিনন্দনের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও সহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনের পর স্বামিজী কাণ্ডি পরিত্যাগ করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে 'মাতালে' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী জাফ্‌নাভিমুখে যাত্রা করা হইল। বড় মজার যাত্রা!– ২০০ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে! এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভুবন-মনোহর। পথের উভয় পার্শ্ব শস্য-শ্যামোজ্জল শোভা বিস্তার করিয়া পথিকগণের প্রাণ ভুলাইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'ডাম্বুল' নামক স্থানের কয়েক মাইল পরেই পাহাড় হইতে নামিবার সময় গাড়ীর সম্মুখভাগের একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাস্তায় তিন ঘণ্টা

বসিয়া থাকিতে হইল। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে এক দূর গ্রাম হইতে একটি গো-যান সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সেভিয়র পত্নীর স্থান করা হইল ও মাল পত্র চালান গেল। স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গীরা কয়েক মাইল হাঁটিয়া চলিলেন। তারপর আবার গরুর গাড়ীর যোগাড় হইল এবং রাত্রিটা তাহাতেই কাটাইয়া কানাহাড়ি ও তিনপানি হইয়া ৮ ঘণ্টা পরে সকলে ধীরে ধীরে অনুরাধাপুরে পৌঁছাইলেন।

অনুধারাপুর পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন এবং বৃহত্তম ভূপ্রোথিত নগর। ইহার মধ্যে এত অসংখ্য মন্দির ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহার অবস্থা ভাল ছিল তখন পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প সহরই সমৃদ্ধিতে ইহার সমকক্ষ ছিল। এখানে বৌদ্ধযুগের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান—যথা বোধগয়াস্থিত মহাবোধিতরুর শাখাসঞ্জাত একটি পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষ (জনরব এইরূপ যে ২৪৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইহা রোপিত হয়), সেই সুদূর অতীত যুগের স্থাপত্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ এক প্রাচীন সরোবর এবং 'দাগোবা' নামে বিখ্যাত কতকগুলি প্রাচীন স্তূপ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান ফলে যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে তামিলগণ কর্ত্তৃক সিংহল আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাগোবার মধ্যে পূর্ব্বকালীন বৌদ্ধমন্দির নিহিত রাশি রাশি মণি মুক্তা হীরা জহরৎ গুপ্তভাবে রক্ষিত রহিয়াছে। স্বামিজী এবং তাঁহার সহচরগণের অবস্থানের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্নিকটে

একসহস্র ছয়শত গ্রাণাইট প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ২০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ নবতল পিত্তল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। এক সময়ে এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে শুধু পুরোহিতদিগের জন্যই একসহস্র শয়ন প্রকোষ্ঠ ছিল, তাছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে আরও বহু কক্ষ ছিল। ইহার ছাদ ছিল পিত্তলের এবং বৃহৎ সভাগৃহটী সিংহশিরোপরি অবস্থিত অনেকগুলি স্বর্ণ স্তম্ভে সুসজ্জিত ছিল। তাহার মধ্যভাগে একটি দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত সিংহাসন ও একপার্শ্বে একটি কনকখচিত সূর্য্য ও অপর পার্শ্বে একটি রজতময় চন্দ্রমা বিরাজিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষতলে স্বামিজী দুই তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে ‘উপাসনা’ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তিনি ইংরাজিতে বলিতে লাগিলেন আর দ্বিভাষীগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহা তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পূজাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বেদ-বিহিত মার্গের প্রতি মনোযোগী হইতে উপদেশ দিলেন। এই পর্য্যন্ত বলিবার পর দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহস্থ সেখানে সমবেত হইয়া ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাজাইয়া এমন বীভৎস শব্দ আরম্ভ করিল যে স্বামিজী থামিতে বাধ্য হইলেন। তিনি না থাকিলে এবং হিন্দুদিগকে ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিবার উপদেশ না দিলে সেদিন ওখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব হইত। কিন্তু তিনি ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা বুঝাইয়া দিয়া এই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান স্থানে বলিলেন ‘ধর্ম্মের গোঁড়ামী এবং তাহা লইয়া বিবাদ বিসংবাদ করা নিতান্ত অজ্ঞানতার পরিচায়ক।

ভগবান্‌কে শিব, বিষ্ণু বা বুদ্ধ যে নামেই পূজা কর না কেন, তিনি এক ব্যতীত দুই নহেন, সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি থাকা অত্যাবশ্যক।'

অনুরাধাপুর হইতে জাফ্‌না ১২০ মাইল। কিন্তু রাস্তা ও ঘোড়া উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় বলিয়া অতি কষ্টে যাইতে হইল। কেবল পথের মনোলোভা শোভায় এ কষ্ট তত গায়ে লাগিল না। যাহা হউক, পথে দুইরাত্রি কাহারও নিদ্রা হয় নাই। মধ্যে ভাভোনিয়া নামক স্থানের হিন্দু অধিবাসিগণ স্বামিজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। ইহাঁরা স্বামিজীর দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়াছিলেন। স্বামিজীর মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিঃস্বার্থতা দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বামিজী সংক্ষেপে এই অভিনন্দনের উত্তর দিয়া সিংহলের সুন্দর বনময় প্রদেশ দিয়া জাফ্‌নাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে সিংহল ও জাফ্‌নাদ্বীপের সংযোগসেতু 'হস্তী গিরিবর্ত্মে' স্বামিজীকে এক অভ্যর্থনা প্রদত্ত হইল। জাফ্‌না সহর হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত সহরের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য একশত হিন্দু ভদ্রলোক যানাদি সহিত স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশিষ্ট পথ তাঁহারা স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সহরের প্রত্যেক পথ ও গৃহ তাঁহার আগমনোপলক্ষে নানারূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সায়ংকালে যখন সারবন্দী মসালের আলো জ্বলিয়া স্বামিজীকে হিন্দুকালেজের প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সে দৃশ্য অতি হৃদয়গ্রাহী হইল। এই স্থানে

এক বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করা হইল—সমবেত লোকসংখ্যা অন্যূন দশ হইতে পনর সহস্র হইবে। সে দিন রবিবার ২৪শে জানুয়ারী। স্বামিজী শকট হইতে অবতরণ করিয়া শিবান ও কাথিরসান মন্দিরে পূজা করিলেন এবং মন্দির স্বামী কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যভূষিত হইলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। মণ্ডপে প্রবেশকালে ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস্ চলপ্পপিলে স্বামিজীকে মঞ্চোপরি লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। অতঃপর অভিনন্দন পঠিত হইল এবং স্বামিজী তদুত্তরে একঘণ্টাকালব্যাপী একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিলেন। এই অভিনন্দন পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"শ্রীমৎ বিবেকানন্দস্বামী—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জাফ্‌নাসহরাধিবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। লঙ্কাদ্বীপের এই অংশে পদার্পণ করিবার জন্য আপনাকে যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকার করাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসমূহ জানাইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা পাশ্চাত্যদেশকে প্রাচ্য-

ভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা এই সুযোগে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আরও এই জড়বাদ-সর্ব্বস্ব যুগে যখন সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষণে লোকের অরুচি, এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমাদের বহুতর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।" ইত্যাদি * * *

পরদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় তিনি হিন্দু কলেজে প্রায় চারি হাজার ব্যক্তির সমক্ষে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ সমুদয় লোকের অন্তঃকরণে তড়িৎপ্রবাহ বহিয়াছিল। স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইলে সেভিয়ার সাহেব সমবেত জনমণ্ডলীর অনুরোধে তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের কারণ ও স্বামিজীর সহিত ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটি নাতিক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন।

জাফ্‌নাতেই স্বামিজীর সিংহল ভ্রমণ শেষ হইল। কলম্বো হইতে জাফ্‌না পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সিংহলবাসীরা তাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল ও এরূপ উৎসাহ সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। সিংহল দেশে পূর্ব্বে কেহই স্বামিজীর পরিচয় জানিত না, তারপর বড় বড় সহর হইতে দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের এমন সুবিধা নাই যাহাতে স্বামিজীর আগমন-বার্ত্তা সহজে সর্ব্বসাধারণের গোচর হওয়া সম্ভব। সুতরাং

তাঁহার এই অভ্যর্থনা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিতে হইবে। এই অল্প কয়দিনেই সিংহলবাসীরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল এবং রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে ওদেশে লোক পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। আরও অনেক সহর ও সভাসমিতির পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল, কিন্তু সময়াভাবে স্বামিজী সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। বিশেষতঃ এ কয়দিন অনবরত লোক সমাগমে তিনি কিছু ক্লান্ত ও পীড়িতও হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একজন সঙ্গী লিখিয়াছেন——"He would have been killed with kindness if he had stayed longer in Ceylon." (অর্থাৎ তিনি যদি আর কিছুদিন সিংহলে থাকিতেন তাহা হইলে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগের চোটে মারা যাইতেন।)

দক্ষিণ ভারতে।

অতঃপর স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে সিংহল হইতে ভারতবর্ষ যাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। জাফ্‌না হইতে জলপথে ভারতবর্ষ পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী। একখানি দেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া ২৫শে জানুয়ারী রাত্রি বারোটার সময় স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ রওনা হইলেন এবং বায়ু অনুকূল থাকাতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে ভারতাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই জাহাজ পাম্বানে পৌঁছিল। পাম্বান ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখান হইতে রামনাদের রাজার অনুরোধ রক্ষার্থ রামেশ্বর যাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্বয়ং রামনাদাধিপতিই সদলবলে স্বামিজীর অভ্যর্থনার্থ এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরাহ্নে ষ্টীমার হইতে স্বামিজীকে নিজ রাজতরণীতে লইয়া গেলেন এবং পাত্র মিত্র সভাসদ্‌গণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজী রাজার হাত ধরিয়া উঠাইলেন ও আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। সন্ন্যাসী গুরু ও রাজশিষ্যের সে মিলন অতি প্রাণস্পর্শী দৃশ্য সৃজন করিল। স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন রামনাদাধিপতি তাঁহাদিগের অন্যতম। সুতরাং এক্ষণে ভারতে পুনঃ পদার্পণের প্রথম সূত্রপাতেই রামনাদরাজের সহিত সাক্ষাতে তিনি অতিশয় সুখী হইলেন। নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ

হইবার পর পাম্বানবাসীরা স্বামিজীকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। জেটির নিম্নেই এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে অতি সুন্দররূপে শোভিত হইয়াছিল। এই চন্দ্রাতপের নিম্নে পাম্বানবাসীর পক্ষ হইতে নাগলিঙ্গম্ পিলে মহাশয় এক অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তাঁহারা স্বামিজীকে তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্যরূপে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাশ্চাত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহুদিনের অকালনিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হউন।" রাজাও হৃদয়াবেগে ব্যক্তিগত ভাবে একটি স্বতন্ত্র অভিভাষণ দ্বারা স্বামিজীর নিকট স্বকীয় মনোভাব নিবেদন করিলেন। স্বামিজীও যথাযোগ্য উত্তর প্রদানে সকলকে প্রীত করিলেন। এইখানে তিনি বলিয়াছিলেন যে ভারতের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র রাজনীতি চর্চ্চায়, যুদ্ধবিদ্যা-পারদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা শিল্প সমৃদ্ধিতে নহে—কিন্তু কেবল ধর্ম্মে। ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন এবং জাতীয় জীবনে মেরুদণ্ডস্বরূপ। আর ইহাই পৃথিবীর নিকট আমাদের একমাত্র দেয়।

সভার কার্য্য শেষ হইলে স্বামিজীকে রাজশকটে আরোহণ করাইয়া রাজা ও অমাত্যবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে রাজকীয় বাঙ্গালার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রাজার অভিপ্রায়ানুসারে শকটবাহী অশ্বদিগকে মুক্তি দিয়া সকলে মিলিয়া গাড়ী টানিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজাও তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। পাম্বানে স্বামিজী তিন দিন বড়ই আনন্দে কাটাইলেন।

ঐ স্থানের এবং ইহার নিকটবর্ত্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিবস স্বামিজী রামেশ্বরের মন্দির দর্শনে যাত্রা করিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া যে দিন শেষ এই রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন সেদিনের কথা আজ মনে পড়িল, সেদিন এ মহোৎসব কোথায় ছিল, যে দিন তিনি জীর্ণ-মলিন ভিক্ষুকের বেশে ক্ষীণ শ্রান্ত চরণে এই মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন! যাহা হউক স্বামিজীর গাড়ী যখন মন্দির সন্নিধানে পৌছিল তখন এক বৃহতী জনতা, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেশী সঙ্গীত এবং অন্যান্য সম্মানের চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য ও হীরা জহরত প্রভৃতি রত্নাদি প্রদর্শিত হইল। স্বামিজী সমস্ত মন্দিরটি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য ও স্থাপত্য কৌশলাদি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটিও স্বামিজী দেখিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হইল। তখন সেই প্রাচীন শিবমন্দিরের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনতলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি "তীর্থমাহাত্ম্য ও উপাসনা" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, শিবের অর্চ্চনা শুধু মন্দিরস্থ বিগ্রহের অর্চ্চনা নহে, কিন্তু দীন দরিদ্র আতুরের মধ্যে যে জীবরূপী শিব আছেন তাঁহারই অর্চ্চনা। শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় সকলকে

বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। রামনাদাধীশ্বর ভাবে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন স্বামিজীর উপদেশের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য তিনি শত সহস্র দুঃখী ব্যক্তিকে আহার্য্য ও বস্ত্র বিতরণ করিলেন এবং এই ঘটনার স্মরণার্থ সেই স্থানে প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি ক্ষোদিত করাইলেন—

"সত্যমেব জয়তে।"

পশ্চিম প্রদেশে বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচারে অশ্রুতপূর্ব্ব সফলতা লাভ করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় ইংরাজ শিষ্য-গণের সহিত ভারতভূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাস্কর সেতুপতি কর্ত্তৃক এই স্মারকস্তম্ভ প্রোথিত হইল। সন ১৮৯৭ সাল ২৭ শে জানুয়ারী।"

পাম্বান হইতে আবার জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিতে হইল। ভারতে পৌছিয়া রামনাদের রাজার ছত্রে স্বামিজী প্রাতর্ভোজন সমাপন করিলেন। তারপর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌছিলে তথাকার অধিবাসীগণ স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে রামনাদ দেখা গেল। সমুদ্রতীর হইতে স্বামিজী বরাবর গোশকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদের নিকটে পৌছিলে তাঁহাকে একখানি সুদৃশ্য নৌকায় তুলিয়া একটি বৃহৎ হ্রদের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। দাক্ষিণাত্যে এরূপ অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। সুতরাং রামনাদে উক্ত বিশাল

হ্রদোপকূলে স্বামিজীর অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। হ্রদতীরে অভ্যর্থনা হওয়ার দরুণ সভাও বেশ জমিয়াছিল। গুড্‌উইন সাহেবের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে স্বামিজী রামনাদে অতি উচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন। তিনি তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র তোপধ্বনি হইতে লাগিল এবং নভস্তলে তারকাকারে বিচিত্রবর্ণের আতসবাজী উঠিতে লাগিল। রামনাদের রাজা অবশ্য অভ্যর্থনাকারীদের অগ্রণী। তিনি স্বয়ং স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া রামনাদের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামিজী রাজার গাড়ীতে চড়িয়া রাজভ্রাতা পরিচালিত রাজার শরীররক্ষকগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া চলিতে লাগিলেন এবং রাজা নিজে সমবেত জনতার নেতৃস্বরূপ হইয়া স্বামিজীর অনুধাবন করিতে লাগিলেন। রাস্তার দুই ধারে শত শত মশাল জ্বলিতেছিল এবং দেশী ও বিলাতি দুই প্রকার বাদ্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিক গম্‌গম করিতেছিল। স্বামিজী জাহাজ হইতে নামিবার পর নগর প্রবেশ পর্য্যন্ত বিলাতি ব্যাণ্ডে 'হের ঐ আসিছে বিজয়ী বীর' (See the conquering hero comes) এই সুরটি বাজান হইতেছিল। অর্দ্ধেক পথ এইরূপে আসা হইলে স্বামিজী রাজার অনুরোধে একটি সুচারু রাজশিবিকায় আরোহণ করিয়া 'শঙ্কর ভিলা' নামক প্রাসাদে উপনীত হইলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর বৃহৎ সভাগৃহে স্বামিজীকে বসান হইল। ইতিমধ্যে তথায় লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছিল। স্বামিজীকে দেখিবামাত্র চারিদিকে উচ্চৈস্বরে জয়ধ্বনি ও উৎসব কোলাহলের ধুম পড়িয়া গেল। রাজা প্রথমে স্বামিজীর বহু

প্রশংসা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতিকে রামনাদবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজীকে প্রদত্ত নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠ শেষ হইলে পত্রখানি বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত একটি স্বুবর্ণ মণ্ডিত পেটিকায় করিয়া স্বামিজীর হস্তে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইল।

রামনাদ অভিনন্দন।

শ্রীপরমহংস যতিরাজ দিগ্বিজয় কোলাহল সর্ব্বমতসম্প্রতিপন্ন পরমযোগেশ্বর শ্রীমদ্ভগবচ্ছ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসকরকমলসঞ্জাত রাজাধিরাজ সেবিত শ্রীবিবেকানন্দ স্বামি পূজ্যপাদেষু—

স্বামিন্!

এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাথপুরম্ বা রামনাদের অধিবাসী আমারা আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থানে সেই মহাধর্ম্মবীর আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রভু শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে সেইস্থানে ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে মহা সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি।

আমাদের মহান্ সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ত্ব পাশ্চাত্যদেশের মনীষিগণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ এবং ঐ চেষ্টায় যে অভূতপূর্ব্ব স্বুফল ফলিয়াছে, তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ

ও গৌরব অনুভব করিয়াছি। আপনি অপূর্ব্ব বাগ্মিতা সহকারে ও অভ্রান্ত স্পষ্ট ভাষায় ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা কবিয়াছেন ও তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মই আদর্শ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম এবং উহা সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী। আপনি মহানিঃস্বার্থ ভাবের প্রেরণায় মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া ও মহা স্বার্থত্যাগ করিয়া বহু দেশ, নদ নদী সমুদ্র ও মহাসমুদ্র পার হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শান্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জয় পতাকা উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন উভয়তঃ সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়তা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বোপরি, আপনার পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্যাগণের প্রাণেও অনেক পরিমাণে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক মহত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠানে একটা আন্তরিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অন্যতম অনুরক্ত শিষ্য, আমাদের রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, একথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দন পত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে

প্রথম পদার্পণ করার জন্য তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ।

উপসংহারে আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন, আপনি যে কল্যাণকর কার্য্য এত সুন্দর-রূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করেন। আপনার পরমভক্ত আজ্ঞাবহ শিষ্য ও সেবকগণের শ্রদ্ধা ও প্রেমসহকৃত এই অভিনন্দন।

রামনাদ। ২৫শে জানুয়ারী ১৮৯৭

প্রত্যুত্তরে স্বামিজী ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের, উন্নতি সাধনের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া একটী সুমধুর ও ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঐ বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন ভারত আবার জাগিয়াছে। বড় সুন্দর ভাষায় তিনি কথাটি বলিয়াছিলেন। যথা—

"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত প্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব্ব

রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্য্যন্ত প্রাণ-সঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না, যে আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না; কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে রাজা প্রস্তাব করিলেন, স্বামিজীর রামনাদে শুভ পদার্পণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক।

রামনাদে অবস্থান কালে বহুব্যক্তি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। একদিন তিনি এখানকার খৃষ্টিয়ান স্কুলগৃহে একটি বক্তৃতা দেন এবং আর একদিন তাঁহার সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে এক দরবার হয়। এখানে স্বামিজীকে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনিও একটি সুন্দর ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তাহাতে বলেন, রামনাদাধিপ যদিও সাংসারিক পদমর্য্যাদায় খুব উচ্চ তথাপি তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরে যুক্ত এবং এই কারণে তিনি রামনাদপতিকে 'রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। অতঃপর রাজার একান্ত অনুরোধে স্বামিজী 'ভারতে শক্তি উপাসনা' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। ইহা

ফনোগ্রাফে তোলা হয়। রবিবার সন্ধ্যাকালে এই দরবার হয়। ঐ দিনই মধ্যরাত্রে তিনি রামনাদ হইতে মাঁন্দ্রাজ যাত্রা করিলেন।

রামনাদ পরিত্যাগের পর স্বামিজী প্রথমে পরমকুড়িতে আসিলেন। তৎস্থানবাসিগণ পরম সমারোহ সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে একখানি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রে তাঁহারা স্বামিজীর পাশ্চাত্য প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যেরা আপনার ধর্ম্মোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা তাহাদের জীবনকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিদিগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যাঁহারা তপস্যা ও আত্মসংযম দ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবজাতির প্রকৃত আচর্য্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

পরমকুড়ি হইতে স্বামিজী মনমতুরায় উপস্থিত হইলেন। মনমতুরা ও তৎসমীপবর্ত্তী শিবগঙ্গার জমীদার ও অন্যান্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমেই এই স্থানে স্বামিজী আসিতে পারিবেন না এই মর্ম্মে তার করা হয়। ইহাতে তাঁহারা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে স্বামিজীর আগমনে সকলেই পরম পুলকিত হইলেন ও আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। অভিনন্দন পত্রের একস্থলে তাঁহারা বলিলেন, "পাশ্চাত্য উদরসর্ব্বস্ব জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্ম্ম-

ভাব সমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময়ে আপনার ন্যায় একজন শক্তিশালী আচার্য্যের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য সুবর্ণের উপর যে ধূলিরাশি কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভারূপ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারূপে জগতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে। আপনি যেরূপ উদারভাবে চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস—আমাদের পূজনীয় মহারাণীর রাজ্যে যেমন সূর্য্য অস্ত যান না, তেমনি আপনারও ধর্ম্মরাজ্য জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে।”

মনমদুরা অভিনন্দনের উত্তর দান করিয়া স্বামিজী অবশেষে মদুরায় পৌঁছিলেন। মদুরা একটী প্রাচীন বিদ্যাচর্চ্চার স্থান এবং আজও পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন রাজ্যসমূহের স্মৃতি ও অনেক উত্তমোত্তম মন্দিরাদি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এখানে রামনাদরাজের একটি সুন্দর বাংলা আছে। স্বামিজী সেইখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে একটি মখমলের খাপে করিয়া তাঁহাকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইল।

“পরম পূজ্যপাদ স্বামিজী,

মাদুরাবাসী আমরা হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি সংসারের সমুদয়

বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনরূপ্ মহান্ পরহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত বাহ্য অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্ম্মই ত্রিতাপ-তাপিত জীবকে শান্তিদানে সমর্থ।

আপনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডবাসীকে সেই ধর্ম্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা অনুযায়ী উপায়ে উন্নতি পথে আরোহণে সাহায্য করে। যদিও গত চার বৎসর আপনি পাশ্চাত্যদেশ-বাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা বিদেশাগত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই!

ভারত যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে তাহার কারণ, তাহাকে জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। কলিযুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেজন্য আনন্দ প্রকাশ ও সহস্র মনুষ্যজাতির যে অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছেন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা স্বীকার—এই দুই বিষয়ে প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি, সুন্দরেশ্বরদেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিত্র

দ্বাদশান্তক্ষেত্র এই মদুরা ভারতের অন্য কোন নগরীর অপেক্ষা পশ্চাদ্গামী নহে জানিবেন।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘ-জীবন, উদ্যম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন।”

তিন সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া স্বামিজীর শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি শেষের কয় স্থানে তাঁহার আর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার মত অবস্থা ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি নিজ স্বচ্ছন্দতা বা শরীরের প্রতি বিন্দু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হইলেন এবং মদুরা অভিনন্দনের উত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি একদিন তত্রতঃ সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। এই মন্দির ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দির সমূহের অন্যতম এবং উহার স্থাপত্যকার্য্য অতি সুন্দর। স্বামিজী ও তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণ মন্দিরস্থ ধনরত্নাদি দর্শন করিলেন। ইহার মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্য গজমতি ছিল। সন্ধ্যার ট্রেনে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলযোগে স্বামিজী মদুরা হইতে কুম্ভকোণাম্ যাত্রা করিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনে শত শত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। অতি নগন্য গ্রাম হইতেও লোক আসিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান ও আদর সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিল। তিনি সকলকেই মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে লাগিলেন এবঃ সহাস্য বদনে তাহাদের প্রদত্ত উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দু’এক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ

করিতে লাগিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বলিয়া ও শরীরের ক্লান্তি নিবন্ধন তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাত্রি চারিটার সময় গাড়ী যখন ত্রিচিনপল্লীতে পৌছিল তখন দেখা গেল সহস্রাধিক লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র তাহারা তাঁহাকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিল। তাহাতে বলিল "আমরা আশা করিয়াছিলাম আপনি অন্ততঃ একদিন এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। যাহা হউক মান্দ্রাজবাসীরা যে শীঘ্রই আপনাকে পাইবে ইহাই ভাবিয়া আমরা পরম আনন্দবোধ করিতেছি।" ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও স্বামিজীকে স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামিজীকে অবশ্য খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তাঞ্জোরে কয়েকদিন পরে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উৎসব ও লোক সমাগম হইয়াছিল। পথিমধ্যে তিনি যেরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইতেছিলেন তাহা হইতেই কুম্ভকোনামে তাঁহার কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই। কুম্ভকোনামবাসীরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যাধিক আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। এই নগর সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান ধর্ম্মকেন্দ্র ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। এখানে স্বামিজী তিন দিন থাকিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন; কারণ বেশ বুঝিতে পারা গেল, মান্দ্রাজে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কাণ্ড হইবে। কুম্ভকোনামে হিন্দুসমাজে ও হিন্দু ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে দুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং স্বামিজী উত্তরে

"The Mission of Vedanta" (বেদান্তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশা অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য একমাত্র আমরাই দায়ী আমরাই আমাদের দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিয়া তাহাদিগকে নীচজাতিতে পরিণত করিয়াছি, এবং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে এক্ষণে ব্রাহ্মণাপেক্ষা চণ্ডালের শিক্ষাতেই অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। উপসংহারে বলেন "হে হিন্দু-গণ তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু-জাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে, হয় ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়ি-য়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারত মাতার সকল সন্তানেরই প্রাণপণে এই সকল ছিদ্র বন্ধ ও পোতের জীর্ণ সংস্কার করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদেশ-বাসীকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে তাহারা জাগ্রত হউক; তাহারা এ দিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়া নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ইতি-কর্ত্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। ইত্যাদি—"

কুম্ভকোনাম্ হইয়া স্বামিজী মান্দ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় সকল ষ্টেশনেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় জনতা দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মায়াবরম্ ষ্টেশনে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া ছিল। তথায় শ্রীযুক্ত ভি

নাটিসা আয়ার প্রমুখ একটি ক্ষুদ্র কমিটী তাঁহাকে ষ্টেশন প্লাট্-ফর্মের উপর একটী অভিনন্দন প্রদান করিলেন। উত্তরে তিনি সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি বিশেষ কোন বড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর যে কেহ ইহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। তবে আমার প্রভু যাহা আমাকে করিতে পাঠাইয়াছিলেন আমি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া আসিয়াছি। আমার ক্ষুদ্রশক্তি যে আপনাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে ইহাতেই আমি ধন্য।" আরও বলিলেন অন্য কোন সময় তিনি মায়াবরমে আসিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উৎসাহ ধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চতুর্দ্দিক জয় স্বামি বিবেকানন্দ মহারাজকি জয়' রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মান্দ্রাজে যাইবার পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে পূর্ব্ববৎ ভিড় হইতে লাগিল। একস্থানে এমন হইয়াছিল যে সেখানকার লোকেরা ষ্টেশন মাষ্টারকে অন্ততঃ দুই চারি মিনিটের জন্যও ট্রেনটি থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ষ্টেশনে ঐ ট্রেন থামিবার কথা নহে। সুতরাং ষ্টেশন মাষ্টার তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া কোন ফল হইল না, তখন সেই সহস্রাধিক লোক দূরে ট্রেন আসিতেছে দেখিয়া অধীর ভাবে উন্মত্তবৎ রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িল। ষ্টেশন মাষ্টার গতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। গার্ড সাহেব ব্যাপারটি আন্দাজে কতক অনুমান করিলেন এবং অতগুলি লোকের প্রাণ যায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইতে আদেশ দিলেন। গাড়ী থামিবামাত্র দলে দলে সকলে স্বামিজীর

কামরার দিকে ছুটিতে লাগিল। তিনি তাহাদের এবম্প্রকার ভক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মান্দ্রাজে।

মায়াবরম্ হইতে স্বামিজী মান্দ্রাজ পৌঁছিলেন। যখন ট্রেণ মান্দ্রাজ পৌঁছিল তখন দেখা গেল, সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। স্বামিজীর আগমনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে মান্দ্রাজে তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক রাজা, জমীদার, সভাসমিতি এবং মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিগণ এই ঘটনা উপলক্ষে সহরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। নগরটি কোথাও কদলীবৃক্ষে, কোথাও পত্রপুষ্পে, কোথাও বা নারিকেলশাখাসমূহে সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানে সপ্তদশটি বিজয়তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পত্‌পত্ শব্দে বিচিত্রবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল এবং দ্বারে দ্বারে ফুলের মালা দুলিতেছিল। মাঝে মাঝে সুবর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছিল 'পূজনীয় বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউক' 'স্বাগত হে ভগবৎসেবক' 'স্বাগত অতীত ঋষিগণসেবক' 'স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি নবজাগ্রত ভারতের সানন্দ সম্বর্দ্ধনা' 'এস শান্তির অগ্রদূত' 'এস শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত সন্তান', 'স্বাগত পুরুষসিংহ' ইত্যাদি।

আর নানাবিধ সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে ছিল 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। এগমোর ষ্টেশনটি দূর হইতে ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চের ন্যায় দেখাইতেছিল এবং স্বামিজীর গমন পথ রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। সাজসজ্জা দর্শনে মনে হইতেছিল যেন নগরে এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পথপার্শ্বে, গৃহদ্বারে গবাক্ষে, অলিন্দে, ও ছাদের উপর সহস্র সহস্র লোক। পথে অবিরাম লোকগতি। মান্দ্রাজে কখনও কাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এরূপ সমারোহ, জনসমাগম বা উৎসাহ দৃষ্ট হয় নাই—এমন কি, লর্ড রিপণ ব্যতীত কোন প্রধান রাজপুরুষের সম্মানার্থও নহে।

স্বামিজী যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন লক্ষ কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। তিনি অবতরণ করিবামাত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যেরা তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত ছিলেন তাঁহার দুই গুরু ভাই, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিবানন্দ এবং শিষ্য মিঃ গুডউইন। কাপ্তেন এবং মিসেস্ সেভিয়ার পূর্ব্বদিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আর কলম্বো হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বোক্ত টি, জি, হ্যারিসন সাহেব ও তাঁহার পত্নী আসিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে নির্গমনদ্বারে আলাপ পরিচয়াদি হইল। তৎপরে স্বামিজীর কণ্ঠদেশ জয়মাল্যে বিভূষিত করা হইল এবং যন্ত্রবাদ্যোত্থিত জাতীয় সঙ্গীতধ্বনি চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল, উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত সামান্য কথোপকথনান্তে স্বামিজী, গুরুভ্রাতৃদ্বয় ও শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ারের

সহিত একটি সুসজ্জিত অশ্বযানে আরোহণ করিয়া এটর্ণি মিঃ বিলিগিরি আয়েঙ্গারের 'ক্যাস্‌ল্‌ কার্নান' (Castle Kernan) নামক ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। অনতিবিলম্বে ছাত্রেরা আসিয়া ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই তাঁহার গাড়ী টানিতে লাগিল এবং শতসহস্র ব্যক্তি তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে দর্শকবৃন্দ উপহার প্রদানের জন্য ক্রমাগত গাড়ী থামা-ইতে লাগিল আর অনবরত স্বামিজীর উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। উপহারের মধ্যে অধিকাংশই ফল, বিশেষতঃ নারিকেল। চিন্তাদৃপেত প্রভৃতি কতিপয় স্থানে মান্দ্রাজ রমণীরা কর্পূর-চন্দন পুষ্প ধূপাদি এবং প্রদীপের দ্বারা স্বামিজীর আরতি করিলেন। একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া প্রাচীনা সেই বিষম জনতা ভেদ করিয়া স্বামিজীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার বিশ্বাস স্বামিজী তাঁহার আরাধ্য 'সম্বন্ধ মূর্ত্তি'র অবতার। এত গোলোযোগে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সাড়ে নয়টার সময় সেখানে পৌঁছিলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারীয়ার 'মান্দ্রাজ বিদ্বান্‌ মনোরঞ্জিনী সভার' পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায় স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করিলেন। পরে কানাড়ীয় ভাষায়ও একটি অভিনন্দন পঠিত হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ারের অনুরোধে সকলে সে রাত্রের মত স্বামিজীকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

মান্দ্রাজে এই অভ্যর্থনার সূত্রপাত। কিন্তু এখানে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা ক্রমশঃ হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত

হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই স্থান হইতেই বর্ত্তমান ভারতের নব অভ্যুদয়।

মান্দ্রাজে স্বামিজী নয় দিন ছিলেন এবং ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার বজ্রনির্ঘোষে আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী রবিবার অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বামিজীকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। নিম্নে উহার সমগ্রটীর বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল।

মান্দ্রাজ অভিনন্দন।

পূজ্যপাদ স্বামিজি,

আমরা আপনার মান্দ্রাজবাসী সমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারের পর এতদ্দেশে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। অভিনন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছি না। ঈশ্বর কৃপায় ভারতের প্রাচীন মহোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোয় যখন ধর্ম্মমহাসভার আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতকগুলি স্বদেশবাসীর স্বভাবতঃই এই আগ্রহ হইল যে, উক্ত মহাসভায় আমাদের এই মহান্ ও প্রাচীন ধর্ম্মও যেন উপযুক্তরূপে আলোচিত

হয়, যেন মার্কিন জাতির নিকট ও তাহাদের সাহায্যে সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম্ম যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হয়। ঠিক এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আপনার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়। আমরা তখনই সকল জাতির ইতিহাসে চিরকাল ধরিয়া যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে—তাহা আবার উপলব্ধি করিলাম—অর্থাৎ সময় হইলেই উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন আপনি উক্ত ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি-রূপে যাইতে স্বীকৃত হইলেন তখন আপনার অপূর্ব্ব শক্তিসমূহের পরিচয় পাইয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত চিরস্মরণীয় ধর্ম্মসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি অতি দক্ষতার সহিত উহার সমর্থন করিবেন। আপনি যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক ভাবে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মতসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাকে শুধু যে উক্ত মহাসভার সভ্যগণের হৃদয় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য নরনারী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধর্ম্মনির্ঝরিণীর অমরত্ব ও প্রেমরূপ সলিল পান করিলে তাঁহারা সতেজ হইতে পারেন ও সমগ্র মানবসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর, পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর উন্নতির ভাগী হইতে পারে, যাহা জগতে আর কখনও ঘটে নাই। ধর্ম্মসমন্বয়রূপ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব জ্ঞাপক মতটির প্রতি জগতের অন্যান্য মহান্ ধর্ম্মসমূহের প্রতিনিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে আমরা আপনার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে এখন আর এরূপ বলা সম্ভব নহে যে, সত্য ও পবিত্রতা কোন

বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিংবা উহা কোন বিশেষ মত বা সাধন প্রণালীর একচেটিয়া অধিকার অথবা কোন বিশেষ মত বা দর্শন অন্য সকল গুলিকে নিরস্ত ও বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি ভগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত মধুর সমন্বয়ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া আপনার অননুকরনীয় মধুর ভাষায় বলিয়াছেন—'সমগ্র ধর্ম্মজগৎ বিভিন্ন প্রকৃতি নরনারীর বিভিন্ন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া এক লক্ষ্যের দিকে গতি মাত্র।' আপনার উপর অর্পিত এই পবিত্র ও মহান্ কার্য্যভার সমাপন করিয়াই যদি আপনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলেও আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ আনন্দ ও ধন্যবাদ সহকারে আপনার কার্য্যের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানব-জাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির সুসমাচার বহন করিয়াছেন। বেদান্তধর্ম্ম যে বিশেষভাবে যুক্তিসহ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আপনি আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য, স্থায়ী বিভিন্ন শাখাবিশিষ্ট একটি কর্ম্মপ্রধান 'মিশন' প্রতিষ্ঠারূপ যে গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইতেছে। আপনি যে প্রাচীন আচার্য্যগণের পবিত্র পথের অনুসরণ করিতেছেন, এবং যে মহান্ আচার্য্য আপনার জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেশ্যসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন,

আপনিও সেই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই মহান্ কার্য্যে আপনার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আশা করি যেন ঈশ্বর কৃপায় আমরাও এই মহান্ কার্য্যে আপনার সহযোগী হইবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারি। আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরম দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ শক্তি প্রদান করেন আর আপনার কার্য্যকে যেন সনাতন সত্যের শিরোভূষণের উপযুক্ত গৌরব ও সিদ্ধির মুকুট দানে আশীর্ব্বাদ করুন।

উপরোক্ত অভিনন্দন পাঠের পর 'বিদ্বৎবৈদিক সভা' 'মান্দ্রাজ সমাজ সংস্কার সমিতি' ও খেতড়ির মহারাজা—ইঁহাদিগের প্রেরিত তিনটী অভিনন্দন এবং তদ্ব্যতীত সংস্কৃত, ইংরাজী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় রচিত আরও বিংশতিটী অভিনন্দন পাঠান্তে স্বামিজীকে নিবেদন করা হইল। স্বামিজী যখন প্রত্যুত্তর দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন তখন যে উচ্চ কোলাহল ও জনসংঘর্ষ আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনাতীত। দশসহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল। অনেকে স্থানাভাবে সভার বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যখন এই সংক্ষুব্ধ জনসমুদ্রকে শান্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন স্বামিজী হল হইতে বাহিরে গিয়া একখানি গাড়ীর কোচবাক্সের উপর আরোহণ করিয়া পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং সকলে স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে না পাইয়া

গাড়ীর দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং রীতিমত সভা হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। অগত্যা স্বামিজী সংক্ষেপে দু'চার কথা বলিয়া এবং শ্রোতৃবর্গকে ধন্যবাদ দিয়া সেদিনকার মত বক্তৃতা শেষ করিলেন, তিনি তাহাদিগের উৎসাহ দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন 'দেখিও যেন এ আগুণ নিভিয়া না যায়।"

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর ব্যতীত স্বামিজী মান্দ্রাজে আরও পাঁচটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—

(১) আমার সমর পন্থা।

(২) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের নিয়োগ।

(৩) ভারতের মহাপুরুষগণ।

(৪) আমাদিগের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

(৫) ভারতের ভবিষ্যৎ।

প্রথম বক্তৃতাটি ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বদিন অতিরিক্ত জনতাবশতঃ বক্তৃতা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া এই দিন তিনি মান্দ্রাজবাসীদিগের সদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন 'অভিনন্দন পত্রসমূহে আমার প্রতি যে সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কিরূপে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানিনা, তবে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে উহাদের যোগ্য করেন আর আমি যেন সারাজীবন আমাদের ধর্ম্ম ও মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি।'

এই বক্তৃতাটি অতিশয় দীর্ঘ এবং ইহাতে নানা বিষয় আলো-

চিত হইয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ নিজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথার উল্লেখ ও সংস্কার সম্বন্ধীয় মন্তব্যপূর্ণ বলিয়াই ইহা বিশেষ ভাবে পাঠের যোগ্য। এই বক্তৃতা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে থিওসফিক্যাল সোসাইটী, ব্রাহ্মসমাজ বা খৃষ্টীয় মিশনরী কোন সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই তিনি আমেরিকায় কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই বরং তাঁহাদের অনেকে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি হিন্দুশব্দের উৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলেন হিন্দুশব্দ যখন যে অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকুক, যে ব্যক্তি বেদের সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই। এই বেদের সারাংশ উপনিষদ বা বেদান্ত; সুতরাং বর্ত্তমান কালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বৈদান্তিক বা বৈদিক এই দুইটীর মধ্যে যাহা হউক একটা বলিলেই ঠিক বলা হয়। তারপর তিনি বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, ভারতীয় সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেরও মূলভিত্তি এবং শাস্ত্র ও দেশাচারের পার্থক্য ও বেদব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদিগের মতভেদ প্রদর্শন করিয়া যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি ভাবে সকল মতের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করেন। তৎপরে তিনি উপনিষৎ সমূহের অদ্ভুত ভাষার প্রশংসা করিয়া মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে 'দ্বা সুপর্ণা—' ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করেন, উপনিষৎ তত্ত্বের আরম্ভ দ্বৈতবাদে ও সমাপ্তি অদ্বৈতে এবং পুরাণের

গল্প ত্যাগ করিয়া উপনিষদের তেজ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া বলেন "সমগ্র জীবন আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মানব কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মানবের দুর্ব্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্ব্বলতার দ্বারা কি এই দুর্ব্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও বীর্য্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ' 'ভয়শূন্য হও' এই বাক্য বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। অভীঃ—ভয়শূন্য হও—আর আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুদূর অতীত হইতে সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে—আমি যেন দেখিতেছি—সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডোপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন—সম্রাট্ সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ধনমানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থমানের প্রলোভনের কথা শুনিয়া হাস্য সহকারে তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন; তখন সম্রাট নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব,' তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা

কথা আর কখনও বল নাই। আমায় মারে কে? জড়জগতের সম্রাট্ তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অক্ষয়; আমি কখনও জন্মাই নাই, কখন মরিব না, আমি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ। তুমি বালক, তুমি আমায় মারিবে?" ইহাই প্রকৃত তেজঃ, ইহাই প্রকৃত নির্ভীকতা। বন্ধুগণ! উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই এক্ষণে বিশেষভাবে আমাদের জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।'

তৃতীয় বক্তৃতায় তিনি বলেন ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে ঋষি হইতে হইবে— ঋষি, অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী ও গীতা প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ হইতে, ভগবান্ বুদ্ধদেব, জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য মহানুভব রামানুজাচার্য্য, প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও জ্ঞান ভক্তি সমন্বয়াচার্য্য ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব—সকলের জীবন আলোচনা ও তাহা হইতে কি শিক্ষালাভ হয় তাহার বর্ণনা করেন।

চতুর্থ বক্তৃতাটি ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমেরিকা গমনের পূর্ব্বে এই সমিতির সভ্যগণের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত নানাবিষয়ে আলোচনা হওয়াতে ক্রমশঃ মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতাবলীর পরিচয় পায় এবং অবশেষে তাঁহাদের চেষ্টাতেই তিনি চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বক্তৃতাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শেষ বক্তৃতাটি একটী বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়, তাহাতে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

উপরিউক্ত বক্তৃতা দান ব্যতীত 'চেন্নাপুরী অন্নদানম্' নামক এক দাতব্য ভাণ্ডারের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে স্বামিজী সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে একজন বক্তা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণজাতিকে ভিক্ষাদান প্রথার দোষ প্রদর্শন করেন। স্বামিজী ঐ বিষয়ে বলেন, "এই প্রথার ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তাসম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।"

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্যান্য জাতির বিধিবদ্ধ দান প্রথার তুলনা করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবনযাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রকে আইনানুসারে গরীবখানায় (Poor house) যাইতে বাধ্য করা হয়; মানুষ কিন্তু আহার অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে, সুতরাং সে গরীবখানায় না যাইয়া সমাজের শত্রু চোর ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজশরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই, সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য দানেরও আবশ্যক

থাকিবে। এখন হয় ভারতের ন্যায় অবিচারিতভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সন্ন্যাসিগণকে (তাঁহাদের মধ্যে সকলে অকপট না হইলেও) আহার লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রের দু' চারটা কথাও শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে, অথবা পাশ্চাত্য-জাতির ন্যায় বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দরিদ্রদুঃখ-নিবারণ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটী ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়। একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।"

স্বামিজী একদিন মান্দ্রাজ সমাজ সংস্কার সমিতির সভাগৃহেও গমন করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহাকে ওখানে একটি কেন্দ্র খুলিবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি বলিলেন 'এ সময়ে নহে। ইহার পরে আমি কাহাকেও পাঠাইয়া দিব।'

ইতিমধ্যে তিনি পাশ্চাত্যবাসী শিষ্য ও ভক্তদিগের নিকট হইতে পত্রাদি পাইতেছিলেন। তাঁহারা সেখানে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের ক্রমিক উন্নতি ও বিস্তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। অন্যান্য পত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি—

প্রিয় সুহৃৎ ও ভ্রাতঃ,

আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্ম ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যার কার্য্যে আপনি যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে

যেরূপ ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধিৎসা সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ধর্ম্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনকারী এই কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সের সভ্যগণ—ভবৎকৃত সেই কার্য্যকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিতে অতিশয় আনন্দবোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আপনি ও আপনার সহকারী স্বামী সারদানন্দ যে ভাবে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে যে কোন গভীর তত্ত্ব আস্বাদনেরই সুখ আছে তাহা নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা বহুদূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রবন্ধন সুদৃঢ় হইবে এবং মনুষ্যজাতির সাধারণ ইষ্ট যে এক এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান এই ধারণা (যাহা আমরা জগতের সকল উচ্চধর্ম্মের নিকট শ্রবণ করিয়া আসিতেছি) আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে।

আমাদের খুব আশা আছে, আপনার ভারতীয় কার্য্য এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে আরও অধিক সহায়তা করিবে, এবং আপনি সেই দূরদেশস্থিত মহান্ আর্য্যবংশসমুদ্ভূত ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে ভ্রাতৃস্নেহের সুস্নিগ্ধ আশ্বাসবাণী লইয়া পুনরায় আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আনিবেন আপনার স্বদেশীয়গণের জীবনযাত্রা প্রণালী ও ভাবের সংস্পর্শ হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ ও চিন্তাশীলতার উদ্ভব হয় তাহার ফলস্বরূপ সুপরিপক্ক জ্ঞানসম্ভার।

এই কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনসমূহে যে ফলপ্রদ কার্য্যসম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়া আমরা সানন্দে জানিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছি আগামী বর্ষে আপনার কার্য্যসমূহ কি

ভাবে পরিচালিত হইবে, এবং আপনাকে আমাদের আচার্য্যরূপে প্রাপ্ত হইবার কোন আশা আছে কি না। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনি অচিরে আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসেন; এবং যদি আপনি আসেন, তাহা হইলে পূর্ব্ববন্ধুগণের সকলেই যে হৃদয়ের ঐকান্তিকী প্রীতি সহযোগে আপনার সম্বর্দ্ধনা করিবেন ও আপনার কার্য্যে ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত যোগ দিবেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ইতি—

আপনার

একান্ত অনুরক্ত ও ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ

লুইস্ জি জেন্‌স্ ডি, ডি ডিরেক্টর

সি, সি, এভারেট ডি, ডি

উইলিয়ম জেম্‌স্

জন্, এচ্ রাইট

যোশিয়া রয়েস্

জে, ই, লো

এ, ও, লভজয়

রাচেল কেট টেলর

শারা, সি, বুল

জন্ পি, ফক্স।

পত্রের স্বাক্ষরকারীরা সকলেই আমেরিকার বিখ্যাত মনস্বী ব্যক্তি। নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ডাঃ জেন্‌স্—ব্রুকলিন নৈতিক সভার সভাপতি।

প্রফেসর এভারেট—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন।

প্রফেসর জেম্‌স্—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক এবং পাশ্চাত্য জগতের একজন প্রধান্ দার্শনিক ও ও মনস্তত্ত্ববিৎ।

„ রাইট্—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে ইনিই স্বামিজীকে চিকাগো ধর্ম্মসভায় পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

মিসেস্ বুল কেম্‌ব্রিজ কন্‌ফারেন্সের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আমেরিকা ও নরওয়ের একজন গণণীয়া রমণী।

মিঃ ফক্স কেম্‌ব্রিজ কনফারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদক।

প্রফেসর রয়েস হার্ভার্ডের দর্শনাধ্যাপক এবং উচ্চাঙ্গের দার্শনিক লেখক। ইনি অনেক বিষয়ে স্বামিজীর নিকট ঋণী।

উপরোক্ত পত্র ব্যতীত ব্রুকলিন নৈতিকসভা হইতেও স্বামিজীর স্তুতি প্রশংসা ও বিজয়বার্ত্তা পরিপূর্ণ আর একখানি পত্র আইসে। তাহার শিরোনামায় লিখিত ছিল—To our Indian Brethren of the great Aryan Family (আমাদের ভারতীয় আর্য্য ভ্রাতৃগণের প্রতি)।

পত্রের বহুসংখ্যক অনুলিপি মান্দ্রাজে মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

ডেট্রয়েট হইতেও ৪২ জন বিশিষ্ট বন্ধুর স্বাক্ষরিত একখানি অভিনন্দন লিপি আসিয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল "মানব-

জাতির মাতৃস্থানীয়া প্রাচীন আর্য্যজাতির এক শাখা কর্ত্তৃক শাসিত, প্রাচীন অথচ নবীন এই দেশের এই বহুদূরবর্ত্তী নগরী হইতে আমরা আপনাকে আপনার জন্মভূমি—যেখানে যুগযুগান্তরের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিহিত আছে—সেই ভারতভূমিতে আপনা কর্ত্তৃক আমাদিগের নিকট আনীত বাণীর প্রতি হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিজ্ঞাপিত করিতেছি। আর্য্যবংশোদ্ভব প্রতীচ্যবাসী আমরা আমাদের প্রাচ্য ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে এত দীর্ঘকাল পৃথক্ হইয়াছি যে আমরা যে একই শোণিত হইতে উৎপন্ন তাহা আপনার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু আপনি এদেশে আসিয়া আপনার দিব্যসামীপ্য ও অনুপম বচনচ্ছটায় আমাদের মধ্যে সেই নির্ব্বাণপ্রায় জ্ঞানবহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে আমেরিকার আমরা ও ভারতের আপনারা বিভিন্ন নহি—মূলতঃ এক।

"প্রেমময় ও জ্ঞানময় জগদীশ্বর সকল কার্য্যে আপনার সহায় ও নিয়ন্তা হউন এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণ আপনাকে আশ্রয় করুক।

"ওঁ তৎসৎ।"

অন্যান্য পত্রের মধ্যে একটি পত্রে স্বামিজী বড় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তাহাতে আমেরিকাবাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার গুরু-ভাইদিগের অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের কর্ম্মের বিস্তার ও সফলতার বৃত্তান্ত ছিল। নিউইয়র্কস্থ 'নিউসেঞ্চুরি হল'এ বেদান্তসভার ছাত্রগণ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গে ডাঃ ই, জি, ডে (Dr. E. G. Dey) বলিয়াছিলেন :—

"শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতেছি যাঁহারা

আমাদের অশেষ গুণভূষিত প্রিয়তম আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখ হইতে বেদান্তের গভীর তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইতেন। আরও অনেককে দেখিতেছি যাঁহারা সেই প্রিয় মিত্র ও শিক্ষাদাতা গুরুর স্বদেশগমনে দুঃখে সন্তাপিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুনরাগমনের জন্য দীর্ঘকাল একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে তাঁহার পরিত্যক্ত কার্য্যভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। ইঁহার নাম স্বামী সারদানন্দ। এখন হইতে ইনিই আমাদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের ন্যায় ইঁহাকেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদনে উন্মুখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহাই আপনাদের বর্ত্তমান মনোভাব। অতএব আসুন এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই নবাগত আচার্য্যকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করি।"

পরমহংসদেবের নিকট যেমন নানাশ্রেণীর ও নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, সাধু ও সাধক আসিতেন, স্বামিজীর নিকটও সেইরূপ বিবিধ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আসিতে লাগিলেন। আগমবাদী বৈখানস সম্প্রদায়ের একজন বৃদ্ধ তিরুপাটি হইতে আসিয়া স্বামিজীর গলে মাল্যদান করিলেন এবং তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন "ই'নি স্বয়ং বিখানস।" এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিখানসকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ই'হারা কর্ম্মযোগের বড় অনুরাগী। এই ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিলেন, আমি আজন্ম কর্ম্মযোগ ও বৈখানস নীতির মধ্যে

লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনি আমা অপেক্ষা তাহার তত্ত্ব অনেক বেশী জানেন।"

কিন্তু এই দেশব্যাপী উচ্চ সম্মান ও দেববৎ পূজা স্বামিজীর চিত্তে বিন্দুমাত্রও দম্ভরূপ মালিন্যের সঞ্চার করিতে পারে নাই। তিনি তাহাদিগের এই ভাব তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মানার্থ বলিয়া মনে করিলেন না, কিন্তু দেখিলেন ইহাতে ভারতবাসীর আন্তরিক ধর্ম্মপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুরাগ সূচিত হইতেছে। তিনি শুধু ভগবানের দয়ায় এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা এবং প্রচারক মাত্র হইয়াই তাহাদিগের নিকট এতটা শ্রদ্ধালাভের অধিকারী হইয়াছেন! বাস্তবিক এত সম্মান জীর্ণ করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতে তিনি সিংহাসনাধিষ্ঠিত নৃপতির ন্যায় সম্মান পাইয়াছেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের বহুপরে একজন বক্তা এক সময়ে আমেরিকায় বলিয়াছিলেন—

"Everywhere he was received most cordially and entertained in right royal fashion. In fact the receptions and ovations given to Swami Vivekánnda were unique in the annals of the history of India. No prince, no Maharajah, nor even the Viceroy of India has ever received such a hearty welcome and such spontaneous expressions of love, reverence, gratitude and respect as were showered upon the blessed head of this great patriot-saint of modern India..........."

ভাবার্থ :—"বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ সম্মান সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্ত্তমান ভারতের এই মহান্ স্বদেশপ্রেমিক

সাধু ব্যক্তির প্রতি সকলে যেভাবে হৃদয়ের অকপট ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন ও যেরূপ উৎসাহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় কোন রাজা, বা মহারাজা, এমন কি কোন রাজপ্রতিনিধি পর্য্যন্ত আজ অবধি এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন নাই।"

কিন্তু তথাপি তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই তিনি যে মাতৃসেবক, সেই মাতৃসেবক। তিনি কখনও হৃদয় হইতে সেবার ভাব দূর করিয়া অন্য ভাব পোষণ করেন নাই। উক্ত বক্তা বলিয়াছিলেন—

"After receiving the highest honours from three great nations Swami Vivekananda's mind was neither elated with pride or self-conciet, nor was his head turned for half a second from the blessed feet of his beloved Master. With the same child-like simplicity, with the same humility of character which he had possessed before he came to America and keeping the same fire of renunciation alive in his soul, he realised the transitoriness of all the triumphal honours he received."

ভাবার্থ :—

"জগতের তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতির নিকট হইতে মহোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্ত কখনও গর্ব্ব বা আত্মশ্লাঘা-জনিত পুলকে উৎফুল্ল হয় নাই কিংবা তদীয় শির মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিযুক্ত হয় নাই। চিরদিন সেই একই ভাব—আমেরিকা আগমনের পূর্ব্বেও যে

বালকবৎ সরল ও বিনম্র ভাব তাঁহাতে ছিল পরেও তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সর্ব্বসময়েই ত্যাগ বৈরাগ্য-বহ্নি-পরিপূর্ণ সে হৃদয় নশ্বর গৌরবের নিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিত।" বাস্তবিক তিনি বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। নিন্দা স্তুতিতে কখনও বিচলিত হয়েন নাই। এখানে স্তুতির কথা বলিলাম। অন্যত্র নিন্দার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

কলিকাতায়।

মান্দ্রাজ হইতে স্বামিজী ষ্টিমারে চড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে ইতিমধ্যে তাঁহার সম্মানার্থ বিপুল আয়োজন হইতেছিল। স্বয়ং দ্বারবঙ্গাধিপ অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাসীগণ তাঁহার ভারত ভূমিতে পদার্পণের দিন হইতেই অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও মতামত শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

খিদিরপুরে আসিয়া ষ্টীমার থামিল। অভ্যর্থনাসমিতির বন্দো-বস্ত অনুসারে ওখান হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে স্বামিজী ও তাঁহার সহযাত্রীরা বেলা ৭॥ টার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছি-লেন। তথায় প্রায় বিংশতি সহস্র লোক ঔৎসুক্যপূর্ণ চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের লোকেরা তাঁহাকে যে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিয়া-ছিল তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছিল। ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছিবা-মাত্র সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। স্বামিজী গাড়ীতে দণ্ডায়-মান হইয়া সমাগত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত অথচ কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। 'জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকি জয়—" 'জয় স্বামী বিবেকানন্দ কি জয়' শব্দে ষ্টেশন ঘন ঘন

কম্পিত হইতে লাগিল। ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক নরেন্দ্র নাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সভ্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান একখানি বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী আশে পাশে তাঁহার গেরুয়াবেশধারী গুরুভ্রাতাদিগকে লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু তখন আর আলাপের বিশেষ স্ুবিধা হইল না। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য পুষ্প ও মাল্যোপহার বর্ষিত হইতেছিল। তিনি তাহারই ভারে শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে স্বামিজী সেভিয়র দম্পতীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত ল্যাণ্ডোতে আরোহণ করিবামাত্র স্কুল কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পিছনে একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল আসিতেছিল তাহার পশ্চাতে অগণণ লোকসংখ্যা। পথের দুইধার লোকে লোকারণ্য এবং চতুর্দ্দিক নানারঙ্গের নিশান ফুল ও দেবদারু পাতা দিয়া সাজান। সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোডের মোড় এবং রিপন কলেজের সম্মুখভাগে তিনটি সুসজ্জিত গেট্। স্বামিজী রিপন কলেজে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া রায় পশুপতি নাথ বসু বাহাদুরের বাগবাজারস্থ ভবনে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় পশুপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অপরাহ্ণে আলম বাজারস্থ মঠে গিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ গোপাল লাল শীলের কাশীপুরস্থ উদ্যানে রহিলেন। স্বামিজী মঠ হইতে প্রত্যহ তথায় আসিয়া আগন্তুকগণকে দর্শন ও নানাবিধ উপদেশ

দান করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার একমুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। প্রত্যহ কত লোক যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত তাহার সংখ্যা হয় না! তার উপর শত শত পত্র ও টেলিগ্রাম ত ছিলই।

এই ভাবে এক সপ্তাহ অতীত হইলে অবশেষে ১৮৯৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিন মহানগরীর অধিবাসীরা একত্র হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সম্মিলন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্বামিজী সেখানে উপস্থিত হইলে সকলে বিশেষ সমাদর সহকারে তাঁহাকে সভামধ্যে বসাইলেন। সভায় অনেক প্রথিতনামা উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় কাহারও অভ্যর্থনার জন্য এ নগরীতে এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আর কখনও সমবেত হন নাই। উঠানে ও বারান্দায় অন্যূন পাঁচহাজার লোক জমিয়াছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজিকে দেখাইয়া বলিলেন "ভারতের জাতীয় জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষের মধ্যে ক্বচিৎ একজন এরূপ মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়।" তারপর তিনি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন ও একটি রৌপ্যপাত্রে করিয়া উহা স্বামিজীর হস্তে প্রদান করিলেন।

স্বামিজীর আগমনের পূর্ব্বে এদেশের অনেক লোক যেমন তাঁহার অসাধারণ গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুরাগী ও পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অপর কতকগুলি লোক আবার তেমনি

ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়াও দাঁড়াইয়াছিলেন। কোন কোন গোঁড়া কাগজওয়ালা তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মোট কথা তাঁহার এই বিশ্বব্যাপী গৌরবটাকে অনেকে অনেক রকম ভাবে ও বিশেষ কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিলেন ও তৎসম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য, সমালোচনা, মতামত ও জল্পনা কল্পনা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া তিনি যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন ও যেরূপ বিনয় নম্র বচনে ও আন্তরিক অকপটতার সহিত নিজের বিষয়ে উল্লেখ করিলেন তাহাতে সকলের মতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই বক্তৃতার অদ্ভুত শব্দমাধুর্য্য ও ভাবসৌন্দর্য্য এককালে সকলকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি উঠিয়াই বলিলেন, "মানুষ আপনার মুক্তি চেষ্টায় জগৎপ্রণেতার সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়। মানুষ নিজ আত্মীয়স্বজন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে, অতিদূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি, মানুষ নিজে যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সে সর্ব্বদাই একটা মৃদু অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্ব্বদাই বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কাণে কাণে মৃদুস্বরে বলিতে থাকে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।" হে ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসীগণ! আজ তোমাদের নিকট আমি

সন্ন্যাসীভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্ম্মপ্রচারক রূপেও নহে। কিন্তু পূর্ব্বের সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয় এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সরল প্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি।" তারপর চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মার্কিন জাতির সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিদ্বেষের মূলীভূত কারণ। কিন্তু লোকে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাইল যখন তিনি নিজের কৃতকার্য্যতার জন্য বিন্দুমাত্র অভিমান প্রকাশ না করিয়া সকল কর্ত্তৃত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর অর্পণ করিলেন। পাঠক দেখুন গুরুর প্রতি কি অপূর্ব্ব ভক্তি!

"ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া। যদি আমি কায় মন বাক্য দ্বারা কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই। সকল গৌরব তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দোষ আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্ব্বল দোষযুক্ত, সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু

বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় নাই।" সর্ব্বশেষে তিনি কলিকাতাবাসী যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভমূহুর্ত্ত আসিয়াছে।......তোমরা বলিয়াছ আমি কিছু কার্য্য করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক কার্য্য করিতে পার! উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।......আমিত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয় সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না.। আমার দৃঢ়বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্য্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা কখনও আশা করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদের উপর।......"

পাঠক জানেন তিনি দশবৎসর কাল কিরূপে ভারতের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে যে শক্তি সুপ্তভাবে নিহিত আছে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ দেশবাসীকে আহ্বান করিতে

লাগিলেন। এই বক্তৃতা ও তাঁহার চরিত্র-প্রভাব সর্ব্বত্র এক অভিনব ভাব সৃষ্টি করিল এবং তিনি বর্ত্তমান যুগের পথপ্রদর্শক বলিয়া সহজেই সকলের বরণীয় হইলেন।

ইহার কয়েক দিবস পরে তিনি ষ্টার থিয়েটারে "The Vedanta in all its phases" (সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত) শীর্ষক আর একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন বেদান্ত প্রচার দ্বারাই ভারতে সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধিত হইবে।

* * * *

কিয়দ্দিনের মধ্যে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে বিরাট উৎসবের আয়োজন হইল। স্বামিজীকে পাইয়া এবার সাধারণের উৎসাহ ও আনন্দের পরিসীমা ছিল না। স্বামিজী তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত বেলা ৯টা ১০টার সময় বাগানে উপস্থিত হইলেন। নগ্নপদ; শীর্ষে গৈরিক বর্ণের উষ্ণীষ ও সর্ব্বাঙ্গ সুদীর্ঘ গৈরিক আলখাল্লায় আবৃত। তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখের অগ্নিশিখাসম বাণী শ্রবণ করিবে বলিয়া অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর অনেক অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। মা কালীর মন্দির সম্মুখে অসংখ্য লোক। স্বামিজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির আনত হইল। তারপর ৺রাধাকান্ত জীউকে প্রণাম করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাসগৃহে গমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে তখন আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ স্বামিজীকে দর্শনলাভে পুলকিত হইয়া ঘন ঘন 'জয় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ' ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তনের দল

নাচিতেছে ও গাহিতেছে অদূরে "নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতে-ছেন।" সেবারকার উৎসব যে কি হর্ষের বন্যা বহাইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

স্বামিজীর সহিত দুইটী ইংরাজ মহিলাও উৎসবে আসিয়া-ছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শনে গমন করিলেন এবং যাইতে যাইতে শরৎবাবু রচিত উক্ত উৎসব সম্বন্ধীয় একটী সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী উহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও আরও লিখিবার জন্য শরৎবাবুকে উৎসাহ দিলেন।

পঞ্চবটীতে ঠাকুরের অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নাট্যাচার্য্য গিরিশ বাবুকে দেখিয়া স্বামিজী প্রণাম করিলেন ও বলিলেন "ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন।" গিরিশ বাবুও প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন "তা বটে, কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে আরও দেখি।" তারপর উভয়ের মধ্যে যে সকল কথা হইল বাহিরের লোকে অনেকেই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামিজী বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর গিরিশবাবু উপস্থিত উক্ত মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"একদিন হরমোহন (মিত্র) কি খবরের কাগজ দেখে এসে বল্লে যে স্বামিজীর নামে আমে-রিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, 'নরেনকে যদি নিজ চক্ষে কিছু অন্যায় কর্‌তে দেখি তবে বল্‌বো

আমার চোখের দোষ হয়েছে—চোক্ উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো। ওরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে ?”

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাগত লোকেরা স্বামিজীকে ঠাকুরের সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতে বলিলেন। কিন্তু সেই বিরাট জনসঙ্ঘের কোলাহল শব্দে তাঁহার কণ্ঠস্বর কোথায় ডুবিয়া গেল। তিনি অগত্যা বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও সকলের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তারপর আবার ইংরাজ-মহিলা দুইটীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলারা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে বহুদূরদেশ হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

বেলা তিনটার সময় তিনি আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে আসিতে আসিতে বলিলেন যে সাধারণের জন্য (অর্থাৎ যাহারা উচ্চ দার্শনিক ভাব গ্রহণে অক্ষম) ধর্ম্মবিষয়ক উৎসব ও বাহ্য পূজানুষ্ঠানের অনেক সময়ে দরকার হইয়া পড়ে। হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ—এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধর্ম্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। তবে ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ লোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐ সকলে মেতে যায়, তারপর উৎসব আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়।

গোপাল শীলের বাগানে।

এই সময়ে যদিও তিনি প্রধানতঃ গোপাল লাল শীলের কাশী-পুরের বাগানে ও আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতেন, তথাপি প্রায় অন্যান্য রামকৃষ্ণভক্তদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন ও ধনী দরিদ্র সকলের সহিত সমভাবে মিশিতেন। স্বামিজীর সুখ্যাতি তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। সুতরাং অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং উৎসাহশীল যুবক ও কলেজের ছাত্র প্রত্যহ তাঁহার দর্শনার্থ শীলেদের বাগানে আসিতেন। কেহ আসিতেন তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভের আশায়, কেহ কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, আবার কেহবা আসিতেন আসিতেন কেবল তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষে সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ ও তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই মনে ভাবিতেন তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। স্বামিশিষ্য-সংবাদ প্রণেতা বলেন 'প্রশ্নকর্ত্তারা স্বামিজীর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার উদ্ভিন্ন প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিত! স্বামিজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন।"

তিনি সকলেরই সহিত সমভাবে আলাপ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বেশী দৃষ্টি ছিল অবিবাহিত শিক্ষিত যুবকগণের উপর। তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন ও স্নেহ করিতেন, এবং যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের শারীরিক দৌর্ব্বল্য বা অন্য কোন দোষ দেখিলেই ভৎর্সনা করিতেন, তথাপি তাহাদিগকেই তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল বলিয়া মনে করিতেন ও সর্ব্বদা ত্যাগ বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিতেন। তিনি বাল্যবিবাহের অবিমৃষ্যকারিতা বা যুবকদিগের মধ্যে শ্রদ্ধা বীর্য্যের অভাব দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর যে অফুরন্ত প্রেমের উৎস বহিত সে উৎস সকলের পানে শতমুখে ছুটিয়া যাইত। সুতরাং কেহ তাঁহার তিরস্কারে বিরক্ত হইতেন না।

আমেরিকায় তাঁহার বেদান্ত প্রচারের কৃতকার্য্যতা শ্রবণে এ দেশের কতকগুলি বৈষ্ণব ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় তিনি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই এবং সেইজন্য তাঁহার নিন্দা ও তাঁহার কার্য্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন কথায় কথায় বলিলেন 'বাবাজি, আমি একদিন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমেরিকায় এক বক্তৃতা দিই। তাহাতে এত ফল হয়েছিল যে এক অতুল সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী যুবতী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন দ্বীপে কৃষ্ণচিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।' 'ত্যাগ' সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়া-

ছিলেন 'ত্যাগ চাই। যাহারা ত্যাগ অভ্যাস না করে তাহারা ধীরে ধীরে অধঃপাতে যায়, যেমন বল্লভাচার্য্যের দল!'

পরের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করা তিনি সেবাধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। একদিন তিনি একটি যুবকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। যুবক বলিলেন 'স্বামিজী, আমি অনেক দলে মিশিয়াছি; কিন্তু সত্য যে কি তাহা আজও ঠিক করিতে পারিলাম না।' স্বামিজী সস্নেহে বলিলেন 'বৎস, ভয় নাই। আমারও একদিন ঐ অবস্থা ছিল। আচ্ছা বল, কোন্ কোন্ দল তোমায় কি উপদেশ দিয়েছে, আর তুমি তাহার কতটা প্রতিপালন করিয়াছ।' যুবক বলিলেন যে থিওসফি সম্প্রদায়ের একজন সুপণ্ডিত প্রচারক তাঁহাকে মূর্ত্তিপূজার আবশ্যকতা ও সত্যতা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই অবধি তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রত্যহ পূজা ও জপ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তথাপি শান্তি পান নাই। তারপর আর একজনের উপদেশে ধ্যানের সময় মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিষয় করিতে চেষ্টা করিয়াও তিনি শান্তি পান নাই। বলিলেন 'মহাশয়, আমি প্রত্যহ দ্বারবন্ধ করিয়া ধ্যানে বসি ও অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি। কিন্তু তবুও শান্তি পাই না কেন?' স্বামিজী বলিলেন, 'শান্তি যদি চাও ঠিক উহার বিপরীত করিতে হইবে। দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে আর চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে দেখিতে হইবে। তোমার আশে পাশে কত লোক তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায় রহিয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য কর। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দাও, যথাসাধ্য পরের উপকার কর—তাতেই মনের শান্তি হইবে।'

যুবক বলিল 'কিন্তু ধরুন, যদি পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে গিয়া আমি নিজে বিপদে পড়ি? রাত্রি জাগরণ, অনিয়মিত আহার ইত্যাদিতে যদি আমার নিজেরই শরীর——' স্বামিজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'থাক্ থাক্, বুঝেছি। তোমার সে ভয় নেই। তুমি কোন কালে পরের জন্য রাত্রি জাগ্‌তেও যাচ্ছ না, আর তোমার সেজন্য ব্যায়রামে পড়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।' তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে আত্মসুখপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা কোন কালে পরের সেবা হয় না।

আব একদিন কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণভক্ত জনৈক বিদ্বান্ অধ্যাপক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'তুমি যে কেবল সেবা, দান আর পরোপকারের কথা বল, ওসব ত মায়ারাজ্যের অন্তর্গত। যখন বেদান্তের মতে মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, তখন মায়ার বেড়ী কাটানই দরকার, তবে এ সব প্রচারের দরকার কি? এতেও ত শুধু সাংসারিক বিষয়ের দিকেই মনকে টেনে নিয়ে যায়!' স্বামিজী মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন 'আচ্ছা মুক্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নহে? বেদান্ত কি বল্‌ছেন না যে আত্মা চিরমুক্ত? তবে আবার আত্মার মুক্তির জন্য চেষ্টা কেন?'

প্রশ্নকর্ত্তা নীরব রহিলেন। তাঁহার মতে ভক্তিযোগ, ধ্যান ও মুক্তির চেষ্টাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন, আর বাকী সব, এমন কি কর্ম্মযোগ পর্য্যন্ত সবই মায়া। তাঁহার এ ধারণা ছিল না যে জীবন্মুক্তের নিকট সবই মায়া। কিন্তু প্রবর্ত্তক অবস্থায় সব মার্গেরই উপযোগিতা আছে।

স্বামিজী এদেশে কর্ম্মযোগের প্রচার বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এখানে ধ্যান ধারণা, মুক্তি কামনা ও সংসারপরাঙ্মুখতা যত সুলভ, তেজস্বিতা, আত্ম-নির্ভরতা ও কর্ম্মোৎসাহ তত নহে। তিনি বলিতেন সত্ত্বগুণের ধূয়া ধরিয়া দেশটা ধীরে ধীরে জড়তা ও অবসাদের তমোময় গর্ত্তে দিন দিন ডুবিতেছে। আমি কিছু নহি, আমি কিছু নহি, অতি হীন আমি, অতি নীচ আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষ যে ক্রমে প্রকৃতই হীন হইয়া যায়, ইহা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেইজন্য ঐ সকল ভাবের বড় একটা প্রশ্রয় দিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি Imitation of Christ (ঈশানুসরণ) নামক পুস্তক ও তাহার রচয়িতার প্রতি স্বামিজীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে জানিয়া ঐ গ্রন্থোক্ত বিনয় ও 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাবের বড় প্রশংসা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। স্বামিজী তৎ-ক্ষণাৎ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'কি ? নিজেকে তুচ্ছ ভাবা ! কেন ? আত্মগ্লানিতে কি লাভ ? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায় ? আমরা জ্যোতিঃর সন্তান। যে জ্যোতিঃ বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া আছে আমরা তাহাতে বাঁচিয়া আছি, তাহার মধ্যেই ডুবিয়া চলাফেরা করিতেছি।'

আর একদিন একব্যক্তি স্বামিজীকে 'অবতার' ও 'মুক্তপুরুষের মধ্যে প্রভেদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলেন "আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিদেহমুক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। আমি যখন সাধনাবস্থায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলাম তখন

অনেক দিন নির্জ্জন গিরিগুহায় কাটাইয়াছিলাম এবং মাঝে মাঝে মুক্তি দূরবর্ত্তী দেখিয়া প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতাম। কিন্তু এখন আর আমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাই। এখন ভাবি ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতদিন অমুক্ত থাকিবে ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না।" বুদ্ধদেবও একদিন ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। বোধ হয় যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য যুগাচার্য্যরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েন তাঁহারাই মুক্তিকে এইরূপ করতলামলকবৎ বোধ করেন, কারণ তাঁহাদের জীবন শুধু পরকে মুক্তিপথে অগ্রসর করিবার জন্য, নিজের মুক্তির জন্য নহে।

দেশের দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল তাই তিনি এখন হইতে কায়মনোবাক্যে তাহারই প্রতিকার সাধনে ব্যাপৃত হইলেন। এ প্রতিকারের প্রথম সোপান ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এখানে মানুষ কৈ! যাহাদের লইয়া জাতি তাহারা কোথায়? সেইজন্য তিনি বক্তৃতা, উপদেশ, স্বীয় আদর্শ চরিত্র ও স্বীয় আদর্শে গঠিত গুরু ভ্রাতৃগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা এদেশে লোকচরিত্র গঠনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষব্যাপী অধীনতা, দাসত্ব ও সামাজিক রাজনৈতিক উভয়বিধ অত্যাচারে এ দেশের জনসাধারণ হীনবীর্য্য ও মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে সমপ্রাণতা, সহানুভূতি, শৌর্য্য, বীর্য্য এককালে তিরোহিত হইয়া তৎস্থানে ভীরুতা, কাপুরুষতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা রাজত্ব করিতেছে। এইগুলি দূর করিতে না পারিলে এদেশের মঙ্গল বা উন্নতি সাধন কথনই

সম্ভবপর নহে। ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বদা বলিতেন 'শক্তি চাই—শক্তি সঞ্চয় কর।' মান্দ্রাজে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন 'আমাদের আবশ্যক শক্তি—শক্তি, কেবলী শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকর স্বরূপ। উহার প্রত্যেক ছত্র আমায় শিখাইয়াছে—শক্তি।' তিনি ভাবিতেন যে স্বদেশবাসীর এই অসীম শক্তি জাগাইয়া তোলাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। তিনি একজন শিষ্যকে একদিন বলিয়াছিলেন—"সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন। যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই সে জাত্‌টা মরেছে—যেমন আমাদের জাত। হাজার বছর কি তারও বেশী দিন ধ'রে তোরা শুন্‌চিস্ যে তোরা কিছু নয়, কোন কাজেরই নয়, শুনে শুনে তোরা বিশ্বাস কর্‌চিস্ বুঝি সত্যই তোরা অপদার্থ। কিন্তু যদিও এদেশের মাটীতে এ শরীরের পয়দা হয়েছে, তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ওরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিইনি, নিজের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। তাই প্রভুর দয়াতে, যারা এতদিন ধ'রে আমাদের লাথিঝাঁটা মেরে আস্‌ছিল, তারাই আজ আমাকে তাদের শিক্ষাদাতা গুরু ব'লে মান্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। তোরাও যদি আপনাদের উপর বিশ্বাস্ রাখিস্, শ্রদ্ধা রাখিস্, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'স তবে তোরাও ঠিক আমার মতন হবি, অসাধ্য সাধন করবি আমি সেই আদর্শ দেখাতেই তোদের মধ্যে এসেছি! এই সত্যটা শেখ্‌। আর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহদ্বারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর 'ওঠো জাগো, আর স্বপ্নঘোরে থেকো না, তোমার ভেতর অমিত বিক্রম

রয়েছে তাকে জাগাও।' এমন কোন অভাব, এখন কোন দৈন্য নেই যা, আত্মশক্তিস্ফুরণ দ্বারা না দূর করা যায়। এ সব বিশ্বাস কর্ তা'হ'লেই তোরা সর্ব্বশক্তিমান্ হ'য়ে যাবি।"

কিন্তু নিরন্নদেশে শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে শুষ্ক বক্তৃতা রোমন্থনের উপর নির্ভর করিলে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্নদানের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। এ বিষয়ে যাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের প্রতি তিনি কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। কলিকাতা পদার্পণের তিন চারিদিন পরে একদিন স্বামিজী বাগবাজারে ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময়ে 'গোরক্ষণী সভার' একজন হিন্দুস্থানী প্রচারক চাঁদা আদায়ের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?"

প্রচারক। আমরা গোমাতাদিগকে ক্রয় করিয়া কসাইদের হাত হইতে উদ্ধার করি আর স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়া সেখানে দুর্ব্বল, রুগ্ন ও জরাগ্রস্ত গোসকলকে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকি।

স্বা। উদ্দেশ্য খুব সৎ। তা' কি ক'রে এসব চলে?

প্র। এই আপনাদের মত পাঁচজন মহাত্মার দানে।

স্বা। আপনাদের ফণ্ডে কত টাকা আছে?

প্র। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরাই আমাদের সভার প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারাই বেশী পরিমাণ টাকা দিয়া থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বা। মধ্যভারতে ভারী দুর্ভিক্ষ হয়েছে। গবর্ণমেণ্ট একটা রিপোর্ট ছাপিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৯ লক্ষ লোক অনাহারে মরেচে। আপনাদের সভা থেকে এই দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের জন্য কি কোন চেষ্টা হয়েচে?

প্র। আমরা দুর্ভিক্ষ টুর্ভিক্ষে সাহায্য করি না। শুধু গোমাতাগণকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ।

স্বা। আপনাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মচ্ছে আর একগ্রাস অন্ন দিয়ে তাদের রক্ষা করা কি আপনাদের কর্ত্তব্য বলে মনে হয় না?

প্রচারক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন 'না। তারা নিজ নিজ কর্ম্মফলে—পাপের ফলে দুর্ভিক্ষে মর্‌ছে। যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তেমনি ভুগিতেছে।'

এই কথা শুনিয়া স্বামিজীর বিশাল চক্ষু অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল ও মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু তিনি আত্মভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন "বাপু! মানুষের দুঃখে যাহাদের প্রাণ কাঁদে না, যাহারা নিরন্ন ভায়েদের চক্ষের সম্মুখে অনাহারে মর্‌তে দেখেও একমুঠো চাল দিয়ে সাহায্য করেনা, অথচ পশু পক্ষীকে বাঁচাবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করে, এমন কোন সভা সমিতির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব বা সহানুভূতি নেই, এরকম সভা সমিতির দ্বারা যে কোন সৎকার্য্য হতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। 'কর্ম্মফলে মচ্ছে মরুক্' এ রকম নিষ্ঠুর কথা ব'লতে তোমার লজ্জা হ'ল না? কর্ম্মফলের কথা তুল্লে ত কোন প্রকার পরোপকারেরই দরকার নেই। তোমার কথাই বলি

গোমাতারা যে কসাইদের হাতে পড়েন সেও ত' কর্ম্মফলে। তবে আর তাদের বাঁচাবার দরকার কি ?"

প্রচারক ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন 'হাঁ, আপনি যা বল্‌ছেন সে কথা সত্য বটে। তবে শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা।

স্বামিজী ঈষৎ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন 'হাঁ, গাভী যে তোমাদের মাতা তা' বেশ বুঝতে পার্‌ছি। তা না হলে এমন সব ছেলে জন্মাবে কোথা' থেকে ?

বোধ হয় সেই পশ্চিমী প্রচারক এই বিদ্রূপের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। সেই জন্য আর কিছু না বলিয়া পুনরায় স্বামিজীর নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামিজী বলিলেন 'দেখিতেছ আমি সন্ন্যাসী মানুষ। টাকা কোথায় পাইব ? আর যদিই লোকে আমায় কিছু ভিক্ষা দেয়, তবে আমি সর্ব্বাগ্রে তাহা মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিব, তাহাদিগকে আহার, বস্ত্র শিক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি দিব। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তোমাদের সভায় দিতে পারি।'

লোকটি চলিয়া গেলে স্বামিজী বলিলেন "কর্ম্মবাদের প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত চলেছে দেখ। বলে কি তারা কর্ম্মফলে মচ্ছে, তাদের সাহায্য করবো কেন ? এইতেই আজ দেশের এই দুর্গতি !"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শীলেদের বাগানে ও আলমবাজারের মঠে অনেক ব্যক্তি স্বামিজীর দর্শনার্থ আসিতেন, এবং সকলেই তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মের উদারভাব লইয়া গৃহে ফিরিতেন। যতই গোঁড়া হউক না কেন, স্বামিজীর নিকট যাইলেই তাহার

দৃষ্টিশক্তির প্রসার বাড়িত ও মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ এখানে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। কতকগুলি গুজরাটি পণ্ডিত স্বামিজীর নাম ও বিদ্যাগৌরব শুনিয়া পরীক্ষা করিবার মানসে একদিন শীলেদের বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই দর্শনশাস্ত্র বিশারদ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ তাঁহাদের সংস্কৃতে অনর্গল কথোপ-কথন করিবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা আসিয়াই স্বামিজীকে সংস্কৃতে প্রশ্ন করিলেন, মতলব যে তাঁহাকে বিপদে ফেলিবেন। কিন্তু যদিও তাঁহার কয়েক বৎসর ধরিয়া আদৌ সংস্কৃত বলা বা সংস্কৃত চর্চ্চা করা অভ্যাস ছিল না, তথাপি তিনি অতি ধীর গম্ভীরভাবে বিশুদ্ধ ও সুললিত সংস্কৃতে তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর ও তর্কের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। সমাগত সকলেই এবং পরে পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছিলেন যে স্বামিজীর ভাষা পণ্ডিতদিগের ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে সরস ও শ্রুতিমধুর হইয়া-ছিল। সকলেই সেদিন তাঁহার ক্ষমতা দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল এক স্থানে তিনি ভ্রমক্রমে 'স্বস্তি' বলিতে 'অস্তি' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। অমনি পণ্ডিতগণ মহা হাস্য, চীৎকার ও কোলাহল করিয়া উঠিলেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন 'পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনং'—আমি পণ্ডিতগণের দাস; আমার এই ব্যাকরণ স্খলন ক্ষমা করুন। পণ্ডিতেরা তাঁহার সৌজন্য ও বিনয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন।

বিচারের বিষয় বহুল ও বিবিধ ছিল। তবে মুখ্য বিষয় ছিল 'পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর?' স্বামিজী বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ ও পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর অবশেষে তাঁহারা সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং যাইবার সময়ে সকলের সমক্ষে বলিয়া গেলেন "ব্যাকরণশাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি না থাকিলেও শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ প্রণিধানে স্বামিজীর অসাধারণ অধিকার আছে। তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থদ্রষ্টা এবং তর্ক ও বিচারের ক্ষমতাও তাঁহার অতি অভিনব। আর যেভাবে তিনি বাদ খণ্ডন ও মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।" স্বামিজীর ভক্তেরা আরও শুনিতে পাইলেন পণ্ডিতেরা আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতেছেন 'স্বামিজীর চোখের একটা মাদকতা শক্তি আছে। ঐ শক্তিতেই বোধ হয় উনি জগৎ জয় করেছেন।' বস্তুতঃই তাঁহার মোহিনী দৃষ্টিশক্তির প্রভাব রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। সে শুধু পাণ্ডিত্যের আভা নহে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের বিষম তেজ। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন 'অমন চোখ কখন জীবনে দেখিনি।'

পণ্ডিতেরা প্রস্থান করিলে স্বামিজী তাঁহাদের বিদ্রূপ স্মরণ করিয়া বলিলেন অনেক বৎসর সংস্কৃতে কথা বলা অভ্যাস না থাকায় ওরূপ ভ্রম হইয়াছিল। অবশ্য সেজন্য তিনি পণ্ডিতগণের উপর দোষারোপ করিলেন না তবে বলিলেন পাশ্চাত্য

সভ্যসমাজে কেবল বাদের মূল বিষয়ের প্রতিই সকলের লক্ষ্য থাকে, ভাষার দোষ বা ব্যাকরণগত ত্রুটীর প্রতি কেহ কোনরূপ কটাক্ষ করেন না কারণ উহা শিষ্টাচার সম্মত নহে। আমাদের দেশে কিন্তু এ সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খুব কচ্‌কচি হয়।

স্বামিজীর গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে কিরূপ আন্তরিক ভালবাসিতেন নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। যতক্ষণ স্বামিজী বিচারে নিযুক্ত ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পার্শ্বের একটি ঘরে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত জপ করিতেছিলেন, শেষে জানিতে পারা গেল স্বামিজী যাহাতে জয়লাভ করেন তজ্জন্য তিনি ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছিলেন।

আর একদিন প্রিয়নাথ সিংহের সহিত দুইজন ভদ্রলোক স্বামিজীর নিকট 'প্রাণায়াম' সম্বন্ধে কতকগুলি জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সমাধান জন্য আসিয়াছিলেন। স্বামিজীকৃত 'রাজযোগ' নামক গ্রন্থ পাঠাবধি ঐ সকল প্রশ্ন তাঁহাদিগের মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বামিজীর সহপাঠী ছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন লোকের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হইলে স্বামিজী জিজ্ঞাসিত না হইয়াই স্বয়ং প্রাণায়ামের কথা উত্থাপন করিলেন এবং বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রাণায়াম সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। তিনি এমন বিশদ করিয়া বিষয়টি বুঝাইলেন যে যাঁহার মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল ও আর কোন জিজ্ঞাস্য রহিল না। সকলেই বুঝিলেন এগুলি পুঁথিগত বিদ্যা নহে কিন্তু অনুভূতির ফল। আর তিনি যাহা বুঝাইলেন তাহার অতি সামান্য অংশই তাঁহার গ্রন্থে

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কারণ এই স্বামিজী কি করিয়া তাঁহাদের মনোভাব জানিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। পরে একদিন সিংহ মহাশয় স্বামিজীর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "ও দেশেও অনেক সময় ঠিক এইরূপ ঘটিত, আর লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করিত কেমন করিয়া আমি তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কথা বলি ও তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করি।" কথায় কথায় জাতিস্মরতা, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগজ শক্তির আলোচনা হইল। হঠাৎ একজন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা স্বামিজি, আপনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় জানেন?' তিনি উত্তর করিলেন 'হাঁ। নিশ্চয়ই,' কিন্তু যখন তাঁহারা অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিলেন 'আমি সে সবই জানি এবং ইচ্ছা করিলে আরও জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।' বাস্তবিক কেবল কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এ সকল গুহ্য রহস্যের উদ্ভেদ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

এই সময়কার আর একটি ঘটনা হইতেও আমরা স্বামিজীর অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির পরিচয় পাই। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি মঠের একটি ঘরে বসিয়া স্বামী প্রেমানন্দের সহিত গল্প করিতে করিতে হঠাৎ স্তব্ধভাব ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরু-ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'তুমি কিছু দেখিলে?' তিনি বলিলেন 'না'। তখন স্বামিজী বলিলেন 'আমি এইমাত্র একটা

প্রেতাত্মার ছিন্নমুণ্ড দেখিলাম। সে কাতরভাবে তার কষ্টকর অবস্থা থেকে উদ্ধার প্রার্থনা কর্‌ছে।' অনুসন্ধানে জানা গেল বহু বৎসর পূর্ব্বে ঐ বাগানে একজন ব্রাহ্মণ দ্বারবান বাস করিত। সে অতিরিক্ত স্থদ লইয়া টাকা ধার দিত। একদিন একজন খাতক তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়।

আরও অনেকবার স্বামিজী এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছিলেন আর সেই সময়ে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কল্যাণার্থ প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করিতেন।

রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর স্বামিজীর প্রধান চেষ্টা হইল গুরুভ্রাতাগণকে আপনার উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষাদান। পূর্ব্বেও এ বিষয়ে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদিগকে নিজ আদর্শে গঠিত করিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু এই পথে এক বিষম অন্তরায় ছিল তাহা এস্থলে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। পরমহংসদেবের ঈশ্বরৈকনিষ্ঠতা দর্শনে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল আত্মমুক্তিসাধন বা ভগবৎপ্রাপ্তিই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। লোকেসেবা বা দরিদ্রের দুঃখমোচন এ সকল গৌণ কর্ম্ম। কিন্তু স্বামিজী লোকসেবাকেই সকল ধর্ম্মের সার ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বত্র মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন। গুরুভ্রাতারা এ মতটির তত পোষণ করিতেন না, কারণ স্বামিজীর এ মত পরমহংসদেবের মতের বিরোধী বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে পরমহংসদেব যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তিনি তাহা হইতে কোন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন না। তাঁহারও লক্ষ্য সেই একবস্তু অর্থাৎ ঈশ্বর, তবে তাঁহার সাধন-প্রণালী আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় এবং পরমহংসদেব তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে নিবৃত্তিমার্গের ঐ পন্থা তত সুগম না হওয়াতে এবং নিবৃত্তির নামে

অলসতার বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া (বিশেষতঃ আমাদের দেশে) প্রবৃত্তিমূলক সেবাধর্ম্মের বহুল প্রচারই আবশ্যক। আর এদেশের জন-সাধারণের হীনাবস্থায় এরূপ সেবা ও সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। সুতরাং ইহাতে দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। প্রথমতঃ দেশের ও সমাজের কল্যাণ, দ্বিতীয়তঃ নিরন্তর সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন ও তৎফলে জীবব্রহ্মের অভেদ বেদান্তের এই সার সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি। পরমহংসদেবও পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে ভেদাভেদ বর্জ্জনই ধর্ম্মের চরম পদ। বস্তুতঃ যে ব্যক্তির ভেদ-বুদ্ধি রহিত হইয়াছে তিনি অতি সহজেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারী। সংসারত্যাগী যোগিগণ দুর্গম গিরিকন্দরে অনশন অর্দ্ধাশনে শীতাতপ-সহিষ্ণু হইয়া ধ্যান বা বিচারের সহায়তায় পরিণামে যাহা লাভ করেন সংসারসেবাপরায়ণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীরাও পরহিত সাধনে শত বাধা বিঘ্নের অতিক্রম, লজ্জা ঘৃণা আত্মসুখ বিসর্জ্জন ও অনবহিত-চিত্তে সর্ব্বজীবের হিতচিন্তনের দ্বারা ঠিক সেই ফলই লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ম্মমার্গের সাধনা ভক্তি জ্ঞান বা ধ্যানধারণামূলক সাধনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন বা নিকৃষ্টতর নহে। স্বামিজী গুরুভ্রাতাদিগকে বুঝাইলেন যে আত্মাভিমান বা যশোলিপ্সাপ্রসূত কার্য্য সকল সময়েই হেয়, কিন্তু অহংভাববর্জ্জিত সেবামাত্রলক্ষ্য কর্ম্ম অতীব প্রশংসনীয় ও চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বভাব ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকে এবং সকল লোকই যতক্ষণ পর্য্যন্ত রজস্তম গুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বভাবে অবস্থিত না হন ততক্ষণ ধ্যান

ধারণা ও জ্ঞানবিচারের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না। পরমহংসদেবের শিক্ষা ও উপদেশ যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারা স্বামিজীর কথার সহিত তাঁহার গুরুর কথার বিন্দুমাত্রও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার গুরুভ্রাতারা অনেকেই ক্রমে তাঁহার কথার তাৎপর্য্য বুঝিলেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশেষতঃ স্বামিজীর উপর তাঁহাদের সকলেরই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহারা জানিতেন স্বয়ং পরমহংসদেব বারংবার তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ ও আচার্য্যকোটির থাক্ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সেইজন্য তাঁহারা বরাবর স্বামিজীর কথা গুরুবাক্যবৎ মান্য করিতেন এবং এক্ষণেও তৎপ্রদর্শিত পথে চলিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার প্রথম ফলস্বরূপ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (যিনি বার বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও ঠাকুরের পূজারতি ত্যাগ করিয়া মঠের বাহিরে যান নাই) মান্দ্রাজে প্রচারকার্য্যে গেলেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। আর স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দের আমেরিকা গমনের সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে ধীরে ধীরে সেবাশ্রম গঠন দ্বারা সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রব্রজ্যাবস্থায় আবু পর্ব্বতের সন্নিকটে স্বামিজী, পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আজও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে——

"আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং সম্প্রতি মহারাষ্ট্র

ও পশ্চিম-ঘাট ঘুরিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়, স্বচক্ষে দেশবাসীর যে দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। এখন আমি বেশ বুঝিতেছি যে দেশের এ হীনতা ও দারিদ্র্য না ঘুচাইতে পারিলে ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। এই জন্যই অর্থাৎ ভারতের মুক্তির উপায় বিধানের জন্যই বর্ত্তমানে আমি আমেরিকা যাত্রা স্থির করিয়াছি।”

কিন্তু কলিকাতার জলবায়ুতে স্বামিজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ আরও খারাপ হইতে লাগিল। অগত্যা চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়র পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছিলেন। স্বামিজীও এক্ষণে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানানন্দ, গুডউইন সাহেব, গিরিশবাবু, ডাঃ টার্ণবুল এবং মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি, জি, নরসিংহাচার্য্য ও শিঙ্গারবেল্লু মুদালিয়ার প্রভৃতি অনেকে গমন করিলেন। দারজিলিং প্রবাসী মিঃ এম; এন ব্যানার্জ্জি মহাশয় অতি সমাদরে তাঁহাদের সকলকে আপন গৃহে স্থানদান করিলেন। কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজও স্বীয় ‘রোজ-ব্যাঙ্ক” নামক প্রাসাদের একাংশ তাঁহাদের অবস্থানের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্বামিজীকে তিনি অত্যন্ত সন্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন।

উপরোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, মতিলাল মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে স্বামী-সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত হন) সে সময়ে ঐ বাটীতে ছিলেন, একদিন তাঁহার ভয়ানক জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে বিষম প্রলাপ

উপস্থিত। স্বামিজী তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমনি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন অমনি সেই প্রবল জ্বর মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে রোগী রোগযাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন তিনি বেশ শান্ত সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ইনি বড় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তনাদির সময়ে মাঝে মাঝে দশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তিনি মাটীতে শুইয়া পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতেন ও চীৎকার বা গোঁ গোঁ করিতেন—সে এক বিষম কাণ্ড। একদিন কিন্তু স্বামিজী তাঁহার বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই হইতে তাঁহার ভাবপ্রাণতা কমিয়া যায় ও দশাপ্রাপ্তিও বন্ধ হয়. এবং তিনি জ্ঞানযোগ ও অদ্বৈতবাদের অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া উঠেন।

দার্জ্জিলিঙ্গে স্বামিজী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেও মোটের উপর বড় ভাল ছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য এত অধিক পরিমানে ভগ্ন হইয়াছিল যে চিকিৎসকেরা তাঁহাকে কোনও প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, এমন কি পুস্তক পর্য্যন্ত পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অলসভাবে দিনযাপন মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর মনে করিতেন সুতরাং দুইমাস পরে পুনরায় কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া এ সময়ে অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে স্বামিজী নিম্নলিখিত কয় ব্যক্তিকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন :— বিরজানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নিত্যানন্দ। তন্মধ্যে বিরজানন্দ প্রায় ১৮৯১ সাল হইতে মঠে অবস্থান করিতেছিলেন

এবং পরের দুইজন স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে মঠে যোগদান করেন। সর্ব্বশেষোল্লিখিত ব্যক্তি স্বামিজী অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং স্বামিজীর ভারতাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। মঠের সন্ন্যাসীগণের মুখে শোনা যায় ইঁহাদের মধ্যে একজনের পূর্ব্বজীবন ভাল ছিল না বলিয়া তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু স্বামিজী বলিলেন "আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হ'লে কে আর তাদের দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না। আর তা'ছাড়া ও ব্যক্তি যখন মঠে আশ্রয় নিয়েছে তখন এটা বোঝা যাচ্ছে ওর মন বদ্'লে গেছে। আর তোমরা যদি অসৎব্যক্তিদিগকে সংশোধন ক'ত্তে পারবেনা মনে কর, তবে গেরুয়া ধারণ করেছ কেন, আর আচার্য্য হতে যাচ্ছ কি ব'লে?" স্বামিজীর ইচ্ছাই বলবতী হইল। অনাথশরণ পতিতপাবন স্বামিজী নিজ কৃপাগুণে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আর সকলের আপত্তি ভাসিয়া গেল। দীক্ষা যথাবিধি সম্পন্ন হইল। দীক্ষালাভেচ্ছুগণ দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বদিবস মস্তকমুণ্ডন, উত্তরীয়ধারণ ও নিজ নিজ শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। স্বামিজী অতিশয় উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের অভীষ্টপূরণ করিলেন, বলিলেন "সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মচর্য্যে প্রদীপ্ত হ'য়ে জলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে। 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।' স্বামিজীর আদেশে

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পৌরোহিত্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় যখন গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামিজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন তখন স্বামিজী তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "তোমরা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ—ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" সেই রাত্রে আহারান্তে স্বামিজী অগ্নিময়ী ভাষায় কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—এই হ'চ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হইলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা বেদ বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই নিবিনি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোক-বাক্য। ইত্যাদি—" বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় তেজোদীপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি যেন মূর্ত্তিমান সন্ন্যাসরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ ক'র্ত্তে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান কত্তে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী কত্তে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল কত্তে এবং

জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত কত্তে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।" পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আমাদের জন্ম। কি কচ্ছিস্ সব ব'সে ব'সে? ওঠ জাগ—নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে চ'লে যা—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

ইহার কয় দিবস পরে স্বামিজী পুনরায় দুইজনকে দীক্ষাপ্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামিশিষ্যসংবাদ-প্রণেতা) ও স্বামী শুদ্ধানন্দ। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন ব্রহ্মচারিরূপে মঠভুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই; এ দিন শরৎবাবু ও তিনি উভয়ে এই ভাবে দীক্ষিত হইলেন। ১৩০৩ সালের ১৯ শে বৈশাখ ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। দীক্ষান্তে স্বামিজী পূজাঘর হইতে বাহির হইয়া নির্ম্মলানন্দ স্বামীকে দেখিয়া আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন 'তুলসি আজ দুটো বলি হোলো।' তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া পাপের উৎপত্তি, অহংভাব নাশ ও আত্মজ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্বামিজী আলমবাজারের মঠে ও কখন কখনও কলিকাতায় বলরাম বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে থাকিয়া যুবকগণের মধ্যে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য না করিলে কোন বৃহৎকর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। সেজন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে

তারিখে বলরাম বাবুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমুদয় গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যকে আহ্বান করিয়া একটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলেন। প্রথমে সঙ্ঘগঠনের আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন "তবে আমার মনে হয় এদেশে এখন যেরূপ শিক্ষা বিস্তারের অভাব তাহাতে সাধারণতন্ত্র সঙ্ঘ এ দেশের পক্ষে আপাততঃ সুবিধাজনক নহে। সেই জন্য এই সঙ্ঘের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চল্‌তে হবে। তারপর কালে সাধারণের চিন্তাক্ষেত্র প্রসারিত হইলে সকলের মত লয়ে কার্য্য করা হবে।"

এই বলিয়া বলিলেন "আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সাংসারাশ্রমে কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পুণ্যনাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁহারি নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্য্যে সহায় হোন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ সকলে একবাকে এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে সঙ্ঘের নাম ও ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। গিরিশবাবু প্রস্তাব করিলেন উহার নাম হউক 'রামকৃষ্ণ প্রচার'। কিন্তু পরে উহা পরিত্যক্ত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'রাম-কৃষ্ণ মিশন' এই নামই স্থিরীকৃত হয়। নিম্নে উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিবৃত হইল।—

"এই সঙ্ঘ রামকৃষ্ণ মিশন নামে পরিচিত হইবে।

ইহার উদ্দেশ্য :—শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের হিতার্থে যে সকল সত্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং নিজ জীবনে যাহা প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রচার করা এবং জনসাধারণকে তাহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য ঐ সকল তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা।

ব্রত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের সকল ধর্ম্মকেই এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপন্থীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্য্যপ্রণালী—(ক) যাহাতে সাধারণ লোকের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় এরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রণয়ন।

(খ) শিল্প-কলাদির বিবর্দ্ধন ও উৎসাহ দান।

(গ) বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য্য বিভাগ :—যে সকল সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগকে আচার্য্যব্রত সম্পাদনোপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য ভারতের নগরে নগরে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করা হইবে এবং যাহাতে তাঁহারা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করিয়া জনগণকে শিক্ষিত কবিতে পারেন তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।

বৈদেশিক কার্য্য বিভাগ :—ভারতেতর দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ

'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের সহিত ভারতীয় আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ লোক-সাধারণের সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান। রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলির সহিত যাঁহার সহানুভূতি আছে বা যিনি বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে কোন বিশেষ কার্য্য-সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনিই এই সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অধিকারী।"

স্বামিজী সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার সাধারণ সভাপতি হইলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ যথাক্রমে কলিকাতাকেন্দ্রের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হইলেন। স্থির হইল প্রতি রবিবার অপরাহ্নে বলরাম বাবুর বাটীতেই সভার অধিবেশন হইবে এবং গীতা উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠ ও আবৃত্তি বা কোন বিষয়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতাদি হইবে। স্বামিশিষ্য-সংবাদ প্রণেতা শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। তিন বৎসর রামকৃষ্ণ-মিশন এইখানেই ছিল এবং স্বামিজী পুনরায় পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশন-সমূহে উপস্থিত থাকিয়া প্রায়ই উপদেশদান বা কিন্নরকণ্ঠে গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

[১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে যখন রামকৃষ্ণ মিশন আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হয় তখন কতকটা আইনের খাতিরে

কতকটা অন্যান্য কারণে উপরোক্ত নিয়মাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।]

রামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে গুরুভ্রাতারা সকলে ইহার উদ্দেশ্যের পোষকতা করিতেন না। সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী বলিতে লাগিলেন "এইরূপে কাজ ত আরম্ভ করা গেল; এখন দ্যাখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর কি হয়।" যোগানন্দ স্বামী বলিলেন 'সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, লোকের উপকার করিব এরূপ অভিমান করা এসব বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?' স্বামিজী বলিলেন 'তুই কি ক'রে জান্‌লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডীতে বদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে চাস্? তা' হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পূজা প্রচার কর্ত্তে বলেননি, ধ্যান ধারণা আর ধর্ম্মের যে সব উঁচু উঁচু কথা আমাদের তিনি শিখিয়ে গেছেন সেইগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হ'বে। মনে করিস্‌নি আমি আর একটা নূতন দল কর্ত্তে বসেছি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।'

যোগানন্দ স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামিজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন:—দেখ্ প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি, বেশ অনুভব করেছি তিনি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে এ সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে

গাছতলায় পড়ে থাক্‌তুম, যখন কৌপীন বাঁধবার কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না, যখন একপয়সা সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুর্‌বো মনে করেছি তখনও দেখেছি তাঁর দয়ায় যেখানে গিয়েছি. সেইখানেই সাহায্য পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দেখ্‌বার জন্য চিকাগোর রাস্তায় মেয়ে-মদ্দর গাঁদি লেগে যেত তখনও তাঁরই দয়াতে তত মানসম্ভ্রম—যার শতাংশের একাংশ পেলেও সাধারণ লোক ক্ষেপে যায়—অনায়াসে হজম করেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গিছি বিজয়লাভ করেছি। এখন চাই—এই দেশের জন্য কিছু কর্ত্তে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে সাহায্য কর্ দেখ্‌বি তাঁর ইচ্ছায় সকলের কল্যাণ হবে।

যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে কর্‌বে তাই হবে। আমরা ত চিরদিনই তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ সকল কচ্ছেন, মাঝে মাঝে তা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। তবু কি জান, মাঝে মাঝে কেমন খট্‌কা আসে—ঠাকুরের কার্য্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না। মনে হয় বুঝিবা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চল্‌ছি। তাই তোমায় সাবধান করে দিই।

স্বামিজী। কথাটা কি জানিস্? সাধারণ ভক্তেরা তাঁকে যতটুকু বুঝেছে তিনি বাস্তবিক ততটুকু নন্। তাঁর লীলা অদ্ভুত—ভাব অসংখ্য। তাঁকে বোঝবার যো নেই। তাঁর উপমা তিনিই। নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুরও ধারণা হয় কিন্তু তাঁর অনন্ত অসীম ভাবের ইয়ত্তা হয় না। তিনি মনে কর্‌লে কটাক্ষে লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি কর্‌তে পারেন। কিন্তু তবুও

যদি তিনি তা না ক'রে আমার ভিতর দিয়েই তাঁর কার্য্য সাধন কর্‌তে চান, তবে আমি কি কর্‌তে পারি বল্ !

এই বলিয়া স্বামিজী কার্য্যান্তরে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। বাস্তবিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে স্বামিজীর ভিতর যে সর্ব্বভূতে প্রেম, অপরের দুঃখে সহানুভূতি, কারুণ্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত তাহার সবগুলিই পরমহংসদেবে পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরমুখী বৃত্তিগুলি এত অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল যে সচরাচর সেইগুলিই সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, অন্যান্য ভাবগুলি বিশেষ সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন না করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত না। সেই জন্য অনেকে মনে করিতেন বুঝি তিনি ধ্যান ভজন ব্যতীত অন্য ভাবে ঈশ্বর সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনা ইহাই তাঁহার একমাত্র উপদেশ। কিন্তু প্রকৃতই যে তাহা নহে ইহা যাঁহারা তাঁহার 'যত্র জীব তত্র শিব' 'জীবভাবে শিবসেবা' 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি উক্তির সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং তদুপদিষ্ট ত্যাগ বৈরাগ্য সাধন ভজন প্রভৃতি ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টার সহিত স্বামিজী প্রবর্ত্তিত লোকসেবা, মঠ মিশন প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানসমুহের বিন্দুমাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে শেষোক্ত কার্য্যসমূহ দ্বারা মন বহির্ম্মুখ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা,এবং উহা ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্তরায় কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বুঝা যাইবে উভয় আদর্শের গূঢ় লক্ষ্য এক ব্যতীত দুই নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল শিষ্যের মধ্যে একমাত্র স্বামিজীই গুরুপদিষ্ট

মূলতত্ত্বটী সম্যক প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, তিনি কেবল শুষ্ক ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেষ্টা-মাত্র নহেন, তাঁহার অন্তর মূর্ত্তিমতী করুণার অমল পদ্মাসন। যে হৃদয় তৃণগুচ্ছের বেদনায় পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিত, পশুপক্ষীর দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত তাহা যে অনাথ আতুর নরনারীর দৈন্য দুর্দ্দশায় কিরূপ ব্যথিত ও আকুল হইত তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? কে না দেখিয়াছে অত্যাচারক্লিষ্ট, বুভুক্ষা-নিপীড়িত হতভাগ্য মানবগণের যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি কিরূপ অস্থির হইতেন এবং তাহা নিবারণের জন্য কিরূপ সচেষ্টব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেন? যিনি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে জীবমাত্রকেই নারায়ণ জ্ঞান করিতেন তাঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেম কি মানবের কাতর ক্রন্দন শ্রবণে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? না, প্রেমৈকলক্ষ্য মানব-সেবাব্রত তাঁহার নিকট হেয় বা অনভিপ্রেত হইতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অসামান্য চরিত্রের সকল দিক্ বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এ তত্ত্বটি বুঝিয়াছিলেন। এবং বুঝিয়া যে তিনি নির্ভয়চিত্তে মুক্তকণ্ঠে তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সফল করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এজন্য তিনি মানব মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু এ কার্য্যটি যত সহজ বোধ হইতেছে প্রকৃতপক্ষে তত সহজে সিদ্ধ হয় নাই। গুরুভ্রাতাগণকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে তাঁহাকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল নিম্নলিখিত ঘটনায় পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

যোগানন্দ স্বামীর সহিত উপরোক্ত কথাবার্ত্তার পর একদিন সন্ধ্যার সময় বলরামবাবুর বাটিতে বসিয়া স্বামিজী গুরুভ্রাতাগণের সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন এমন সময় পুনরায় পূর্ব্ববৎ একজন গুরুভ্রাতা সহসা বলিয়া উঠিলেন তিনি কেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদত্ত শিক্ষা ও উপদেশের সহিত তৎপ্রবর্ত্তিত কার্য্যসমূহের ঐক্য কোন্ খানে? বাহিরের লোকের নিকট তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত আচার্য্যের পদবীতে আরূঢ় হইলেও গুরুভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি চিরদিনই সেই কৌতুক-পরায়ণ ব্যঙ্গ-রহস্যপ্রিয় নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ কালে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইত। কোথাও এতটুকু আবরণ থাকিত না। সরল বালকের ন্যায় কত কথা কাটাকাটি করিতেছেন, কত হাসিতামাসা হইতেছে, কত রঙ্গ কত বিদ্রূপ চলিতেছে। কখন তিনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেছেন কখনও বা তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছেন, এমন কি শ্রীশ্রীগুরুদেব পর্য্যন্ত এ প্রেম কলহের উচ্ছল স্রোতোবেগের মুখে দু একটা আঘাতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। এ সকল দৃশ্য প্রেমরহস্যের অন্তর্ম্মান-ভিজ্ঞ সাধারণের জন্য নহে, কারণ তাঁহারা হয়ত ইহা হইতে কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিকৃতার্থ করিয়া বসিবেন। কিন্তু গুরু-ভাইরা সব বুঝিতেন, এবং অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ঘাঁটাইয়া মজা দেখিতেন। যত বেশী গালি খাইতেন ও কঠোর কথা শুনিতেন ততই যেন অধিক আনন্দ বোধ করিতেন।

এদিনও তাহাই হইতেছিল। সুতরাং স্বামিজী প্রথমে ব্যঙ্গ-চ্ছলে উত্তর করিলেন—"তুই কি জানিস্? তুই ত ঘোর মূর্খ! যেমন গুরু তার তেমনি চেলা! প্রহ্লাদের মত 'ক' দেখেই কেঁদে সারা। তোরা সব ভক্তের দল, অর্থাৎ কতকগুলো ভাবরোগগ্রস্ত উন্মাদ। তোরা ধর্ম্মের কি জানিস্? শুধু কচি খোকার মত নাকে কাঁদতে পারিস্ 'ওহো প্রভু, তোমার কি সুন্দর নাক, কিবা চোখ্। কিবে সব আহামরি' ইত্যাদি। মনে করেছিস্ এতেই তোদের মুক্তি হাতের ভেতর, আর শেষ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন! আর জ্ঞানের চর্চ্চা লোকশিক্ষা আর্ত্ত অনাথের সেবা এ সব মায়া—কেন না পরমহংসদেব ও সব করেন নি। আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন 'আগে ভগবান্ লাভ কর, তার পর আর সব। পরের উপকার কর্ত্তে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা'—যেন ভগবান্ লাভ করা মুখের কথা! ভগবান্ একটা খেলুনা কি না যে খুঁজ্‌লেই মুঠোর মধ্যে পড়্‌বে!

বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন এবং উচ্ছাসিত হৃদয়বেগ দমন করিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"তোমরা মনে করেছো, যে তোমরাই তাঁকে বুঝ্‌তে পেরেছ আর আমি কিছুই পারিনি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস শুষ্ক জিনিষ। তার চর্চ্চা কর্‌তে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলাটিপে মার্‌তে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বল্‌ছো সেটা যে একটা দারুণ আহাম্মোকি, কেবল

মানুষকে দুর্ব্বল করে মাত্র, তা বুঝ্‌চোনা। যাও, কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? দেখ্‌তে চায় তোমার শাস্ত্র কি বল্‌ছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে তমোকূপ থেকে তুলে মানুষ ক'রে গড়তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্ম্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুল্‌তে পারি তাহ'লে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুন্‌তে চাইনি। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ কর্‌তে চায় তারই কথা শুন্‌বো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুরই দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি বা মুক্তি গ্রাহ্য না ক'রে পরের সেবা করতে প্রস্তুত তারই দাস।"

বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, স্বরবদ্ধ হইবার উপক্রম হইল এবং সমস্ত শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিদ্যুদ্বেগে ঘরের বাহিরে গিয়া বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারবদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতারা ইহা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ত্রস্ত হইলেন এবং তাঁহার নিকট উপরোক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন সাহস অবলম্বন করিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন স্বামিজী নিশ্চলভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট আর তাঁহার স্তিমিত চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইতেছে। দেখিয়া বেশ বোধ হইল তিনি তখন ভাবরাজ্যে। তাঁহারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন কিন্তু কেহ তাঁহার ভাবভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন না। প্রায় এক

ঘণ্টা পরে স্বামিজী গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং মুখাদি প্রক্ষালিত করিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে বন্ধুবর্গের নিকট আসিয়া বসিলেন। মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। সকলেই তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়তটে একটি বিষম ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ তখনও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ললাট ও জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল ভাবাবেগে আরক্তিম রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ কাহারও বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবশেষে স্বামিজী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

'মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরিয়া উঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ু সকল এত নরম হয় যে তাতে ফুলের ঘা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। তোমরা কি জানো যে আজ কাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্য্যন্ত পড়্‌তে পারি না? ঠাকুরের কথা খানিক-ক্ষণ বল্‌তে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে থাক্‌তে পারি না? সেই জন্য কেবলই এই ভক্তিস্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি, আর জ্ঞানের শেকল দিয়ে নিজেকে বাঁধ্‌তে চাই, কারণ এখনও মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়নি। সেই জন্যে যেই দেখি উদ্দাম ভক্তিপ্রবাহে প্রাণটা ভেসে যাবার উপক্রম হয়েচে, অমনি তার মাথায় কঠোর জ্ঞানের অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত কত্তে থাকি। ওঃ এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে; আমি শ্রীকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন যতদিন না সে কাজ শেষ হয় ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক আমার ওপর তাঁর কি ভালবাসাই—'

স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি পুনরায় তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া গ্রীষ্মের অছিলায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং তাঁহার মনকে অন্যদিকে ধাবিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে স্বামিজী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এই ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই স্বামিজীর মনের স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে। ইহা যে অন্তঃসলিলা ভক্তি-প্রবাহে নিরন্তর সিঞ্চিত ও জ্ঞানকর্ম্মের বাহ্য উপলাবরণে আচ্ছাদিত এবং সেই জ্ঞানকর্ম্মের আবরণ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে যে নিশিদিন প্রবল অন্তর্যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার গুরু ভ্রাতাগণও জানিতেন যে সেই কঠিন শৈলাবরণ ভেদ করিয়া যেদিন তাঁহার হৃদয়নিহিত প্রেম-ভক্তির প্রবল উৎস ছুটিয়া বাহির হইবে সেদিন আর তাঁহার ভঙ্গুর পার্থিব দেহ তাহার বেগধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা দেখিলেই তাঁহার মনের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

আরও একটি কারণে, উল্লিখিত ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য। উহা যেন স্বামিজীর দুর্বোধ্য চরিত্রের একটী সরল টীকা স্বরূপ। যে চরিত্রে আপাতবিরোধী বহুবিধ ভাব-সমাবেশে সাধারণের নিকট একটা জটিল প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়, তাহা উক্ত চিত্রে দর্পনের মত স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি

কেন তিনি সময়ে সময়ে এক একটা ভাবের উপর অতিমাত্রায় জোর দিতেন, কেন কর্ম্মমার্গকে ভক্তিমুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক এদিনকার এই প্রবল ঝটিকা স্বামিজীর গুরুভাইদের মন হইতে সন্দেহের মেঘ-রাশি উড়াইয়া লইয়া গেল। এদিন হইতে আর তাঁহারা কখনও স্বামিজীর কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নাই। তাঁহাদের সকলের দৃঢ় প্রতীতি হইয়া গেল ঠাকুর সত্য সত্যই তাঁহার মধ্য দিয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন।

ভক্তসঙ্গে।

স্বামিজী যে কয়দিবস কলিকাতায় রহিলেন সে কয়দিবস তাঁহার আর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। দিনরাতই লোক যাতায়াত করিতেছে, দিনরাতই কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বলরামবাবুর বাটীতে প্রায় নিত্যই এইরূপ আসর জমিত, তা' ছাড়া আবার অনেকে পৃথক্ ভাবে তাঁহাকে স্ব স্ব গৃহে লইয়া গিয়াও সৎসঙ্গ করিতেন। এই উপায়ে ধীরে ধীরে লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। কত বিষয়ের যে আলোচনা হইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত। বলিতে বলিতে তাঁহার উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নযুগলে অপূর্ব্ব তেজ ফুটিয়া উঠিত, শ্রোতৃবর্গ স্তব্ধ হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার ভিতরে এমন অদ্ভুত উৎসাহ ছিল এবং সেই উৎসাহ তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথায় এমন প্রবল তেজের সহিত প্রকাশ পাইত যে শ্রোতৃবৃন্দ তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেন না। তিনি যখন যে বিষয়ের অবতারণা করিতেন তখন তাহাতেই মাতিয়া উঠিতেন, মনে হইত বুঝি জগতে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ বর্ণনকালে তাঁহার আবেগময়ী ভাষার

কুহকে বিষয়টী এরূপ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত যে শ্রোতৃগণ দেশকালপাত্র বিস্মৃত হইয়া মনে করিতেন যেন ঘটনাটি তাঁহাদিগের সম্মুখেই সংঘটিত হইতেছে এবং তাঁহাদের মুগ্ধ মন কল্পনা-ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া এক 'বিচিত্র মায়া-লোকে বিহার করিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশে এখন এমন শিক্ষা প্রচলনের আবশ্যক হইয়াছে যাহাতে প্রকৃত মনুষ্য গঠিত হয়, বিচারশক্তির উন্মেষ হয় ও প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হয়। সেই জন্য তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের শিক্ষাদর্শ পুনঃ প্রচারিত করিয়া মৈত্রেয়ী গার্গী খণা লীলাবতীর ন্যায় বিদুষী ও ব্যাসবাল্মীকি কালিদাসাদির ন্যায় কবি ও মনস্বী সৃষ্টির সহায়তা করিবার জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে বলিতেন। বাস্তবিক পূর্ব্বে এদেশে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইত কিন্তু এখন সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রকৃত সৎশিক্ষার অভাব। যে দেশে ভীষ্ম-দ্রোণাদির ন্যায় রথী, অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্য, ভরত লক্ষ্মণের ন্যায় অনুজ, যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় ধর্ম্মশীল নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে দেশের লোক এমন কাপুরুষতার কলঙ্কভার মস্তকে বহন করিতেছে এবং গৃহ-বিবাদ ও দ্বেষহিংসায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সে আদর্শ এখন আর নাই, সে শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও শিষ্টাচার এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন কি ঐতিহাসিক যুগের প্রতাপসিংহ, পৃথ্বিরাজ, শিবাজী প্রভৃতির ন্যায় রণকুশল যোদ্ধাও এখন বিরল। কথায় কথায় একদিন গুরুগোবিন্দ-

সিংহের প্রসঙ্গ উঠিল। গুরুগোবিন্দ সিংহকে তিনি ভারতীয় বীরবৃন্দের তালিকায় অতি উচ্চাসন প্রদান করিতেন। যে মহাপুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুগণকে যবনধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাঁহার কঠোর আত্মত্যাগ, তপশ্চর্য্যা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা অত্যাচারমথিত শিখজাতির হৃদয়ে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল এবং যিনি বীরের ন্যায় পূতসলিলা নর্ম্মদাতীরে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বামিজী আবেগে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। বলিতেন—

"সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরুগোবিন্দ নাম শুনাউঁ॥"

গুরুগোবিন্দের নিকট নাম শুনিলে অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিলে এক জনের বাহুতে সওয়া লক্ষ বলীর বল সঞ্চারিত হইত অর্থাৎ এক একজন শিষ্য লক্ষাধিক শত্রুনিপাতে সমর্থ হইতেন। বাস্তবিক স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির প্রাধান্য স্থাপনকল্পে সেই মহাপুরুষের আজীবনব্যাপী পরিশ্রম কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিল, সমুদ্রতরঙ্গসম মোগলচমূর সম্মুখে মুষ্টিমেয় শিখবীরের নির্ভীক আত্মদানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বামিজীর বাক্যে শ্রোতৃগণের ধমনীতে খরতর শোণিতস্রোত বহিত, তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেন দেশে একসময়ে কি দিন ছিল, আর আজি কি দিন আসিয়াছে! কোথায় বা সে কর্ম্মপ্রাণতা, কোথায় বা সে অটল দৃঢ়তা! এইরূপে প্রত্যহ কত যে প্রসঙ্গ আলোচিত হইত কত যে নব নব ভাব উৎকর্ণ

শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিত তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কেমন করিয়া দিব! তিনি শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে, দণ্ডায়মানাবস্থায় সর্ব্বদা লোককে উপদেশ দিতেন, সর্ব্বদা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও বীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মকর্ত্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিতেন।

স্বামিশিষ্য-সংবাদ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে একদিন তিনি স্বামিজীর নিকট সায়নের ভাষ্যসমেত বেদ পাঠ করিতেছিলেন। সায়নাচার্য্য বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সেগুলি কিরূপ গভীর চিন্তাসমুদ্ভূত তাহা স্বামিজী বুঝাইতেছিলেন আর সায়নের প্রশংসা করিতেছিলেন। স্থানে স্থানে আবার স্বয়ং অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সায়নকৃত ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতেছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে মোক্ষমূলরের কথা উঠিল। স্বামিজী বলিলেন 'আমার বিশ্বাস স্বয়ং সায়ন মোক্ষমূলর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। কি অদ্ভুত অধ্যবসায়, আর বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে কি অসাধারণ পারদর্শিতা! অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ ও তাঁহার পত্নীকে দেখিয়া আমার বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর বিদায়কালে বৃদ্ধের যে অশ্রুপাত!'

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে সায়ন এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া ম্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন?' তদুত্তরে

স্বামিজী বলিলেন "অজ্ঞানের নিকটই 'ম্লেচ্ছ' 'আর্য্য' এ সকল ভেদ। কিন্তু যিনি বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তাঁর নিকট আবার বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ কি? মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। আর একটা কথা এই যে, এ দরিদ্র দেশে জন্মিলে তাঁর পুস্তক প্রকাশের খরচ জুটিত কোথা হইতে! জানতো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এজন্য নয়লক্ষ টাকা সাহায্য ক'রেছিলেন। তাহাতেও হয় নাই। মাসিক বেতন দিয়াই এ দেশের কত পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। বিদ্যা প্রচারের জন্য এদেশে এরূপ অর্থব্যয় ও বিপুল পরিশ্রমের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছে কি? ভূমিকায় মোক্ষমূলর স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি শুধু হস্তলিখিত পুঁথির নকল করিয়াছেন, তারপর আরও বিশবৎসর লাগে ছাপাইতে। একটা গ্রন্থের জন্য জীবনের ৪৫ বৎসর অক্লান্ত ভাবে যাপন করা কি সহজ কথা? আমি কি সাধে বলি তিনি স্বয়ং সায়ন?"

আবার পাঠ চলিতে লাগিল। স্বামিজী সাধকের নির্ব্বিকল্প অবস্থায় আরোহণ ও তাহা হইতে পুনরায় বাহ্যজগতে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত জগতের প্রলয় ও সৃষ্টির তুলনা করিতে লাগিলেন। এমনভাবে অবস্থা হইতে অবস্থান্তর-প্রাপ্তি বুঝাইতে লাগিলেন যে শরৎবাবুর পরিস্কার বোধ হইতে লাগিল স্বামিজী স্বয়ং ঐ সকল অবস্থার মধ্য দিয়া অনেকবার সমাধিভূমিতে গমন করিয়াছেন, নতুবা ওরূপ বিশদভাবে বুঝান সম্ভবপর হইত না।

এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন। পরস্পর

অভিবাদান্তে স্বামিজী রহস্য করিয়া বলিলেন 'জি, সি, * তুমি ত এ সকল কিছুই পড়্‌লে না। শুধু কেষ্টো বিষ্টু নিয়েই দিনটা কাটালে।' গিরিশবাবু বলিলেন 'ভাই, আমার আর ওসব পড়ে কি হবে? আমার শক্তিও নেই, সময়ও নেই। আমি দূর থেকে বেদবেদান্তকে নমস্কার ক'রে ঠাকুরকে স্মরণ কর্ত্তে কর্ত্তে পাড়ি মারব। তোমাকে দিয়ে তাঁর লোকশিক্ষা দিবার দরকার ছিল, তাই তোমাকে ওসব পড়্‌তে হয়েছে।' এই বলিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ সেই বৃহৎ বেদগ্রন্থগুলিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!"

গিরিশবাবু স্বামিজীর স্বভাব উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। স্বামিজী যে প্রকৃতই ভক্তিমার্গের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ কথাগুলি বলেন নাই তাহা বুঝিতে পারিলেন, কারণ তাঁহার স্বভাবই ছিল যখন যে বিষয়ে বলিতেন তখন তাহার উপর বিশেষ জোর দিয়া গভীর ভাবে তাহা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া দিতেন। সেইজন্য বলিলেন 'আচ্ছা নরেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। বেদ বেদান্ত ত তুমি ঢের পড়েছ, কিন্তু তাহাতে দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ, আর ব্যভিচারাদি পাপস্রোত নিবারণের কোন ব্যবস্থা আছে কি? রোজই শুনি, ঐ অমুক বাড়ীর গিন্নি— যার বাড়ীতে এককালে প্রত্যহ ৪০।৫০ খানা পাত পড়্‌তো— আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায়নি; অমুক বাড়ীর এক অনাথা কুলস্ত্রীকে দুষ্টদের অত্যাচারে প্রাণ হারাতে হয়েছে; অমুক

* স্বামিজী গিরিশবাবুকে জি, সি বলিয়া ডাকিতেন।

পরিবারের একজন যুবতী বিধবা কলঙ্ক গোপনের জন্য ভ্রূণহত্যা করেছেন; অমুক জুয়োচুরী ক'রে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে। বলতো এ সব রহিত করবার কোন উপায় বেদে আছে কিনা ?' গিরিশবাবু সমাজের এই সকল গাঢ় কালিমালেপিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামিজী নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন এবং হৃদয়ভাব সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সাশ্রু-নয়নে গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিলেন।

গিরিশবাবু তখন শরৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'দেখ্‌লি রে তোর গুরুর হৃদয়টা। এই যে পরের দুঃখে অশ্রুমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা—এই জন্যই আমি তাকে বড় বলে মানি—বিদ্যে বুদ্ধির জন্য নয়। দুঃখ দুর্দ্দশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদ বেদান্ত ফেলে উঠে যাওয়া। সমস্ত বিদ্যে বুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গ'লে গেল! তোর স্বামিজী যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক।"

কিঞ্চিৎ পরে স্বামিজী প্রত্যাগমন করিলেন এবং পাত্র বিশেষে যুক্তি তর্ক ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন। এমন সময়ে স্বামী সদানন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামিজী ব্যাকুল হইয়া অন্ততঃ সামান্য ভাবেও একটা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলিলেন। সদানন্দ স্বামী 'যো হুকুম মহারাজ—বান্দা তৈয়ার হ্যায়' বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামিজীর অভিরুচিমত কার্য্য আরম্ভ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর স্বামিজী গিরিশবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন 'দেখ জিসি, আমার মনে হয় যদি জগতের দুঃখ নিবারণের জন্য—

এমন কি একটি জীবের দুঃখও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করিবার জন্য আমায় সহস্রবার জঠরবাস-ক্লেশ সহ্য কর্ত্তে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। শুধু একলা নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে পারি তবে তো!'

এই সময়ে একদিন তিনি শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রাতঃস্মরণীয়া মাতাজী তপস্বিনীর প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। মাতাজী স্বয়ং তাঁহাকে কয়েকটি শ্রেণী দেখাইলেন। একশ্রেণীর ছাত্রীরা তাঁহার সম্মুখে দেবাদিদেব মহাদেবের একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিল এবং শিবার্চ্চনার সমুদয় বিধি প্রদর্শন করিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা কালিদাসের 'রঘুবংশ' হইতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সংস্কৃতে উহার ব্যাখ্যা করিল। স্বামিজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মাতাজীকে তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায়ের জন্য পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলেন এবং 'দর্শকবৃন্দের মন্তব্য পুস্তকে' একটি দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া সর্ব্বশেষে লিখিলেন 'এই বিদ্যালয়ের কার্য্য ঠিক পথে চলিতেছে।'

পথে শরৎবাবুর সহিত স্বামিজীর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। স্বামিজী এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁহার মতে বালিকাগণকে উত্তমরূপে শিক্ষিতা না করিলে এবং বালিকাবিবাহ নিবারণ না করিলে এ দেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। এতদর্থে বিদ্যাজ্ঞানসম্পন্না ব্রহ্মচারিণীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। মাতাজী

তপস্বিনী স্বয়ং সংসারত্যাগিনী হইয়াও এই সুদূর বঙ্গদেশের বালিকাগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যে ভাবে আত্মজীবন নিয়োজিত করিয়াছেন—তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তবে স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহাকালী পাঠশালায় যে পুরুষ শিক্ষকের দ্বারা অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে এটুকু স্বামিজী অনুমোদন করিলেন না।

এইভাবে কিয়দ্দিন গত হইলে ৬ই মে তারিখে চিকিৎসকগণের পরামর্শে স্বামিজীকে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ আলমোড়া যাত্রা করিতে হইল। ইতিমধ্যে মিস্ মূলার বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও গুড্‌উইন সাহেব কয়েক দিবস পূর্ব্বেই সেখানে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামিজীও আলমোড়াবাসীগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন।

আলমোড়ায়।

আলমোড়া যাইবার পথে স্বামিজী লক্ষ্ণৌএ এক রাত্রি বাস করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। কাঠগোদাম হইতে মিঃ গুড্উইন ও কয়েকজন ভক্ত তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। তারপর আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী লোদিয়া নামক স্থানে এক বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ক্রমাগত জয়ধ্বনি ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা স্বামিজীর জন্য একটী সুসজ্জিত অশ্ব আনিয়াছিল। তিনি তাহাতেই আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রতি গৃহদ্বার দীপমালায় উদ্ভাসিত এবং রাজপথসমূহ মাল্য পতাকাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং বাজারের একাংশে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ বিমণ্ডিত একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথে গমন কালে শত শত বাতায়নবর্ত্তিনী কুলরমণী স্বামিজীর শিরোপরি পুষ্পলাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সভাস্থলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় পাঁচ সহস্র ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পণ্ডিত জ্বালাদত্ত যোশী হিন্দীতে একটী অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তৎপরে লালা বদরি সা-র হইয়া পণ্ডিত হরিরাম পাঁড়ে আর একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন। স্বামিজী যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, ততদিন এই সাজীর অতিথি হইয়াই বাস করিয়াছিলেন।

তারপর আর একজন পণ্ডিত একটি সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

স্বামিজী সংক্ষেপে যখন প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভারতীয় চিন্তার উপর সাধুজন-সেবিত গিরিরাজ হিমালয়ের প্রভাব বর্ণনা করিয়া বলিলেন "এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্ম্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র হওয়া চাইই চাই—এ কেন্দ্র কর্ম্ম-প্রধান হইবে না, এখানে শান্তি, নিস্তব্ধতা ও ধ্যানশীলতা পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি একদিন না একদিন এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব।"

আলমোড়ায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল বটে এবং শরীরেও যথেষ্ট বলাধান হইল কিন্তু তথাপি জনকয়েক ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তির অত্যাচারে সময়ে সময়ে তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন হইতে তাঁহার দেশব্যাপী উচ্চসম্মান দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া এ দেশের কোন কোন আমেরিকান পাদ্রী আমেরিকায় তাঁহার কার্য্যের ক্ষতিসাধন মানসে এদেশ হইতে নানাবিধ মিথ্যা সংবাদ সে দেশের সংবাদপত্রসমূহে প্রেরণ করিতেছিল এবং যুক্তরাজ্যে ঐ সকল পত্রের বহুল প্রচার দ্বারা স্বামিজী ও তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে লোকের মনে বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিল। সেখানকার বন্ধুবান্ধবেরা আবার সংবাদপত্রের ঐ সকল অংশ

কাটিয়া রাশি রাশি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন, স্বামিজী কিন্তু উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া নীরব অবজ্ঞার সহিত ঐ গুলিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজের মত একজন বড়দরের সাহেবও এই সকল ক্ষুদ্রলোকের দলে যোগ দিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। এ দেশের লোকে যাহাতে তাঁহার যথোপযুক্ত সমাদর করে তজ্জন্য স্বামিজী ১৮৯৬ সালের শেষভাগে লণ্ডন হইতে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিরর ও অন্যান্য পত্রে একখানি লিপি প্রেরণ করেন। * ফলে ব্যারোজ

লিপিটি এই :—

* Dr. Barrows was the ablest lieutenant Mr. C. Boney could have selected to carry out successfully his great plan of the Congresses at the World's fair, and it is now a matter of history how one of those Congresses scored a unique distinction, under the leadership of Dr. Barrows.

It was the great courage, untiring industry, unruffled patience and never failing courtesy of Dr. Barrows that made the Parliament a grand success.

India, its people and their thoughts, have been brought more prominently before the world than ever before, by that wonderful gathering at Chicago, and that national benefit we certainly owe to Dr. Barrows more than to any other man at that meeting.

Moreover he comes to us in the sacred name of religion, in the name of one of the great teachers of mankind, and I am sure, his exposition of the system of the Prophet of Nazareth

সাহেব এখানে খুব সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত তত উদার না থাকাতে তিনি এদেশীয় জনসমাজের মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বিরক্ত হইয়া তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেখানে স্বামিজীর কার্য্যের বিঘ্নোৎপাদন মানসে তাঁহার নামে কতকগুলি অমূলক কুৎসা রটনা করেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, স্বামিজী মিথ্যাবাদী, তিনি আমেরিকার রমণীদিগের অযথা নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, শূদ্র, অর্থাৎ নীচজাতিদের অন্তর্গত, সুতরাং সমুদ্রযাত্রা করায় তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়া যে কথাটা রটিয়াছে সেটা ভুল, ভারতবর্ষের লোকে সকলে তাঁহার মতাবলম্বী নহেন, সেখানে তাঁহার প্রভাব অতি সামান্য, বিলাতে ও আমেরিকায় তাঁহার প্রচারকার্য্যে যে ফল হইয়াছে

---

would pe extremely liberal and elevating. The Christ-power this man intends to bring to India, is not that of the intolerant; dominant superior with heart full of contempt for everything else but its own self, but that of a brother who craves for a brother's place as a co-worker of the various powers, already working in India. Above all, we must remember that gratitude and hospitality are the peculiar characteristics of Indian humanity, and as such, I would beg my countrymen to behave in such a manner, that this stranger from the other side of the globe, may find that in the midst of all our misery, our poverty and degradation, the heart beats as worm as of yore, when the 'wealth of Ind' was the proverb of nations, and India was the land of the 'Aryas'."

তিনি তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক দেখিবেন, এগুলি গাত্রদাহ জর্জ্জরিত ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, স্বামিজী এ সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া আন্দোলন করা অশ্লাঘ্য বিবেচনা করিতেন, সুতরাং প্রকাশ্যে ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তবে আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যেরা বিশেষতঃ মিসেস্ সারা বুল তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া পত্রাদি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ব্যারোজ সাহেবের অকৃত-কার্য্যতায় দোষ কাহার তাহার আলোচনা করিয়া নিজ শিষ্যদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে দু' একখানি পত্রে একটু আধটু কিছু লিখিয়াছিলেন। চিকাগোর জনৈক বন্ধুকে ৩০শে জানুয়ারীর একটি পত্রে দেখি লিখিতেছেন—

"ডাক্তার ব্যারোজকে ভালরূপ অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি লণ্ডন হইতে আমার দেশে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনাও বেশ সমারোহে হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে কলিকাতায় কোন প্রতিপত্তি বিস্তার কর্‌তে পারেননি, সেটা কি আমার দোষ? এখন শুন্‌চি ব্যারোজ আমার নামে কত কি বল্‌চেন! জগতের গতিকই এই।"

৯ই জুলাই তারিখে স্বামিজী আমেরিকার আর এক বন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন। উক্ত বন্ধুটি সংবাদ-পত্রসমূহে স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানাবিধ আক্রমণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া উহা দ্বারা তাঁহার আরব্ধ-কার্য্যের সমূহ ক্ষতি সম্ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য স্বামিজী এই পত্রখানি লেখেন। ইহার আরম্ভে দেখিতে পাই বারংবার আত্মসম্মানে আঘাত পাওয়ায় উদ্ধতরোষ সন্ন্যাসীর কঠোর ভ্রূভঙ্গ ও অসহিষ্ণুতা, আবার শেষে দেখি আজন্ম সংযমীর অদ্ভুত তিতিক্ষা, ব্রহ্মনিষ্ঠের সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা। বাস্তবিক ইহার প্রতি ছত্রে নির্দ্দোষীর ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের ভাব এবং বৈরাগীর স্বাভাবিক উদাসীনতা ও বিরক্তি অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। লিপিসাহিত্যে এরূপ পত্র অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে উহার ভাবার্থ দিবার চেষ্টা করিলাম।—

"বিস্তর আমেরিকান কাগজের টুকরা টুকরা অংশ আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি আমেরিকান রমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আমেরিকান পত্রে কি ভয়ঙ্কর সমালোচনা ও আমি জাতিচ্যুত হইয়াছি বলিয়া কি আশ্চর্য্য সংবাদই প্রকাশিত হইয়াছে। যেন সন্ন্যাসীরও আবার জাতি বলিয়া একটা যাইবার কিছু আছে!

আমার পাশ্চাত্যদেশ গমনে জাতিনাশ ত হয়ই নি, বরং উহা দ্বারা সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল আপত্তি ছিল তাহা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করিতে হইত, তাহা হইলে অর্দ্ধেক দেশীয় রাজা ও প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীকেও যে সেই সঙ্গে জাতিচ্যুত হইতে হইত! কিন্তু তাহা না হইয়া হইয়াছে কি?—না, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে আমি যে জাতিভুক্ত ছিলাম সেই জাতির একজন প্রধান রাজা আমার সম্মানের জন্য এক ভোজ দিয়া

তাহাতে ঐ জাতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন! * * * * * আর প্রিয় ম—এই পা দু'খানা বোধ হয় শ'খানেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধোয়ান, মুছান হইয়াছে ও পূজা পাইয়াছে, আর দেশের উন্নতি এখন যেমন হুহু ক'রে এগিয়ে চলেছে, এরূপ আগে আর কখনও হয়নি। এইটি বল্লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে আমি রাস্তায় বেরুলেই লোকের ভিড় ঠিক রাখ্‌বার জন্য পুলিস পাহারা মোতায়েন রাখ্‌তে হয়েছে। একেই কি বলে জাতিচ্যুতি, সমাজচ্যুতি? অবিশ্যি ওতে 'মিসু' (মিসনরী) বেচারাদের মুখটি চুপ্‌সে গেছে। কিন্তু তাঁরা এখানকার কে? কেউই নয়। আমরা তাঁদের অস্তিত্ব টেরও পাইনে—দিব্যি আছি। একটা বক্তৃতায় আমি এই 'মিসু'দের সম্বন্ধে ও তাঁদের উৎপত্তি নিয়ে দু'একটা কথা বলেছিলাম—অবশ্য ইংরেজ ধর্ম্মযাজকদের বাদ দিয়ে—আর সেই সঙ্গে আমেরিকার চার্চ্চওয়ালা স্ত্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা উদ্ভাবনের শক্তি সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এইটাকে নিয়ে মিসুরা খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি সমস্ত আমেরিকান নারীজাতির নিন্দা করিছি—মতলব আর কিছুই নয়, ওদেশে আমি যে কাজটা ক'রে এসেছি সেটা পণ্ড করা; কারণ ওরা খুব জানে ঐ কথা বল্লেই ওদেশের লোকের কাছে ওদের একটু সুবিধে হবে। প্রিয় ম—, ধর যেন আমি ইয়াঙ্কিদের (আমেরিকানদের) বিরুদ্ধে ঐ সব অযথা কথা বলেছি, —কিন্তু তা' হলেও তারা আমাদের মাতা বা ভগ্নীর সম্বন্ধে যে

সব কথা বলে, ওটা কি তার লক্ষাংশের একাংশও হ'বে ? এই 'ভারতের বিধর্ম্মীদের' বিরুদ্ধে খৃশ্চান ইয়াঙ্কি নরনারী যে বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করে, সপ্তসমুদ্রের জলেও তা' ধোওয়া যায় না ! অথচ আমরা ওঁদের কি ক'রেছি ! আগে ওঁরা অপরের মুখে নিজেদের সমালোচনা শুনে ধৈর্য্য ধর্‌তে শিখুন। তারপর যেন পরের সমালোচনা করেন ! মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা জানেন এটা মানব মনের একটা আশ্চর্য্য ধর্ম্ম যে যারা দিনরাত পরকে খোঁচা দেয় তারা নিজেদের সম্বন্ধে পরের সামান্য একটা কথার ভরও সইতে পারে না। আর তা'ছাড়া ও'রা আমার করেচেন কি ? তোমার পরিবারবর্গ, মিসেস্ বি—, মিঃ ও মিসেস্ ল— আর জনকতক সহৃদয় ব্যক্তি—এঁরা ছাড়া আর কে আমার কাজে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেচেন ? আমি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে খেটে এখন ত মরবার দাখিল হয়েছি—জীবনের সারাংশটা আমেরিকায় কাটিয়ে এলুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল সব খোয়ালুম—কেন ? না, ওদেশের লোককে উদার উন্নত কর্‌বার জন্য ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিয়ে যাবার জন্য ! ইংলণ্ডে আমি মাত্র ছ'মাস খেটেছিলুম। সেখানে আমার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলেনি—শুধু একবার ছাড়া—তাও একটা আমেরিকান স্ত্রীলোকের কার্য্য—শুনে আমার ইংরেজ বন্ধুরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ! শুধু যে কেউ আমায় কোন আক্রমণ করেনি তা' নয়, বরং ইংরেজ ধর্ম্মনায়কদের মধ্যে অনেক ভাল ভাল লোক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে উঠেছিলেন। সেখানে আমি না চেয়েও অনেক সাহায্য পেয়েছি, এবং জানি পরে

আরও পাবো। একটা সমিতিই হয়েছে আমার কার্য্য দেখ্‌বার ও তার জন্ত সাহায্য সংগ্রহ কর্‌বার জন্য এবং সে দেশের চারজন অতি ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি আমার কার্য্যের সহায়তা কর্‌বার জন্য সব বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য ক'রে আমার সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আস্‌তে প্রস্তুত ছিলেন, আর এবার যদি যাই, বোধ হয় আরও শত শত ব্যক্তি আস্‌তে চাইবেন। প্রিয় ম—তুমি আমার জন্য একটুও ভয় করো না। এ পৃথিবীটা প্রকাণ্ড—খুবই প্রকাণ্ড—সুতরাং 'ইয়াঙ্কীদের ফোঁস্‌ ফোঁসানি গর্জ্জানি' সত্ত্বেও এখানে আমার জন্য একটুখানি জায়গা মিল্‌বেই।

যাই হোক্ আমি আমার কাজে খুসী আছি। আমি কখনও মতলব এঁটে কোন কাজ করিনি। যেমন কাজ এসে জুটেছে, তেমনি ক'রে গিছি। আমার মাথায় শুধু একটা চিন্তা বরাবর স্থির ভাবে জলেছে—ভারতের সাধারণ নরনারীকে উন্নত করার উপায় বিধান করা, এবং কতক পরিমাণে তা' আমি কর্ত্তেও পেরেছি। আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, রোগ, দারিদ্র্যের মাঝখানে কেমন করে কাজ কচ্ছে, কেমন করে কলেরা রোগগ্রস্ত হাড়ি ডোমের পর্য্যন্ত সেবা কচ্ছে, চণ্ডালের ক্ষুধাতুর মুখে আহার যোগাচ্ছে, আর ভগবান্ কেমন করে আমার ও তাদের সকলকেই সাহায্য পাঠাচ্ছেন, তা দেখ্‌লে তোমার বড় আনন্দ হ'তো। মানুষ কে?—তিনি আমার সঙ্গে ফির্‌ছেন—সেই প্রাণবল্লভ—যিনি আমেরিকায়, ইংলণ্ডে এবং ভারতের চতুর্দ্দিকে যখন আমি অপরিচিত ভিক্ষুকের

মত ঘুরে বেড়িয়েছি তখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। লোকে কি বলে না বলে, তা'তে আমার কি আসে যায়? ওরা ও সব দুগ্ধপোষ্য শিশুর দল—আর ওর চেয়ে বেশীই বা কি জানে? কি! আমি ঐ সব অপোগণ্ডের কিচ্‌কিচিতে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হব? যে আমি প্রত্যগাত্মার সন্ধান পেয়েছি,—সমস্ত দুনিয়াটাকে অসার মায়াজাল ব'লে বুঝেছি?—আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?

নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌তে হচ্ছে, তার মানে তোমায় এগুলো বলা উচিত মনে করি। দেখ, আমি বেশ টের পাচ্ছি আমার কাজ ফুরিয়ে এসেছে—আর বড় জোর তিন বছর কি চার বছর বাঁচ্‌বো। নিজের মুক্তির জন্য আমার এক তিল আকাঙ্ক্ষা নেই। পৃথিবীর ভোগসুখ আমি কখনও চাইনি। আমি শুধু দেখ্‌বো আমার কলটা (সেবক সম্প্রদায়) কাজ কর্‌বার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারপর যখন নিশ্চিত বুঝ্‌বো জগতের ভালোর জন্য (আর কোথাও না হ'ক অন্ততঃ ভারতবর্ষেও) চাড়া দেবার মত এমন একটা কিছু খাড়া কর্ত্তে পেরেছি, যা কোন শক্তিতেই টলাতে পার্‌বেনা তখন চিরনিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ কর্‌বো—তারপর যা হয় হোক্‌গে। আর এই আমার কামনা যে আমি যেন সহস্র দুঃখভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মাই, যেন তাতে ক'রে সেই একমাত্র ভগবানের সেবা কর্ত্তে পারি—যে ভগবান্ ছাড়া অন্য ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না—অর্থাৎ যিনি সকল জীবের সমষ্টিভূত নারায়ণ বা বিশ্বদেব; সকল জাতির পাপী-তাপী, সকল জাতির

দীনদুঃখী—তারাই আমার দেবতা, তারাই আমার ভগবান্—আমি শুধু যেন তাদেরই সেবা কর্ত্তে পারি।

"যিনি তোমার অন্তরে বাহিরে, তুমি যাঁহার স্থূলদেহ ও যিনি 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদৌ'—শুধু সেই বিরাট্ আত্মার পূজা কর, আর সব ঠাকুর ভাঙ্গিয়া ফেল।

"যিনি ঊর্দ্ধ, অধঃ, সাধু, পাপী ও ব্রহ্ম হইতে কৃমিকীট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যিনি দৃশ্য, জ্ঞেয়, সত্য ও সর্ব্বত্যাগী—শুধু তাঁহাকেই পূজা কর, আর সব দেবতা চূর্ণ করিয়া ফেল।

"যাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ নাই, মৃত্যু নাই, গমনাগমন নাই, যাঁহাতে আমরা বিদ্যমান আছি ও চিরদিন থাকিব, তাঁহারই উপাসনা কর আর সব দেবতা ভাঙ্গিয়া ফেল।

"আমার সময় সংক্ষিপ্ত। তবে যা বল্‌বার আছে তা' বল্‌তেই হবে—তাতে যার যেখানে ঘা লাগে লাগুক। সুতরাং প্রিয় ম—, আমার মুখ থেকে যা শুন্‌ছ তাতে করে ভয় পেয়ো না—কারণ আমার পশ্চাতে যে শক্তি রয়েছে—সে বিবেকানন্দের শক্তি নয়, তাঁরই শক্তি—সেই প্রভু, যিনি জানেন কিসে ইষ্টানিষ্ট, শুভাশুভ। যদি আমায় জগৎকে খুসী কর্ত্তে হয় তাতে জগতের অনিষ্ট হবে; অধিকাংশ লোকের কথাটাই ঠিক নয়, কারণ দেখ, তারাই ত জগতের এই দুঃখ কষ্ট সৃষ্টি করেছে। নূতন চিন্তা বা ভাব দেখ্‌লেই লোকে তার পিছনে লাগ্‌বে—সভ্যসমাজে হয়ত একটু বাহ্য ভদ্রতার খাতিরে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে, আর অসভ্য চাষার দলে ভীষণ চীৎকার, গলাবাজী, ইতর গালিগালাজ ও অভদ্র অপবাদ রটনা করে। কিন্তু এই সব

মৃত্তিকাভোজী কেঁচোর দলকেও তুল্‌তে হবে। বালকের দলকেও আলো দেখাতে হবে। আমাদের দেশে কত শত উন্নতির স্রোত এল গেল। আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা' কাল্‌কের ছেলেরা কেমন ক'রে বুঝ্‌বে বল? এ সব 'কুছ্‌ নেহি হ্যায়'—সব ভোজবাজি—মায়া! সব ছেড়ে ছুড়ে দাও—মজা পাবে। কামকাঞ্চন ছাড়—আনন্দ মিল্‌বে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। রমণসুখ আর টাকাকড়ি এরাই ত যত আপদের মূল। এ গুলো গেলেই দিব্য চক্ষু খুল্‌বে—আত্মা আপনার অনন্ত শক্তি ফিরে পাবেন।"

বাস্তবিক মানুষের অকৃতজ্ঞতা দর্শনে মনে যে কষ্ট হয় তাহার তুলনা নাই। যাহাদের জন্য অকাতরে হৃদয়েশোণিত পাত করা যায় তাহারা যখন বিষধর সর্পের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে থাকে তখন মনে যে কি দুঃসহ ক্লেশের সঞ্চার হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে অনুভব করিতে পারে?—বিশেষতঃ যখন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যকে আবৃত করিয়া বিদ্বেষের হলাহল বর্ষণ করিতে থাকেন। ডাক্তার ব্যারোজ জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান্ ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ। কিন্তু তিনি ১০ই মে তারিখে এদেশ হইতে কালিফর্ণিয়ায় পদার্পণ করিয়াই 'ক্রণিকল্' পত্রে স্বামিজী সম্বন্ধে যে সকল তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন উহার সকল গুলিই অযথা ও মিথ্যা। * স্বামিজী

* এ সম্বন্ধে মিসেস সারাবুল ৭ই জুন তারিখে ডাঃ লুইস জেন্‌সকে যে পত্র লেখেন তাহাতে একটী সুন্দর কথা লিখিয়াছেন

"Thank you for the California clipping. Since Dr.

তাঁহার কোন প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা সামাজিক আলাপে ঘুণাক্ষরেও আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে তিনি যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন তাহার জন্য বাহাদুরী প্রকাশ করেন নাই। বরং ও সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেই চাহিতেন না, চুপচাপ থাকিতেন। তবে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে অতি বিনীতভাবে ও সাবধানে দু'এক কথা বলিতেন। ভারতের কত স্থানে কত অভিনন্দনে তাঁহার সফলতার জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে কিন্তু তিনি তাহার একই উত্তর দিয়াছেন 'আমি আর এমন কি করিয়াছি? আপনারা যে কেহ উহা আমার চেয়ে ভাল করিয়া করিতে পারিতেন।' আর কখনও বলেন নাই তাঁহার কৃতকার্য্যতা অত্যন্ত অধিক আশানুরূপ হইয়াছে। কুম্ভকোনম্, মান্দ্রাজ, কলিকাতা

Barrows so unqualifiedly denounces Vivekananda as a liar and for that reason charges him with intent to avoid him at Madras, I regret, for his own good, that Dr. Barrows should have ommitted all mention of the Swami Vivekananda's widely circulated letter of welcome urging npon the Hindus, whatever their views of Dr, Barrows message concerning their and his own religion might be, to offer a hospitality of thought and greeting worthy the kindness extended to the Eastern delegates at Chicago by Dr. Barrows and Mr. Bonney. Those letters circulated at the time when the Indian nation was preparing a welcome unprecedented for warmth and enthusiasm to the monk, contrast markedly with Dr. Barrows recent utterances in California, on his own home-coming, concerning Vivekananda, and bring the two men before the Indian public for their judgment."

প্রভৃতি প্রত্যেক বড বড় বক্তৃতাতেই বলিয়াছেন 'কতকটা পথ পরিষ্কার ও কাযের সুবিধা হইয়াছে বটে', আর মার্কিণজাতির সহৃদয়তার জন্য পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও যে ব্যারোজ সাহেব কি করিয়া লিখিয়াছিলেন 'he seems to have lost his head' (বিবেকানন্দের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে) এ কথাটা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু স্বামিজী কিছু বলুন বা না বলুন, বেদান্তের প্রভাব যে পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষিত সমাজে ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল তাহা সারা বুলের চিঠিতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিতেছেন—

"The German schools, the English Orientalists and our own Emerson testify to the fact that it is literally true that Vedantic thought pervades the Western thought of to-day."

অর্থাৎ 'জর্ম্মাণ ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ ও আমাদের এমার্সনের লেখাই সাক্ষী, বেদান্তের ভাব আজকাল পাশ্চত্য চিন্তাধারার সঙ্গে কতটা পরিমাণে মিশিয়াছে।' বাস্তবিক বেদান্তের এই সার্ব্বভৌমিকত্বের উল্লেখ করিয়াই স্বামিজী সময়ে সময়ে বলিয়াছেন 'thousands in the west are Vedantists' (পাশ্চাত্যের শত শত লোক আজ বেদান্তের ভক্ত) কথটা কি মিথ্যা ? না, অতিরঞ্জিত ?

তারপর তৎকর্তৃক আমেরিকান রমণীগণের নিন্দা। কথাটা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বিকৃত তাহা তাঁহার যে কোন

ভারতীয় বক্তৃতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। কোথাও আমেরিক রমণীগণের বিরুদ্ধে একটি কথাও নাই। বরং তিনি যে তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ ছিলেন ও অতিশয় প্রশংসাই করিতেন তাহা ঐ সময়ের তিন বৎসর পূর্ব্বে খেতড়ির রাজাকে লিখিত একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়। ঐ পত্রে তিনি লিখিতেছেন :—

আমেরিকা, ১৮৯৪

"আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চালচলন নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী রমনীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শতজন্মেও শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
সুরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং—"

স্বামী বিবেকানন্দ।

"যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয়পর্ব্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী ও পৃথিবী পত্র হয়, এবং যদি স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন"—তথাপি এ সকল তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

গতবৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ এই "বিপজ্জনক বিধর্ম্মী" কে ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই "অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর (হয়ত বা বিপজ্জনক চরিত্রের ") সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্র রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে অধিকতর নিপুণা—কারণ নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—কত শত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা "ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল," আবার বিলক্ষণ

শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে; ভালমন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ অসার অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণা করিলে চলিবে না। কারণ উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।"

এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক। যাঁহারা স্বামিজীর চরিত্র পূর্ব্বাপর অবগত আছেন তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন সে চরিত্রে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কস্পর্শ কোন মতেই সম্ভব নহে।

এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা এই সময়কার অন্যান্য ঘটনার প্রতি নেত্রপাত করি, তখন আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কারণ এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া নিজে কপর্দকশূন্য হইয়াও প্রত্যহ চারি পাঁচশত ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন এবং স্বীয় মৃত্যুভয় বা স্বাস্থ্যভঙ্গ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে শত শত ম্যালেরিয়া ও কলেরাগ্রস্ত নরনারী ও বালকবালিকার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহার সাহায্যার্থ স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অর্থসংগ্রহের জন্য একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন

করিয়াছিলেন। উহাতে কলিকাতা, বেনারস, মান্দ্রাজ এবং মহাবোধি-সোসাইটী হইতে চাঁদা উঠিতেছিল। অখণ্ডানন্দ স্বামীর নিঃস্বার্থ মানব-সেবা দর্শনে মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, ভি, লেভিঞ্জ মহোদয় অতীব প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অর্থ ও লোকবল প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং যাহাতে চাউলাদি খাদ্যসামগ্রী প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে তাঁহার নিকট পঁহুছিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত ও অন্যান্য নানাবিধ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন কি যেদিন অখণ্ডানন্দ স্বামী পাঁচশত ব্যক্তিকে বস্ত্র বিতরণ করেন, সেদিন লেভিঞ্জ সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া বলিয়াছিলেন 'মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য আমি স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট ঋণী। তিনি আমায় সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং যে ভাবে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-ভাণ্ডার উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করিবার জন্য আমায় একবিন্দু ভাবিতে হয় নাই।'

পাঠকগণের বোধ হয় মনে আছে যে এই অখণ্ডানন্দ স্বামী একসময়ে হিমালয় ভ্রমণে স্বামিজীর সাথী ছিলেন। ইনি বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম লাভের পূর্ব্বেই নিঃসম্বলে চারিবার হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বত দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল ভ্রমণের রমণীয় বৃত্তান্ত অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বের উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বামিজী যখন আমেরিকায় ছিলেন সেই সময়ে কয়েকবর্ষ তিনি

রাজপুতানায় অবস্থান করিয়া খেতড়ির রাজার সাহায্যে দরিদ্রদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আরও একজন গুরুভ্রাতার কার্য্যদর্শনে স্বামিজী এই সময়ে আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইনি পুণ্যস্মৃতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে এই মহাপ্রাণ পুরুষ মান্দ্রাজ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে গমন করিয়া আপনার দেবোপম চরিত্র ও মধুময় উপদেশে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং প্রবল উদ্যমে শ্রীচৈতন্য, রামানুজ, শঙ্কর, মধ্ব, বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পূতচরিত্রের আলোচনা ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা এবং গীতা ও উপনিষদের পঠন পাঠনা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিতেছিলেন।

ক্রমশঃ স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে লাগিল এবং রোগের উপসর্গাদি কমিয়া আসিল। তিনি পুনরায় শৈলাবাস ত্যাগ করিয়া শিক্ষা ও প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

স্বামিজীর চলিয়া যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে আলমোড়ার ভক্তগণ তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসিগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ইংলিশ ক্লাবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাবে একশতের অধিক লোকের স্থান না থাকায় স্থির হইল একটি বক্তৃতা হিন্দীতে স্থানীয় জেলা স্কুলে দেওয়া হইবে, আর একটি ক্লাবে ইংরাজীতে

হইবে। স্বামিজী কখনও হিন্দী বক্তৃতা করেন নাই, আর হিন্দীভাষাও সুললিত বক্তৃতা প্রদানোপযোগী বলিয়া পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। কিন্তু স্বামিজী প্রথমে ধীরভাবে আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই বিষয়ের গুরুত্ব প্রভাবে ভাষার দৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং সুস্পষ্ট অথচ ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার বক্তব্যসমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল ভাষা যেন তাঁহার হস্তে যন্ত্রবিশেষ হইয়া যথেচ্ছ পরিচালিত হইতেছে—এমন কি তিনি নূতন নূতন শব্দ প্রণয়ন দ্বারা তাহাকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া অনর্গল আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। যাঁহাদের ধারণা ছিল হিন্দীভাষা অসম্পূর্ণ তাঁহাদের ভ্রম দূর হইল এবং হিন্দীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন উক্ত ভাষায় এরূপ বিজয়-লাভ এই প্রথম, অর্থাৎ স্বামিজী ঐ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যেরূপ কৃতকার্য্য হইলেন, এরূপ আর কেহ কখনও হন নাই—"শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দীভাষার মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদান আছে, যদবলম্বনে ঐ ভাষার অচিন্তিতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করিয়া উহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগিনী করা যাইতে পারে।" এই বক্তৃতায় প্রায় চারিশত বাছা বাছা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

ইংলিশ ক্লাবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরাজ অধিবাসীই উপস্থিত ছিলেন। গুর্খা রেজিমেণ্টের কর্ণেল পুলি (Col. Pulley) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত ডাঃ হ্যামিল্‌টন, ডেপুটি কমিশনর মিঃ গ্রেসী ও তাঁহার পত্নী, কর্ণেল হ্যারিসনের পত্নী, শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী হুইশ (Whishaw) লার্কিন ও ম্যাকফার্লন, মিঃ স্প্রাই, লালা বদ্রিশা, লালা চিরঞ্জীলাল শা, জ্বালাদত্ত যোশী ও স্বামিজীর অনেকগুলি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধান প্রধান স্থানীয় ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—“বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক” (Vedic Teaching in Theory and Practice) স্বামিজী প্রথমে ‘জাতীয় দেব’ উপাসনার উৎপত্তি ও দেশবিজয় দ্বারা উহার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়া আত্মতত্ত্ব বিচারে নিযুক্ত হইলেন। তারপর পাশ্চাত্য-প্রণালীর (যাহা বাহ্যজগৎ হইতে জীবনের গুরুতর সমস্যা সমূহের সমাধান চেষ্টা করে) সহিত প্রাচ্য-প্রণালীর (যাহা বহির্জগতে উহার উত্তর না পাইয়া অন্তর্জগতে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়) তুলনা করিলেন; বলিলেন, হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জগৎ অনুসন্ধান প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা—ইহা এই জাতির বিশেষ সম্পত্তি—আর একমাত্র ঐ প্রণালীর সহায়তাতেই তাহারা ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা-রূপ মহারত্ন আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে উহা প্রদান করিয়াছেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামিজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। মিস্ হেনরিয়েটা মূলার বলেন “তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য বোধ হইল বক্তা, বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ সব এক

হইয়া গিয়াছে ; যেন 'আমি' 'তুমি' 'উহা' 'ইহা' এই ভেদবোধ আর নাই। যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা যেন সেই কয় মুহূর্ত্ত আচার্য্যবরের দেহনিঃসৃত আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃপ্রবাহে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা স্বামিজীর বক্তৃতা অনেকবার শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ অনুভূতি তাঁহাদের নিকট নূতন নহে। তাঁহারা জানেন মধ্যে মধ্যে এমন দু' একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন আর বোধ হয় না তিনি অবহিতচিত্ত দোষগুণ সমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতাকারী স্বামী বিবেকানন্দ—সে সময়ে সব ভেদবুদ্ধি ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হয়—নামরূপ উড়িয়া যায়—কেবল থাকে একমাত্র চৈতন্য সত্তা—যাহাতে বক্তা, বাক্য ও শ্রোতা এক হইয়া মিলিয়া যায়।"

দার্জ্জিলিং ও আলমোড়ায় স্বামিজী কর্ম্মের আহ্বান হইতে অনেকটা দূরে ছিলেন। এ সময়কার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন। পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিল না বটে, কিন্তু যে ভাবে শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই বায়ু পরিবর্ত্তন ও বিশ্রামে তাহার বেগ কিঞ্চিৎ কমিল। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ আর তাঁহার অদৃষ্টে নাই, পরলোকের ঘনীভূত ছায়া ধীরমন্দ পদক্ষেপে ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেইজন্য তিনি ভারতবাসীর নিকট তাঁহার যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা শুনাইবার অভিলাষে তৎপর হইয়া পুনরায় অমিত উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

উত্তর ভারতে প্রচার।

সার্দ্ধ দুই মাসকাল আলমোড়ায় অবস্থানের পর স্বামিজী পঞ্জাব ও কাশ্মীরের অধিবাসিগণের অনুরোধে পর্ব্বতভূমি ত্যাগ করিয়া নিম্নে আগমন করিলেন ও নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজীতে অধিক বক্তৃতা দেন নাই, অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীতে দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকলের রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত যথেষ্ট চর্চ্চা হইত এবং যেখানে যাইতেন, সেইখানেই ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষভাবে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি বেরিলিতে উপনীত হইলেন। এস্থানে চারি দিবস থাকিয়া আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত অনাথালয় পরিদর্শন ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ দিয়া ১২ই আগষ্ট রাত্রি ১১টার গাড়ীতে অম্বালায় গমন করিলেন। বেরিলিতে তিনি স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক আর্য্যসমাজের জনৈক প্রচারককে বলিয়াছিলেন যে তিনি আর পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র জীবিত থাকিবেন। উপর্য্যুপরি এই বিষয়ের উল্লেখ দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন এই সময় হইতে কতকটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার লীলাসংবরণের আর অধিক বিলম্ব নাই। আর বাস্তবিক এ অনুমান মিথ্যাও হয় নাই, কারণ ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর দেহত্যাগ হয়।

অম্বালাতে তিনি এক সপ্তাহ রহিলেন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়র সিমলা হইতে এখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল বোধ হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইলেন ও অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক ছিলেন স্বামিজী তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা করিলেন, বিশেষতঃ আর্য্যসমাজীদের সহিত বিশেষভাবে শাস্ত্রালোচনা হইল। তাঁহারা তাঁহাকে নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি যথাযথ উত্তর দানে সকলকেই নিরস্ত করিলেন। এমন কি, একদিন উদরের যন্ত্রণার জন্য রাত্রে অনাহারে থাকিয়াও দেড় ঘণ্টা যাবৎ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়াছিলেন, ১৬ই তারিখে লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া আসিয়া তাঁহাকে উহার মধ্যে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। মোটের উপর এখানে তিনি যে কয়দিন ছিলেন দেশভক্তি, সমাজনীতি এবং তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা, ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা এবং স্বদেশোন্নতির প্রকৃত উপায় প্রদর্শন করিয়া সকলকেই প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

২০শে আগষ্ট তিনি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে অমৃতসহরে গমন করিলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চারি পাঁচ ঘণ্টা মাত্র তোড়রমল

নামক একজন ব্যা রিষ্টারের বাটীতে থাকিয়া বিশ্রাম লাভার্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে গমন করিলেন ও তথায় কয়েক দিবস যাপন করিয়া পুনরায় অমৃতসহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং দুই দিবস এখানে থাকিয়া রায় মুলরাজ প্রভৃতি আর্য্যসমাজীদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন। ৩১শে আগষ্ট তিনি অমৃতসহর হইতে মেলে রাওলপিণ্ডি গমন করিলেন। ষ্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রাতা তাঁহার জন্য বগি প্রভৃতির আয়োজন করিয়া অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শরীরের অসুস্থতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি রাওলপিণ্ডিতে অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেভিয়ার দম্পতীর সহিত টঙ্গায় মরি পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সঙ্গিগণ পশ্চাৎ একায় করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং সকলে উকিল হংসরাজের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ স্থানের বাঙ্গালী অধিবাসিগণ একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামিজী তাঁহাদের গৃহে যাইয়া অনেক ধর্ম্ম-বিষয়ক গান গাহিলেন এবং উপদেশ দিলেন। তারপর ৬ ই সেপ্টেম্বর সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেভিয়ার দম্পতীরও এই সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু মিসেস্ সেভিয়র সহসা অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহাদের যাওয়া স্থগিত হইল। যাত্রার পূর্ব্বদিবস মিঃ সেভিয়ার একখানি পত্র মধ্যে স্বামিজীকে ৮০০৲ পাঠাইয়া দেন। স্বামিজী স্থিরভাবে একজন বন্ধুকে বলিলেন 'আমরা ফকির, এত টাকা লইয়া কি করিব যোগেশ? থাকিলেই খরচ হইয়া

যাইবে। তার চেয়ে অর্দ্ধেক লওয়া যাউক আর বাকী ফেরত দিই। ইহাতেই আমার ও সঙ্গীদের ভ্রমণব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।' এই বলিয়া তিনি লেন্ডিয়ার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া অর্দ্ধেক টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

মরি ত্যাগ করিয়া ৮ই তারিখে তাঁহারা টঙ্গাযোগে বারামুল্লায় উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনগরে যাওয়া হইল, পথে নানা বিষয়ের আলোচনা হওয়ায় বড়ই আনন্দে কাটিল।

শ্রীনগরে পৌঁছিয়া তিনি কাশ্মীরপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিফ্ জষ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নিজগৃহে রাখিয়া বিশেষ যত্নের সহিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বহু কাশ্মীরী পণ্ডিত স্বামিজীর নিকট আসিয়া নানাবিধ সৎ চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে তিনি রাজপ্রাসাদ দর্শনে গমন করিলেন। পরদিবস রাজভ্রাতা রাজা রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ তখন জম্মুতে ছিলেন। রাজা রামসিংহ স্বামিজীর প্রতি সাতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া একখানি চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং পাত্র-মিত্র ও সভাসদ্গণ সহ নিম্নে উপবেশন করিলেন। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও সাধারণের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রাজা স্বামিজীর সহিত আলাপে নিরতিশয় মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শ্রীনগরে স্বামিজী, সাধু, পণ্ডিত বিদ্যার্থী, উচ্চরাজকর্ম্মচারী ও

নাগরিকগণ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং প্রায় সর্ব্বক্ষণই ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত হইত, পশ্চাৎ সঙ্গীতাদি হইত। এইভাবে বিস্তর পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোকের সহিত তাঁহাকে ইংরাজীতে ও হিন্দীতে আলাপ করিয়া তাঁহাদের শঙ্কাসমাধান করিতে হইত। সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন। তিনিও কাশ্মীরের অতুলনীয় নিসর্গশোভা ও নানা দর্শনীয় বস্তু সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। রাজা অমরসিংহের উজীর তাঁহার একজন ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর জন্য একখানি হাউস বোটের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। স্বামিজী সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বামিজী প্রায় ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইতেন। সেখানেও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম এবং শাস্ত্রচর্চ্চা হইত। একদিন ঐরূপ এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে ভোজনার্থ গমন করিলে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুষ্পবৃষ্টি ও মাল্য দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে আসিয়া বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা বাস্তবিক স্বামিজীকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্বামিজী নৌকারোহণে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। একদিন তিনি ঐরূপে নৌকায় করিয়া পামপুর নামক স্থানে গমন ও তথায় রাত্রিবাস করিলেন এবং অনন্তনাগ ও সুপ্রসিদ্ধ বীজবেরার মন্দির দর্শন করিয়া পদব্রজে মার্ত্তণ্ড নামক স্থানে গমন করিলেন। সেখানে

পাণ্ডাদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া অক্ষয়বল (আচ্ছাবল) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে লোকেরা তাঁহাকে 'পাণ্ডবের মন্দির' বলিয়া একটি প্রাচীন মন্দির দেখাইল। জনশ্রুতি এইরূপ যে উহা পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক। স্বামিজী এই মন্দিরের অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, উহা দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত, আর এমন উত্তম মন্দিরও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আচ্ছাবল হইতে তিনি পুনরায় শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখান হইতে উলার হ্রদের উপর দিয়া বারামুল্লা ও তথা হইতে মরিতে পৌঁছিলেন। সমগ্র পথ হাস্যকৌতুকাদিতে অতিবাহিত হইল। কাশ্মীরের ভুবনমোহন প্রাকৃতিক শোভা ও ঐতিহাসিক কালের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া তাঁহার ইতিহাস ও কলাবিদ্যানুরাগী চিত্তে বড়ই তৃপ্তি সঞ্চার হইল এবং শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল। *

'মরি'তে আসিয়া স্বামিজী বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী বন্ধুদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারও সেখানে ছিলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখে অনেকগুলি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া তাঁহাকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিলেন। স্বামিজী তদুত্তরে এক মনোহর বক্তৃতা দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।

পরদিন তিনি রাওলপিণ্ডিতে হংসরাজের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় আর্য্যসমাজের প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত আলাপ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। ঐ সময়ে

জষ্টিস নারায়ণদাস, ব্যারিষ্টার ভকতরাম ও আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এস্থানে দিবসদ্বয় অতীত হইতে না হইতে স্বামিজী মিঃ সুজনসিংহের মনোহর উদ্যানে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। জজ রায় নারায়ণদাসের প্রস্তাবে ও উকীল হংসরাজের অনুমোদনে সুজনসিংহ সভাপতি হইলেন। সভায় প্রায় ৪০০ শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামিজী দুই ঘণ্টা ধরিয়া ইঁহাদের সমক্ষে ইংরাজীতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ও বেদাদিশাস্ত্র হইতে বহুল বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। "কখনও বীরদর্পে আত্মার অনন্ত মহিমা ও সর্ব্বশক্তিসত্তার উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে মহা তেজ ও শক্তির সঞ্চার করিলেন, কখন বা সামাজিক কপটাচারের প্রতি কঠোর শ্লেষ প্রয়োগে তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্যরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।" সে বক্তৃতা শ্রবণে সকলেরই প্রাণে অভূতপূর্ব্ব ভাব ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্য উপদেশ দিলেন। তারপর রাত্রে ভকতরামের কুঠীতে নিমন্ত্রিত হইয়া জজ্ নারায়ণদাস, হংসরাজ ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতির সহিত আহার করিলেন। তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত প্রকাশানন্দের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত রহিলেন।

পরদিন নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ জজ্

নারায়ণদাস, বাবা ক্ষেমসিংহের পুত্র ও প্রকাশানন্দের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি আর্য্যসমাজ ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কা সমাধান করিলেন এবং তৎপর দিবস প্রকাশানন্দের সহিত স্থানীয় কালীবাড়ীতে গমন করিয়া ভোজনান্তে এক শিখের সহিত অনেক চর্চ্চা করিলেন। সে সময়ে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর কালী-বাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটী ক্ষুদ্র সভা হইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, এবিষয়ে স্বামিজী অনেক উপদেশ দিলেন। এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল, হংসরাজের বাটীতে এবং সেভিয়ার সাহেবের বাংলাতেও কয়দিন খুব দীর্ঘ প্রসঙ্গ চলিল। যাত্রার দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি জনকয়েক দর্শকের সহিত আলাপে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একজন গুরুভ্রাতা একটি ফিটন গাড়ী লইয়া আসিয়া বলিলেন যে একজন বাঙ্গালী ভদ্র-লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। প্রকাশানন্দ ও অপর কয়েকজন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি স্বামিজীকে পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন ও বলিলেন 'এই পাঁচটি প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে আমি নাস্তিক হইয়া যাইব।' স্বামিজী একটি একটি করিয়া প্রত্যেক প্রশ্নের তন্ন তন্ন বিচার ও সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়া দিলে ভদ্রলোকটির মন হইতে সকল সন্দেহ অপসৃত হইল এবং তিনি সম্পূর্ণ কৃতকৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে জলযোগ করাইলেন।

ঐ দিন রাত্রি বারোটার সময় তিনি রাওলপিণ্ডি ত্যাগ

করিয়া কাশ্মীররাজের নিমন্ত্রণে জম্মুযাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিতেই রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক রাজ অতিথিরূপে সমাদৃত হইয়া অভ্যর্থনা বিভাগের অধ্যক্ষ বাবু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে রহিলেন। মহেশবাবু ও তাঁহার পুত্রগণ অতিশয় সম্মান সহকারে তাঁহার সেবায় তৎপর হইলেন। সায়ংকালে স্বামিজী রাজার পুস্তকালয় পরিদর্শন করিয়া পরদিবস মহেশবাবুর গুরু কৈলাসানন্দ স্বামী ও আরও বহুসংখ্যক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিলেন এবং মহেশবাবুর সহিত কাশ্মীরে একটি মঠ স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

২২শে তারিখে বেলা ১১টার সময় তিনি রাজদত্ত বগিতে করিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজের নিকট তাঁহার দুই ভ্রাতা ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীকে এক স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইল। প্রথমে মহারাজ কর্ত্তৃক সন্ন্যাসমার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন, এবং ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাহ্যাচারে অত্যাসক্তির দোষ প্রদর্শন করতঃ যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া অন্ধের ন্যায় কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়াতেই ভারতের লোক সাতশত বর্ষ পরের দাসত্ব করিতেছে। বলিলেন 'আজকাল ব্যভিচারাদি প্রকৃত পাপাচরণে কেহ সমাজচ্যুত হয় না, কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটী ঘটিলেই যেন সমাজের ঘোরতর সর্ব্বনাশ হয়।' তারপর সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি উহার সমর্থন পূর্ব্বক বলিলেন,

রামচন্দ্র লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন এবং এখনও বর্ম্মা, সিলোন প্রভৃতি স্থানে ভারতের অনেক লোক বাণিজ্য করিতেছে,—আর বহুদেশ ভ্রমণ না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। পরিশেষে ইউরোপ আমেরিকাদি দেশে বেদান্তপ্রচারের সার্থকতা কি এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবিত কার্য্য কি তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন দেশের হিতসাধন করিতে গিয়া নিরয়গামী হওয়াও তিনি সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রায় তিনটার সময় কথাবার্ত্তা শেষ হইল। কথাবার্ত্তায় মহারাজ প্রভৃতি সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ দিন বৈকালে ছোটরাজার সহিতও বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। স্বামিজী বগিতে করিয়া তাঁহার নূতন ভবনে গমন করিলেন। বগি পৌঁছিবামাত্র রাজা স্বামিজীকে প্রণাম পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

পরদিবস শিয়ালকোট হইতে অনেকগুলি ভদ্রলোক তথায় যাইবার জন্য স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে তিনি সাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিলেন। ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহারাজ অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন এবং তৎপর দিবস পুনরায় আর একটি বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন—স্বামিজী যেন অন্ততঃ ১০।১২ দিন ওখানে থাকিয়া একদিন অন্তর একটি করিয়া বক্তৃতা দিয়া সকলকে সুখী করেন।

এই সময়ে স্বামিজীর অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীতে প্রদত্ত

হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ না থাকাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দীভাষার মধ্যে তিনি যে অদ্ভুত শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন তদ্দর্শনে কাশ্মীরাধিপ তাঁহাকে ঐ ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। স্বামিজীও হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার জন্য কতকগুলি হিন্দী প্রবন্ধ লিখিয়া দেন। মহারাজ সেগুলি পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

২৪শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তিনি পদব্রজে নদী ও নদী-তীরস্থ জলের কল দেখিলেন। পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমাগত লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। তৎ-পরে ভোজন ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সঙ্গীতালাপ করিয়া সন্ধ্যার সময় বগিতে উঠিয়া সহরের দীপমালিকা দর্শন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে অচ্যুতানন্দের নিকট বন্ধুভাবে আর্য্যসমাজের কতগুলি ক্রটীর উল্লেখ এবং পাঞ্জাবীদিগের অনভিজ্ঞতার বর্ণনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

২৫শে প্রাতঃকালে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া রাজার পশুশালা দর্শন করিলেন ও অপরাহ্নে মহারাজের অনুরোধে এক বৃহৎ জনসঙ্ঘের সম্মুখে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক দুই ঘণ্টা ধরিয়া একটী দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং উপসংহারে ভক্তি-মার্গের ব্যাখ্যা করিলেন।

২৮শে প্রাতঃকালে অল্প ভ্রমণের পর স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক গূঢ়তত্ত্বের উপদেশ দিতে

লাগিলেন। উহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, সকলের ভোগ তুল্য হওয়া উচিত। বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। যেমন, কোন ব্যক্তি যতই গুণবান্ বা ধনবান্ হউক না কেন, বংশগত জাতি থাকিলে স্বজাতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু অংশভাগী হইয়া থাকে। গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না। তারপর বেকনের নীতিতত্ত্বের কথা উঠিল। স্বামিজী তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন, মানযশের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য করাই মহাপুরুষের লক্ষণ—আমাকে লোকে মানুক বা না মানুক, যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিয়া যাইব এবং নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোমপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেন। এই সকল কথাবার্ত্তা নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের সঙ্গে হইল।

২৯ অক্টোবর তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিয়ালকোট গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কাশ্মীরপতি অতিশয় দুঃখের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিয়া বলিলেন যখনই তিনি কাশ্মীর বা জম্মুতে আসিবেন তখনই যেন কাশ্মীররাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

শিয়ালকোটে গিয়া তিনি লালা মূলচাঁদ এম, এ, এল, এল, বি-র বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে দুইটী

বক্তৃতা দিবার আয়োজন হইয়াছিল একটি ইংরেজীতে, অপরটি হিন্দীতে। ইংরেজী বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় জাতিসমূহের ধর্ম্মবিষয়ক ঐক্য প্রদর্শন করিলেন এবং হিন্দীতে সাধারণের জন্য ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করিলেন। শিয়ালকোটে অবস্থান-কালে স্বামিজীর নিকট অনেক প্রকার লোক আসিত। এক-দিন পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে দুইজন সাধুনী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল এবং তিনি শিয়াল-কোটবাসীদের নিকট উহা প্রকাশ করিলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত করিয়া একটি কমিটিও গঠিত হইল।

৫ই নভেম্বর স্বামিজী সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শিয়ালকোট ত্যাগ করিয়া বেলা সাড়ে চারিটার সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। লাহোরে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বিশাল জন-সংক্ষোভ হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মসভার পরিচারকগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্দোবস্ত অনুসারে তিনি প্রথমে রাজা ধ্যানসিংহের হাভেলী নামক লাহোর মধ্যস্থ সুবৃহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলেন ও পরে তথা হইতে 'ট্রিবিউন' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন।

"আর্য্য সমাজ"ও স্বামিজীকে অভ্যর্থনার ত্রুটী করিলেন না। দয়ানন্দ এংলো-বেদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রভৃতি

বড় বড় আর্য্যসমাজীগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত নানারূপ চর্চ্চা করিতেন। আর্য্যসমাজীরা বেদকে—বিশেষতঃ বেদের সংহিতা-ভাগকে—একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, আর ইহাও বলেন যে, বেদের ব্যাখ্যা এক প্রকারই হইতে পারে। স্বামিজীর মত কিন্তু বেদের উপনিষদ্‌ভাগেরই বিশেষ প্রামাণ্য—এবং ঐ উপনিষদের ব্যাখ্যা—অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাদিগণ আপনার ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারেন। ইহাতে কোন হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই হইয়া থাকে—কারণ, মানুষকে জোর করিয়া কোন একটা ভাব না দিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব ধীরে ধীরে হয়, তথাপি সেই উন্নতি পাকা হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যানুসারে ইহা সম্ভব।

আর্য্যসমাজীদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্ম-সমাজের ঈশ্বর ধারণার তুল্য। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়। তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মও বুঝিতে পারেন না এবং মূর্ত্তিপূজকের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কারণে তাঁহারা অদ্বৈতবাদ ও মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী। স্বামিজী অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্য্যসমাজীদিগকে বিচার ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কোন মতই টিঁকিতে পারে না, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তারপর দেখাইলেন—

নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের ধারণা—আমাদের মন এবং তজ্জাত কল্পনাশক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং যদি আমাদের অক্ষমতা বশতঃ আমরা কল্পনা শক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করিলাম, তখন যাহারা আরও নিম্ন অধিকারী, তাহারা যদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়া সহজে ঈশ্বরোপলব্ধি করিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজ অভিপ্রায় মত সাধনা কর কিন্তু অপর দুর্ব্বল ভ্রাতাকে বাধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদূর জ্ঞানী মনে করিতেছ, বাস্তবিক তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক (অদ্বৈতবাদী) আছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা স্বামিজী আর্য্যসমাজের গোঁড়ামী দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

"প্রায় প্রত্যহ প্রাতে দুই ঘণ্টা ও অপরাহ্নেও প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ্যানসিংহের হাবেলিতে সমাগতপ্রায় দেড়শত দুইশত পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের সহিত এতদ্রূপ চর্চ্চা হইত। এতদ্ব্যতীত স্বামিজীর আবাসস্থান নগেন গুপ্তের বাটীতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন গুপ্তের বাটীতে হংসরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হংসরাজ আর্য্যসমাজের মত সমর্থন করিয়া বলিতেছিলেন, বেদের একপ্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে। স্বামিজী নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারি-বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে

অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতেছিলেন। হংসরাজও বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছিলেন—অবশেষে স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন, 'লালাজি, আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি Fanaticism বা গোঁড়ামী আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতি সাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া আর তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ঐরূপ প্রচারের বিরোধী। কারণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি চার বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি উহাতে কোন ফল না হয় (আমার যদিও দৃঢ় বিশ্বাস উহাতে নিশ্চয়ই ফল হইবে) তবে আমিও গোঁড়ামি প্রচার করিব।'

"এই স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে স্বামিজীর সম্বন্ধে দুই একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত করিতে চাই। যদিও ঐগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার

নহে; তথাপি সকলেই জানেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝা যায়। স্বামিজীর জনৈক শিষ্য, যিনি এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, এই ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন।

"স্বামিজী তাঁহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সঙ্গী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু সে ব্যক্তি, স্বামিজী, আপনাকে মানে না।' স্বামিজী তৎক্ষণাৎ বলিলেন 'ভাললোক হইতে হইলে যে আমায় মানিতে হইবে, ইহার মানে কি?' সঙ্গীটি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

"এই সময়ে লাহোরে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে। একদিন কোন কার্য্য উপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী বাবু মতিলাল বসু নগেন গুপ্তের বাটীতে আসিয়াছেন। স্বামিজী দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু। অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইঁহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব্ব তেজ, প্রতিভা ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন—স্বামিজী যতই তাঁহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদনুরূপ কথাবার্ত্তা কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততই সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া অতি দীনস্বরে বলিলেন, 'ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাক্‌ব?' স্বামিজী

অতিশয় স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন 'হাঁরে মতি' তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, আর তুইও সেই মতি।' স্বামিজী এরূপভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মতিবাবুর সমুদয় সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল।"

(ভারতে বিবেকানন্দ)

স্বামিজী লাহোরে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যান-সিংহের হাবেলিতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আয়োজন হয়। বিষয় ছিল 'আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহ' (The problems before us) কিন্তু স্বামিজী বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া প্রায় ছয় সহস্রেরও অধিক লোকসমাগম হয় এবং স্থানাভাববশতঃ এত অধিক গোলমাল হইতে থাকে যে, স্বামিজী যতদূর সাধ্য উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়াও সভায় নিস্তব্ধতা আনয়নে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তিনি দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পর বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আসন পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই বক্তৃতা পরে 'হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি সমূহ' (Common basis of Hinduism) নামে প্রকাশিত হয়।

শুক্রবার দিন উক্ত বক্তৃতার পর মঙ্গলবার প্রফেসর বোসের বেঙ্গল সার্কাসের ক্রীড়াভূমিতে দ্বিতীয় বক্তৃতার আয়োজন হইল। এটী 'ভক্তি' বিষয়ক বক্তৃতা। স্বামিজী পুরাণাদির স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া শেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নারায়ণ জ্ঞানে দরিদ্রের সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এ বক্তৃতাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়, কারণ সেদিন সার্কাসের ক্রীড়া প্রদর্শনের দিন ছিল; মতিবাবু স্বামিজীকে

রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে বক্তৃতা শেষ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কতকটা বলা হইলে পর স্বামিজী লক্ষ্য করিলেন মতিবাবু ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছেন। তিনি মনে করিলেন মতিবাবু তাঁহাকে বক্তৃতা বন্ধ করিবার সঙ্কেত করিতেছেন, এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সহসা মধ্যপথে বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। উপরোক্ত দুই দিবসই স্বামিজী বক্তৃতা দিয়া স্বয়ং সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, লাহোরবাসিগণ স্বামিজীর এই দুই বক্তৃতায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া পর শুক্রবার ধ্যানসিংহের হাবেলিতে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতার আয়োজন করিলেন। এদিন লাহোর কলেজের ছাত্রবৃন্দ সমুদয় বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সভায় গোলমাল না হয় এজন্য বিনামূল্যে টিকিট বিতরণ এবং লোকের বসিবার জন্য চেয়ার প্রভৃতিরও সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা পূর্ব্ববৎ অতিরিক্ত হয় নাই, অথচ লাহোরের সর্ব্বশ্রেণীর সমুদয় শিক্ষিত ভদ্রলোকই উপস্থিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতাটী প্রায় ২॥ ঘণ্টা ধরিয়া হয় এবং সকলেই শেষ পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি এই বক্তৃতা শুনিবার পর বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন—হাঁ এই বক্তৃতায় 'মাল' আছে। গুড্‌উইন সাহেবও লিখিয়াছেন—'The subject for the evening was Vedanta, and the Swami for over two hours gave, even for him, a masterly exposition of the monistic philosophy

and religion of India.' ইহাই লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ 'বেদান্ত' বক্তৃতা। এই বক্তৃতাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন কেন ইহা এত প্রশংসিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি ভারতবর্ষে যত বক্তৃতা করিয়াছেলেন বোধ হয় তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আর একদিন স্বামিজী লাহোরের অনেকগুলি যুবককে লইয়া একটি সভাস্থাপন করিলেন। সভাস্থাপনের পূর্ব্বে তিনি অতি বিশদ ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কিরূপ ভাবে তাহারা আপনাপন প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ। সভাটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে গঠিত হইল। স্থির হইল, অপরাহ্ণে অধ্যয়নাদির অবকাশে সভ্যগণকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষুধার্ত্ত খাইতে পারে, পীড়িত-ব্যক্তি ঔষধ ও পথ্য পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা পায়, সাদাসিদে ভাবে এইরূপ কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে।

লাহোরে স্বামিজী সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও আর্য্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও স্বামিজীর উপস্থিতি নিবন্ধন তাঁহারা কিয়দ্দিনের জন্য নিজ নিজ বিরোধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আর্য্য-সমাজীদিগের ভদ্র ব্যবহারে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার অসাম্প্রদায়িকতা লাহোরে সবিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কারণ নৈষ্টিক হিন্দুসমাজের কোন কোন সমিতি কর্ত্তৃক আর্য্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন

নাই। তবে তাঁহাদিগের সন্তোষার্থ 'শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কারণ আর্য্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে আদৌ বিশ্বাসী নহেন এবং উহার আবশ্যকতাও স্বীকার করেন না। কিন্তু সনাতন সভার কর্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনিচ্ছাক্রমে উহাতে সম্মত হইলেও আর্য্যসমাজকে আক্রমণ করিয়া কোন কথা বলিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। প্রথমে কথাছিল বক্তৃতাটি প্রকাশ্যে হইবে কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘটনা * উপলক্ষ করিয়া স্বামিজী তাহা হইতে না দিয়া কৌশলক্রমে উভয় পক্ষের নেতৃগণের সমক্ষে কথোপকথনচ্ছলে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া আর্য্যসমাজীদের সকল তর্ক যুক্তি-বলে নিরস্ত করিলেন। এই দীর্ঘকাল প্রচলিত অনুষ্ঠানের

---

* ব্যাপারটি এইরূপ :—এইদিন পাঞ্জাবীগণ স্থির করিয়াছিল স্বামিজীকে লইয়া নগরসংকীর্ত্তন করিবে ও স্বামিজীকে তাঞ্জামে চড়াইয়া সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সহর প্রদক্ষিণ করিবে। স্বামিজী তাঞ্জামে চড়িতে স্বীকৃত হন নাই কিন্তু নগরসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্গীদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, পাঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় শুষ্ক—যদি এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এইজন্য তিনি সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে ইচ্ছুক। বাঙ্গালীদিগকে তিনি নিশান প্রভৃতির আয়োজন ভাল করিয়া করিতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বামিজী সঙ্গিগণ সহ লাহোরের মিউজিয়মে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হাবেলিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের উদ্যোক্তৃগণ নাই। পরম্পরায় শুন গেল, লাহোর সহরের

উৎপত্তিনির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—প্রেত পূজাতেই হিন্দু-ধর্ম্মের আরম্ভ। প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিয়া তদুদ্দেশ্যে পূজা ও বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে দৃষ্ট হইল যে, যে সকল ব্যক্তির শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তাহারা বড় শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভব করে, সুতরাং এ প্রথার পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলীতে প্রেতা-নয়নের ব্যবস্থা প্রচলিত হইল এবং তাহারই উদ্দেশে পিণ্ড ও পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈদিকযুগের দেবতাদির আহ্বান ও পূজাও তিনি এই প্রেতপূজারই পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। যাহা হউক, স্বামিজী পাঞ্জাবে প্রধানতঃ সনাতন ও আর্য্যধর্ম্মীদের মধ্যে প্রচলিত দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৎস্থলে শান্তি ও মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন ব্যাপারে উভয় পক্ষের প্রতিযোগিতা ও দলে দলে তাঁহার নিকট আগমন ও বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক তিনি আর্য্যসমাজীদিগের প্রতি এরূপ

মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল—তাহাও ব্যবহারাভাবে এমন খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, এক ঘা চাঁটি দিবামাত্র ফাঁসিয়া গিয়াছে। সংকীর্ত্তন না হওয়াতে স্বামিজী 'শ্রাদ্ধ' সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিলেন না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া জানাইলেন, আজ আর বক্তৃতা হইবে না। তবে কয়েকজন ব্যক্তি স্বামিজীর বাসস্থান পর্য্যন্ত গিয়া শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। তিনিও শ্রাদ্ধের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিলেন।

সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও তৎপ্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কিয়দ্দিন যাবৎ লোকমুখে রটিত হইতে লাগিল প্রধান প্রধান আর্য্যসমাজীরা তাঁহাকে উক্ত সমাজের নেতৃত্বপদে বরণ করিবেন।

লাহোরে স্বামিজীর সহিত গণিতাধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর আলাপ হয়। ইনিই পরে সুবিখ্যাত স্বামী রামতীর্থ নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হয়েন এবং স্বামিজীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার কার্য্যে গমন করেন এবং অনেক ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন। তিনি স্বামিজীকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং সশিষ্য স্বামিজীকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে স্বামিজী গান ধরিলেন 'যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহী, যাঁহা কাম তাঁহা নেহী রাম।' তীর্থরাম লিখিতেছেন—"His melodious voice made the meaning of the song thrill through the hearts of many present" (তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বরে গানের অর্থ সকলের হৃদয়ে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল)। তিনি স্বামিজীকে তাঁহার পুস্তকালয় প্রদর্শন করিলে, স্বামিজী মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'Leaves of grass' (তৃণ গুচ্ছ) নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। ওয়াল্ট হুইটম্যানকে তিনি মার্কিন সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিতেন। স্বামিজীর সহিত তীর্থরামের অতিশয় সৌহৃদ্য হইয়াছিল। তীর্থরাম তাঁহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। স্বামিজী তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তীর্থরামের পকেটে পুনঃ

স্থাপিত করিয়া বলিলেন—"Very well, friend, I shall wear it here in this pocket' (বেশ ত বন্ধু, এই পকেটেই আমার পরা হবে)।

"আর একদিন অপরাহ্নে স্বামিজীর জন্য একটি সান্ধ্য-সম্মিলন হইল এবং তাহাতে লাহোরের মান্যগণ্য লোকগণের সহিত স্বামিজীর পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। লাহোরের চিফ্ জষ্টিশ শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক স্বামিজীকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেই নানাবিধ চর্চ্চা হইত। অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট গুপ্তভাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেন। লাহোরের নিকট-বর্ত্তী মিয়ানমীরে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। স্বামিজী একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। নানাবিধ ফলমূল মিষ্টান্নাদি দ্বারা তাঁহারা স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণকে জলযোগ করাইলেন। তাঁহারা স্বামিজীর মধুর অথচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশবাণী শুনিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

"লাহোরের শিখ সম্প্রদায়ের 'শুদ্ধিসভা' নামক সভা আছে। যে সকল শিখ কোন কারণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শিখ হইবার প্রার্থনা করে এবং মোহবশতঃ এরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিতে পারে, তবে এই শুদ্ধিসভা তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। স্বামিজী নিমন্ত্রিত

হইয়া সঙ্গিগণসহ এই সভার একটি অধিবেশনে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একটা সুবৃহৎ কড়ায় কড়া-প্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আজ দুইজনকে শুদ্ধ করা হইবে। প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাশয়, কিরূপ অবস্থায় ইহারা মুসলমান হইয়াছিল সেই সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরে শুদ্ধিকামিদ্বয় অনুতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক সভাসমক্ষে পুনরায় শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরুগোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থসাহেবের পবিত্র মন্ত্রসকল পাঠ ও পবিত্র বারি সেবনে উহাদিগকে 'শুদ্ধ' করা হইল। পরিশেষে সভাস্থ সকলকে কড়া-প্রসাদ বিতরিত হইল। স্বামিজী শিখ-দিগের এইরূপ উদার ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন।

"এইরূপে লাহোরে ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। স্বামিজী সর্ব্বদাই এখানে কেবল মতবাদ অপেক্ষা কার্য্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন।" *

লাহোর হইতে স্বামিজী ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া দেরাদুন যাত্রা করিলেন। এখানেও দশ দিন ছিলেন এবং যদিও উদ্দেশ্য ছিল কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া বিশ্রাম করিবেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভিতরে যে অদম্য-শক্তি কার্য্য করিতেছিল তাহার প্রেরণায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গী শিষ্যগণকে রামানুজাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পড়াইতে আরম্ভ

* ভারতে বিবেকানন্দ।

করিলেন এবং সময়ে সময়ে অধ্যাপনায় এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সেভিয়ার দম্পতি অপরাহ্ণ ভ্রমণের জন্য আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেও খেয়াল করিতেন না! এখন হইতে ভ্রমণের অবশিষ্ট কাল এই অধ্যাপনা রীতিমতভাবে চলিয়াছিল —একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। স্বামী অচ্যুতানন্দের উপর তিনি সাংখ্যদর্শন পড়াইবার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায়ই পাঠের সময় নিজে উপস্থিত থাকিতেন। অচ্যুতানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু অনেক সময়ে তিনিও কোনও কোনও স্থলের তাৎপর্য্য নিরূপণে অক্ষম হইলে স্বামিজী তাঁহার সাহায্যার্থ্য দু' চারিটি কথায় এমন সরলভাবে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিতেন যে অচ্যুতানন্দ বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কাশ্মীরে এবং ধর্ম্মশালার ন্যায়—দেরাদুনেও সেভিয়ার দম্পতি আশ্রমবাটী নির্ম্মাণার্থ একটি জমি অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু সুবিধামত স্থান মিলিল না।

দেরাদুনে অবস্থান কালে খেতড়ির রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিজরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে-ছিলেন। তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ গুরুদর্শন দ্বিতীয়তঃ প্রজাদিগের মধ্যে স্বামিজীর ভাব প্রচার। সুতরাং স্বামিজীকে দেরাদুন ত্যাগ করিয়া রাজপুতনার দিকে অগ্রসর হইতে হইল। পথে তিনি সাহারাণপুর, দিল্লী, আলোয়ার এবং জয়পুর দর্শন করিলেন। দিল্লীতে তিনি ৪।৫ দিন অবস্থান করিলেন। এক্ষণে আর অভ্যর্থনা প্রভৃতিতে রুচি ছিল না, পুরাতন বন্ধু ও ভক্তগণের সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হইয়া-

ছিলেন। সেইজন্য অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া নটুকৃষ্ণ বলিয়া এক পূর্ব্বেকার আলাপী গরিব শিষ্যের বাটীতে উঠিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমেরিকাযাত্রার বহুপূর্ব্বে ভারত ভ্রমণের সময় ইঁহার সহিত স্বামিজীর পরিচয় হয় এবং স্বামিজীর সঙ্গলাভে ইঁহার পূর্ব্বচরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরল প্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। স্বামিজীকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পূজ্যপাদ শুদ্ধানন্দস্বামী বলেন "আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে একসময়ে স্বামিজী রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইঁহার নিকট একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা করায় ইনি বলিয়াছিলেন, কি গুরুজি বিলাস ঢুক্‌ছে নাকি? এখন তাঁহার সেই গুরুজী পাশ্চাত্যদেশ বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেও গুরুশিষ্যে সেইরূপ অবাধ ও অকপট ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। একদিন তিনি বলিলেন 'গুরুজি, প্রায় ৫।৬ মাস ধরে সন্ধ্যে আহ্নিক কচ্ছি, কিন্তু কিছু (light) পাচ্ছিনে।' স্বামিজী বলিলেন, 'ভাষায় (অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতভাষার পরিবর্ত্তে সহজবোধ্য মাতৃভাষায়) ভগবান্‌কে ডাক্ দেখি। এই বলিয়া বেশ করিয়া গায়ত্রীর অর্থটি পুনরায় বুঝাইয়া দিলেন। উক্ত ভদ্রলোক আর একদিন স্বামিজীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন এটি আবার কি? ব্রহ্মচারী উত্তর প্রদানে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করায় স্বামিজী বলিলেন 'ও ব্রহ্মচারী কিনা, তাই শিখা রাখিয়াছে।' নটুকৃষ্ণ অমনি চক্ষু টিপিয়া বলিলেন, 'আর

আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন!' এইরূপ সচ্ছন্দ স্বাধীনতার মধ্যে গুরুশিষ্যে আলাপ হইত এবং প্রেমও ছিল ভরপূর। নটুকৃষ্ণ প্রাণপণে স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবা করিতে লাগিলেন। 'এখানকার কলেজের একটি অধ্যাপক স্বামিজীর নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যোগে দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোক একটি ক্ষুদ্রসভা করিয়া স্বামিজীকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী সকলের প্রশ্নেরই সুমীমাংসা করিয়া দিলেন। দিল্লী হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে ওখানকার পুরাতন দুর্গ কুতব-মিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামিজী সহচরগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথা গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।

দিল্লী হইতে তিনি আলোয়ারে গমন করিলেন। চারিদিকে বালির পাহাড়—তাহার মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিয়াছে। রেওয়াড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল, তথায় খেতড়ির রাজার লোক পালকি, উট, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। খেতড়ি জয়পুরের অধীন একটি ক্ষুদ্ররাজ্য—জয়পুর সহর হইতে তৃণহীন মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল পথ যাইতে হয়। রেওয়াড়ি ষ্টেশন দিয়া যাইলে মাইল কুড়ি কম পড়ে। সেইজন্য রাজার লোকজন এইখানেই অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু স্বামিজী একেবারে খেতড়ি যাইবেন কিরূপে? আলোয়ারের

ভক্ত শিষ্যগণ যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং তিনি ৪।৫ দিনের জন্য আলোয়ারে গিয়া থাকিলেন ও এক আধটি বক্তৃতাও করিলেন। আলোয়ার মহারাজের একটি বাটী তাঁহার ও সঙ্গী শিষ্যগণের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ স্বয়ং কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি ভক্তশিষ্যগণের যত্নে তাঁহার অভ্যর্থনা বা সেবার কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর আনন্দের সঞ্চার হইল প্রব্রজ্যাকালের বন্ধুদিগের দর্শনলাভে। এখানে দু' একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে, যাহা হইতে আমরা তাঁহার অন্তঃকরণের মহত্ত্ব ও সাধারণের প্রতি অহৈতুকী প্রেমের পরিচয় পাই। তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে বড় বড় লোকের ভিড়। সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে সমুৎসুক। তিনি কিন্তু তাহার মধ্যে একজন পুরাতন ভক্তকে দীনহীন বেশে দূরে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া লোকলজ্জা বা সভ্যতার আদব কায়দা না মানিয়া উচ্চকণ্ঠে 'রামস্নেহী' 'রামস্নেহী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেই লোকই বটে! অনেক হোমরাও চোমরাও বড় লোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিকটে আনাইলেন এবং পূর্ব্বেকার মত প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মান্দ্রাজেও এই রকম আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি একটা বিরাট মিছিলের মধ্যে গাড়ী করিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ

দেখিলেন পথপার্শ্বে একখানি পরিচিত মুখ। অমনি তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন 'সদানন্দ বাবা' 'সদানন্দ বাবা' 'এদিকে এস।' গাড়ী থামান হইল, সদানন্দ স্বামী আসিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে চলিলেন।

বহুদিন পরে পরিচিত ব্যক্তি দেখিলে তাঁহার প্রেমসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিত। কলিকাতায় বলরামবাবুর বাটীতে উপেন্দ্রবাবু নামে এক ভদ্রলোক (ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বামিজীর সহপাঠী ছিলেন) একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী তখন প্রায় পঞ্চাশজন লোকের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কথা কহিতেছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে দেখিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া দৌড়াইয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। উপেন্দ্রবাবু বলেন যে সেই দিন তাঁহার মনে পাঠ্যাবস্থার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক স্বামিজী যাহার সহিত এক দিবসও আলাপ করিতেন, বহুবর্ষ অতীত হইলেও তাহাকে ভুলিতেন না।

আলোয়ারেও পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে স্বামিজীর বড় আনন্দবোধ হইল। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার ভ্রমণের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষে কি কি কার্য্য করিবেন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পার্থিব সম্মানে অবিকৃত ও পূর্ব্ববৎ প্রেমপূর্ণ-হৃদয় সুহৃৎ এবং সরল ও সত্যানুরাগী সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন।

চতুর্দ্দিক হইতে এত নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল যে সকল

নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু একজনের নিমন্ত্রণ তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সে একটি বৃদ্ধার। পূর্ব্বে একবার তাহার গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তাহার মোটা চাপাটি খাইতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। শ্রবণমাত্র বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে পরিবেশন করিতে করিতে বৃদ্ধা স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'বাছা, আমারত ইচ্ছে করে তোমাদের ভাল ভাল জিনিষ খেতে দিই, কিন্তু আমি গরীব। ভাল জিনিষ কোথায় পাবো বল?' স্বামিজী পরম পরিতোষের সহিত তৎপ্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী আহার করিতে করিতে শিষ্যদিগকে বলিলেন 'দেখ ছোহে বুড়ীমার কি স্নেহ! আর এ চাপাটি গুলি কি সাত্ত্বিক!' বৃদ্ধাকে দারিদ্র্য পীড়ায় নিতান্ত কাতর দেখিয়া এবং তাহার পূর্ব্বকার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া স্বামিজী বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে গৃহস্বামীর হস্তে তাহার সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া একখানি একশত টাকার নোট দিয়া গেলেন।

"আলোয়ার হইতে জয়পুর যাওয়া হইল। এখানেও স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বামিজী খেতড়ির রাজার বাঙ্গালায় রহিলেন। শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই স্থানেই একদিন সামান্য ফকির বেশে আসিয়াছিলাম—তখন রাজপাচক অনেক মুখনাড়া দিয়া দিনান্তে চারিটি খাইতে দিয়া যাইত। আর এখন পালকের

গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে—কত লোক সেবার জন্য অহরহঃ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একথাটি অতি সত্য যে 'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণাং'।" জয়পুর হইতে ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া খেতড়ি যাওয়া হইল। এদিকে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাওয়া হইতেছে. যেই পড়াওয়ে (পথের মধ্যে বিশ্রামার্থ স্থান) পঁহুছান হইতেছে, অমনি বেদান্ত অধ্যাপনা আরম্ভ। কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা রথযোগে চলিতেছে। কত প্রসঙ্গ, কত আনন্দের কথাই হইতেছে। এই সময়ে স্বামিজী একটা পড়াওয়ে ভূত দেখিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন।"

খেতড়ির রাজা জয়পুর হইতে খেতড়ি পর্য্যন্ত উপযুক্ত বন্দোবস্তের আদেশ দিয়া স্বয়ং ১২ মাইল অগ্রসর হইয়া স্বামিজীর পাদবন্দনা করিলেন এবং নিজের ছয়ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া খেতড়িতে উপনীত হইলেন। খেতড়ি-রাজ্যে তখন মহা ধূমধাম ও মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। মহারাজ অল্পদিন পূর্ব্বে ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রজাগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়াছে। তাহার উপর আবার স্বামিজীর আগমন। কাজেই তাহাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। চতুর্দ্দিকে ভোজ, আতসবাজী, দীপসজ্জা প্রভৃতি সমারোহের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। সাধারণের পক্ষ হইতে মহারাজ ও স্বামিজী উভয়কেই অভিনন্দন প্রদত্ত হইল। উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। একটি

পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত মনোহর বাঙ্গালায় স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

১১ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্কুলে স্বামিজী মহারাজের সহিত পারিতোষিক বিতরণার্থ আহুত হইলেন এবং মহারাজের অনুরোধে স্বহস্তে ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। এখানে বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজি ও স্বামিজীকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। তদুত্তরে রাজাজি তাঁহাদের সকলকে বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামিজীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল ভাব লইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল ভাবেরই অধিকতর বিস্তৃতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। আরও বলিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টা হইতেছে এই বৎসরেই তিনটি নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর পুরাতন স্কুলটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে—তিনি অঙ্গীকার করিলেন চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের জন্য শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামিজী সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিলেন। রাজাজিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে তাঁহার সহায়তা না পাইলে তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিয়াছেন তাহাও করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তৎপরে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া বলিলেন, প্রাচ্যের শিক্ষা—ত্যাগ, প্রতীচ্যের শিক্ষা—ভোগ, এবং ছাত্রদিগকে প্রতীচ্যের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য

আদর্শেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন শিক্ষার অর্থ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সম্পাদন। সুতরাং শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীর উপর অসীম শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিতে হইবে। মনে করিতে হইবে প্রত্যেক বালক অনন্ত শক্তির আধার, আর সেই শক্তিকে, সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। আর একটি জিনিষও শিক্ষা দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে। সেটি হইতেছে ছাত্রদিগের মধ্যে মৌলিক চিন্তা-প্রবাহ উদ্রেকের চেষ্টা। বালকেরা যাহাতে নিজে নিজে চিন্তা করিতে শিখে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ও উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ। তিনি বলিলেন, বালককে কেহ শিখায় না। সে নিজেই শিখে, শিক্ষক শুধু তাহাকে সাহায্য করেন মাত্র। যদি এই ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হইবে। ইত্যাদি।—

অভ্যর্থনা-সভার প্রজাগণ পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথানুসারে পাঁচটী বৃহৎ পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিয়াছিল। তাহার অধিকাংশই রাজা শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতে আদেশ দিলেন। পরে প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ প্রত্যেকে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া দুইটী করিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রণামী স্বরূপ অর্পণ করিলেন। এই কার্য্যে দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। খেতড়ি পরিত্যাগ কালে মহারাজ

স্বামিজীকে তিন সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিলেন, স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তাহা মঠে স্বামী সদানন্দ ও বড় সচ্চিদানন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২০শে ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্যগণের সহিত যে বাঙ্গালায় ছিলেন তাহার হলঘরে 'বেদান্তবাদ' সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টা ধরিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় সমুদয় ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজাজি সভাপতি হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখানে কোন সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্তৃতাটি পাওয়া যায় না। তবে স্বামিজীর দুইজন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট লইয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। সর্ব্বপ্রথমে তিনি গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার তুলনা করিলেন এবং কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপে পিথা-গোরস্, সক্রেটিস্, প্লেটো এবং মিশরের নিওপ্লেটোনিষ্টদিগের সাহায্যে স্পেন, জার্ম্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা দেখাইলেন। পরে বেদ ও বৈদিক গাথা-সমূহের আলোচনা করিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব ও সাধনাবস্থার পরিচয় প্রদান করিলেন ও বলিলেন সমস্ত ভাবেরই পশ্চাতে এই এক মহা ভাব বর্ত্তমান—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' অনন্তর তিনি অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতভাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন 'বড় বড় ভাষ্যকারেরাও মূলের বিকৃতার্থ করিয়া থাকেন। বড় দুঃখের বিষয় এদেশের লোক এখন না হিন্দু না বেদান্তবাদী না কিছু। তাহারা কেবল

ছুঁৎমার্গের অনুসরণ করে। এ ভাবটাকে দূর কর্ত্তে হবে। যত শীঘ্র দূর হয়, ততই ধর্ম্মের পক্ষে মঙ্গল। উপনিষদের মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচার কর জ্ঞানের আলো জ্বালাও আর সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ রহিত কর।'

বলিতে বলিতে দুর্ব্বলতা বশতঃ স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ শরীর সুস্থ না থাকায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ শ্রবণেচ্ছায় উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন এবং বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানই যে সকল ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য এইটি বুঝাইয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি রাজাকেও তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামের জন্য এবং পাশ্চাত্যদেশে সনাতন ধর্ম্মবিস্তারের সহায়তা করণের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। খেতড়িবাসিগণ এই বক্তৃতায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

খেতড়িতে স্বামিজী যে কয়দিন ছিলেন কতকটা বিশ্রাম ও আমোদে কাটাইলেন। সাধারণের কার্য্যে যোগদান ও একটু আধটু বক্তৃতা করিতে হইলেও মোটের উপর অধিকাংশ কাল বন্ধুদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ, প্রাকৃতিক শোভাসন্দর্শন ও অশ্বারোহণাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। রাজাজি অনুগত শিষ্যের ন্যায় প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদিন তাঁহারা উভয়ে অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে স্বামিজী সহসা দেখিলেন রাজার হস্ত

হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতেছে। একটি কণ্টকময় বৃক্ষশাখা স্বামিজীর গমনপথ রোধ করাতে রাজা তাহা স্বহস্তে ধারণ করিয়া একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই এবম্প্রকার রক্তপাত হইতেছিল। স্বামিজী রাজাকে মৃদু ভৎর্সনা করিলে তিনি সহাস্যে বলিলেন 'স্বামিজী, ধর্ম্মের রক্ষাই কি আমাদের চিরদিনকার কর্ত্তব্য নহে ?'

খেতড়ি হইতে স্বামিজী পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজিও জয়পুর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন। সেখানে তাঁহার সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামিজীর এক বক্তৃতা হইল। তাহাতে প্রায় পাঁচশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এখান হইতে স্বামিজী শ্রীমৎ কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী ব্যতীত সমুদয় শিষ্যকে বেলুড় মঠে পাঠাইয়া দিয়া কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যোধপুরে তিনি প্রায় দশদিবস প্রধান অমাত্য রাজা স্যার প্রতাপসিংহের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক স্থানেই ষ্টেশনে বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোরের অন্তর্গত খাণ্ডোয়ায় উপস্থিত হইয়া যখন তিনি পূর্ব্বপরিচিত উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার প্রবল জ্বর। আট দশ দিনের মধ্যে হরিদাস বাবুর চেষ্টায় জ্বর উপশম হইলে তিনি পুনরায় যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। বিদায়ের পূর্ব্ব-দিবস হরিদাস বাবু স্বামিজীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক দীক্ষা প্রার্থনা

করিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন 'আমি চেলার দল বাড়াইতে বা গুরুগিরি করিতে চাহি না। যাহারা গুরুগিরির অভিমান করে তাহাদের দ্বারা দেশের বা নিজের কোন শুভ সাধিত হয় না। তবে এই সোজা সত্য কথাটি মনে রেখে যে মানুষে যাহা করিয়াছে তাহা সাধন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমত্তার বীজ বর্ত্তমান।' অবশ্য কেন যে তিনি হরিদাস বাবুর ন্যায় সহৃদয় ভক্তের আশা পূরণ করেন নাই তাহা এক্ষণে অনুমান করিতে পারা যায় না। তবে নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় কারণ ছিল। অবশ্য তিনি যে একেবারেই শিষ্যগ্রহণের বিরোধী ছিলেন তাহা নহে, কারণ ইহার পূর্ব্বে এবং পরেও অনেককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তবে বলিবা-মাত্রই ঐরূপ করিতেন না, প্রত্যেকের রীতি প্রকৃতি বিশেষ-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে যেমন পাত্র ও যেরূপ দীক্ষার উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ দীক্ষা দিতেন ও সেই আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত করিতে উপদেশ দিতেন। এইরূপে কাহারও নিকট ভক্তির, কাহারও নিকট বা জ্ঞানের আদর্শ প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিতেন, কিন্তু সকলকেই বলিয়া দিতেন 'আত্মনির্ভরতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাধন আর নাই।' পঞ্জাব ও রাজপুতানায় ভ্রমণকালে তিনি শিষ্য ও সঙ্গিদিগকে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান্ হইতে এবং আমিষাহার বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন 'অবিরত বারো বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধ-পুরুষ হওয়া যায়।'

খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিয়া তিনি রাটলাম জংশন পর্য্যন্ত অগ্রসর

হইলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যাভাব ও অন্যান্য কারণে, প্রত্যহ রাশি রাশি টেলিগ্রাম ও নিমন্ত্রণ-লিপি আসা সত্ত্বেও, গুজরাট, বরোদা ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য স্থানে প্রচার কার্য্যে গমনের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা স্থির করিলেন। পথে জব্বলপুর ষ্টেশনে অনেক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোথাও নামিলেন না, বরাবর কলিকাতায় গেলেন।

পঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানায় স্বামিজী যে সকল শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়কার প্রত্যেক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত করিলাম।

(১) আন্তর্জাতিক বিবাহপ্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন।

(২) অত্যধিক বিবাহ নিবারণ। তিনি বলিতেন ভিক্ষুকেও বিবাহ করিয়া দেশে আরও দশটি ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইতে ব্যগ্র। এখন অবিবাহিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

(৩) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যাপসারণ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং দার্শনিক কূট তর্কের পূর্ব্বে আহারের সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন।

(৪) সুবিবেচনা সহকারে সংস্কৃত বিদ্যার বিস্তার। ইহা দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতিসমূহের সংস্কার মার্জ্জিত হইবে। তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁহাদের নিন্দা গ্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন;

কারণ তাঁহারাই এই বিদ্যাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত একণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃত বিদ্যার অস্তিত্ব থাকিত না।

(৫) যে উপায়ে দেশে দৃঢ়বুদ্ধি ও উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তির সৃষ্টি হইতে পারে সেই উপায়ের প্রবর্ত্তন ও নিজেদের বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন। বলিতেন 'আমরা এমন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিব যেখান থেকে মানুষ বেরুবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকেরা একত্রে অবস্থান করিয়া আদর্শ জীবন গঠন করিবে।'

(৬) এমন ভাবে লোকচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে যেন তাহারা ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে।

(৭) মতদ্বৈধ সত্বেও সকলের মধ্যে মৈত্রী ও একতা স্থাপন করা আবশ্যক, যেন দেশের সমগ্র শক্তি একস্থানে সংহত হয়।

(৮) পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচার এবং তাদ্বিনিময়ে ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবককে তত্তদ্দেশে প্রেরণ।

দেশের উন্নতি ও ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কামনায় স্বামিজী ভারতের জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া যে সকল বক্তৃতা, উপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এইখানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইল। অতঃপর তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃই হীন হইতে লাগিল। জীর্ণ দেহ ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি যে আর অধিক পরিশ্রম করিতে পারিবেন এরূপ আশা রহিল না। তিনি নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য এখন

প্রাণপণ চেষ্টায় ভবিষ্যতের কর্ম্মীবৃন্দকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাদের উপর তাঁহার আরব্ধ কার্য্যভার পতিত হইবে তাহাদিগকে আপন আদর্শে গঠিত করিতে লাগিলেন। অবশ্য ভারতকে তিনি যে ভার দিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক দিন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে এমন স্বার্থলেশশূন্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেশনায়কের নেতৃত্ব অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। ক্ষণপ্রভার ন্যায় আপন প্রভায় দশ দিক উজ্জ্বল করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই তাহা অনন্তে মিশিয়া গেল।

নীলাম্বর বাবুর বাগানে।

১৮৯৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগে স্বামিজী খাণ্ডোয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। জানুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ৩০শে মার্চ্চ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং গমন ও ৩রা মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১১ই মে কয়েকজন গুরুভ্রাতা এবং এদেশীয় ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আলমোড়া যাত্রা। তথায় ১০ই জুন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া কাশ্মীর ভ্রমণে গমন। কাশ্মীরে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত থাকিয়া ১৮ই অক্টোবর কলিকাতায় পুনরাগমন। এই সময়ে মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যানবাটীতে উঠিয়া যায়।

কলিকাতায় অবস্থান কালে পূর্ব্ববৎ সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয়, ধ্যান ধারণা, অধ্যয়ন, সঙ্কীর্ত্তন এবং গল্প উপদেশাদির দ্বারা স্বামিজী স্বীয় ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী * শুভ পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রামকৃষ্ণপুরে

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, নবগোপাল বাবুর বাটীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ সালে নহে, ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে (স্বামিশিষ্য সংবাদ পূর্ব্বভাগ চতুর্থ বল্লী)।

নীলাম্বর বাবুর বাগানে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষের নবনির্ম্মিত বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহূত হন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামিজী মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বাল-ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হই-লেন। স্বামিজীর পরিধানে গেরুয়া রঙ্গের বহির্ব্বাস, মাথায় পাগ্‌ড়ী—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে যাইবেন, সেই পথের দুইধারে অগণ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামিজী "দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে" গানটী ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। আর দুই তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল। * * * লোকে মনে করিয়াছিল—স্বামিজী কত সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল তিনি অন্যান্য মঠধারী সাধুগণের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে, খালি পায়ে মৃদঙ্গ ঘাড়ে করিয়া পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন গাহিয়া চলিয়াছেন তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিল 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' তখন তাঁহার অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই

আশ্চর্য্য হইয়া সহস্রমুখে তাঁহার সাধুবাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

ক্রমে দলটী নবগোপাল বাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্য হইতে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামিজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানার ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্ম্মরপ্রস্তরে গ্রথিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোর্সিলেনের প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুর ঠাকুর পূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গে ক্রটী নাই। স্বামিজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বামিজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমাদের সাধ্য কি যে, ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর—সামান্য অর্থ—আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।"

স্বামিজী তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমাদের ঠাকুর ত এমন মারবেল পাথর মোড়া ঘরে চৌদ্দ-পুরুষে বাস করেন নি। সেই পাড়াগেঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম। যেন তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাকবেন?"

সকলেই স্বামিজীর কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষাঙ্গ স্বামিজী সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আবাহন করিতে লাগিলেন।

স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামিজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই উহা সম্পাদন করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামিজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়াছিলেন—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া পূজা সম্পন্ন করা হইল।

এই বৎসরের প্রারম্ভেই বেলুড়ে গঙ্গাতীরে বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। উহার উপর কতকটা ইমারতও ছিল। মিস্ হেনরিয়েটা মুলার নাম্নী স্বামিজীর এক ভক্ত ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বহুবৎসর পূর্ব্বে স্বামিজী একদিন গঙ্গার অপর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, 'যেন মনে হচ্ছে, নদীর আর পারে কাছাকাছি কোথাও আমাদের স্থায়ী মঠ হবে।' এতদিন পরে এই কথা সার্থক হইতে চলিল। কিন্তু যদিও ১৮৯৮ সালে জমী খরিদ হয়, তথাপি ১৮৯৯ সালের জানুয়ারীর পূর্ব্বে এস্থানে নৌকা বাঁধা হইত বলিয়া চতুর্দ্দিকের ভূমি খাল বিল পরিপূর্ণ

ও অম্লান ছিল ; আর পুরাতন গৃহাদির সংস্কার, তদুপরি দ্বিতল নির্ম্মাণ ও ঠাকুরঘর করিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। স্বামিজী লণ্ডন হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইল ; ইহার কিছু পরে স্বামিজী মিসেস্ ওলিবুলের নিকট হইতে মন্দির নির্ম্মাণ ও মঠের সাধুদিগের সেবার জন্য বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এতদর্থে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এক লক্ষেরও অধিক।

শিবরাত্রির পূর্ব্বে নীলাম্বর বাবুর বাগানের মঠ সন্ন্যাসীগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী সারদানন্দ সবে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে বেদান্ত প্রচার করিয়া ফিরিয়াছেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষের কার্য্য শেষ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চারি দিবস পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজার দিন সমাগত হইল। জন্মতিথিপূজায় সেবার বিপুল আয়োজন। স্বামিজীর আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামিজী স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত, এই উপলক্ষে স্বামিজী শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা অনেকগুলি যজ্ঞসূত্র আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া তিনি শরৎবাবুকে বলিলেন "এত পৈতার যোগাড় কেন জানিস্ ? আজ ঠাকুরের জন্মদিন। যে সব ভক্ত আজ এখানে আস্‌বে তাদের সকলকেই আজ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। দ্বিজাতি

মাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। এরা সব ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত সংস্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্ম-তিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। সুতরাং আজই উপবীত গ্রহণ করিবার প্রকৃষ্ট দিন।" এই বলিয়া তিনি শরৎ-বাবুকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য দ্বিজাতিকে যেরূপ গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া আবশ্যক তাহা শিখাইয়া দিলেন ও তাহাদের সকলকে পৈতা পরাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন "কালে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। শত শত বৎসর ধরে 'ছুঁয়োনা' 'ছুঁয়োনা' ব'লে আমরাই এদের এত হীন করে ফেলিছি ও দেশটাকে এমন অধঃপাতে এনে দাঁড় করিয়েছি। এদের তুল্‌তে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বল্‌তে হবে—তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।"

এই উপলক্ষে প্রায় ৫০ জন ভক্ত গঙ্গাস্নান, গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। আজ কালকার মত তখন পৈতাগ্রহণের আন্দোলন ততটা প্রবল হয় নাই সুতরাং এই কার্য্যের জন্য স্বামিজী ও উপরোক্ত ভক্তগণকে সাধারণের নিকট হইতে অনেক বিদ্রূপ ও উপহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের কাহারই সৎসাহসের

অভাব ছিল না। স্বামিজীর কথা ত ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক, কারণ তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না, বলিতেন 'ব্রাহ্মণত্ব জাতি বা জন্মগত নহে, গুণগত।' পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু ধ্বংসনীতির প্রশ্রয় দিতেন না। শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মানুসারে সৎপ্রথাসমূহের প্রবর্ত্তন ও গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় কালধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে উপায়ে ধর্ম্মরক্ষা এবং সমাজের ও দেশের হিত হয় তাহাই নিজে করিতেন ও অপরকে করিতে উৎসাহ দিতেন, তাহাতে নিন্দা বা লোকমতকে ভয় করিতেন না। সেই জন্য প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্যে যাহা কিছু ভাল সেগুলিকে তিনি কঠোরভাবে পালন করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেইজন্যই শিবরাত্রির দিন মঠের কেহ উপবাস করে নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

উপনয়ন কার্য্য সমাপ্ত হইলে স্বামিজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্ন্যাসীগণ স্বামিজীর মস্তকে আগুল্‌ফলম্বিত জটাজুট, কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল এবং হস্তে রুদ্রাক্ষ-বলয় ও ত্রিশূল প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন ও কণ্ঠদেশ ত্রিবলীকৃত বড় বড় রুদ্রাক্ষমাল্যে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে পিণাকপাণি শঙ্করের সাজে সজ্জিত করিলেন। পরে নিজেরাও ভস্মভূষিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। শরৎবাবু বলেন "ঐ সকল পরিয়া স্বামিজীর রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে। সেদিন যে যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল

—সাক্ষাৎ বালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" স্বামিজী পশ্চিমাস্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে তানপুরায় হাত রাখিয়া "কূজন্তং রামরামেতি" ,স্তবটি মধুর স্বরে গাহিতে লাগিলেন—এবং পুনঃ পুনঃ 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' উচ্চারণ করিতে করিতে আবিষ্টচিত্ত হইতে লাগিলেন। শরৎ-বাবু বলেন "অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল। স্বামিজীর অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র, হস্তে তানপুরার সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখন কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই। কণ্ঠ-নিঃসৃত রামনাম সুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা! শিষ্য ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আজ স্বামিজী শিবভাবে মাতোয়ারা হইয়া রামনাম করিতেছেন! স্বামিজীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন আজ শতগুণে গম্ভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র-প্রান্তে যেন প্রভাত সূর্য্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে; বুঝাইবার নহে; অনুভূতির বিষয়। দর্শকগণ "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে!"

রামনাম কীর্ত্তনান্তে স্বামিজী পূর্ব্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই'। বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্বামিজীর যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনন্তর সারদানন্দ স্বামিজীকে গাহিতে অনুমতি

করিয়া নিজেই পাখোয়াজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমতঃ স্বামিজী-রচিত সৃষ্টি বিষয়ক "এক রূপ অরূপ নাম বরণ" এই গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল গান গাহিতেন বা ভালবাসিতেন তাহারই কয়েকটি গাওয়া হইল। এমন সময়ে স্বামিজী সহসা সকল ভূষণ নিজ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া গিরিশ বাবুর অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ বলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক্ হইয়া গেল! অনন্তর স্বামিজী বলিলেন 'ঠাকুর বল্‌তেন ইনি ভৈরবের অবতার। আমাদিগের সহিত ইঁহার কোন প্রভেদ নাই।' গিরিশবাবু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে স্বামিজী তাঁহাকে একখানি গেরুয়া কাপড় পরাইয়া বলিলেন 'জি সি, তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে। তোরা সব স্থির হ'য়ে ব'স্।' গিরিশবাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন 'পরম দয়াল ঠাকুরের কথা আমি আর কি বল্‌বো ? তাঁর অনন্ত দয়া, তা না হ'লে তোমাদের মত আজন্ম কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মাদের সঙ্গে আমার মত পাপিষ্ঠকে তিনি একাসনে বস্‌তে দেন ?' কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর

সেদিন বলিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বামিজী কয়েকটি হিন্দী গান গাহিলেন—'চৈঁইয়া না পাকাড়ো মেরা নরম কহলাইয়া' ইত্যাদি।

ইহার কয়েকদিন পরে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক আঙ্গরীক ধর্ম্মপাল মিসেস্ ওলিবুলকে দেখিতে মঠে আগমন করিলেন। মিসেস্ বুল তখন সদ্যঃক্রীত মঠভূমির একটি জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছিলেন। কয়দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। সেদিনও ভয়ানক দুর্য্যোগ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে যাত্রা করাই স্থির হইল। পথ অতি বন্ধুর ও কর্দ্দমাক্ত। তাহার উপর আবার মাঝে মাঝে শীত বায়ু বহিয়া অস্থিপঞ্জর কাঁপাইয়া দিতেছিল। স্বামিজীর কিন্তু মহা উল্লাস! তিনি হাস্য কোলাহল ও ঠাট্টা তামাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের কাহারও পায়ে জুতা ছিল না। ধর্ম্মপাল মহাশয়কেও তিনি জুতা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথায় তত কর্ণপাত করেন নাই, তাহার উপর তাঁহার একটি পদ কিঞ্চিৎ খঞ্জ ছিল। হঠাৎ এক স্থানে পা বসিয়া গেল, আর তুলিতে পারেন না। স্বামিজী দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং নিজ স্কন্ধে তাঁহার হস্ত রক্ষা করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে অবশিষ্ট পথ গমন করিলেন।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া সকলেই পদপ্রক্ষালন করিতে গেলেন। স্বামিজী ধর্ম্মপালকে কলসী লইতে দেখিয়া তাঁহার হাত হইতে কলসী কাড়িয়া লইয়া বলিলেন 'আপনি আমার অতিথি।

অতিথির সেবায় আমার অধিকার' এবং এই বলিয়া স্বয়ং ধর্ম্মপালের চরণ ধৌত করিতে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্মপাল মহা আপত্তি করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর শিষ্যেরাও তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে স্বামিজী ঐ কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া আপনারা উহা সম্পাদনে ব্যস্ত হইলেন।

ঘটনাটি সামান্য হইলেও স্বামিজী-চরিত্রের অদ্ভুত নিরভিমানিতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বটে!

২৯শে মার্চ্চ স্বামিজী স্বামী স্বরূপানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দকে সন্ন্যাসধর্ম্মে এবং ইহার চারি দিবস পূর্ব্বে মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে ব্রহ্মচারিণীব্রতে দীক্ষিত করেন। দীক্ষান্তে মার্গারেটের নাম হইল 'নিবেদিতা'। নিবেদিতার দীক্ষা এদেশের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, কারণ তাঁহার পূর্ব্বে কোন পাশ্চাত্য রমণীই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই।

এবার কলিকাতায় আসিয়া স্বামিজী ২১শে মার্চ্চ তারিখে বহুবাজারের বিজ্ঞান পরিষদের একটি অধিবেশন ব্যতীত আর কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেন নাই। তবে ১৮ই মার্চ্চ স্বামী সারদানন্দের এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে 'Our mission in America' ও ১১ই মার্চ্চ ষ্টার থিয়েটারে ভগ্নী নিবেদিতার 'The Influence of Indian thought in England' (ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব) নামক বক্তৃতাকালে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতার বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে স্বামিজী ওলিবুল্ ও মিস্ মুলারকেও দুই চারি কথা

বলিতে আহ্বান করিলেন। মিসেস্ বুল বলিলেন 'ভারতের সাহিত্য পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট একটা জীবন্ত পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি ঘরোয়া কথার মত হইয়া গিয়াছে।' মিস্ মূলর দাঁড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'আমার বন্ধু ও স্বদেশীয়গণ' বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চ করতালি-নিনাদ হইতে লাগিল। তারপর বলিলেন তিনি এবং স্বামিজীর অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ শিষ্যেরা ভারতে আগমন করা অবধি ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতেছেন—শুধু যে আধ্যাত্মিক আলোকের দেশ বলিয়া তাহা নহে, কিন্তু স্বজনের বাসস্থান বলিয়া। * * * স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি বেশী কিছু উল্লেখ করিতে চাহিলেন না, কেবল বলিলেন, সে দেশের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে তিনি যে বিষম পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে তাহা তিনি স্বয়ং এক্ষণে অনুমান করিতে সক্ষম নহেন; ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩০শে মার্চ্চ স্বামিজী দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পূর্ণমাত্রায় চিকিৎসকগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না হইতেই সহসা কলিকাতার প্লেগের প্রাদুর্ভাববার্ত্তা শ্রবণে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ত্বরায় কলিকাতায় আগমন করিয়া রোগী শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে কলিকাতায় বিষম গোলযোগ। গভর্ণমেণ্টের

প্লেগসংক্রান্ত নিয়মাবলী জনসাধারণের প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। অনেকেই নগরত্যাগ করিয়া পলায়নপর। ওরা মে মঠে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ দিবসই স্বামিজী বাঙ্গালা ও হিন্দীতে দুটী ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন—রামকৃষ্ণ-মিশনের লোকের দ্বারা পীড়িতের সেবা করা হইবে ইহাই তাহার স্থূলমর্ম্ম। একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন 'টাকা আসিবে কোথা হইতে?' স্বামিজী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন 'কেন? দরকার হইলে নূতন মঠের জমী জায়গা সব বিক্রয় করিব। আমরা ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া গাছতলায় শুইয়া দিন কাটাইতে পারি। যদি জায়গা জমী বিক্রয় করিলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায় তবে কিসের জায়গা আর কিসের জমী?' সৌভাগ্যক্রমে এরূপ উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হইল না। চতুর্দ্দিক হইতে অর্থ সাহায্য আসিতে লাগিল। স্থির হইল একখণ্ড ভূমি খাজনা করিয়া লইয়া গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী segregation camp অর্থাৎ রোগিদিগের থাকিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ আড্ডা করিয়া এমন ভাবে তাহাদের পরিচর্য্যা করা হইবে যে তাহাতে হিন্দুসমাজের লোকের কোন আপত্তির কারণ হইতে পারে না। স্বামিজীর শিষ্যগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক লোকও স্বেচ্ছায় এই সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতে চাহিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ প্রচার করিতে এবং স্বহস্তে সহরের গলি ঘুঁজি ও ঘরদোর পরিষ্কার করিতে উপদেশ দিলেন। এইরূপে বহু রোগী সেবা শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইল এবং

স্বামিজীর উপর সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সকলেই দেখিল, তিনি শুধু শুষ্ক দার্শনিক বিচার লইয়া সময়ক্ষেপ করেন না বা মৌখিক উপদেশ মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, সেই সকল বিচারসিদ্ধ সত্য ব্যবহারিক জীবনে পরিণত করিয়া থাকেন, মুখে যাহা বলেন, কার্য্যেও ঠিক তাহা পালন করিতে পারেন।

প্লেগের প্রকোপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে এবং গবর্ণমেণ্টের কঠোর বিধিসমূহ রহিত হইলে স্বামিজী পুনরায় হিমালয় অঞ্চলে ভ্রমণের সংকল্প করিলেন। সেভিয়র দম্পতী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আলমোড়াতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। তদনুসারে ১১ই মে স্বামিজী স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, মিসেস্ বুল, মিসেস্ প্যাটারসন (কলিকাতাস্থ আমেরিকান কনসল জেনারেলের পত্নী), সিষ্টার নিবেদিতা এবং মিস্ জোশেফিন ম্যাক্লাউডের সমভিব্যাহারে কাঠগোদাম ও নাইনিতাল হইয়া আলমোড়া যাত্রা করিলেন। মিসেস্ প্যাটারসনই পূর্ব্বে এক সময়ে স্বামিজী বর্ণের জন্য আমেরিকার কোন হোটেলে প্রবেশাধিকার পান নাই শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়া তাঁহাকে সযত্নে নিজগৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি স্বামিজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং [illegible]ণে নিজ সমাজের মতামত তুচ্ছ করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার [illegible]সরণ করিলেন।

পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে মিসেস্ ওলিবুল ও মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্লাউড্ নাম্নী স্বামিজীর দুইজন শিষ্যা তাঁহাদিগের আচার্য্যদেবের জন্মস্থান সন্দর্শন ও আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার পূতসঙ্গ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিবার মানসে সুদূর আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বেলুড়মঠের পুরাতন বাটীতে বাস করিতেছিলেন। পাঠক ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকিবেন। এই বৎসরেরই ২৮শে জানুয়ারী—মিস্ মার্গারেট নোবল্ তাঁহার সমুদয় ইংলণ্ডীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বামিজীর আহ্বানে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারব্রতে জীবন সমর্পণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। স্বামিজী ইঁহাদের সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদিগকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এখন হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ইঁহাদের শিক্ষাবিধানের উদ্যোগ করিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাটীতে অবস্থান কালে স্বামিজী প্রত্যহ মঠভূমির উপরিস্থিত নদীতীরবর্ত্তী কুটীরে ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহার পদার্পণে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি এই সকল ভক্তিমতী রমণীর নিকট যেন তীর্থের ন্যায় পবিত্র [illegible] উঠিত। তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তিতে তাঁহারা আপনাদিগকে অপরিসীম সৌভাগ্যের অধিকারিণী বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে তাঁহাদের

জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত ধন্য, বিশুদ্ধ ও মধুময় জ্ঞান হইত। সেইখানে বৃক্ষসমূহের ছায়াশীতল পাদমূলে বসিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট অজস্র বচনধারায় ভারতবর্ষের গভীরতম তত্ত্ব সমূহের আলোচনা করিতেন। ভারতের আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, জাতি, জাতীয় ভাব, রীতি নীতি সকলই আলোচিত হইত। তিনি এমন অপূর্ব্ব ভাষায় নিপুণ কবি ও নাট্যকারের ন্যায় ঐ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিতেন যে মনে হইত যেন ভারতের প্রসঙ্গ একখানি পুরাণ—সকল পুরাণের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম, এবং যেরূপেই উহার আরম্ভ হউক না কেন, উপসংহারে উহা সসীম বস্তু-তন্ত্র ছাড়িয়া অসীমের প্রান্তে উপনীত হইতই! তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীও নূতন ধরণের ছিল। ভারতবর্ষের অনেক কথা তিনি মুখে উল্লেখ করিতেন না বটে, কিন্তু শ্রোতৃ-বর্গের কল্পনা সাহায্যে যাহাতে সেই অব্যক্ত অংশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাঁহার বর্ণনীয় চিত্রের প্রত্যেকটীর মধ্যেই এইরূপ শত শত তুলিকাস্পর্শ থাকিত। তাহাদের ভিতর হইতে ভারতবর্ষের প্রতি একটি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব তাঁহার প্রতি কথায় স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। কখনও কাব্যের দুই এক পদ, কখনও বা পুরাণের অস্ফুট চিত্রে তিনি তাঁহাদিগের মনে হিন্দুর অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের সনাতন সত্যটী দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন—তাহাতে কখন হরপার্ব্বতী, কখন কালী, তারা, কখনও বা রাধাকৃষ্ণের স্থান থাকিত। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস বশতঃ তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের অবতারণা করিতেন (কারণ তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই তুচ্ছ,

হীন বা অশ্রদ্ধেয় ছিল না) তাহার ভিতর হইতেই আপন অদ্বৈত অনুভূতির সাহায্যে এমন সকল মীমাংসায় উপস্থিত হইতেন যে তদ্দ্বারা তাঁহার শ্রোতারা চরম সত্যের আভাস পাইতেন। সে দৃশ্য দেখিলে মনে হইত যেন আবার প্রাচীন যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন ব্রহ্মার মানসপুত্রের ন্যায় নির্ম্মলসংস্কার এক অমানব পুরুষ ভারতের ভাগ্যবিধাতা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইহার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিবার ইচ্ছায় কতিপয় নির্ব্বাচিত শিষ্যের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আপন মর্ম্মবাণী ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিষ্যদের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না, অথচ হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে যে সকল বৈষম্য, বিভ্রাট বা আবর্জ্জনা হিন্দুজীবনকে বিষাক্ত ও পর্য্যুষিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারও কঠোর সমালোচনা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বন্ধনকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন, সে বন্ধনের আকার যেরূপই হউক না কেন। পায়ের শৃঙ্খল ফুল দিয়া ঢাকিলেও শৃঙ্খল ত বটে! দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় তিনি চাহিতেন ধর্ম্মের রাজ্য সকলেরই নিকট সুগম হউক। ইউরোপীয়দিগের মনে হিন্দুধর্ম্মের যে অংশ দুর্ব্বোধ্য বা অসহনীয় বোধ হইত তিনি সে অংশ তাহাদিগের মুখরোচক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন না, বরং সূক্ষ্ম বিচার ও উদাহরণ দ্বারা সেই সকলের নিগূঢ় ভাব তাহাদের মনে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেন। যে বিষয়টী পাশ্চাত্য ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী তিনি সর্ব্বাগ্রে সেইটারই

যুক্তিযুক্ততা দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। স্বভাবতঃ হিন্দুর ধর্ম্মাদর্শ, উপাসনা পদ্ধতি এবং জীবনের গতি ও তৎসম্বন্ধীয় বিশ্বাস এই সকল শিষ্যদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য মনে হইত, সুতরাং স্বামিজী ঐগুলি যথাসাধ্য সুপরিস্কার করিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতেন, তাহাতে কখনও অধীরতা বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ও অকিঞ্চিৎকর মন্তব্যের প্রতি অবহেলা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেননা বা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেন না। পাশ্চাত্যের ভাব প্রাচ্যের ভাব হইতে এতই বিভিন্ন, একের জন্ম কর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অপরের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কার হইতে এতই বিপরীত যে তিনি প্রত্যেক সামান্য কথাও বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তাঁহার চেষ্টায় প্রাচ্যমনের সহিত পাশ্চাত্য মনের মিলন হইয়াছিল এবং ওদেশের শিষ্যেরা এদেশের সতীর্থগণের সহিত অতি সুমধুর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই ভ্রাতৃত্বের ভাব সুদৃঢ় করিবার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে এমন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইত যাহা পরম্পরাগত হিন্দু ভাব হইতে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত। তিনি অনেক সময়ে বহুব্যক্তির সম্মুখে পাশ্চাত্য শিষ্যদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, পানাহারের সময় অগ্রে তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, অনেক সময় তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকে সেইরূপ করিতে উৎসাহ দিতেন। এইরূপে তিনি তাহাদিগের

মনে যে সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার ভাব বহুকাল ধরিয়া দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল সমূলে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল সকল শিষ্যকে এক উদার ভ্রাতৃভাবে একীভূত করিবেন। প্রকৃতই তিনি এইরূপে জগতের দুই বিভিন্ন প্রান্ত ও বিভিন্ন ভাবাভিমুখী মনুষ্যজাতিকে মিলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিষ্যদিগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা কখনও তিনি সঙ্গত মনে করিতেন না। তিনি তাহাদিগকে নিজে নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে এবং প্রতিপদে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে, ভুল করিতে ও নিজেদেরই তাহা সংশোধন করিতে উপদেশ দিতেন।

এই সকল পাশ্চাত্য শিষ্যের মন প্রাচ্য ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিবার একটা বিশেষ হেতু ছিল। এ কার্য্যের দায়িত্ব কতদূর গুরুতর স্বামিজী তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন উহাদের দ্বারা এদেশে কোন কার্য্য সম্পাদন করাইতে হইলে এ দেশের প্রতি উহাদের একটা আস্থা ও মমত্ব বুদ্ধি জন্মান আবশ্যক। নতুবা উহাদিগের পক্ষে এদেশে কার্য্য করা সম্ভব হইবে না। আর এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উহাদের আকর্ষণ একটা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস বা অসার ভাবুকতা মাত্র কিনা। এখনকার এই অনল পরীক্ষায় যিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন বুঝা যাইবে তিনিই প্রকৃত বেদান্ত-রসজ্ঞ বটে, এবং তাঁহারই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা; কারণ দূর হইতে অদ্বৈত-তত্ত্বের মাহাত্ম্য যতই গৌরবময় ও তাহার জন্য প্রাণ সমর্পণের

ইচ্ছা যতই লোভনীয় হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশের লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ও শত সহস্র বাধা, বিঘ্ন, অসুবিধার পরিচয় লাভ করিয়া সেই আদর্শের জন্য প্রাণপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প থাকা বড় সামান্য কথা নহে। স্বামিজী বুঝিয়াছিলেন যে, আদর্শের মহিমা সম্যক্ প্রণিধান করিয়া তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারিত হওয়া ব্যতিরেকে কিছুতেই বর্ত্তমান মনোভাব স্থায়ী হইবে না। সেইজন্য তিনি এই সকল শিষ্যের অতীত সংস্কাররাশি যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহার স্থানে ভারতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে ইউরোপীয়কে যদি ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে চলিতে হইবে, এমন কি আহার বিহার, চাল চলন, পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা প্রত্যেক বিষয়েই হিন্দুভাবাপন্ন হইতে হইবে। ইহার উপর আবার যিনি হিন্দু রমণীর শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে, কেবল তাঁহার কার্য্যপরম্পরা ক্ষুদ্র পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সমগ্র জাতি বা দেশের প্রতি ব্যাপ্ত হইবে। নিবেদিতাকে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন 'তোমার এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে। তোমার জীবনকে এখন ভিতরে বাহিরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায়

ঠিক জুটিয়া যাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে হইবে—এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত রাখিতে পারিবে না।' বাস্তবিক ভারতীয় সমস্যাগুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে যে এইরূপ মহতী সাধনারই প্রয়োজন কে তাহা অস্বীকার করিবেন? স্বামিজী বারংবার বলিতেন এখানকার যে ভাব বা সংস্কারটা হীন বলিয়া মনে হইবে তাহার প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। বলিতেন যাহার যেখানে আস্থা আছে, সেই দিক দিয়াই তাহার ভাব ধরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য পাশ্চাত্য শিষ্যগণের পক্ষে ভারতীয় প্রথায় আহার বা ভারতীয় রীতিনীতি পালনের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। কিন্তু স্বামিজী তাহা বুঝিতেন এবং সেইজন্য সর্ব্বদাই ঐ সকল বিষয়ের একটা মীমাংসা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেন। যতই বিসদৃশ ভুল ভ্রান্তি হউক না কেন, ভিতরকার ভাবটা দেখিয়া বাহিরের কাজের একটা সমঞ্জস্য করিয়া দিতেন।

স্বামিজীর নিকট ভারতীয় ভাব বা সভ্যতার বিরুদ্ধে একটী কথা বলিবার যো ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে করুণার চক্ষে দেখা বা কতকগুলা বাজে তর্ক তুলিয়া তাহাকে খাটো করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টার লক্ষণ দেখিলেই তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিতেন, বলিতেন—ভারতকে বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব সংস্কারগুলি একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। যদি কেহ বলিত ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে—তাহা হইলে তিনি নানা উদাহরণ

দ্বারা দেখাইতেন জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবার ন্যায় সবল ও সতেজ আছে; তাহার প্রমাণ এই, এদেশের সমাজ যত শীঘ্র বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশ বিশেষে পরিণত করিয়া লয়, অপর কোন সমাজ তাহা পারে না। ভারতবাসীর ক্ষিপ্রগতিতে ইংরাজী ভাষায় অধিকারলাভ ও অসম্ভব তৎপরতার সহিত বর্ত্তমান যুগোপযোগী সকল বিষয় শিক্ষা করিবার ক্ষমতাই এই জাতির যুবত্বের লক্ষণ। তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে প্রত্যেক ভারতীয় প্রথার উৎপত্তির কারণ কি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিলেন যদিও ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, তথাপি ইহা অতি নির্ম্মল ও পবিত্র, বুঝিলেন যে দেশে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, সে দেশে দরিদ্রতা পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় সর্ব্ববিধ পাপের আকর নহে বরং সকলেরই আদরণীয়। বুঝিলেন যে দেশে নিত্য স্নান ও নিত্য গৃহদ্বার ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পরিস্করণ ধর্ম্ম কার্য্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য, সে দেশে বাহ্যশৌচাচার কেন এত বরণীয়। তাঁহারা যখন ভারতীয় জীবনকে তাঁহার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন তখন ইহার অদ্ভুত মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও মধুর সরলতা বিচিত্রবর্ণসম্পদ্‌যুক্ত ছায়ালোকচিত্রের ন্যায় মনোরম বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। রক্তরশ্মিবিকীরণকারী বালসূর্য্যের পানে বদ্ধদৃষ্টি, আকটি গঙ্গাবারিতে নিমজ্জিত কৃতাঞ্জলিপুট শতসহস্র নরনারী, মার্জ্জন সমুজ্জ্বল ভৃঙ্গারহস্তে প্রত্যাবৃত্ত শুচি-স্বরূপিনী কুলরমণীগণ, গোবিন্দনাম ভজনরত পথের বৈষ্ণব

ভিখারী এবং আপাতমূর্দ্ধা ভস্মাবৃতদেহ নাগা সন্ন্যাসী সবই যেন তাঁহাদিগের চক্ষে চির নূতন ও চিরমাধুর্য্যে অভিষিক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বামিজীর শিক্ষা প্রভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ এই সকলের পশ্চাতে যে নিগূঢ় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব সকল নিহিত ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন।

বাস্তবিক ভারতবর্ষে আগমনের পর হইতে এই সকল বিদেশীয় শিষ্যগণের নিকট স্বামিজী নিজেও একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ পাশ্চাত্যে তাঁহারা তাঁহাকে শুধু ধর্ম্মাচার্য্যরূপেই দেখিয়াছিলেন, ভারতের উন্নতিকামী কর্ম্মীরূপে দেখেন নাই। সেখানে তিনি শুধু জড়-জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে, ভোগান্ধ মানবের চক্ষু খুলিয়া দিতে, মানবত্বের মধ্য হইতে দেবত্ব উপলব্ধির উপায় নির্দ্দেশ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে তাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে নিহিত আর একটি অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে পাইলেন—সেটী হইতেছে তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম এবং তজ্জনিত বিষম মর্ম্মযাতনা। ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধান ও দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য এক দিকে যেমন তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না, অপর দিকে তেমনি তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও অপর সহস্র স্থল হইতে ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া কেবল ভারতীয় আদর্শ সমূহকেই বিশদ্-

ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। এমন কি, বলিতেন ভারতীয় চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে শ্রীহীন মাটীর পুতুলকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, কারণ উহার মধ্যেও আধ্যাত্মিক আদর্শটাই আর একভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র। ইহা ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা, তাহাদের সুবিধা অসুবিধা প্রদর্শন ও জগতের ইতিহাসের উপর হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা ও পরস্পরের সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ দ্বারা প্রাচ্যের গৌরব কোন্‌খানে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

সমুদয় ১৮৯৮ সালটা এইরূপ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার ফলে এই আদর্শ বিনিময় কার্য্য এরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছিল যে এই সকল শিষ্যেরা আর কখনও আপনাদিগকে বিদেশীয় বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। ভারতই যেন তাঁহাদের জননী ও ধাত্রী, ভারতের সহিত যেন তাঁহাদের চিরদিনকার শোণিত সম্পর্ক, এইরূপ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। ইঁহাদের একজন একবার স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামিজী, কিরূপে আপনাকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিতে পারি ?' তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন 'ভারতকে ভালবাসো।' এই ভারতকে ভালবাসাটাই ক্রমে সকলের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

নাইনিতালে।

১৮৯৮ সালের ১৩ই মে স্বামিজী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নাইনিতালে উপনীত হইলেন। সমুদয় পথটা ভারতবর্ষসংক্রান্ত বহু শিক্ষাপ্রদ সামাজিক ও ঐতিহাসিক আলোচনায় সুখে অতিবাহিত হইল। এই ভ্রমণ ও তদানুসঙ্গিক শিক্ষাপ্রদানের বিস্তৃত ইতিহাস তাঁহার ধর্ম্মকন্যা নিবেদিতা কর্ত্তৃক অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম—

"মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমরা কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর যেমন আমরা একটীর পর একটি করিয়া নূতন স্থানে আসিতে লাগিলাম, কি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না স্বামিজী আমাদিগকে তত্রত্য প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুটীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন! ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত পাশ্চাত্য লোকদের অজ্ঞতা এত বেশী যে উহাকে প্রায় নিরেট মূর্খামি বলা চলে—অবশ্য, যাহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কতক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা প্রাচীন পাটলীপুত্র বা পাটনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। রেলযোগে পূর্ব্বদিক হইতে কাশীতে প্রবেশ করিবার মুখে উহার ঘাটগুলির যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। স্বামিজী সাগ্রহে

উঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র ও বারাণসীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না। তার পর যখন আমরা লক্ষ্ণৌএ পৌঁছিলাম তখন এখানে যে সকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয় তিনি তাহাদিগের নাম ও গুণ বর্ণনা করিয়া লক্ষ্ণৌএর নবাব-দিগের অধুনাবিলুপ্ত কীর্ত্তিকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন। কিন্তু যে সকল মহানগরীর সৌন্দর্য্য সর্ব্ববাদিসম্মত ও যাহারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, শুধু যে সেইগুলি-কেই তিনি আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা নহে। আর্য্যাবর্ত্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হইয়া উঠিত, এমন আর বোধ হয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ভাগে জমী চাষের প্রণালী অথবা কৃষক গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন —তাহার আবার কোন খুঁটিনাটিটী বাদ যাইত না—যেমন সকালের জলখাবারের জন্য রাত্রি হইতে যে খিচুড়ী উনানে চড়াইয়া রাখা হয় তাহাও উল্লেখ করিতেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন প্রান্তে যে আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্ব পরিব্রাজকজীবনের স্মৃতি বশতঃ। কারণ আমি সাধু-দিগের মুখে শুনিয়াছি যে, দরিদ্র কৃষকগৃহে যেরূপ অতিথি

সংকার হয়, ভারতের কুত্রাপি আর তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্য বটে যে, গৃহস্বামিনী তৃণশয্যা ব্যতীত আর কোন উত্তম শয্যা এবং মাটীর দেওয়ালবিশিষ্ট একখানি পরচালা ব্যতীত আর কোন উত্তম আশ্রয় অতিথিকে দিতে পারেন না। কিন্তু তিনিই আবার শেষ মুহূর্ত্তে বাটীর আর সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেও, নিজে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে একটী দাঁতন ও এক বাটী দুধ সাবধানে এমন একস্থানে রাখিয়া যান, যে অতিথি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় যেন উহা দেখিতে পান এবং অন্যত্র গমন করিবার পূর্ব্বে উহা সেবা করিয়া যাইতে পারেন।

সময়ে সময়ে মনে হইত, যেন স্বদেশের অতীত গৌরববোধই স্বামিজীর ষোল আনা মনপ্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক স্থান মাত্রেরই ঐতিহাসিক মূল্যবোধ অতি অসাধারণ ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইত। এই হেতু, যখন আমরা বর্ষার প্রাক্কালে একদিন অপরাহ্নে গুমোটের মধ্য দিয়া তরাই প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই ভূমি—যথায় ভগবান্ বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হইয়াছিল। ভারতের প্রতিগ্রাম, প্রতিবৃক্ষ এমন কি একটা সামান্য প্রাণী পর্য্যন্ত তাঁহার মনে স্বদেশ প্রেমের ভাব উদ্দীপিত করিত। বন্য ময়ূরগণ হয়ত রাজপুতানা ও তাহার চারণগণের গীত মনে পড়াইয়া দিত, হস্তী বা উষ্ট্রযূথ দর্শনে হয়ত প্রাচীন রাজাদিগের প্রসঙ্গ, প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্য সম্পদের কত কথাই আসিয়া পড়িত। * * *

আমরা কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি আমাদিগকে হিন্দু পরিবারগুলির বিশেষত্বসূচক দ্বারদেশের উপরিভাগে দোদুল্যমান গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইয়া দিতেন। আবার ভারতবাসিগণ 'সুন্দর' বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই 'কষিতকাঞ্চন' বর্ণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেন—ইউরোপীয়দিগের আদর্শস্থল যে ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত, তাহা হইতে উহা কত বিভিন্ন! আমার্দিগকে সঙ্গে লইয়া টঙ্গা-যোগে যাইবার সময় তিনি অন্য সব ভুলিয়া অক্লান্তভাবে শিবমাহাত্ম্য বর্ণনেই মগ্ন হইয়া যাইতেন। মহাদেবের লোক সমাগম হইতে অতিদূরে পর্ব্বতশীর্ষে মৌনভাবে অবস্থিতি, তাঁহার মানবের নিকটে কেবল নিঃসঙ্গত্ব যাচ্ঞা এবং এক অনন্ত ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইত। * * *"

মনস্বিনী নিবেদিতা পাশ্চাত্যমনের একটী শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সে মনে পাশ্চাত্যভাবসমষ্টি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত এবং প্রত্যেক ভাবটী সুপরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত। সেই মনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য অপনোদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় ভাবের মুদ্রণ-প্রয়াস স্বামিজীর পক্ষে যে কিরূপ কঠিন কার্য্য হইয়াছিল তাহা নিবেদিতার নিজ লিখিত বিবরণেই প্রকাশ। আমরা এখানে আর তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তবে কেমন করিয়া একের অদম্য মানসিক শক্তি ও সংস্কারনিচয় অপরের প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে আপনার স্বাভাবিক জন্মগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরভাব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল তাহা ভাবিতে গেলে শিক্ষকের

অপূর্ব্ব প্রভাব ও বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক স্বামিজী যদি আর কিছুই না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও ভারতবর্ষকে যে নিবেদিতার ন্যায় তাঁহার স্বহস্ত গঠিত একটী অপরূপ ফল প্রদান করিয়া যাইতে পারিয়া-ছিলেন ইহাতেই ভারতের লোক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাইত। কারণ নিবেদিতাকে শুধু স্বামিজীর একটি মাত্র শিষ্যরূপে দেখিলে চলিবে না। এক নিবেদিতা সহস্র শিষ্যের সমান কাজ করিয়া গিয়াছেন। দেবোপম চরিত্র, অদ্ভুত গুরুভক্তি ও তিতিক্ষা, অসাধারণ ধীশক্তি ও কার্য্যকারিতা এবং সর্ব্বোপরি এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী লেখনী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বহু দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্বামিজীর বাণীর সর্ব্বাপেক্ষা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ-ব্যাখ্যা তাঁহার দ্বারাই শুধু পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে নহে, জগতের সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়াছে, এমন কি ভারতেও ইহা জাতীয়ভাব উন্মেষণে কম সাহায্য করে নাই।

নাইনিতালে এই সময়ে খেতড়ির রাজা অবস্থান করিতে ছিলেন। স্বামিজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণের সহিত রাজার পরিচয় করিয়া দিলেন। এইখানে একটি মুসলমান ভদ্রলোক (ইনি মনে মনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন) স্বামিজীর দর্শনে ও তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন 'স্বামিজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ কখনও আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করে তাহা হইলে মনে রাখিবেন আপনার এই মুসলমান

বান্দাই তাহাদিগের সকলের অগ্রণী হইবে।' তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস স্বামিজীর মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। ক্রমে এই ব্যক্তি স্বামিজীর একজন বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন এবং মহম্মদানন্দ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

নৈনীতালে অবস্থানকালে আর একটী ঘটনা হইতে স্বামিজীর হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায়। ওখানে এক স্থানীয় দেবীমন্দিরে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার শ্বেতাঙ্গ শিষ্যারা দুইজন দেবদাসীকে অজ্ঞতাবশতঃ ভদ্রমহিলা জ্ঞানে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথায় কথায় স্বামিজীর পরিচয় পাইয়া উক্ত দেবদাসীদ্বয় গৃহগমন কালে তাঁহাদিগের সহিত স্বামিজীকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সমাগত সকলেই ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না স্বামিজীকে উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু করুণহৃদয় স্বামিজী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন এবং উক্ত নারীদ্বয়কে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। এমন কি তাহাদিগকে একটীও ভৎর্সনা বা পরুষ বাক্য না বলিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিলেন ও গমনকালে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তপোবল-সম্পন্ন মহাপুরুষের ঈদৃশী কৃপা অবলোকন করিয়া সমাগত সকলেরই হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হইল।

নাইনিতালের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাভাজন অধিবাসীর সহিত

স্বামিজীর বিশেষ আলাপ হইল। একদিন তিনি তাঁহাদিগকে প্রথিতযশা রাজা রামমোহন রায়ের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার দূরদর্শিতা ও উদার ভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর ওজস্বিনী ভাষায় সেই মহদাশয় লোকশিক্ষকের তিনটী ভাবের প্রতি পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; (১) তাঁহার বেদান্ত পক্ষপাতিত্ব (২) স্বদেশ-পরায়ণতা এবং (৩) হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমান প্রেম। পাঠক দেখিবেন স্বামিজীর নিজ চরিত্রেরও এই তিনটীই বিশেষত্ব।

ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জনসাধারণের অজ্ঞতা কিরূপ ভয়ানক তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া স্বামিজী নিম্নলিখিত হাস্যোদ্দীপক গল্পটী বলিয়াছিলেন। এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কুলি মজুরদের সমক্ষে তিনি একটা বক্তৃতা দিয়া বাইবেল শাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা কি খ্রীষ্টকে জানো?' তাহাতে তাঁহার শ্রোতৃবর্গের একজন বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত উত্তর করিল 'আজ্ঞে, তার নম্বরটা কত?'—হায় বিড়ম্বনা। সে লোকটী মনে করিয়াছিল বুঝি খৃষ্ট তাহাদিগেরই ন্যায় কোন কুলিমজুর হইবে আর নম্বর জানিলেই তাহাকে চট করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এই বলিয়া স্বামিজী গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন 'পাশ্চাত্যের লোকেরা এসিয়ার লোকের মত ধর্ম্মপ্রাণ নহে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের চিন্তাই নাই। একজন ভারতবাসী লণ্ডন বা নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে সেখানকার দুর্নীতিপরায়ণতা তাহার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এসিয়ার

লোক যতই অধঃপতিত হউক, লণ্ডনের হাইডপার্কে দিন দুপুরে যে সব কাণ্ড ঘটে তা দেখ্‌লে তারও মনে ঘৃণা হয়।'

তিনি বলিতেন 'পাশ্চাত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু যে তাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তা নয়, এদিকেও খুব গোঁয়ার এবং অসভ্য। একদিন আমি আমার এই প্রাচ্য পোষাক প'রে লণ্ডনের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় এক কয়লার গাড়ীর গাড়োয়ান আমার পোষাকটা দেখে একটু বোধ হয় আমোদ বোধ কর্‌লে। তারপরেই তার হাতটা এমন সুড়সুড় কর্ত্তে লাগ্‌লো যে তৎক্ষণাৎ সে একটা কয়লার চাঁই আমার দিকে ছুঁড়ে মার্লে। ভাগ্যক্রমে সেটা আমার গায়ে না লেগে কাণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

নাইনীতালে তাঁহার সহিত শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র দত্ত নামক এক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়। ইনি পূর্ব্বে মেট্রোপলিটান স্কুলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। যোগেশ বাবু প্রস্তাব করিলেন, যদি কতকগুলা টাকা তুলিয়া এ দেশের গ্র্যাজুয়েটদের বিলাতে পাঠাইয়া সিভিল সার্বিশ পড়াইয়া আনা যায়, তাহাতে কিরূপ ফল হয়? তাহারা দেশে ফিরিয়া দেশের অনেক উপকার করিতে পারে কিনা? স্বামিজী উহাতে কোন উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন 'ওতে কিছুই হবে না হে। ওতে কেবল ছেলেগুলা সাহেবী ঢং শিখে আস্‌বে আর এদেশে এসে সাহেব ঘেঁষা হবে। এটা একেবারে ধ্রুবসত্য বলে জেনে রেখে দাও। তারা শুধু নিজেদের উন্নতির চেষ্টা খুঁজবে আর সাহেবদের মত খাবে, পরবে ও চাল চাল্‌বে; দেশের কথা মনেও করবে না।'

ঐদিন দেশের উন্নতি চেষ্টায় এদেশের লোকদের আলস্য ও উৎসাহের অভাব স্মরণ করিয়া তিনি এতদূর মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন যে সত্যই তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়াছিল। তাঁহার সেই গলদশ্রুপূর্ণ মুখ দেখিয়া সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এইদিন যোগেশবাবুর বন্ধু রামপুর ষ্টেট্ কলেজের অধ্যক্ষ বাবু ব্রহ্মানন্দসিং এম, এ, (ইনি পরে লক্ষ্ণৌ কাগজের কলের একজন পরিচালক হইয়াছিলেন) এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। যোগেশবাবু লিখিতেছেন—

'জীবনে কখনও সে দৃশ্যটী ভুলিব না। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের কথা তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে জাগরুক ছিল। ভারতই তাঁহার প্রাণ, ভারতই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান, ভারতের কথাই তিনি ভাবিতেন, ভারতের জন্য তিনি কাঁদিতেন আর ভারতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্ষের প্রতি স্পন্দনে, ধমনীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে ভারতের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না।'

আলমোড়া।

নাইনিতাল হইতে আলমোড়া গমন করিয়া স্বামিজী সেভিয়র দম্পতীর আবাসে এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর একটী বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীমতী আনি বেশান্তের সহিত স্বামিজীর দুইবার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে বহুক্ষণব্যাপী সুমিষ্ট আলাপে সময় অতিবাহিত করেন। স্বামিজী প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া গুরুভ্রাতৃগণের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তারপর মিসেস্ বুলের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে প্রাতরাশ সমাপন করতঃ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতেন। এই গল্প শুধু যে হাস্য-কৌতুকপূর্ণ অসার কথোপকথনে পর্য্যবসিত হইত তাহা নহে, নানাবিধ সরস আলোচনার সহিত বহু শিক্ষা-প্রদ উপদেশও থাকিত এবং এত বিভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত যে সেগুলি সব মনে রাখিতে পারিলে একটী প্রকাণ্ড লাইব্রেরী পাঠের তুল্য ফললাভ হইতে পারিত। আমরা এখানে সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত 'স্বামিজীর সহিত ভ্রমণের কাহিনী' নামক পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-গণকে স্বামিজী কর্ত্তৃক আলোচিত বিষয়ের বিশালতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

"প্রথম দিন প্রাতঃকালে সভ্যতার কেন্দ্রীয় আদর্শ-সম্বন্ধে কথা উঠিল অর্থাৎ স্বামিজী দেখাইলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সত্যানুরাগ এবং প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সতীত্ব

বিদ্যমান। তিনি হিন্দুদিগের বিবাহ প্রথার সমর্থন করিয়া বলিলেন উহা এই আদর্শের অনুসরণ ও স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা-এই দুইএর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরমাত্ম-তত্ত্বের সহিত 'সমগ্র' বিষয়টীর সম্বন্ধ পর্য্যায়ক্রমে প্রদর্শন করিলেন।

আর একদিন প্রাতঃকালে কথা পাড়িলেন যেমন মানবজাতি প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত তেমনি বিভিন্ন বিভিন্ন জাতিরও এক একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে; যেমন হিন্দুদিগের জাতীয়কার্য্য পৌরহিত্য বা তত্ত্ববিদ্যাদান, রোমক-সাম্রাজ্যের কার্য্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহ, বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির কার্য্য হইতেছে বাণিজ্য এবং সাধারণতন্ত্রের কার্য্য হইবে ভবিষ্যৎ আমেরিকার—এইটুকু বলিয়াই তিনি অনন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন কেমন করিয়া শূদ্র সম্বন্ধীয় সমস্যা—অর্থাৎ জন-সাধারণের স্বাধীনতা ও একযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান—আমেরিকা দ্বারাই সমাহিত হইবে এবং নিজদেশের আদিম বাসীদিগের উন্নতির জন্য আমেরিকানরা কিরূপ চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতেছে।

আর এক সময়ে হয়ত মহা উৎসাহের সহিত ভারতবর্ষের বা মোগলদিগের ইতিহাস বর্ণনায় নিযুক্ত হইতেন—এ বিষয়ের মহিমা-কীর্ত্তনে তিনি কদাচ ক্লান্তি বোধ করিতেন না। গ্রীষ্ম-কালে মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি দিল্লী বা আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজকে বলিয়াছিলেন 'একটা অস্পষ্ট ম্লানিমা—একটা ক্ষীণ আভাস—এবং অদূরে চিরবিশ্রাম-স্থান।' আর একবার শাহজাঁহার কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ

উৎসাহের আবেগে বলিয়া উঠিলেন 'ওঃ! তিনিই ছিলেন মোগলবংশের কুলতিলক! অমন সৌন্দর্য্যবোধ ইতিহাসে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আর নিজেও একজন উৎকৃষ্ট কলাবিৎ ছিলেন—আমি তাঁহার স্বহস্তে চিত্রিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছি—তাহা ভারতীয় শিল্প-ভাণ্ডারের গৌরবস্থল; কি প্রতিভা!' আবার আকবরের সম্বন্ধে আরও বেশী বলিতেন এবং সে সময়ে বাষ্পাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত। আগ্রার সেকেন্দ্রার উন্মুক্ত সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে এই আবেগের হেতু সহজেই উপলব্ধি হইবে।

কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের যে ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত স্বামিজীর মধ্যে তাহারও অভাব ছিল না। এক ভাবের উদয়ে তিনি চীনকে জগতের রত্নভাণ্ডার বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং সেখানকার মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে যে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা দেখিয়াছিলেন সে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার শরীর যেন হর্ষাবেগে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, প্রাচ্য লোকদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের ধারণা যতদূর শিথিল ও অস্পষ্ট তাহার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই যে তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, চীনেদের মত অসত্যপরায়ণ জাতি আর দুনিয়ায় নেই। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত, কারণ যুক্তরাজ্যে চীনেরা বাণিজ্য-বিষয়ক সততার জন্য সুপ্রসিদ্ধ, এমন কি ও-বিষয়ে তাহাদের কথার মূল্য পাশ্চাত্যদের লেখাপড়ার চেয়েও অনেক বেশী। সুতরাং উপরোক্ত মন্তব্যটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং যদিও উহা লজ্জাকর

বটে, তথাপি উহার প্রচলন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। কিন্তু স্বামিজীর নিকট উহা অসহ্য। অসত্যপরায়ণতা! সমাজশরীরের কাঠিন্য! এসব কথা কি আপেক্ষিক নয়? আর তা ছাড়া অসত্যপরায়ণতা থাক্‌লে কি ব্যবসায় বা সমাজ কোনটাতে চলে? মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করে, তাহ'লে পরস্পরকে সাহায্যকরণ বা একত্রিত হয়ে কর্ম্মসাধন এসব কি একদিনের জন্যও হতে পার্ত্তো? আর পাশ্চাত্যভাবের সঙ্গে ওর পার্থক্যই বা কোথায়? ইংরাজরাই কি সব সময় ঠিক জায়গায় আহ্লাদ বা দুঃখ প্রকাশ কর্ত্তে পারে! তোমরা হয়ত বল্‌বে 'তবুও একটু পরিমাণের তারতম্য আছে!' হয়ত আছে—কিন্তু সে ওইটুকুই—অর্থাৎ পরিমাণেরই ইতরবিশেষ—আসল জিনিষের কিছু ভেদ নয়।

কিংবা হয়ত তিনি ইটালীতে চলিয়া গেলেন অর্থাৎ সেই দেশের সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন—'সেই ধর্ম্ম ও শিল্পের দেশ—ইউরোপে যার জুড়ী নেই—সাম্রাজ্য নির্ম্মাণ ও ম্যাট্‌সিনির দেশ—স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ভাবের জননী।'

কোনও দিন বা শিবাজী ও মহারাষ্ট্রাদিগের কথা ও কেমন করিয়া তিনি একবৎসর সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইত, আর স্বামিজী বলিতেন 'তাই আজ পর্য্যন্ত ভারতের রাজশক্তি সন্ন্যাসীকে ভীতির চক্ষে দেখেন, পাছে গেরুয়া বসনের ভিতর হইতে আবার একটা শিবাজী বাহির হইয়া পড়ে।'

কোন কোন সময়ে 'আর্য্যজাতি কাহারা ও কিরূপ?' এই

প্রশ্ন স্বামিজীর চিত্ত অধিকার করিয়া বসিত। তিনি বলিতেন, তাঁহারা মিশ্রজাতি, আর মনুষ্যজাতির বিভিন্ন প্রকার নমুনার মধ্যে সাদৃশ্য কতদূর তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেন, সুইজরলণ্ডে অবস্থান কালে তাঁহার অনেক সময় মনে হইত চীনে রহিয়াছেন —ঐ দুই জাতির মধ্যে সাদৃশ্য এত নিকট। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নরওয়েরও কতক কতক অংশ সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে, তারপর বিভিন্ন দেশ ও তদ্দেশীয় অধিবাসীদের মৌখিক আকৃতির সমালোচনা চলিতে লাগিল আর সেই হঙ্গেরীয় পণ্ডিতের কথা উঠিল, যিনি তিব্বতকে হুনজাতির উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্ণয় করিয়া ছিলেন এবং এক্ষণে দার্জ্জিলিংয়ের কবরস্থানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইত্যাদি—

কখনও কখনও স্বামিজী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইতেন, ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্র এই দুই জাতির সংঘর্ষের দৃশ্য, আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই বারবার এদেশের লোকের শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। আবার বর্ত্তমান বাঙ্গালী কায়স্থেরা যে প্রাক্ মৌর্য্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসের কতকগুলি চমৎকার হেতুও তিনি প্রদর্শন করিতেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তিনি দুইটী বিভিন্নমুখী সভ্যতার স্রোত বলিয়া চিত্রিত করিতেন—একটী চির-প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও প্রাচীন আদর্শের গভীর খাতে ধীর সন্তর্পণ গতিতে প্রবাহিত। অপরটী ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত, বিশ্বব্যাপী উদার দৃষ্টি লইয়া যুগান্তরের লৌহ নিগড় ভগ্ন করিতে উদ্যত এবং

সামাজিক বিধানের প্রস্তরস্তূপকে অপসৃত করিয়া তাহার স্থলে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক। তিনি বলিতেন, এটী একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারা যে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ব্রাহ্মণের অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য, ব্রাহ্মণত্বের প্রবল প্রতাপের প্রত্যুত্তর প্রদানের জন্যই আত্যাভিমান চূর্ণ করিবার বিরাট মুদ্গর হস্তে 'ক্ষত্রিয়-দিগের উদ্ভাবিত' বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়!

ধন্য সে মুহূর্ত্ত যখন তিনি বুদ্ধের কথা বলিতেন! কারণ অজ্ঞ বিদেশীয় শ্রোতা হয়ত তাঁহার কোন একটী কথায় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী মনে করিয়া বলিয়া উঠিল 'একি স্বামিজী, আমি জানিতাম না যে আপনি একজন বৌদ্ধ!' অমনি বুদ্ধের নামে ভাবরাগোজ্জ্বল মুখমণ্ডল প্রশ্নকর্ত্তার দিকে ফিরাইয়া তিনি বলিতেন 'ভদ্রে, আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস। তাঁহার সমতুল্য এপর্য্যন্ত কে হইয়াছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—নিজের জন্য কখনও একটি কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা সমগ্র জগৎকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র হইয়াও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এত করুণা যে একটা ছাগশিশুর জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত—এত প্রেম যে একটা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—চণ্ডালেরও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—আর বাল্যকালে তিনি এই অধমকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন!'

বুদ্ধের সম্বন্ধে তিনি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বহুবার এইরূপ

বলিতেন। আর একবার তিনি আমাদিগকে অম্বাপালীব কাহিনী শুনাইয়াছিলেন—সেই সুন্দরী প্রধানা বারনারী যে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, শুনিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল কবি রসেটীর সেই কবিতা—যাহাতে মেরী মাগদেলীন নামক পতিতা নারী প্রভু যীশুর পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিতেছেন—

ওগো ছেড়ে দাও মোরে!
বঁধুর আনন ওই
করে মোরে আকর্ষণ।
ওই মোর হৃদয়-দেবতা
দাঁড়ায়ে দুয়ারে!
কেশপাশে তাঁর মুছাব চরণ,
ধোয়াব নয়ন জলে,
আবেগ-কম্পিত অধরের ধারে—
একবার শুধু পরশিব পদ।
ওগো, আর কি এমন হবে?
আবার কি পাবো
এমন করিয়া ধরিতে হৃদয়ে
ব্যথিত চরণ দুটী?
ওগো ছেড়ে দাও মোরে!
ওই প্রভু ডাকিছেন,
ওই তিনি চাহিছেন,
ওই তিনি সোহাগ বাণীতে

করেন আহ্বান মোরে
ওগো ছেড়ে দাও!

কিন্তু কেবল জাতীয় ভাব লইয়াই যে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিত তাহা নহে। মাঝে মাঝে একদিন হয়ত অনেকক্ষণ ধরিয়া ভক্তি সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হইত। যে ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তের দেবতার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না—যে ভক্তি রায় রামানন্দের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল—যাহাকে কবির ভাষায় বলা যায়—
"চারিচক্ষে হইল মিলন। দুটী প্রাণ এক হয়ে গেল।
আর মনে নাই কে পুরুষ, কেবা নারী,—তিনি কিংবা আমি।
শুধু এই জানি, দুটী ছিল যাহা, প্রেমের পরশে এক হয়ে গেল।"*

আর একদিন প্রাতঃকালে তুষারমৌলী হিমশিখরের উপর উষার অলক্তকরাগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া স্বামিজী বলিলেন 'ওই দেখ শিব-উমা। ঐ উন্নত ধবলগিরি শুভ্রকান্তি মহাদেবের উরঃস্থল, আর ওই হেমচ্ছটা আনন্দময়ী জগজ্জননীর ভুবনমোহিনী গৌরবিভা।' প্রকৃতই এ সময়ে তাঁহার মনে এই ধারণাই বিশেষ করিয়া প্রবল হইয়াছিল যে জগতের ঈশ্বর জগতের বাহিরেও নহেন, ভিতরেও নহেন, বা এ জগৎ তাঁহার প্রতিবিম্ব নহে, তিনিই স্বয়ং এই জীব-জগতাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

---

* পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল
না সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহ মন মনোভাব পেশল জানি।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, [illegible] পরিচ্ছেদ।

সারা গ্রীষ্মকালটা তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভারতের পৌরাণিক কাহিনী সকল বর্ণনা করিতেন, সে সকল কাহিনী আমাদের 'দেশের ছেলে ভুলান গল্পের মত নহে, বরং অনেকটা প্রাচীন .গ্রীসের শৌর্য্য-সঞ্চারী উপকথার মত। ইহার মধ্যে শুকদেবের আখ্যানই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আলমোড়ার দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণ শৈলমালার পরপারে শঙ্করগিরির উপর চাহিয়া চাহিয়া আমরা প্রথম এই গল্প শুনি। সে যে কি মধুর লাগিয়াছিল!

জননী জঠর হইতে নির্গত হইলে জননীর মৃত্যু ঘটিবে ইহা জানিতে পারিয়া আদর্শ পরমহংস মহাজ্ঞানী মহাত্মা শুক পঞ্চদশ-বর্ষ গর্ভবাস ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পিতা ব্যাসদেব জগজ্জননী উমার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন 'মাগো, তুই যদি ওর মায়ার আবরণ ছিন্ন কর্‌তে ক্ষান্ত না হ'স, তাহ'লে যে ও ভূমিষ্ঠই হবে না।' তখন মহামায়া এক মুহূর্ত্তের জন্য শুক-দেবকে মায়ায় মুগ্ধ করিলেন—সেই শুভক্ষণে ভগবান শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন। ষোড়শবর্ষের শিশু, পিতা মাতা কাহাকেও চিনিলেন না। জন্মগ্রহণমাত্র নগ্নদেহে বরাবর যে দিকে দুই চক্ষু যাইতে লাগিল সেই দিকেই চলিলেন। পিতা ব্যাসদেব পশ্চাতে। অবশেষে এক গিরিশঙ্কটের নিকট উপস্থিত হইয়া শুকের দেহ যেন বায়ুতে মিশিয়া গেল—পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চ-ভূতে লয় পাইল। পিতা ব্যাস 'হা পুত্র, হা পুত্র' রবে রোদন করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোথাও কিছু নাই, শুধু সেই রব

পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া প্রণবধ্বনির সৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন শুকদেব পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করিলেন এবং পিতার নিকট আগমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। পিতা দেখিলেন পুত্র পূর্ণজ্ঞানী, তাঁহাকে শিখাইবার মত কিছুই আর তাঁহার নিকট নাই। তখন তিনি তাঁহাকে মিথিলারাজ জনকের নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রাসাদের বহির্ভাগে জনকরাজার সিংহ-দ্বারের নিকট মহাত্মা শুকদেব তিন দিন একভাবে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না, বা তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। চতুর্থ দিবসে তাঁহাকে মহাসমারোহে রাজসকাশে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তখনও সেই একভাব। কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই।

তখন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজার প্রধান মন্ত্রী এক অপরূপ দ্যুতিসম্পন্ন মোহিনী স্ত্রী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—সে রূপ দেখিয়া সভাস্থ সকলেরই চিত্তবিকার উপস্থিত হইল—কিন্তু মহাযোগী শুকদেব নির্ব্বিকার। তখন মন্ত্রীবর রাজা জনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'রাজন্, যদি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ থাকেন, তবে ইনিই সেই মহাত্মা।'

শুকদেবের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে আদর্শ-পরমহংস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনিই সচ্চিদানন্দ সাগরের অমৃতবারি এক অঞ্জলি পান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া স্বামিজী বলিতেন, 'অধিকাংশ সাধু ঐ সাগরের তটাভিঘাতধ্বনি মাত্র

শ্রবণ করিয়াই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ শুধু দূর হইতে দর্শন মাত্র করিতে পান আর স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য আরও কম লোকের হয়,—কেবল একমাত্র শুকই ঐ সমুদ্রবারি পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।'

বাস্তবিক শুকদেবই স্বামিজীর চক্ষে সাধুত্বের আদর্শ বিগ্রহ ছিলেন। যে ব্রহ্মজ্ঞানে ঐহিক জীবন ও জগৎটা বালকের খেলার ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ যদি কাহারও হইয়া থাকে তবে শুকদেবই তাহার উপমাস্থল। বহুদিন পরে আমরা শুনিয়াছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাকি তাঁহাকে 'এই আমার শুক' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর যে গভীর আনন্দানুভূতি-জনিত দৃষ্টির সহিত তিনি ভাগবত ও শুকদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনকল্পে উক্ত 'অহং বেদ্মি, শুকো বেত্তি, ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা' এই শিববাক্য আবৃত্তি করিতেন তাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

আলমোড়ায় আর একদিন তিনি বঙ্গদেশে প্রাচীন হিন্দু রীতিনীতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম তরঙ্গ সংঘাতে যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নাইনীতালে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন আবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ে বলিলেন 'আমার সমবয়স্ক এমন একজন লোকও উত্তরভারতে নাই যাহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়াছে।' এই সকল মহাত্মা যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানের

কয়েক ক্রোশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া স্বামিজী বলিলেন, এই মহাবীরই এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সেই একটি দিনের গল্প বলিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন, যেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাতী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাইবেন কিনা এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহগমন কালে হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার আগে আগে একজন স্থূলকলেবর মোগল গদাইনস্কর চালে হেলিতে দুলিতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল 'হুজুর, আপনার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র আসুন' কিন্তু তৎশ্রবণে মোগল মহোদয়ের পূর্ব্বগতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি ঠিক সেই একই গদীয়ানী চালে চলিতে লাগিলেন, ইহাতে সংবাদদাতা বিস্ময়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে মোগল-পুঙ্গব ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন 'কি! পাজী, বেয়াদব, দুই চারখানা কঞ্চি বাঁকারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া কি আমি আমার বাপ পিতামহের চাল ছাড়িব?' এই কথা শুনিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে হইল ঐ ব্যক্তির কথাই ঠিক বটে, এবং তদবধি তিনি বিলাতী পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে সনাতন ধুতি চাদরকে বাহাল রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

আর একটি চিত্র আমাদের বড় মনে লাগিত—বিদ্যাসাগর-

জননী বালিকা বিধবাগণের দুঃখে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—উহাদের বিবাহ প্রদান সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন বিধান আছে কিনা, আর বিদ্যাসাগর একমাস দ্বার বন্ধ করিয়া ক্রমাগত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া অবশেষে আসিয়া বলিলেন, 'না শাস্ত্র উহার বিরোধী নহেন' এবং তারপর বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ঐ মতের স্বপক্ষে স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তারপর দেশীয় রাজাদিগের চক্রান্তে উক্ত পণ্ডিতগণ ঐ মত প্রত্যাহার করিলে যখন তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার যোগাড় হইল, তখন কেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত করিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া স্বামিজী বলিতেন, তবে উহা যে তেমন ভাবে প্রচলিত হইল না তাহার কারণ সামাজিক নহে, আর্থিক অসচ্ছলতা।

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নৈতিক বলে সমাজ হইতে বহুবিবাহ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার যে আধ্যাত্মিক শক্তি কতখানি ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। আবার যখন শুনি, ১৮৬৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ নরনারীকে ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতে দেখিয়া এই মহাত্মাই বিষম আক্ষেপে বলিয়া উঠিয়াছিলেন 'আর ভগবান্ মানিতে বাধ্য নই, আজ হইতে আমি নাস্তিক' তখন বাহিরের তুচ্ছ মতবাদের উপর ভারতীয়গণের যে কিরূপ অনাস্থা তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই।

বাঙ্গালাদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে সকল মহাত্মা আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্বামিজী উক্ত ব্যক্তির

সহিত আর এক মহদাশয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতেন। ইনি সেই নাস্তিক বৃদ্ধ স্কটল্যাণ্ডবাসী ডেভিড হেয়ার—কলিকাতায় পাদ্রীগণ যাঁহাকে গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে সমাহিত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি এক পুরাতন ছাত্রের ওলাউঠা হইলে তাহার শুশ্রূষা করিতে গিয়া মারা যান। খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনে বিমুখ হইলে তাঁহারই আশ্রিত ও পালিত শত শত ছাত্র আসিয়া তাঁহার মৃতদেহের সৎকার করে এবং তদবধি সেই স্থান এদেশের লোকের নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এখন সেই স্থান কলিকাতার শিক্ষাকেন্দ্র কলেজ স্কোয়ারে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে সগৌরবে বিরাজ করিতেছে।

যে সময়ের কথা হইতেছিল তখন এদেশে খৃষ্টান মিশনরী-গণের খুব প্রাদুর্ভাব। সুতরাং আমরা এই প্রসঙ্গে স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে কখনও প্রভাবিত হইয়াছিলেন কিনা। আমরা যে সাহস করিয়া ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাতে স্বামিজী একটু আমোদ বোধ করিলেন, তারপর গৌরবের সহিত বলিলেন 'আমার খৃষ্টান পাদ্রীদিগের সংস্পর্শে আসা মানে শুধু একজনের সংস্পর্শে আসা। তিনি ছিলেন আমার পুরাতন শিক্ষক মিঃ হেষ্টী।' এই কোপন-স্বভাব বৃদ্ধের প্রয়োজন অতি সামান্য ছিল এবং তাঁহার গৃহে ছাত্রদিগের অবাধে যাতায়াত চলিত। এ অধিকার তিনি নিজেই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিই স্বামি-

জীকে প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারতবাসের শেষ সময়ে প্রায় বলিতেন 'হাঁ বৎস, তোমরাই ঠিক বুঝিয়াছ'—তোমরাই ঠিক বুঝিয়াছ—সব ভগবান্ এ কথাই সত্য'।' স্বামিজী বলিতেন "তাঁহার কথা বলিতে আমি গৌরব অনুভব করি, কিন্তু তা'বলে মনেও করোনা তিনি আমাকে খ্রীষ্টানী ভাবে একটুও ভাবিত ক'র্ত্তে পেরেছিলেন।'

আবার অন্যান্য বিষয়ে অনেক কৌতুককর গল্পও তাঁহার নিকট শুনিতে পাওয়া যাইত। যেমন একবার আমেরিকার এক সহরে তিনি বাসা লইয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাকে প্রত্যহ স্বহস্তে নিজের খাদ্য পাক করিতে হইত, আর সেই সময়ে এক অভিনেত্রী (সে বড় টর্কীভাজা খাইতে ভালবাসিত) আর একটি স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষের সহিত তাঁহার দেখা হইত। ইঁহারা দুই স্বামী-স্ত্রী—ভুত দেখাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করা ইঁহাদের ব্যবসায় ছিল। স্বামিজী একদিন যখন ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন 'দেখ এরূপভাবে লোককে ঠকান বড় অন্যায়, তুমি ও-ব্যবসায় ছাড়িয়া দাও' তখন তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল 'ঠিক বলিয়াছেন মহাশয়, আমিও ওকে ঐ কথা বলি; কারণ ওতে লাভ কি, উনি দেখান ভুত—আর পয়সা পেটেন মিসেস্ উইলিয়ামস্—এতে লাভ কি?'

'আর একবার' স্বামিজী গল্প করিতেন 'একজন শিক্ষিত যুবক ইঞ্জিনিয়ার তাহার মৃত মাতার আত্মা দেখিতে চাহিলে উক্ত স্থূলকায় মিসেস্ উইলিয়ামস্ একটা পরদার আড়াল

হইতে দেখা দেন। এখন ও-লোকটীর মা ছিলেন খুব রোগা। কাজেই যুবক আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল 'আহা মাগো! প্রেতলোকে গিয়া তুমি কি মোটাই হয়েছ?' স্বামিজী বলিতেন —"এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল, আমি তখন সেই যুবকটীকে ডাকিয়া বলিলাম—'দেখ, একটা গল্প বলি শোন। এক রাসিয়ান চিত্রকর এক চাষার মৃত পিতার চিত্র আঁকিবার ভার পাইয়াছিল। পিতার আকৃতি কিরূপ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে চাষা বলিয়াছিল 'আঃ হা, বলেইচি ত' তাঁর নাকের ওপর একটা আঁচিল ছিল। কাজেই চিত্রকর একটা বৃদ্ধ চাষার মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার নাকের উপর প্রকাণ্ড এক আঁচিল বসাইয়া সেই চাষাকে গিয়া বলিল 'ছবি প্রস্তুত, তুমি একবার নিজে আসিয়া দেখিয়া যাও।' চাষা আসিয়া ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াই ভাবে গদগদ হইয়া বলিল 'বাবা! বাবা! যেদিন তোমায় শেষ দেখা দেখি তারপর থেকে তুমি কতই যে বদ্‌লে গেছো'!" এই গল্প বলার পর সেই ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা আর স্বামিজীর সহিত বাক্যালাপ করিত না। ইহাতে বুঝা যায় অন্ততঃ গল্পটার সাদৃশ্য বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহার ছিল।

* * * * *

৯ই জুন বৃহস্পতিবার দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। স্বামিজীর (এবং তিনি যে হিন্দু শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহার) এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে একটা ভাব গ্রহণ করিয়া একদিন দিব্য একটি ছবি মনের সামনে ফুটাইয়া

তুলিলেন, বেশ আনন্দ পাওয়া গেল, আবার পরদিনই হয়ত তাহাকে নির্ম্মমভাবে বিশ্লেষণ ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। এ দেশের অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহারও বিশ্বাস ছিল যে কোন একটা ভাব আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া যদি ঠিক বলিয়া প্রমাণ হয় ও তাহার সহিত অন্য বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকে তাহা হইলে উহার বাস্তব সত্যতা লইয়া মারামারি করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এইভাবে দেখিতে তিনি প্রথম তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট শিক্ষা করেন। একবার নাকি তিনি তাঁহার নিকট কোন পৌরাণিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরমহংসদেব বলেন 'কি! যাদের প্রাণ থেকে এই সব ভাব বেরিয়েছে তারা যে তাহই ছিল তা বুঝ্‌তে পারিস্ না?'

'সাধারণ ভাবে' খৃষ্টের ন্যায় কৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও স্বামিজী সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। বলিতেন ধর্ম্ম শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধ ও মহম্মদেরই 'শত্রু মিত্র' ছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ অকাট্য। আর সব যেন ছায়ায় ঘেরা—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ। কবি, দার্শনিক, যোদ্ধা, রাখাল, রাজা সব একত্রিত হ'য়ে গীতাহস্তে এক অপূর্ব্ব চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে—তাঁরই নাম শ্রীকৃষ্ণ। "কিন্তু এখন কৃষ্ণই সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ।" এই বলিয়া তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেই অদ্ভুত চিত্র আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধরিলেন—সারথি কৃষ্ণ রথবাহী অশ্বগণকে সংযত করিবার জন্য রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন,

তারপর অর্জ্জুনকে বিষাদমগ্ন দেখিয়া গীতার গভীর তত্ত্ব বুঝাইতেছেন।

* * * স্বামিজী আর একটী কথা বলিতে বড় ভালবাসিতেন। সেটী এই ঃ—গীতিকাব্যে বিরহ, পূর্ব্বরাগাদি যতপ্রকার ভাব-সমাবেশ সম্ভব, কৃষ্ণ উপাসকেরা তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই।

১০ই জুন বৈকালে আলমোড়ায় শেষ কথাবার্ত্তা হয়—সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পীড়ার বিষয় বলিয়াছিলেন। কেমন করিয়া ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার পীড়াকে সাংঘাতিক ও সংক্রামক বলায় শিষ্যদিগের সকলের ভাবনা হইয়াছিল, ও সেই ভাবনা দূর করিবার জন্য স্বামিজী ঐ কথা শুনিবামাত্র স্বহস্তে পরমহংসদেবের ভুক্তাবশিষ্ট ক্ষতনিঃসৃত পূযাদিমিশ্রিত সুজির পাত্র নিঃশেষে চুমুক দিয়া পান করিয়াছিলেন এই সব কথা হইয়াছিল।"

এই সকল গল্প গুজবের মধ্যেও সময়ে সময়ে মনুষ্য জীবনের দুর্ব্বিষহ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া স্বামিজী অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন এবং হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। নির্জ্জনতার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ অধীর হইয়া উঠাতে ২৫ মে তারিখে তিনি বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কয়েকদিনের জন্য একাকী আলমোড়া হইতে কিছু দূরে সীয়াদেবী নামক এক নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু তথনও লোকের ভিড় থাকাতে তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল।

সুতরাং তিনি দিনকয়েকের জন্য মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারকে সঙ্গে লইয়া মঠের জন্য স্থানাদি অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে আলমোড়া হইতে কিছু দূরে এক নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। এই সময়টা তাঁহার মনে আবার পূর্ব্বকার ন্যায় স্বল্পাহারী, শীতা-তপসহিষ্ণু, নির্জ্জনচারী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ৫ই জুন রবিবার সন্ধ্যাকালে উক্ত নির্জ্জনবাস হইতে আলমোড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দুইটী নিদারুণ শোক-সংবাদ প্রাপ্ত হন—একটী, পরমহংস পাওহারী বাবার দেহত্যাগ, অপরটী তাঁহার প্রিয় শিষ্য গুড্‌উইন সাহেবের পর-লোক গমন। পাওহারী বাবাকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন, সুতরাং উক্ত মহাত্মার তিরোভাব যে তাঁহার নিকট কষ্টকর হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তিনি বলিতেন রামকৃষ্ণদেবের পরই পাওহারী বাবার স্থান; কিন্তু গুড্‌উইনের মৃত্যুতে স্বামিজী বিশেষ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গুড্-উইন আলমোড়ায় ছিলেন। সেখান হইতে তিনি মান্দ্রাজে গমন করিয়া 'মান্দ্রাজ মেল' নামক সংবাদপত্রের অফিসে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া উতকামন্দ গমন করেন এবং সেইখানেই ২রা জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। এই শোক-সংবাদ প্রথম দিন কেহ স্বামিজীকে জানাইতে সাহস করে নাই। দ্বিতীয় দিন মিসেস্ বুলের বাংলাতে এই সংবাদ ধীরে ধীরে তাঁহাকে প্রদত্ত হইলে তিনি অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত উহার আঘাত সহ্য করিলেন। কিন্তু

বেশীদিন আর ঐ স্থানে থাকিতে পারিলেন না। একদিন বলিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বাহিরে ভক্তিময় হইলেও ভিতরে প্রকৃত জ্ঞানময় ছিলেন; কিন্তু তিনি নিজে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ বাহিরে জ্ঞানের ভাব থাকিলেও ভিতরটা বড়ই কোমলতাপূর্ণ। গুড্‌উইনের মৃত্যুতে তিনি যে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়।

"কয়েক ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন—'আমার একটা মস্ত দুর্ব্বলতা হয়েছে—গুড্‌উইনের মূর্ত্তিখানা কেবলি মনের ভিতর জাগ্‌ছে। এটা ত ভাল নয়—মানুষের পক্ষে মাছ বা কুকুরের স্বভাব ছাড়্‌তে না পারা যেমন অগৌরব, স্মৃতির দাস হওয়াও তেমনি। মানুষকে এ ভ্রান্তির মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে, বুঝ্‌তে হবে মৃতেরাও ঠিক আগেকার মত আমাদের আশে পাশে আছে, কোথাও যায় নি। তারা যে নেই, তাদের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ হয়েছে এইটে ভাবাই ভুল—এইটেই কল্পনা।'—তারপর বলিলেন 'কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাতে এই জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে এটা মনে করাই আহাম্মোকি। তা' যদি হোতো তা'হলে গুড্‌উইনকে হত্যা করার জন্য এরকম ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ ক'রে তাকে নিহত করাই উচিত হোতো না কি? বল দিকিন, গুড্‌উইন বেঁচে থাক্‌লে কত কাজ কর্ত্তে পারতো!'

এই সময়ে একদিন তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন গুড্‌-উইন সাহেবের মৃত্যুতে একটি বিলাপ-সঙ্গীত লিখিয়াছিলেন কিন্তু স্বামিজী সেইটী সংশোধন করিতে গিয়া তাহার আদ্যোপান্ত

পরিবর্ত্তন করিয়া "Requiescat in Pace." (সে শান্তিতে থাকুক) শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র ইংরাজী পদ্য রচনা করিয়া গুড্-উইনের শোকসন্তপ্তা জননীর নিকট তাঁহার পুত্রের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুড্উইনের সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছিলেন ঃ—

"The debt of gratitude I owe him can never be repaid, and those who think they have been helped by any thought of mine, ought to know that almost every word of it was published through the untiring and most unselfish exertions of Mr. Goodwin. In him I have lost a friend true as steel, a disciple of never-failing devotion, a worker who knew not what tiring was, and the world is less rich by one of those few who are born, as it were, to live only for others."

[ভাবার্থ ঃ—গুড্উইনের ঋণ অপরিশোধনীয়। আর যাঁহারা মনে করেন আমার কোন চিন্তা দ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে তাহার প্রত্যেক কথাটি শ্রীমান্ গুড্উইনেরই স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে আমি একজন অকপট বন্ধু, ভক্তিমান্ শিষ্য এবং অদ্ভুত কর্ম্মীকে হারাইয়াছি, যে জানিত না ক্লান্তি কাহাকে বলে। পরার্থে যাঁহারা জীবনধারণ করেন এরূপ লোক জগতে অতি অল্প। সেই অত্যল্প সংখ্যারও আর একটি হ্রাস পাইল।]

ইহার পর হইতে লোকের সঙ্গ স্বামিজীর নিকট দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি এস্থান ত্যাগ করিবার জন্য অধীর

হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে, যাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বামিজীর ভাব অবলম্বনে ও তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যগণের অর্থসাহায্যে রাজাম্ আয়ার নামক একজন শক্তিশালী মান্দ্রাজী যুবক লেখকের-সম্পাদকতায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত সম্পাদকের পরলোক-প্রাপ্তিতে কাগজখানি উঠিয়া গিয়াছিল। স্বামিজী ইহাতে একটু দুঃখ অনুভব করেন, কারণ তিনি এই কাগজখানিকে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণের দ্বারা ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এমন কি একখানি দৈনিক পত্র পরিচালন করিবার সঙ্কল্পও বহুদিন হইতে তাঁহার মাথায় ছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে মিঃ সেভিয়ার ঐ কাগজখানি পুনরায় চালাইবার জন্য আবশ্যকানুযায়ী ব্যয়ভার বহন করিতে রাজী হইলেন। স্থির হইল, স্বরূপানন্দের সম্পাদকত্বে ঐ কাগজখানি অনতিবিলম্বে আলমোড়া হইতে প্রকাশিত হইবে এবং সেভিয়ার সাহেব তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন। এই বন্দোবস্তে স্বামিজী আনন্দিত হইয়া ১১ই জুন তারিখে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

কাশ্মীরে।

১২ই জুন (১৮৯৮) স্বামিজী স্বদলে ভীমতালে বিশ্রাম করিয়া রাওলপিণ্ডি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাবে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিখ গুরুদিগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। * শিখদিগের অতুল বীরত্ব ও সমরনাদ 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে' তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব ও শিখগুরুদিগের

---

* সিষ্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন :—"পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা গুরুদেবের স্বদেশপ্রেমের গভীরতম পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যদি কেহ তাঁহাকে সে সময়ে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া বসিতেন যে, স্বামিজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি উহার সহিত আপনাকে এত অভেদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত যেন তিনি ঐ দেশের লোকের সহিত বহুপ্রেম ও ভক্তিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক, এবং দিয়াছেনও অনেক। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ছিলেন যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতেন যে, তাঁহাতে তাঁহারা গুরু নানক ও গুরুগোবিন্দের (অর্থাৎ তাঁহাদের প্রথম ও শেষ গুরুর) অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সন্দেহপ্রবণ, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। আর যদি তাঁহারা তাঁহার আশ্রিত ও অন্তরঙ্গশ্রেণীভুক্ত ইউরোপীয় শিষ্যগণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে বা তাঁহার ন্যায় উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনি এই উদারহৃদয় লোকগুলিকে তাঁহাদের মতের অপরিবর্ত্তন এবং অটুট কঠোরতার জন্য যেন আরও অধিক ভালবাসিতেন।"

অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা বেদান্তের শ্রেষ্ঠভাবগুলি সাধারণের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রচার করিয়াছেন যে আজও পর্য্যন্ত কৃষককন্যার চরকা হইতে 'সোঽহম্' 'সোঽহম্' শব্দ নির্গত হয়। পরে সেকন্দরশাহের পঞ্জাব আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং গান্ধারের ভাস্কর শিল্পের সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে ইউরোপীয় সাহেবেরা আবার বলে যে আমরা নাকি গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াছি!

রাওলপিণ্ডি হইতে সকলে টঙ্গা করিয়া মরীতে পৌঁছিলেন; এখানে তিন দিন থাকিয়া কতক টঙ্গা ও কতক নৌকা সাহায্যে ২২শে জুন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। পথে কোহালা হইতে বরামুল্লা পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধঃপতন ও ধর্ম্মের নামে বামাচারাদি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুযোগ করিলেন।

পথের দৃশ্য অতি রমণীয়! কোথাও কৃষক আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে, কোথাও সাধুসন্ন্যাসীরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়া দেবমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পর্ব্বত-সানুদেশে শত শত আইরিস্ পুষ্প ফুটিয়াছে। মধ্যে শ্যামল উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র, চতুর্দ্দিকে তুষারাবৃত শুভ্রশীর্ষ পর্ব্বতমালা।

কাশ্মীরের শৈলগাত্রক্ষোদিত প্রাচীন কাহিনী, ধ্বংসস্তূপ ও অসরল গিরিসঙ্কটসমূহ স্বামিজীর স্মৃতিপথে উদিত হইল।

তিনি যেখানে যাইতেন সেখানকার ভাব গ্রহণ এবং রীতি-নীতির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন। কাশ্মীরে পৌঁছিয়াও কাশ্মীরিদের সামাবার হইতে চা পান ও তাহাদের চাট্নী, মোরব্বা প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিলেন।

সঙ্গে চাকর না আনাতে নিজেকেই আহারাদির তদ্বির ও সকলের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইল। এ সকল কাজ চিরদিনই তিনি আগ্রহ সহকারে করিতেন। বরামুল্লায় পৌঁছিয়া তিনডোঙ্গা বিশিষ্ট একটী হাউসবোট ভাড়া করিলেন ও তৃতীয় দিবসে শ্রীনগরে পৌঁছিলেন। পরদিবস বিতস্তা নদীর ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে নৌকা বাঁধিয়া সঙ্গীদিগকে লইয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ক্রমে একটী খামারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে একটী সুশ্রী বর্ষীয়সী মুসলমান রমণী চরকায় পশম কাটিতেছিলেন ও তাঁহার নিকটে তাঁহার দুই পুত্রবধূ ও তাহাদের ছেলেমেয়েরা তাঁহার কাজে সাহায্য করিতেছিল ও খেলা করিতেছিল। স্বামিজী সঙ্গীদিগের নিকট ইহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে গতবৎসর তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ইহাদের নিকট একটু জল চাহিয়াছিলেন এবং জলপান করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'মা, তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ?' তখন উক্ত বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক গর্ব্বোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর করিয়াছিলেন 'ধন্য খোদা, খোদার অনুগ্রহে আমি মুসলমানী'। এবারও এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবার স্বামিজী ও তাঁহার বন্ধুদিগকে যথেষ্ট খাতির করিলেন।

২২শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত ডোঙ্গায় ডোঙ্গায়

শ্রীনগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ হইতে লাগিল। স্বামিজীর মুখের বিশ্রাম নাই—গল্প উপদেশাদি সমভাবে চলিতেছে। কাশ্মীরে কত ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; অশোক হইতে কনিষ্কের আমল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কত উন্নতি অবনতি ও ক্রমবিস্তৃতি হইয়াছে, শৈবোপাসনার ইতিহাস, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন। একদিন দিগ্বিজয়ী জেঙ্গীস খাঁর রাজ্যজয় সম্বন্ধে বলিলেন যে তিনি নীচ লোকের ন্যায় পরপীড়ক বা রাজ্যলিপ্সু ছিলেন না, নেপলেয়ঁ ও সেকন্দর বাদশাহের সহিত একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য—জগতে বৈষম্যের মধ্যে সাম্যস্থাপন ইঁহারও লক্ষ্য ছিল। আবার বলিলেন, হয়ত একই আত্মা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তিন বিভিন্নমূর্ত্তির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভক্তি, ধ্যান, প্লেটোর দর্শন, লীলাবাদ, টমাস এ কেম্পিস্, তুলসীদাস, পরমহংসদেব ইত্যাদি অনেক বিষয়েরই আলোচনা হইল। গীতা সম্বন্ধে বলিলেন 'that wonderful poem, without one note in it of weakness or unmanliness' ('সেই অদ্ভুত কাব্য—যাহাতে দুর্ব্বলতার ছায়া মাত্র নাই')।

বিতস্তাতীর দিয়া গমনকালে তাঁহার মনোমধ্যে পূর্ব্ব স্মৃতি-সমূহ প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল। ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে প্রেমের দ্বারা কেমন করিয়া অসৎকে জয় করা যায় তৎপ্রসঙ্গে একদিন নিজের এক বাল্যবন্ধুর গল্প করিলেন। বলিলেন, এই বন্ধুটী কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকদিন ধরিয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য পীড়ায়

ভুগিতেছিলেন। ডাক্তার বৈদ্যেরা কিছুই করিতে পারিল না। তখন তিনি জীবনে হতাশ্বাস হইয়া ঐ রকম অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে যাহা হয় তাহাই হইলেন অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়ে বীতরাগ হইলেন। তারপর স্বামিজীর •কথা•শুনিতে পাইয়া এবং তিনি একজন যোগীপুরুষ—হয়ত আমার পীড়া আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন এই মনে করিয়া একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজী তাঁহার আহ্বানে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ এই শ্রুতিবাক্যটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্মবেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ"

(বৃহদারণ্যক)

অর্থাৎ "যিনি মনে করেন তিনি ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিভূত হন, যিনি মনে করেন তিনি ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন তিনি ক্ষত্রিয় কর্তৃক অভিভূত হন, এবং যিনি মনে করেন তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড কর্তৃক অভিভূত হন।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোগীর নিকট উহা বলিবামাত্র ঠিক যেন মন্ত্রবৎ কার্য্য হইল। শ্লোকটী আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহার মর্ম্মপরিগ্রহ করিয়া শরীরে বিশেষ বলানুভব করিলেন এবং তারপর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইলেন। গল্পটী শেষ করিয়া স্বামিজী বলিলেন 'সুতরাং দেখিতেছ, যদিও আমি সময়ে সময়ে বেয়াড়া রকম কথাবার্ত্তা বলি এবং রাগিয়াও কথা বলি, তথাপি মনে

রাখিও আমার হৃদয়ের ভিতর সত্য সত্য ভালবাসা ছাড়া আর অন্য কিছু নাই। যেদিন আমরা ঠিক বুঝিব যে আমরা জগৎকে ভালবাসি সেদিন সব ঠিক হইয়া যাইবে।'

দেশাচারের কথা বলিতে বলিতে উল্লেখ করিলেন যে, দেশাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রথম অভ্যুত্থান পঞ্চম বৎসর বয়সে। আহারের সময়ে দক্ষিণহস্তের পরিবর্ত্তে বামহস্তে ঘটি ধরিয়া জলপান করিলে ঘটির গায়ে ভাত লাগে না, সুতরাং ঐরূপ করাই ভাল, এই বলিয়া তিনি মাতার সহিত তর্ক করিতেন। কিন্তু মা গোঁড়া হিন্দুর মেয়ে, ওকথা কানেই তুলিতেন না।

আবাল্যবর্দ্ধিত শিবানুরাগ এই সময়ে তাঁহার মনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কখনও শিবমাহাত্ম্য-বর্ণনে ক্লান্তিবোধ করিতেন না। বলিতেন 'হাঁ, এই শান্ত সুন্দর তাপস মূর্ত্তিই আমার আরাধ্য হৃদয়দেবতা।' হরগৌরীর অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন এই পৌরাণিক ধারণার মূলে দুটী বিভিন্ন ভাব নিহিত আছে। একটী, সর্ব্বত্যাগ ও সন্ন্যাসের ভাব, অপরটী বিশ্বব্যাপী প্রেমের ভাব। এই কোমলে কঠোর সম্মিলনই জগত্তত্ত্ব বুঝিবার গূঢ় প্রণালী। তাই মহাকাল শ্মশানেশ্বরের ভৈরবরুদ্র মূর্ত্তির সহিত জগজ্জননীর মধুর মাতৃমূর্ত্তির মিলন। আর একদিন বলিলেন 'এই গ্রীষ্মতেই প্রথম বুঝিলাম মহাদেবের জটায় গঙ্গাফেণলেখার অর্থ কি। মহাদেবের জটাকলাপের মধ্য হইতে কল কল ধ্বনি করিয়া গঙ্গা ভূতলে প্রবাহিতা হইতেছেন কথাটা ঠিক, কারণ আমি এ কলনাদের অর্থ বুঝিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি, শেষে বুঝিয়াছি

শত শত জলপ্রপাত শুধু 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি করিয়া আকুল ভাবে শৈলমালার মধ্য দিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগতের পানে ছুটিয়াছে।'

এই সময়ে নিবেদিতা একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আচ্ছা, কালীঘাটে দেখিয়াছি শত শত লোক দেবমূর্ত্তির সম্মুখের ভূমি চুম্বন করিতেছে, ইহার অর্থ কি?' স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন 'এই হিমগিরির পদপ্রান্ত চুম্বন করা আর দেবীর সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ড চুম্বন করা কি একই জিনিষ নহে?'

কাশ্মীরে আসার এক সপ্তাহ পরেই স্বামিজী জনসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে একাকী কোথায় চলিয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিলে সকলে লক্ষ্য করিতেন এক অপরূপ স্বর্গীয় দীপ্তিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সময়ে সময়ে বলিতেন 'দেহের বিষয় চিন্তা করাও পাপ', কখনও বলিতেন 'শক্তি প্রদর্শন করা অনুচিত', কখনও বা বলিতেন 'কোন জিনিষই আগের চেয়ে ভাল হয় না, জিনিষ যা তাই থাকে, শুধু আমরাই বদ্‌লে যাই, আগের থেকে ভাল হই।' তিনি মনুষ্যজীবনকে প্রায়ই ভগবৎশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এ সময়ে সমাজের সংস্পর্শে যেন তাঁহার যন্ত্রণা বোধ হইত, আগেকার মত সন্ন্যাসীর শান্ত ও নিরালম্ব জীবনই ভাল লাগিতেছিল এবং গোড়া থেকে মতলব এঁটে কোন কাজ করা দিন দিন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই স্পষ্ট বুঝা যাইত যে নির্জ্জন-

বাস ও মৌনাবলম্বনই আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। স্বামিজী নিজেও বলিতেন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবে কত প্রভেদ দেখ। ও দেশের লোক মনে করে ২০ বৎসর একলা বাস কর্‌লে লোক ক্ষেপে যায়, আমাদের দেশে কিন্তু সংস্কার যে অন্ততঃ ২০ বছর নির্জ্জনে না থাক্‌লে কোন লোক আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না।'

শ্রীনগর থেকে মাঝে মাঝে এদিক ওদিকেও যাওয়া হ'ত। ২৯শে জুন তখ্‌ত্‌-ই-সুলেমানের মন্দির দেখিতে যাওয়া হইল। তিন হাজার ফিট্ উঁচু একটা ছোট পাহাড়ের চূড়োর উপর এ মন্দির। এখান থেকে সমুদয় কাশ্মীরটা বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। স্বামিজী বলিলেন 'দেখ, মন্দিরের জায়গা নির্ব্বাচন বিষয়ে হিন্দুদের কি দক্ষতা! মন্দিরগুলি সবই প্রায় এমন যায়গায় যেখানটা দেখ্‌তে খুব চমৎকার।' উদাহরণ-স্বরূপ তিনি হরিপর্ব্বত ও মার্ত্তণ্ডের মন্দিরের কথা উল্লেখ করিলেন। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্ব্বত উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়া একটি অর্দ্ধশায়িত সিংহ অবস্থিত, আর মার্ত্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে একটী উপত্যকা বিরাজমান।

৪ঠা জুলাই স্বামিজী একটু ছোটরকমের কৌতুকের আয়োজন করিলেন। ঐ তারিখে আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছিল, সুতরাং এটি আমেরিকার একটি জাতীয় উৎসবের দিন। স্বামিজী তাঁহার আমেরিকান শিষ্যদিগকে কিছু না বলিয়া একটি ব্রাহ্মণ দরজীর সাহায্যে গোপনে খাবার নৌকার দরজার উপর তুলা দিয়া ডোরা দাগ ও তারকা চিহ্ন অঙ্কিত আমেরিকার

একটি জাতীয় নিশান প্রস্তুত করাইয়া টাঙ্গাইয়া দিলেন ও Ever green গাছের ডালপালা দিয়া নৌকার দরজা সাজাইলেন। সেখানে চা পানের আয়োজন হইল। তিনি নিজে 'To the 4th of July' ('৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি') শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেটি আবৃত্তি করা হইল। ঐ কবিতায় তিনি যে স্বাধীনতার বিরাম নাই সেই শেষ স্বাধীনতার বিজয়গাথা গাহিয়াছিলেন। প্রকৃতই চারিবৎসর পরে ঠিক ঐ দিনে (অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই তারিখে) তিনি সমুদয় বন্ধন ভগ্ন করিয়া এই অনন্ত স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Behold, the dark clouds melt away,
That gathered thick at night, and hung
So like a gloomy pall, above the earth !
Before thy magic touch, the world
Awakes. The birds in chorus sing.
The flowers raise their star-like crowns,
Dew-set, and wave thee welcome fair.
The lakes are opening wide in love,
Their hundred thousand lotus-eyes,
To welcome thee, with all their depth.
All hail to thee, Thou Lord of Light !
A welcome new to thee, to-day,
Oh Sun ! To-day thou sheddest *Liberty !*

Bethink thee how thee world did wait,
And search for thee, through time and clime.
Some gave up home and love of friends,
And weht in quest of thee, self-banished,
Through dreary oceans, through primeval
forests,
Each step a struggle for their life or death,
Then came the day when work bore fruit,
And worship, love and sacrifice,
Fulfilled, accepted and complete.
Then thou, propitious, rose to shed
The light of *Freedom* on mankind.

Move on, Oh Lord, in thy resistless path !
Till thy high noon o'erspreads the world,
Till every land, reflect thy light ;
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed !

"ঐ দেখ কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলি অন্তর্হিত হইতেছে; রজনীতে পুঞ্জীকৃত হইয়া তাহারা ধরাপৃষ্ঠ কি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল ! তোমার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে জগৎ জাগরিত হইতেছে। বিহঙ্গগণ সমস্বরে গান করিতেছে; কুসুমনিচয় তাহাদের

শিশির-খচিত তারকা-প্রতিম মুকুটগুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তোমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে, বাপীসকল প্রেমভরে তাহাদের শত সহস্র কমলনয়ন বিস্ফারিত করিয়া তোমাকে হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে অভিবাদন করিতেছে।

হে দিবাস্পতে, স্বাগত! আজ তোমাকে নূতন করিয়া সম্ভাষণ করিতেছি। হে তপন! আজ তুমি স্বাধীনতা বিকীরণ করিতেছ। ভাব দেখি, জগৎ কিরূপে তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছিল, কত দেশ দেশান্তর যুগ যুগান্তর ধরিয়া তোমার সন্ধান করিয়া আসিয়াছে?—কেহ কেহ বা গৃহ পরিজন ছাড়িয়া ভীষণ জলধি ও গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতি পাদক্ষেপে জীবনমরণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অন্বেষণে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে!

তারপর এক শুভদিনে সেই শুভকর্ম্মের ফল ফলিল, এবং উপাসনা, প্রেম ও ত্যাগব্রত সর্ব্বাঙ্গ হইয়া উদ্‌যাপিত এবং গৃহীত হইল। আর, তখন তুমি প্রসন্ন হইয়া মানবজাতীর উপর স্বাধীনতালোক বিকীরণ করিবার জন্য উদিত হইলে!

চল প্রভো, তোমার নির্দ্দিষ্টপথে অমোঘ গতিতে চলিতে থাক, যত দিন না তোমার মধ্যাহ্ন কিরণ সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলে, যতদিন না নরনারী নিজ নিজ দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচিত দেখিতে পায়, এবং সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া অনুভব করে যে, তাহাদের মধ্যে যে নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা নব জীবনেরই সঞ্চার!"

শ্রীনগর হইতে ডাল হ্রদের পথে এই উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীনগরে ফিরিবার সময়ে স্বামিজী বৈরাগ্যের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা সংসারকে সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁহাদের উদ্দেশে অবজ্ঞাভরে বলিলেন,—'জনক রাজার কথা সকলেই বলে! জনকরাজা হওয়া, অনাসক্ত হ'য়ে রাজত্ব করা কি মুখের কথা! ধন, যশ, স্ত্রী-পুত্র কিছু-তেই আকাঙ্ক্ষা নেই এমন ভাবে সংসার করা বড় সহজ নয়! ওদেশে সকলেই বল্‌তো যে তার জনক রাজার অবস্থা লাভ হ'য়েছে। আমি বল্‌তুম 'এদেশের কথা কি? ভারতবর্ষেই জনকের মত লোক জন্মায় না!' অন্যদিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন 'মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সঙ্গে জোনাকির, অনন্ত সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের, মেরুপর্ব্বতের কাছে একটা সরষে দানার যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।' * শেষে বলিলেন, যাহারা সাধুতার ভাণ করে তাহাদিগকেও তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, কারণ "তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ কচ্ছে, এবং নিজেরা না পাল্লেও অন্যের কৃতকার্য্যতার পথ পরিষ্কার কচ্ছে। যদি সন্ন্যাসের নিদর্শন 'গেরুয়া' না থাক্‌তো, তা'হলে বিলাসিতা ও সাংসারিকতা মানুষকে একেবারে অপদার্থ বর্ব্বর পশু ক'রে ফেল্‌তো।"

---

* মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যৎ তথা ভিক্ষু গৃহস্থয়োঃ॥

১৮ই জুলাই সকলে ইসলামাবাদ যাত্রা করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে তাঁহারা বিতস্তাতটবর্ত্তী এক জঙ্গলের মধ্যে একটি পঙ্কিল পুষ্করিণীতে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় "পাণ্ড্রেস্থান" ('পাণ্ড্রে-স্থান'—পাণ্ডবদিগের স্থান ?) মন্দির দর্শন করিলেন। মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামিজী সহযাত্রীগণের নিকট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং সেই মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সূর্য্যচক্র, সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নরনারী মূর্ত্তিসমূহ ও অন্যান্য ভাস্কর্য্যাদি কিরূপে নিরীক্ষণ করিতে হয় তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মন্দিরের বাহিরে বুদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থায় একটি সুন্দর মূর্ত্তি এবং তদীয় জননী মায়াদেবীর একটি ভগ্নমূর্ত্তি ছিল। মন্দিরটি বৃহদাকার প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দেখিতে পিরামিডের ন্যায় ক্রমসূক্ষ্ম। ইহা মার্ত্তণ্ড অপেক্ষা প্রাচীন, সম্ভবতঃ কণিষ্কের সমসাময়িক (১৫০ খৃঃ অঃ)।

স্বামিজীর চক্ষে স্থানটী অতি মধুর পূর্ব্বকথার উদ্দীপনা করিয়া দিল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং তিনি ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারিটী ধর্ম্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদেরই অন্যতম :—

(১) বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ—এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ত কুণ্ডনামগুলির প্রচলন, যথা 'বেরনাগ' ইত্যাদি ; (২) বৌদ্ধধর্ম্মের যুগ, (৩) সৌর উপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের যুগ এবং (৪) মুসলমানধর্ম্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্য্যই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ শিল্প এবং সূর্য্যচিহ্নিত চক্র, অথবা পদ্ম ইহার খুব সাধারণ কারুকার্য্য স্থানীয়। সর্পসম্বলিত

মূর্ত্তিগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এইজন্য সূর্য্যমূর্ত্তিটি নৈপুণ্য-বর্জ্জিত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে নৌকায় ফিরিলেন। সেই নির্জ্জন দেবমন্দির ও বুদ্ধের প্রশান্ত দেবমূর্ত্তি দর্শনে স্বামিজীর প্রাণ ভাবপ্রবাহে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিন সন্ধ্যায় তিনি অবিশ্রান্ত নূতন নূতন ঐতিহাসিক তুলনাসমূহের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সহিত রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিলেন, ক্যাথলিকেরা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও রোমান ক্যাথলিকদের Mass আছে, যেমন দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্যাদি ভোজ্য নিবেদন, আবার উহাদের Blessed Sacroment আমাদের 'প্রসাদ'—তফাতের মধ্যে আমরা হাঁটু না গেড়ে ব'সে নিবেদন করি (গরম দেশের ধারাই ঐ!) তবে তিব্বতের লোকে হাঁটু গাড়ে। তারপর বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপদান, বাদ্যসঙ্গীত ইত্যাদি সবই আছে। এমন কি Tonsure পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তার সাক্ষী এখনও এদেশের মুণ্ডনপ্রথা। আর রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে monk আর nun এর মত এদেশেও বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব থেকেই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ছিল। তারপর বলিলেন ইউরোপের লোকেরা Thebaidদের কাছ থেকে এই সন্ন্যাস জিনিষটা শিখেছে।

স্বামিজীর বিশ্বাস ছিল খ্রীষ্টান ধর্ম্মটা সবই আর্য্যধর্ম্মের ছায়া

মাত্র। ভারতীয় ও মিসরীয় ভাবের সহিত ইহুদী ও গ্রীক ভাবের সংমিশ্রণ। যীশুর ঐতিহাসিকতাও ক্রীটের স্বপনের পর থেকে তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেছিলেন। তবে বলিতেন "সেন্টপলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তিনিও কিছু স্বচক্ষে যীশুকে দেখেন নি, তবে যেন তেন প্রকারেণ লোককে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে ক'রে পুরাণো ন্যাজারীন (nazarene) ধর্ম্মসম্প্রদায়টাকে জাগিয়ে তুলে Christ ব'লে একটা জিনিষ খাড়া কল্লেন, যাকে অবলম্বন ক'রে উপাসনা চল্‌তে পারে। আর যীশুর নামে যত উপদেশ বেরিয়েছে তার উৎপত্তিস্থল ইহুদী পণ্ডিত হিলেল (Hillel)। তাঁরই উপদেশ যীশুর নামে চালান হয়েছে। আর 'পুনরুত্থান' (Resurrection) ব্যাপারটা বাসন্তিক দাহ (Spring cremation) নামক একটা প্রাচীন প্রথার নব সংস্করণ মাত্র।

কিছুদিন হইল অক্‌স্‌ফোর্ডের Fred. C. Conybeare M. A., F. B. A. প্রণীত The Historical Christ নামক পুস্তকে যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের (যথা, J. M. Robertson, Dr. A. Drews, Prof. W. B. Smith) যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবিকল স্বামিজীর মতের অনুরূপ।

স্বামিজী বলিতেন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদের অস্তিত্ব বিষয়ক ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, বুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন "মনুষ্যজাতির মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কখনও নিজের জন্য একটি নিশ্বাস গ্রহণ করেন নি,

কিংবা কখনও বলেন নি 'আমার পূজা কর।' তিনি বলতেন 'বুদ্ধ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট লোক নয়—একটা অবস্থা মাত্র। আমি দরজা খুঁজে পেয়েছি। তোমরা সব ভিতরে প্রবেশ কর।"

পরদিন নৌকায় যাইতে যাইতে অবন্তীপুরের দুইটি ধ্বংস-প্রাপ্ত মন্দির তাঁহাদিগের নেত্র-পথবর্ত্তী হইল।

২২শে তাঁহারা ইস্‌লামাবাদে পৌঁছিলেন। পথে যাইতে যাইতে স্বামিজী বলিলেন 'খ্রীকৃষ্ট বল আর যাই বল, কোন জাতিই আজ পর্য্যন্ত জাপানীদের চেয়ে বেশী স্বদেশপ্রেম দেখাতে পারে নি। তারা কথা কয়না—কিন্তু কাজে দেখায়—কি ক'রে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। জাপানীযুদ্ধের সময় জাপানের একটা লোকও স্বদেশদ্রোহী বলে ধরা পড়েনি।'

যদিও স্বামিজী সাধারণতঃ গভীর ভাবপূর্ণ কথাই বলিতেন, তথাপি তাঁহার বালকবৎ সরল হৃদয়ে উচ্ছল হাস্যকৌতুকের অভাব ছিল না। দিনরাত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না কারণ তাঁহার স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন ছিল। তিনি কখনও গম্ভীর, কখনও বা কৌতুহলময় আমোদপ্রিয়—এই উভয় প্রকার ভাবের সমাবেশই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা কিন্তু ইহা আদৌ পছন্দ করেননা। ধর্ম্মোপদেষ্টা যে আবার ফষ্টিনষ্টি বা চাপল্য প্রকাশ করিবে ইহা তাঁহাদের একেবারে অসহ্য। তাঁদের একজন একবার স্বামিজীকে বলেও-ছিলেন 'আপনি সাধারণ লোকের মত হাসি ঠাট্টা করেন,

এটা কি ভালো ?" স্বামিজী তাহাতে জবাব দিয়াছিলেন 'আমরা জ্যোতির সন্তান, আনন্দের তনয়, আমরা কেন মুখ অন্ধকার করে থাকবো ?'

২৩শে তাঁহারা মার্ত্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলেন। মন্দিরটীর গথিক ধরণের নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়া স্বামিজী পূর্ত্তশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকের মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে তাঁহারা ২৫শে অচ্ছাবল (অক্ষয় বল) নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এখানে স্বামিজী দুই তিন সহস্র যাত্রীকে অমরনাথ গমন করিতে দেখিয়া স্বয়ং সেখানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যার সময় নৌকায় পৌঁছিয়া জিনিষপত্র গোছান ও পত্রাদি লেখা হইল।

পরদিন বৈকালে সকলে বাওয়ান যাত্রা করিলেন। অমরনাথের দুর্গম পথে নিবেদিতা ব্যতীত স্বামিজীর শিষ্যাগণের মধ্যে আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন না। স্থির হইল যতদিন স্বামিজী ফিরিয়া না আসেন ততদিন তাঁহারা পহলগামে অবস্থিত করিবেন।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী।

হিমালয়ের তুষারাবৃত পথের মধ্য দিয়া শত শত যাত্রী অমরনাথ গুহাভিমুখে চলিয়াছে—সে এক অপরূপ দৃশ্য! হঠাৎ এক দিন দেখা গেল পাহাড়ের মাঝখানে নানা আকারের শত শত তাঁবু পড়িয়াছে, তার সঙ্গে দোকান বাজার, ক্রেতা বিক্রেতা—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপে যেন একদিনে একটা সহর তৈরী ক'রে ফেল্লে। আবার তার পরদিন সকালে সব ফাঁক। কোথাও কিছু নেই। যাত্রীরা আবার চলিয়াছে। বড় মধুর যাত্রা। গৈরিক ছত্রের নিম্নে ভস্মাবৃত কলেবর সাধুর দল, সাম্‌নে ধুনি জ্বলিতেছে; কেহ ধ্যানে নিমগ্ন, কেহ শাস্ত্রালাপে রত, কেহবা একেবারে মৌন। কত বিভিন্ন রকমের বেশ, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। কত দেশের কত প্রকারের নরনারী ও বালকবালিকা; কোথাও শিঙ্গা বাজিতেছে, কোথাও শাঁক বাজিতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও অন্ধকার ভেদ করিয়া মশালের আলো জ্বলিতেছে। কেহ আনন্দে চীৎকার করিতেছে, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, কাহারও মুখে 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি। ভারতবর্ষ ছাড়া জগতের আর কোথাও এমন অদ্ভুত, পবিত্র, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবতার দর্শন লাভের জন্য এমন ব্যাকুলতা, এমন কষ্টস্বীকার, এমন উন্মত্ততা অন্য কোন দেশে নাই। এই খানেই বুঝিবে হিন্দুর হিন্দুত্ব—এইখানেই বুঝিবে এত ঝড়

ঝাপ্‌টা সহ্য করিয়াও কেন এ জাতি আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে —এ শুধু ধর্ম্মবলে। ভক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম্মপ্রাণতা ইহাই এ জাতির বিশেষত্ব।

পরমহংসদেবের নিকট স্বামিজী ধর্ম্মাচরণের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রতি খুঁটিনাটি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সব কাজ যাহাতে শাস্ত্রানুযায়ী বা পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল, তীর্থ যাত্রাকালে তিনি স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় গঙ্গাস্নান করিয়া, ফলফুল লইয় অভুক্ত অবস্থায় পূজাদি শেষ করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন এবং মালাজপ বা প্রদক্ষিণাদি কোন কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিতেন না। ইহাতে অবশ্য অনেকে, বিশেষতঃ তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যেরা অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না যে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের পক্ষে পূজা প্রদক্ষিণাদি নিয়াঙ্গের অনুষ্ঠানসমূহের আবশ্যকতা কি? কিন্তু তিনি গড়া জিনিষ ভাঙ্গিতে ভাল বাসিতেন না। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে ভাবে, যে সকল আচরণ বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোটি কোটি হিন্দুর ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তিনি অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। এ সকল ধর্ম্মের বহিরঙ্গ হইলেও তাঁহার নিকট অবহেলা বা অবজ্ঞার বিষয় ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি বুঝিতেন যে এই সকল নিয়ম পালন দ্বারা তাঁহার পক্ষে এদেশের নরনারীর হৃদয়স্পর্শ করা যত সহজ হইবে, ইহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করিয়া শুধু

বড় বড় জ্ঞানের কথা প্রচার করিলে তাহার শতাংশের একাংশও হইবার সম্ভাবনা নাই। আর তা'ছাড়া যাঁহারা চরম অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল বাহ্যপূজাদি বিশেষ উপযোগী। তাঁহাদিগের মনে যাহাতে এই সকলের উপর শ্রদ্ধা শিথিল না হইয়া দৃঢ় হয় তজ্জন্যও তিনি ঐ সকল নিজে অনুষ্ঠান করিতেন।

এবারেও তাহাই হইল। প্রথম হইতেই ইউরোপীয়েরা স্বামিজীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন তিনি অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের ন্যায় সকল প্রকার কঠোর আচরণ পালন করিতেছেন—এক সন্ধ্যা আহার, বাক্‌সংযম, একান্তে অবস্থান, মালাজপ ও ধ্যান এই সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগী।

সন্ন্যাসীগণের উপরও স্বামিজীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। প্রথমে অবশ্য তাঁহারা তাঁহার সঙ্গের বিদেশী লোকগুলিকে দেখিয়া নানা ওজর আপত্তি করিতেছিলেন। প্রধান আপত্তি এই যে, হিন্দু যাত্রীদের তাঁবুর নিকট ম্লেচ্ছ শ্বেতাঙ্গদের তাঁবু পড়িবে কেন?—উহারা তফাৎ যাউক্। সঙ্কীর্ণতা স্বামিজী কোন কালেই দেখিতে পারিতেন না, সুতরাং প্রথম প্রথম এ সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না, ইচ্ছা করিয়াই সকলের মাঝখানে আপনাদের তাঁবু ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে একজন নাগা সাধু আসিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে বুঝাইয়া বলিলেন 'স্বামিজি, স্বীকার করি আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাহা দেখান কি উচিত?' স্বামিজী কথাটা বুঝিলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁবু সরাইবার আদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিবস

হইতে সাধুদের সব আপত্তি চলিয়া গেল, তাঁহারা সসম্মানে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ও নিবেদিতার তাঁবু সকলের অগ্রে উত্তমস্থান দেখিয়া স্থাপিত হইতে লাগিল। ইহার পর অবশিষ্ট পথ দলে দলে সাধু আসিয়া তাঁহার তাঁবু ঘিরিয়া ফেলিত ও তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আনন্দে অতিবাহিত করিত। অনেকে তাঁহার উদারভাব ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতি বুঝিতে পারিতেন না। একজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর (তহশীলদার) উপর এই তীর্থযাত্রার সকল ভার অর্পিত ছিল। তিনি এবং তাঁহার অধীনস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারীরা স্বামিজীর ব্যবহারে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কথা শুনিতে ও খবর লইতে আসিতেন, এবং শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সিষ্টার নিবেদিতাও আপন সৌজন্য ও মধুর প্রকৃতিতে শীঘ্রই সাধুদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের সহানুভূতি ও কৃপালাভে সমর্থ হইলেন।

চন্দনবাড়াতে পৌঁছিয়া স্বামিজী নিবেদিতাকে একটি তুষারনদী খালি পায়ে হাঁটিয়া পার হইতে বলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। ইহার পরেই একটা কয়েক হাজার ফিট উঁচু চড়াই পড়িল। তারপর আর একটা চড়াই। উঠিতে উঠিতে সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অতি কষ্টে টেনে হিঁচড়ে ১৮০০০ ফিট্ উপরে উঠিয়া তুষার শৃঙ্গের মধ্যে তাঁহাদের ছাউনী

পড়িল। পরদিবস সকালে আবার চড়াই ভাঙিতে হইল। অবশেষে তাঁহারা এমন স্থানে পৌঁছিলেন যেখান হইতে 'লিডার' নদীর উৎপত্তিস্থল ৫০০ ফিট নীচে পড়িয়া গেল। সে স্থানটী বরফের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। পরদিন হিমশৃঙ্গ ও হিমনদী অতিক্রম করিয়া যাত্রীদল 'পঞ্চতরণী' (পাঁচটী নদীর সম্মিলন) নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এখানে প্রত্যেক নদীতে স্নান করার বিধি। সুতরাং স্বামিজীও সশিষ্যে সেই ভয়ানক শীতেও ভিজা কাপড়ে এক নদী হইতে আর এক নদীতে গিয়া স্নান করিতে লাগিলেন।

২রা আগষ্ট অমরনাথের দিন। একটা প্রকাণ্ড চড়াইয়ের পর আবার উৎরাই। এক পা এদিক ওদিক হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু। যাত্রীরা হিমনদীর ধার দিয়া বহু ক্রোশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি খরস্রোতা গিরিনদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এইখানেই স্নান করিয়া আর একটা চড়াই ভাঙিতে হয়, তারপর গুহার দ্বারদেশে পৌঁছান যায়। স্বামিজী পিছনে পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা আগে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া নিজে স্নান করিতে গেলেন, এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাটি প্রকাণ্ড। তাহার মধ্যে অন্ধকারময় একস্থানে বিরাট তুষার-বিগ্রহ। স্বামিজীর সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখা, পরিধানে মাত্র একটি কৌপীন। মুখমণ্ডল ভক্তিভাবে প্রোজ্জ্বল। তিনি সাষ্টাঙ্গ হইয়া দেবতা প্রণাম করিলেন। গুহামধ্যে শত শত কণ্ঠে

দেবতার স্তুতি-নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিয়া এবং শুভ্র স্বচ্ছ বিগ্রহের পবিত্র ও জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সহসা ধর্ম্মরাজ্যের এক গূঢ় দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ইহার সম্যক্ বিবরণ তিনি কখনও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন যে স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছিল ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া পূর্ব্বোক্ত সহৃদয় নাগাসন্ন্যাসী ও নিবেদিতার সহিত জলযোগ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন,— "আজ কি আনন্দই লাভ করিয়াছি! এই তুষার-লিঙ্গরূপী শিবমূর্ত্তি ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ। এখানে চোর নাই, ব্যবসাদার নাই, আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই এত আনন্দ পাই নাই।" অন্যান্য শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদিগকেও তিনি পরে প্রায়ই এই চিত্ত-বিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন। উহা যেন তাঁহাকে একেবারে আপন ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই অনুভূতির প্রভাব তাঁহার দুর্ব্বল শরীরের উপর এতটা অবসন্নতা আনিয়াছিল যে, তিনি পরে বলিতেন পাছে তিনি গুহামধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এইজন্য অতি সাবধানে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি

এরূপ অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন 'যে ঐ দিন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতি একেবারে রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া উহার আয়তনটী চিরদিনের মত বাড়িয়া গিয়াছে।'

দেবতার সাক্ষাৎকার তাঁহার অন্তঃকরণের উপরও এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে শিব ছাড়া অন্য প্রসঙ্গই ছিল না। অনন্তের ধ্যানমগ্ন মহাযোগী শিব চিরদিনই তাঁহার আদর্শ উপাস্য—অমরনাথে সেই ভাবের চরম অনুভূতি।

অতঃপর অমরনাথ হইতে তাঁহারা নীচে নামিতে লাগিলেন। ৮ই আগষ্ট পহলগাম হইয়া শ্রীনগরে পৌঁছিলেন ও ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সেখানে রহিলেন। পহলগামেই অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনগরে স্বামিজী পূর্ব্ববৎ নৌকায় বাস করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনতার আকাঙ্ক্ষায় শিষ্যদিগের নৌকার নিকট হইতে নিজের নৌকা সরাইয়া অনেক দূরে লইয়া যাইতেন। কারণ এই কালে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা ও অন্তর্লীন অবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। মাঝে মাঝে যখন শিষ্যদিগের নিকট ফিরিতেন তখন আবার তাঁহাদিগকে উপদেশাদি দিতেন ও নানাপ্রকার সরস আলাপে তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। একদিন বলিলেন, স্বদেশ এবং উহার ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সমন্বয়মূলক, তবে তাঁহার নিজের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এইটুকু যে হিন্দুধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় না হইয়া সক্রিয় হউক এবং ছুঁৎমার্গকে পরিহার

করুক। ইহার উপর যদি উহার অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার সামর্থ্য থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। তৎপরে তিনি গম্ভীর ভাবের সহিত, যাঁহারা খুব প্রাচীনপন্থী (orthodox) তাঁহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন। বলিলেন, ভারতের এখন চাই কর্ম্মতৎপরতা, কিন্তু তাই বলিয়া পুরাতন চিন্তাশীলতাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। চাই উভয়ের সম্মিলন। উদাহরণ-স্বরূপ বলিলেন,—"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভিতরের অন্তস্তম তত্ত্বগুলির পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিতেন; তথাপি বাহিরে তিনি পুরাদস্তর কর্ম্মতৎপর ও কর্ম্মপটু ছিলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে "সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার হওয়াই" আদর্শ। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক আলোচনা, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা, আবার তুরীয় অবস্থা প্রভৃতি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রসঙ্গও হইত। একদিন মধ্যাহ্নভোজনে শিষ্যদিগের ক্ষুদ্র ছাউনীটিতে আসিয়া দেখিলেন নিকটে একখানি টডের রাজস্থান পড়িয়া রহিয়াছে। উহা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—"বাঙ্গালার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত হইয়াছে।" তারপর মীরাবাই, প্রতাপসিংহ, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতির গল্প করিতে লাগিলেন। মীরাবাই সম্বন্ধে এই গল্পটী বলিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন,—মীরাবাই বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী-শিষ্য—বাঙ্গালার নবাবের ভূতপূর্ব্ব উজীর সনাতন দাসকে নিমন্ত্রণ করেন।

বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল, তখন মীরাবাই—"বৃন্দাবনে কেহ পুরুষ আছে তাহা জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে এখানে বিরাজ করিতেছেন।" এই বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যখন বিস্মিত সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি 'নির্ব্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর?' এই বলিয়া স্বীয় অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও মাতা যেরূপ সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন, সেইরূপে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মীরাবাইয়ের দৈন্য, প্রার্থনাপরতা, সর্ব্বজীব-সেবা প্রচার এবং রাজ্ঞী হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমে রাজপদ ত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ স্বামিজীকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং মীরাবাইয়ের এই গানটী আবৃত্তি করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন ও তাহা অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন—

হরিসে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তাঁরে তারে সুজন কসাই।
সুগ্গা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বনিয়া বৈল চরাই।
এক বাতকা টান্টা পড়েতো খোঁজ খবর না পাই।

ঐসী ভক্তি কর ঘট্ ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই।

অর্থাৎ লাগিয়া থাক ভাই, হরিপাদপদ্মে লাগিয়া থাক। যদি সেই অল্কা বল্কা নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়, সেই নিষ্ঠুর কসাই সুজন এবং যে খেলার ছলে তাহার টিয়া পাখীকে কৃষ্ণনাম শিখাইয়াছিল সেই গণিকা—ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে। টাকা কাড়ি সংসার এককথায় সব উড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ছল চাতুরী ছাড়ো, ভক্তি কর সার। সেবা বন্দনা আর আত্মসমর্পণ এইতেই রঘুমণি ধরা দিবেন।

কাশ্মীরে আসার পর স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গীরা শ্রীনগরের মহারাজের নিকট হইতে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন। বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা প্রায়ই তাঁহার ডোঙ্গায় আসিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ ও অন্যান্য গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। স্বামিজী মহারাজের বিশেষ আহ্বানে কাশ্মীরে একটি মঠ ও সংস্কৃত অধ্যাপনার স্থান নির্ব্বাচন করিতে গমন করিয়াছিলেন। নদীতীরে ইউরোপীয়দিগের শিবির সংস্থাপনের জন্য একটি সুন্দর স্থান ছিল। স্বামিজী এই স্থানটী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং মহারাজও তাঁহাকে উহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অমরনাথ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে অনেকেই ধ্যান ধারণা অভ্যাসের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় স্বামিজী তাঁহাদিগকে প্রস্তাবিত মঠের জায়গায় গিয়া ধ্যান ধারণাদিতে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু

সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে তাঁহাকে সরকার হইতে জানান হইল যে ঐ স্থান মঠ বা সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেওয়া হইবে না, কারণ রাজ-দরবারে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র রেসিডেণ্ট ট্যালবট সাহেব দুই দুইবার উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন ও শেষবারে উহা একেবারে নামঞ্জুর করিয়াছেন। সুতরাং উহার ভালমন্দ বিচার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। স্বামিজী প্রথমতঃ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার মনে হইল যখন সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, তখন যাহা হইয়াছে তাহা ভালর জন্যই হইয়াছে। মোটের উপর বুঝিলেন কাশ্মীর বা অন্য কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে কার্য্যারম্ভ সুবিধাজনক হইবে না, বরং সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ রাজধানী কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানই তাঁহার কার্য্যের কেন্দ্র-স্থল হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

২০শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার কন্সাল জেনারেল ও তৎপত্নীর আমন্ত্রণে তিনি দুইদিন ডাল হ্রদের তটে রহিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার মন শিবভাবের পরিবর্ত্তে শক্তিভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার মুখে সদা সর্ব্বদা রামপ্রসাদী সঙ্গীত শুনা যাইত। যখন তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির চারি বৎসর বয়স্ক শিশুকন্যাকে উমারূপে পূজা করিতেন তখন দর্শকদিগের হৃদয় ভাবে দ্রবীভূত হইত। একদিন তিনি শিষ্যদের বলিলেন 'যে দিকে ফিরিতেছি কেবল মার মূর্ত্তি দেখিতেছি। তিনি যেন আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধরিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন।"

একদিন তিনি আপন নৌকা সরাইয়া একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। এই সময়ে একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার ব্যতীত আর কাহারও তাঁহার নিকট যাইবার আদেশ ছিল না। এই ব্যক্তি স্বামিজীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু স্বামিজীকে প্রায়ই ধ্যানস্থ দেখিতে পাইতেন বলিয়া কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে নৌকা হইতে চলিয়া যাইতেন। স্বামিজী তখন জগজ্জননীর ধ্যানে চব্বিশ ঘণ্টা বিভোর। মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে। এ অবস্থায় হয় তত্ত্বপ্রকাশ, না হয় মনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

একদিন সন্ধ্যায় তাহাই হইল। বহুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে যে অবস্থা হইয়াছিল, এদিনও সেই অবস্থা হইল। জগৎসংসার সব উড়িয়া গেল। অন্তর-রাজ্য স্তব্ধ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ যেন বিদ্যুদ্বেগে ঘন ঘন কম্পমান। জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালে যে দুর্জ্ঞেয় শক্তি বিরাজমানা তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন, সে দর্শনে বিশ্ব-কাব্যের অনন্ত-রাগিণী হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল, বিশ্বতত্ত্বের অমল আলোকরশ্মি তাহার প্রতি দ্বার উদ্ভাসিত করিল। তিনি যেন কিছু লিখিবেন বলিয়া হাত বাড়াইয়া কলমের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই অবস্থায় 'Kali the mother' নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি যন্ত্র-চালিতবৎ লিখিয়া গেলেন। লেখা শেষ হইলে কলমটি হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনিও ভাবসমাধিস্থ হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

অমরনাথ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী প্রায় মাতৃভাবের

সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বলিতেন তিনি কাল, তিনি পরিবর্ত্তন, তিনি অনন্ত শক্তি। মা যে শুধু দয়াময়ী, সুখবিধায়িনী নহেন, তিনি যে ভীমা, মৃত্যুরূপা, দুঃখদাত্রী, রোগশোকসন্তাপের জননী, এই ভাবে মাকে ধারণা করিতে তিনি পুনঃপুনঃ উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন "ভীমার উপাসনা দ্বারাই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর; লোলরসনা করালিনীকে ধ্যান কর। মাই স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁর অভিশাপও আশীর্ব্বাদ। হৃদয়টাকে শ্মশান করিয়া ফেল। তবেই মার দেখা পাবে।" তাঁহার 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটীতেও এই ভাবই পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপনজ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥
সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ বনমালী, তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনী কর কণ্ঠচ্ছেদ, হোক্ মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥"

বাস্তবিক জীবমাত্রেই সুখের জন্য পাগল। সুখদুঃখমিশ্রিত এই পরীক্ষাগারে দুঃখ ছাড়িয়া উদ্ভ্রান্তের মত শুধু সুখ-মদিরার

সন্ধানেই ফিরিতেছে—জানে না, যে 'দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে' দুঃখও তাঁহারই দান, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাই স্বামিজী তাঁহাকে বলিতেছেন—"মৃত্যু 'তুমি,' রোগ, মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে।" আর সুখ-মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ, দুঃখ-ভীত বঙ্গীয় যুবকগণকে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"ভাঙ্গ বীণা, প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারী মায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া॥"

এই সময়ে এবং পরেও অত্যন্ত পীড়া বা শারীরিক যন্ত্রণার সময় তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন 'তিনিই ইন্দ্রিয়, তিনিই কষ্ট, আবার তিনিই কষ্ট দিচ্ছেন। কালী, কালী, কালী'। বলিতেন "ভয় ত্যাগ কর। কিসের ভয়! ভিক্ষা নয়—জোর ক'রে নিতে হবে। যারা প্রকৃত মার ভক্ত তারা পাথরের মত শক্ত, সিংহের মত নির্ভীক। বিশ্বসংসার যদি রেণু রেণু হ'য়ে পায়ের তলায় চূর্ণ হ'য়ে পড়ে, তবুও ভক্ত টলেনা। মাকে তোমার কথা শুনতে বাধ্য কর। তাঁর কাছে খোসামোদ কি? জবরদস্তী। তিনি সব কর্ত্তে পারেন। নোড়ামুড়ির ভেতর থেকেও মহা-বীর্য্যবানের সৃষ্টি কর্ত্তে পারেন।"

"যে হৃদয়ে ভয় নেই, সেইখানেই তিনি আছেন। যেখানে ত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—সেইখানেই 'মা'।"

৩০শে অক্টোবর স্বামিজী আবার সহসা অদৃশ্য হইলেন।

বলিয়া গেলেন কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে। তিনি ক্ষীরভবানীর বিচিত্রবর্ণশোভিত নির্ঝরিণী দেখিতে গিয়াছিলেন। ৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। সম্মুখে তিনি প্রত্যহ হোম করিতেন এবং এক মণ দুগ্ধ হইতে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তণ্ডুল, বাদাম প্রভৃতির সহিত ভোগ দিতেন এবং বহুক্ষণ বসিয়া সাধারণ ভক্তের ন্যায় মালাজপ করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিশুকন্যাকে কুমারী উমারূপে পূজা করাও তাঁহার উপাসনার বিশেষ অঙ্গ ছিল। এখানে কয়দিন স্বামিজী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকার জন্য কর্ম্মাসক্তির যে একটা পরদা তাঁহার মনের উপর পড়িয়াছিল সেইটাকে তিনি যেন ছিন্ন করিতে চাহিতেছিলেন। এখন আর তিনি কর্ম্মী, উপদেষ্টা বা জননায়ক নহেন। এখন তিনি শুধু সন্ন্যাসী—মার নিকট ছোট ছেলেটি।

যেদিন স্বামিজী শ্রীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন সেদিন তাঁহার মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ও পবিত্রতা নিরীক্ষণ করিয়া শিষ্যগণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মধ্যে আরও মহত্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি হস্ত-প্রসারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নৌকায় প্রবেশ করিলেন এবং মার প্রসাদী গাঁদাফুলের মালা প্রত্যেক শিষ্যের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন "এখন আর 'হরি ওঁ' নয়—এখন শুধু 'মা'। আমি বড় অন্যায় করিয়াছি। মা আমায় বল্লেন 'বিধর্ম্মী বা বিশ্বাসহীনেরা যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আমার মূর্ত্তি কলুষিত করে তা'তেই

বা কি? তোর তাতে কি? তুই আমায় রক্ষে করছিস্ না আমি তোকে রক্ষে কর্‌ছি?' সুতরাং আর আমার স্বদেশের ভাবনা ভাবার কি দরকার? আমি ত ক্ষুদ্র শিশু মাত্র।" যে ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন সে ঘটনাটি এই—ক্ষীরভবানীর মন্দিরে একদিন তিনি মুসলমানদিগের অত্যাচারে বিধ্বস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রতিমার দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন 'কেমন ক'রে লোকে এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'রেছে? প্রতীকারের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি! আমি যদি সে সময়ে থাকৃতুম কখনও এরকম হ'তে দিতুম না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা কর্‌তুম্।' ঠিক সেই সময়ে উপরোক্ত দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হয়। কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি তিনি নিজে একটি নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন তাহা হইলে বড় সুখের বিষয় হইত। আবার সহসা মার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিলেন—স্পষ্ট শুনিলেন মা বলিতেছেন—'বৎস! আমি মনে করিলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন করিতে পারি। এই মুহূর্ত্তেই এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল সুবর্ণ-মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে।" এই দৈববাণী শ্রবণাবধি স্বামিজী মন হইতে সকল সংকল্প পরিত্যাগ করেন, বুঝিলেন মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। শিষ্যেরা এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে নিঃশব্দে উপবিষ্ট রহিলেন, সমুদয় স্থানটি যেন কিয়ৎক্ষণ এক মৌন চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। স্বামিজী বলিলেন

'এখন আর এর বেশী কিছু বল্‌তে পাচ্ছিনা। বলার আদেশ নেই।' *

এখন হইতে যদিও শিষ্যেরা বরাবর স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তাঁহাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনি প্রায়ই একাকী চিন্তামগ্ন অবস্থায় বহুক্ষণ ধরিয়া নদীতটে ভ্রমণ করিতেন। এরূপ তন্ময় থাকিতেন যে অনেক সময়ে নৌকার ছাদে উপবিষ্ট শিষ্যগণকে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেন না। একদিন হঠাৎ মস্তক মুণ্ডন করিয়া সামান্য সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া হাজির হইলেন, মুখে তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। 'Kali the mother' হইতে আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন 'এর প্রত্যেক কথাটি সত্য। আর আমি তা' কাজেও প্রমাণ করেছি—দেখ আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।'

১১ই অক্টোবর সকলে বারামুল্লায় ফিরিয়া আসিলেন ও পরদিন লাহোর যাত্রা করিলেন। স্বামিজী এখান হইতে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণ

* ক্ষীরভবানীতে গভীর অন্ধকার রাত্রে উগ্র তপস্যা করিতে করিতে স্বামিজীর আরও যে সকল অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ তিনি দু'একটি গুরুভ্রাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের সে সকল নিগূঢ় রহস্য সর্ব্বসাধারণের গোচর করা অনুচিত বিবেচনায় তাহা গোপন করা হইয়াছে। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্বামিজীর সমুদয় প্রকৃতি এই সময়ে বাহ্যিক সংস্কারসমূহের ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতেছিল।

উত্তরভারতের অন্যান্য স্থান দর্শন করিবার জন্য এখানে স্বামী সারদানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ স্বামিজীর সহিত কাশ্মীরে মিলিত হইবার জন্য ২৭শে সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। • •

এই সময়ে স্বামিজী এক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একজন মুসলমান ফকিরের কোন চেলা মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আসিত, একদিন তাহার ভয়ানক জ্বর ও শিরোবেদনা হইয়াছে শুনিয়া স্বামিজী দয়ার্দ্র হইয়া তাহার মাথায় আঙ্গুল দিয়া কয়েক মিনিট টিপিয়া ধরিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তির অসুখ সারিয়া যায়। লোকটি ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই হইতে ঘন ঘন তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করে ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। ইহাতে তাহার গুরু সেই মুসলমান ফকির, চেলা বেহাত হইয়া যায় ভাবিয়া স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি করেন এবং শিষ্যকে স্বামিজীর নিকট যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। এতদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ফকির স্বামিজীকে নানা প্রকার গালি দেন ও নিজের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন যে, কাশ্মীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই স্বামিজী বিষম বমন ও শিরোঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইবেন। প্রকৃতই তদ্রূপ হইল। স্বামিজী ইহাতে বড় বিরক্ত হইলেন—ফকিরের উপর নহে, কিন্তু নিজের উপর। বলিলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমার কি কল্লেন? বেদান্ত প্রচার আর অদ্বৈতানুভূতি ক'রেও যদি একটা বাজীওয়ালার কবল থেকে নিজেকে রক্ষে কর্ত্তে পারলুম না তবে আর কি হ'ল? কিন্তু স্বামিজী বোধ হয়

বিস্মৃত হয়েছিলেন যে শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যকেও কাপালিকের হস্তে এবং স্বয়ং পরমহংসদেবকেও হলধারীর হস্তে ঠিক এইরূপ নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল।

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা।

১৮ই অক্টোবর স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিলেন। মঠের কেহ তাঁহার আগমন সংবাদ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই প্রথমে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার শরীরের অবস্থা দর্শনে সে আনন্দ শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হইল।

স্বামিজী ভগ্নদেহ লইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল ও মঠবাসীদের জীবনগঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। তিনি মঠের সন্ন্যাসীদের জন্য অনেকগুলি নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিলেন ও পড়াশুনা, সাধনা প্রভৃতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

১২ই নভেম্বর ৺কালীপূজার দিন স্বয়ং মাতাঠাকুরাণী কয়েক-জন মহিলাভক্তসঙ্গে মঠের জায়গা দেখিতে আসিলেন, সাধুরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং পূজা ও ভোগের বিস্তৃত আয়োজন হইয়াছিল। বৈকালে মা-ঠাকুরাণী, তাঁহার সহযাত্রী মহিলাগণ, স্বামিজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দ কলি-কাতায় ফিরিয়া বাগবাজারে সিষ্টার নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় খুলিবার উৎসবে যোগদান করিলেন। মা-ঠাকুরাণী এই বিদ্যালয়ের উপর ভগবতীর মঙ্গলাশীষ প্রার্থনা করিলেন।

নিবেদিতা এই সময় হইতে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর

নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

৯ই ডিসেম্বর মঠস্থাপনা উপলক্ষে উৎসব হইল, স্বামিজী স্বয়ং প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় বিল্বদল ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যান পূজাবসানে স্বয়ং দক্ষিণস্কন্ধে তাম্রনির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি লইয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ সহ শঙ্খ-ঘণ্টারোলে গঙ্গাতট মুখরিত করিয়া নূতন মঠভূমিতে উপনীত হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জনৈক শিষ্যকে বলিলেন "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাবো ও থাক্‌বো। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি!' সে জন্যই আজ আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জান্‌বি, বহুকাল পর্য্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হ'য়ে থাক্‌বেন।" তারপর বলিলেন "এই যে আমাদের মঠ হ'চ্ছে, এতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাক্‌বে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহা সমস্যার উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।" নূতন মঠভূমিতে উপস্থিত হইয়া তিনি স্কন্ধস্থিত কৌটাটী জমীতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন। অনন্তর স্বামিজী পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সাহায্যে

স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। তারপর সাদরে অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল, বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়কেন্দ্র করিয়া রাখেন।" সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলে স্বামিজী শরৎবাবুকে ঐ কৌটা উঠাইয়া পুনরায় নীলাম্বর বাবুর বাগানে লইয়া যাইতে বলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলেই এই কার্য্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী শরৎবাবুকে বলিলেন "ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নাম্‌ল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে জানিস্? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা ইহার চারিদিককার জমীতে ঘরবাড়ী ক'রে থাক্‌বে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাক্‌বে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমীটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাক্‌বার ঘর দোর হবে। এরূপ হ'লে কেমন হয় বল্ দেখি?" শরৎবাবু বলিলেন 'মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।' তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন 'কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমিত পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব। আর তোদের ভিতর নানা idea (মতলব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব wo

(কাজে পরিণত) কর্‌বি। বড় বড় principle (মীমাংসা) কেবল শুন্‌লে কি হবে? সেগুলিকে practical fieldএ দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়্‌লে কি হবে? সেগুলি আগে বুঝ্‌তে হবে—তারপর জীবনে ফলাতে হবে। বুঝ্‌লি? একেই বলে practical religion (কর্ম্মজীবনে পরিণত ধর্ম্ম)।'

এই সালের এপ্রিল মাস হইতে মঠের গৃহাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামক ঠাকুরের একজন ভক্ত ও ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইনি এক্ষণে স্বামী বিজ্ঞানা-নন্দ নামে পরিচিত ও একসময়ে প্রয়াগ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন) এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। যদিও ৯ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইল এবং কয়েকজন সন্ন্যাসী এখন হইতেই মঠের নূতন বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি পর বৎসর জানুয়ারী পর্য্যন্ত মঠ নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীতেই রহিল।

রোগবৃদ্ধি

স্বামিজীর শরীর ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। হাঁপানীর টানে তিনি বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। ২৭শে অক্টোবর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. এল. দত্তের নিকট তাঁহার বক্ষ পরীক্ষা করান হইল। তিনি ও কবিরাজেরা সকলেই বলিলেন যে খুব সাবধানে না থাকিলে পীড়া সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা। এ সময়ে স্বামিজীর চিত্ত বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই হয় ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, দশ বারোবার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইলেও হয় ত তিনি পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তর তাঁহার কর্ণে পৌঁছাইত না।

কাশ্মীর হইতে ফিরিবার দুই তিন দিন পরে স্বামি-শিষ্য সংবাদ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন মঠে আসিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে ও যাহাতে স্বামিজী উচ্চ ভাব-ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ নামিয়া আসেন তাহার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। শরৎবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বামিজী পূর্ব্বাস্য হইয়া আসনে উপবিষ্ট। মন অন্তর্মুখী। স্বামিজী তাঁহার গৃহপ্রবেশ প্রথমে লক্ষ্যই করেন নাই। শরৎবাবু দেখিলেন তাঁহার বামচক্ষুতে একস্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি করিয়া হইল। স্বামিজী বলিলেন "ও কিছু

নয়। হয় ত ক্ষীরভবানীতে একটু জোরে তপস্যা করার দরুণ হয়েছে।' তাঁহার মনকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে শরৎবাবু তাঁহাকে তীর্থযাত্রার গল্প শুনাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। ইহাতে স্বামিজীর যেন অনেকটা বাহ্য চৈতন্য হইল। তিনি গল্প করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন 'অমরনাথ থেকে আসা অবধি শিব মাথায় চড়ে বসেছেন, কিছুতেই সেখান থেকে নড়তে চাচ্ছেন না।' কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন 'অমরনাথে যাবার সময় এমন সব উঁচু উঁচু জায়গায় উঠেছিলুম, যেখানে কোন যাত্রীরা যায় না। সেই নির্জ্জন পথে হাঁটবার জন্য আমার কেমন একটা ঝোঁক চেপেছিল। সে সময় শরীর বোধ ছিল না। মনটা কেবল শিবময় হয়ে গেছ্‌লো। সেই গুরুতর পরিশ্রমে শরীরটা জখম হয়েছে। সেখানে এত শীত যে গায়ে যেন হাজার হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিত। যাবার সময় কিন্তু শীত গ্রীষ্ম কিছু বোধ ছিল না। সর্ব্বাঙ্গে ছাই মেখে একখান কৌপীন এঁটে গুহার মধ্যে ঢুকেছিলুম। কিন্তু যখন বেরিয়ে আসি তখন শীতে হাত পা একেবারে অসাড়।"

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'শোনা যায় যে অমরনাথের গুহায় এক রকম সাদা পায়রা আছে, তাদের যারা দেখ্‌তে পায় তাদেরই তীর্থযাত্রা সফল হয় ও সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আপনি কি ওরকম কোন পায়রা সেখানে দেখেছিলেন?' স্বামিজী বলিলেন "হাঁ হাঁ, জানি। আমি ৩।৪টা সাদা পায়রা দেখেছি, কিন্তু তারা মন্দিরের ভিতর থাকে কি কাছাকাছি পাহাড়ে থাকে তা বলতে পারি না।"

তারপর ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর কথা উঠিল। শরৎ-বাবু বলিলেন 'সম্ভবতঃ উহা আপনার নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি মাত্র—সম্পূর্ণ ভেতরের জিনিষ, বাহিরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই।' স্বামিজী উত্তর করিলেন 'আমার ভেতর থেকেই হোক্ বা বাহির থেকেই আসুক, কিন্তু তুমি যদি স্বকর্ণে শোন (যেমন এখন আমার কথা শুন্‌চো) যেন একটা শব্দ আকাশ থেকে আস্‌চে, অথচ কোন লোক দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে না, তাহ'লে কি তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ কর্‌তে পার ?'

পরে শরৎবাবু স্বামিজীকে 'ভূতযোনি দেখিয়াছেন কিনা' জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী উত্তর দেন যে মাঝে মাঝে একজন আত্মীয়ের প্রেতাত্মা তাঁহাকে দর্শন দিতেন ও দূরের সংবাদাদি আনিয়া দিতেন, কিন্তু সব সময় তাঁহার কথা সত্য প্রমাণ হইত না। একবার কোন তীর্থে স্বামিজী উক্ত প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন। তার পর হইতে আর তাহার দর্শন পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে স্বামিজীকে চিকিৎসার জন্য প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। অসুখে ভুগিয়াও এখানে তাঁহাকে অনেক লোকের সহিত বকিতে হইত। ইহাতে আহারাদির অনিয়ম হইতে লাগিল। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যেরা এইজন্য আগন্তুকদিগের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করিবার জন্য স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে হৃদয় চিরদিন পরের জন্য উন্মুক্ত—তাহাতে নিয়ম কানুনের বাঁধন সহিবে কেন ? তিনি উত্তর দিলেন 'এরা আমায় দেখিবার জন্য কি ছুটো কথা শোন্‌বার জন্য কতদূর

হতিস্। নিজেদের আত্মসম্মান বোধ নেই, কেবল পরস্পরের হিংসা নিয়ে আছিস্, তাতেই ত আজ বিদেশীর কাছে তোদের এত লাঞ্ছনা! বাজে বড়াই ছেড়ে রোজ কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছিস্, সেইটে ভাব্ দেখি। আমি এই পশুত্ব তোদের ভেতর দেখ্ছি ব'লেই শিক্ষা দিচ্ছি প্রথমে জীবন-সংগ্রামে একটু প্রতিযোগিতার চেষ্টা কর্। শরীরটাকে শক্ত কর্‌তে শেখ্। শরীর জোরালো হ'লে তবে মন জোরালো হবে। যাদের শরীরে জোর নেই তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। যখন একবার মনটা বশে আস্‌বে, আর আপনার ওপর প্রভুত্ব কর্‌তে পার্‌বি তখন শরীর থাক্‌লো আর গেল দেখ্‌বার দরকার নেই, কারণ তখন ত আর শরীরের দাস ন'স্।"

এই সময়টা স্বামিজীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না। রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি জাগিয়া কাটাইতেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইত যাহাতে একটু নিদ্রা হয়। বলরাম বাবুর বাড়ীতে এক-দিন আহারাদির পর শরৎ বাবু তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন, সহসা শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। সেদিন সূর্য্যগ্রহণ। স্বামিজী বলিলেন 'গেরণ লেগেছে, এইবার একটু ঘুমুই।' খানিকপরে যখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হইল, তিনি বলিলেন 'এই ঠিক গেরণ' বলিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ভাল ঘুম হইল না। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বালকের ন্যায় শিষ্যকে বলিলেন 'লোকে বলে গেরণের সময় যা করা যায় তার ১০০গুণ ফল হয়। ভাব্‌লুম যদি এই সময় একটু

ঘুমিয়ে নেওয়া যায় তবে এর পর হয়ত ভাল ঘুম হবে। কিন্তু হবার নয়। মিনিট পনরো ঘুমিয়েছি বটে, কিন্তু মা আমার কপালে সুনিদ্রা লেখেন নি।'

এই সময়ে একটি ঘটনায় স্বামিজী বড় সন্তোষ লাভ করিলেন। স্বামি ত্রিগুণাতীত 'উদ্বোধন' পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলেন। ১৪ই জানুয়ারী একটি ছাপাখানা ক্রয় করা হইল। স্থির হইল, মাসে দুইবার পত্রিকা বাহির হইবে। কি করিয়া কাগজখানি চালাইতে হইবে স্বামিজী সেই সম্বন্ধে উপদেশাদি দিলেন।

১৯শে ডিসেম্বর ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী ৺বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলেন ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন হাঁপানি বড় প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে। অনেক সময় দমবন্ধ হইয়া আসিত। তিনি প্রায় অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে কাটাইতেন। একটু পড়াশুনা, চিঠিপত্র লেখা ও ভ্রমণ ইহাই প্রাত্যহিক কর্ম্ম ছিল। সময়ে সময়ে এত শ্বাসকষ্ট হইত যে মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত, সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ হইত ও উপস্থিত সকলে মনে করিতেন বুঝি প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। স্বামিজী বলিতেন এসময় তিনি একটি উঁচু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেন। আর ভিতর হইতে যেন ক্রমাগত 'সোঽহম্' 'সোঽহম্' নাদ উত্থিত হইত, আর যেন কর্ণে উপনিষদের এই মন্ত্র বাজিতে থাকিত—'এক মেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'

এইখানেই একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভ্রমণে

বহির্গত হইয়া দেখিলেন, একটি লোক ভীষণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া শীতে কাঁপিতেছে ও যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—পরিধানে একখানি ধূলিধূসরিত ছিন্নবস্ত্র। তিনি পরের বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রথমে কি করিয়া গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে সে ব্যক্তিকে তথায় লইয়া যান ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় শুনিল না। গুরু-ভাইয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে রোগীকে দাঁড় করাইলেন এবং দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে প্রিয়বাবুর বাটীতে আনিলেন। সেখানে একটি ঘরে তাহাকে রাখিয়া তাহার অঙ্গমার্জ্জনা করিলেন, তাহাকে একখানা কাপড় পরাইলেন ও আগুনের সেঁক দিতে লাগিলেন। শুশ্রূষা করিতে করিতে লোকটি ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিল। প্রিয়বাবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে বিবেকানন্দ শুধু মানসিক বলে বলীয়ান্ নহেন, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতাও অসীম।

এই সময়ে যে সকল খ্যাতনামা ভারতবাসী স্বামিজীকে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য ধনকুবের স্যার জামসেদ্‌জী তাতার নিম্নলিখিত পত্রখানি উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় স্বামিজী ইহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে পাওয়া দুঃসাধ্য।

"Dear Swami Vivekananda,

I trust you remember me as a fellow-traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this

moment your views on the growth of the ascetic spirit in India, and the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels.

I recall these ideas in connection with my scheme of Research Institute of Science for India,. of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this spirit, where they should live with ordinary decency, and devote their lives to the cultivation of sciences—natural and humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science and the good name of our common country; and I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekananda. Do you think you would care to apply yourself to the mission of galvanising into life our ancient traditions in this respect? Perhaps you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. I should cheerfully defray all the expenses of publication."

23 Nov. 1898. Esplanade House, Bombay.	With kind regards, I am, Dear Swami Yours faithfully, Jamsetji M. Tata.

[এই পত্রে বদান্য তাতা মহোদয় বলিয়াছিলেন যদি একদল ত্যাগী-যুবক এদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে অভিলাষী হন ও স্বামিজী তাঁহাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া একটি মঠ স্থাপন করেন তাহা হইলে ত্যাগমন্ত্রের সাধনা, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং দেশের উন্নতি সব কাজই একসঙ্গে হয়। জাপান হইতে আমেরিকা

যাইবার পথে স্বামিজীর সহিত টাটা মহোদয়ের এরূপ ধরণের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাহাই স্মরণ করিয়া তিনি এক্ষণে স্বামিজীকে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে আহ্বান করেন এবং তাহার আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতেও প্রস্তুত বলিয়া জানান।]

কর্ম্মব্রতের দীক্ষাদান।

পাঠক পুর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে এত কঠিন ও ক্লেশদায়ক পীড়া সত্ত্বেও স্বামিজী মুহুর্ত্তের জন্য কর্ম্মে বিরত ছিলেন না। দেশে পুরাতন আদর্শকে মাজিয়া ঘষিয়া নূতন করিয়া স্থাপন করিতে হইবে এবং সকল লোককেই কর্ম্মঠ ও উৎসাহশীল করিতে হইবে ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এদেশের বায়ুতে চিন্তাপরায়ণ দার্শনিক বড় সহজে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু কর্ম্মনিষ্ঠ ও উদ্যমযুক্ত লোকের একান্ত অভাব। আমরা অনেক দিন হইতে "জগৎটা কিছু না" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া আছি। তাহার ফলে আজ আমরা মৃতকল্প জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছি। স্বামিজী দেখিলেন যে এ আত্মপ্রবঞ্চনায় দেশের ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। কর্ম্মের আদর্শ, কর্ম্মের গৌরব, কর্ম্মের উপকারিতা দেশে না গ্রাহ্য হইলে দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। সেই জন্য তিনি মঠের সন্ন্যাসীদিগকে প্রথমে লোকশিক্ষা দিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে লাগিলেন। একদল লোকের হস্তে এই শিক্ষাভার না থাকিলে চলে না। তিনি দেখিলেন যাহারা সন্ন্যাসী হইতে আসিয়াছে তাহারাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। কারণ তাহারা স্বভাবতঃ সংসারাসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, পরের জন্য খাটিতে প্রস্তুত ও পরিবার প্রতিপালন-ভার হইতে মুক্ত। সেইজন্য তিনি যুবক সন্ন্যাসীদিগকে

কর্ম্মমার্গের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। নিবেদিতা বলিয়াছেন "He was a born educator" (তিনি আজন্মই শিক্ষক)। কথাটা অতি প্রকৃত। তিনি শুধু সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেই অর্দ্ধেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কাহাকেও হয়ত নিজের রন্ধন ভার প্রদান করিতেন, কাহাকেও বা বক্তৃতাদি দিতে অভ্যাস করাইতেন। যে যেমন কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কাজের মধ্যে ছোট বড় ছিল না। যখন যাহা দ্বারা যে কাজ করাইবেন মনে করিতেন তখনই তাহা সম্পন্ন করিতে হইত। না করিলে নিস্তার নাই। তিনি বলিতেন 'যে কাজই হউক খুব মনোযোগের সহিত করা চাই। যে ঠিক করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিতে পারে সে ঠিক করিয়া ধ্যান ধারণাও করিতে পারে। আর যে রান্নাটাও ভাল করে কর্ত্তে পারেনা সে কখনও পাকা সাধু হ'তে পারে না। শুদ্ধমনে একাগ্রচিত্তে না রাঁধিলে খাদ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক হয় না।' শিষ্যদিগকে যখন বক্তৃতা দিতে শিক্ষা দিতেন তখন কেহ কেহ লজ্জাবশতঃ অগ্রসর হইতেন না, কিন্তু তিনি সহজেই তাঁহাদের লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতেন। বলিতেন "দেখ শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাকে লজ্জা দূর করবার বড় একটা সুন্দর উপায় ব'লে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যখন লোক দেখে লজ্জা হ'বে তখন মনে করবি 'লোক না পোক' ("পোকামাকড়)।" একবার এই প্রকারে লজ্জা দূর হইলেই শিষ্যেরা অনেক সময়ে জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ত্যাগ বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিতে

পারিতেন। তিনিও 'বেশ হচ্ছে' 'বাহবা' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। শুদ্ধানন্দ স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন 'চেষ্টা কর্‌লে কালে এ খুব ভাল বক্তা হ'বে।'

তাঁহার শিক্ষার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, যে কেহ তাঁহার নিকট থাকিত তাহারই মনে হইত যেন সে অসামান্য ব্যক্তি, বিরাট শক্তির আধার, যত শক্ত কাজ হউক না কেন করিতে সমর্থ। কেহ কৃতকার্য্য হউক বা না হউক, কখনও তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা ও উৎসাহ ভিন্ন ভর্ৎসনা লাভ করিত না। লোক বিচার করিবার সময় তিনি দেখিতেন না কে কতটা কাজ করিল, দেখিতেন কাহার মনের ভাব কত দৃঢ়। সাধ্যমত চেষ্টা করিলেই তিনি যথেষ্ট বোধ করিতেন। অকৃতকার্য্য হও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু চেষ্টা করা চাই— উদ্যম চাই, উৎসাহ চাই। তিনি যেন শিষ্যদের ডুব জলে ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতেন যে যতটা পারে হাত পা ছুঁড়িয়া সাঁতার শিখুক। সেই সময়ে স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্ম্মলানন্দের উপর দর্শনাদি অধ্যাপনার ভার ছিল এবং সকলেই ধ্যানের সময় তাঁহাদিগের সহিত ঠাকুর ঘরে যাইতেন। কিন্তু কাজকর্ম্মের ভার ছেলেদের হাতে ছিল। স্বামিজী বলিতেন 'ওদেরও একটু স্বাধীনতা থাকা চাই। ওদেরও দায়িত্ব বোধ হওয়া চাই। না হ'লে এর পর বড় বড় কাজ কর্ব্বে কি ক'রে?'

সন্ন্যাসীর জীবন কিরূপ হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে স্বামিজী

প্রায়ই উপদেশ দিতেন। সময়ে সময়ে মঠের সকল সন্ন্যাসীকে নিজের কাছে ডাকিয়া সন্ন্যাস-জীবনের গুরুত্ব ও সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিতেন। বলিতেন 'ব্রহ্মচর্য্য প্রতি শিরায় শিরায় আগুনের মত জ্বল্‌বে।' কখনও বলিতেন "মনে রাখ্‌বি, এই হচ্ছে আদর্শ—'আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। সন্ন্যাস বলিতে তিনি বুঝিতেন বিশ্বের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিতে করিতে সান্তকে অনন্তের মধ্যে হারাইয়া ফেলা। আদর্শগুলিকে তিনি কর্য্যে এমন ভাবে পরিণত করিয়াছিলেন যে কখনও সে গুলিকে theoretical abstractions বা কল্পনার বিজৃম্ভন বলিয়া মনে হইত না। নিজের উপর বিশ্বাস থাকিলে কোন কাজই অসম্ভব নহে এই তাঁহার ধারণা ছিল।

তিনি বলিতেন "জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ লোকের ইতিহাস। বিশ্বাসই ভিতরকার দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে। বিশ্বাসবলে মানুষ যা খুসী কর্ত্তে পারে। কেবল সেই সময় মানুষ অকৃতকার্য্য হয় যখন সে অনন্ত শক্তি বিকাশের চেষ্টা বর্জ্জন করে। যে মুহূর্ত্তে একটা মানুষ বা একটা জাত নিজের উপর বিশ্বাস হারায় সেই মুহূর্ত্তে সেটা মরে।' 'প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর তারপর ভগবানে বিশ্বাস। একমুটো শক্তিমান্ লোক জগৎটা টলমল ক'রে ফেল্‌তে পারে। আমাদের চাই অনুভব কর্‌বার হৃদয়, চিন্তা কর্‌বার মস্তিষ্ক, আর কাজ কর্‌বার হাত।'

রন্ধন, সঙ্গীত, উদ্যানরচনা, পশুপালন প্রভৃতি ব্যতীত

আর একটি জিনিষের উপর স্বামিজী খুব জোর দিতেন। সেটি হইতেছে শরীরের দৃঢ়তা সাধনা। তিনি দাঁড় টানার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বলিতেন—"I want sappers and miners of the army of religion! So boys set yourselves to the task of training your muscles. For ascetics, mortification is all right! For workers, well-developed bodies, muscles of iron and nerves of steel!" (অর্থাৎ গুরুভার পর্ব্বতসম বিঘ্নরাশি অতিক্রম পূর্ব্বক ধর্ম্মের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহবৎ দৃঢ়দেহ একদল কর্ম্মীর প্রয়োজন) মঠের সন্ন্যাসীদের পক্ষে অধ্যয়নও তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেন। কারণ তদ্দ্বারা বুদ্ধিমার্জ্জিত হয় ধারণা ও নিষ্ঠা দৃঢ় হয় এবং সমাজ ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসা করা ও দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় বিধিব্যবস্থা ও নিয়মাদি সৃজন করার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। ত্যাগ এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যই যে চরম জ্ঞানলাভের একমাত্র সোপান ইহা তিনি মঠের সন্ন্যাসীদিগের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। আর ত্যাগ শব্দের অর্থ শুধু কর্ম্মে নয়, মন হইতে ত্যাগ। তিনি বলিতেন "সন্ন্যাসীর জীবন অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে একটা তুমুল সংগ্রাম। সুতরাং যদি জয়ের আশা করিতে চাও, তবে কঠোর তপস্যা, আত্মনিগ্রহ এবং ধ্যান-ধারণায় লাগিয়া যাও।"

সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম অবস্থায় গুরুর শাসনাধীনে বা বিধিনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি

মনে করিতেন, বিশেষতঃ আহারাদি সম্বন্ধে। ১৬ই ডিসেম্বর বৈদ্যনাথ যাইবার পূর্ব্বে তিনি মঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করেন এবং আহারাদি বিষয়ে নবীন সন্ন্যাসীদিগকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়া বলেন যে রাত্রিতে অল্প ভোজন ভাল। আহারের সহিত মনের যে কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন—"আহারসংযম ব্যতীত চিত্তসংযম অসম্ভব। অতিভোজন থেকে অনেক অনর্থ হয়। ওতে শরীর ও মন দুই জাহান্নামে যায়। তা ছাড়া প্রথম অবস্থায় হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়া বিঘ্নকর। গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা ভাল নয় বটে, তবে প্রথম প্রথম নিষ্ঠাবান্ হওয়া খুব ভাল এবং দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দরকার। তারপর যা খুসী কর। ইচ্ছা করিলে পুরো সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পার, আবার মঠ ছেড়ে চলে যেতেও পারো। তবে একথাটা ভুলোনা যে যখন দেখ্‌বে সন্ন্যাস-আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়্‌ছ, এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তখন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা বরং ভাল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অনুচিত। সকালে উঠ্‌বে, ধ্যানজপ কর্‌বে আর খুব তপস্যা লাগাবে, স্বাস্থ্য আর সময়মত খাওয়া দাওয়ার উপর খুব নজর রাখ্‌বে। আর কথাবার্ত্তা কহিবে শুধু ধর্ম্মসম্বন্ধে। শিক্ষাবস্থায় এমন কি খবরের কাগজ পড়া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও ভাল নয়।"

এবিষয়ে সে মাসে একদিন তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"মঠের ব্যাপারে গৃহস্থদের কোন কর্ত্তৃত্ব চল্‌বে না। সন্ন্যাসীরাও টাকাওলা লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌বে না। গরীবদের সঙ্গেই তাদের কারবার। গরীবদেরই যত্ন কর্ব্বে, ভালবাস্‌বে ও যথাসাধ্য সেবা কর্ব্বে। এদেশের প্রত্যেক মঠ ও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করাতে ও তাদের দয়ার উপর নির্ভর করাতেই উচ্ছন্ন গেছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী তাদের ত্রিসীমানায় যাবে না। ও ত বেশ্যাবৃত্তি। কামকাঞ্চনের দাস যারা, তারা কি করে কামকাঞ্চনত্যাগীর প্রকৃত শিষ্য হ'তে পারে?"

বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পবয়স্ক শিষ্যদের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেগুলির উদ্দেশ্য—যাহাতে তাহাদের মনে সংসারীর বিন্দুমাত্র ছায়াও না পড়ে। যতই আলাপ পরিচয় থাক্, গৃহস্থের পক্ষে সাধুর বিছানায় শয়ন বা উপবেশন বা তাঁহাদের সহিত একত্র ভোজন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মঠের অল্পবয়স্ক যুবকগণের পক্ষে এমন কি শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর সেবার জন্যও তাঁহার কলিকাতার আশ্রমে থাকা নিষেধ ছিল, কারণ শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী সকলের নিকট অতিশয় পূজনীয় হইলেও ঐ আশ্রমে অন্যান্য অনেক স্ত্রীভক্ত তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন বা সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপদেশাদি লইতে আসিতেন। কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া একটি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র যুবক সন্ন্যাসীকে ঐ আশ্রমের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া স্বামিজী ভৎর্সনা করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্থলে একজন প্রাচীন অথচ কর্ম্মঠ শিষ্যকে নিযুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই 'নতুন ধরণের' বাংলার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ 'বর্ত্তমান ভারতের' শেষ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বলবানের দিকে সকলে যায় ;—গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশভূষা মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত! চতুর্দ্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মণ্যের ব্রহ্মণ্য গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার, বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী,

কর্ম্মব্রতের দীক্ষাদান।

দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত,—"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

পূর্ব্বে শীলেদের বাগানে যেমন দিনরাত লোক যাতায়াত করিত—আর ধর্ম্ম, সমাজ, দেশের উন্নতি অবনতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইত, এখনও তেমনই হইতে লাগিল।

স্বামিজী ও নাগমহাশয়।

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগমহাশয় * তাঁহার জন্মস্থান সুদূর দেওভোগ হইতে স্বামিজীকে দর্শন করিতে মঠে আসিয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড় অপরূপ হইয়াছিল। একজন প্রাচীন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর একজন নবীন সন্ন্যাসমার্গের জ্বলন্ত ছবি, একজন ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা, আর একজন মানুষের মধ্যে প্রসুপ্ত ভগবান্‌কে বিকাশের চিন্তায় আত্মহারা; তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি ও আত্মদর্শন এ সকল বিষয়ে উভয়েই একরূপ।

স্বামিজী নাগমহাশয়কে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে নাগমহাশয় বলিলেন 'আপনাকে দর্শন কর্‌তে আই-লাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হ'ল'

* নাগমহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন গৃহী শিষ্য। ইঁহার ন্যায় অদ্ভুত ভক্তিও বিকাশ জগতে দুর্লভ। ঠাকুরের প্রসাদ বলিয়া দেওয়াতে ইনি একবার ভোজ্যের সহিত কলাপাত পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছিলেন এবং পিতৃবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ উলঙ্গ হইয়া মৃত ভেকদেহ চর্ব্বণ করিয়াছিলেন। জিহ্বার সুখেচ্ছা হইবে বলিয়া সন্দেশ বা কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন না, অথচ অতিথি সৎকারের জন্য গৃহের খুঁটি জ্বালাইয়া পাক করিয়াছিলেন এবং একটিমাত্র গৃহ থাকাতে অতিথিকে স্বীয় শয়নগৃহে স্থান দিয়া সপত্নীক সমস্ত রাত্রি ঘোর দুর্য্যোগে গৃহের বাহিরে কাটাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত 'সাধু নাগমহাশয়' নামক পুস্তকে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

এবং স্বামিজী তাঁহাকে বসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামিজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'শরীর কেমন আছে?' কিন্তু যিনি দৈবক্রমে অপরের বিরুদ্ধে মুখ দিয়া একটি কথা নির্গত হওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ আপন শিরে প্রস্তরাঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিলেন ও মাসাবধি ক্ষতযন্ত্রণায় ভুগিয়া বলিয়াছিলেন 'বেশ হইয়াছে, যে যেমন পাজি, তাহার সেইরূপ শাস্তি হওয়া দরকার' সেই আত্মবিস্মৃত পুরুষ কি কোনদিন দেহের কোন সংবাদ রাখিতেন? তাহার উপর আবার যাঁহাকে সাক্ষাৎ শিবাবতার জ্ঞান করিতেন তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, এ অবস্থায় কি আর শরীরের কথা মনে আছে? স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তরে 'ছাই হাড় মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম' এই কথা বলিয়া তিনি স্বামিজীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হইলেন। স্বামিজী তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন 'ও কি কচ্ছেন!'

নাগ মহাশয়। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি—আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

এই বলিয়া অতৃপ্ত-নয়নে স্বামিজীকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

স্বামিজী নাগমহাশয়ের সমভিব্যাহারী শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'দেখেছিস্—ঠিক ঠিক ভক্তিতে মানুষ কি হয়! নাগমহাশয় তন্ময় হ'য়ে গেছেন—দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না'। তারপর তিনি প্রেমানন্দ

স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া নাগমহাশয়ের জন্য প্রসাদ আনিতে বলিলেন। প্রসাদের কথা শুনিয়া নাগমহাশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'প্রসাদ! প্রসাদ!' (স্বামিজীর দিকে ফিরিয়া করযোড়ে) 'আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হ'য়ে গেছে।'

এই সময়ে মঠের সকল ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু নাগমহাশয়ের শুভাগমনে স্বামিজী তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া সকলকে আসিয়া নাগমহাশয়কে দর্শন করিতে বলিলেন। সকলে আসিয়া নাগমহাশয়কে ঘিরিয়া বসিলে স্বামিজী বলিলেন 'দেখ্‌ছিস্! নাগমহাশয়কে দেখ্; ইনি গেরস্ত বটে, কিন্তু জগৎটা আছে কি না সে বোধ নেই; সর্ব্বদা তন্ময় হ'য়ে আছেন!' তারপর নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরের কথা কিছু শুনান।'

নাগ মঃ। ওকি বলেন! ও'কি বলেন! আমি কি বল্‌ব? আমি আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করিতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝ্‌বে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। আপনিই তাঁকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মলুম।

নাগ মঃ। ছি, ছি, ওকি কথা বল্‌চেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এপিঠ আর ওপিঠ; যার চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামিজী। এই যে মঠ ফঠ হচ্ছে, এ‌কি ঠিক হচ্ছে?

নাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা কর্‌বেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগমহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তখন স্বামিজী সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন 'যাতে এঁর কষ্ট হয়, তা ক'রো না। তারপর নাগমহাশয়কে বলিলেন 'আপনি মঠে এসে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা কত জিনিষ শিখ্‌বে?'

নাগ মঃ। ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে তিনি বলেন 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি, মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য হয়ে যাই।

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগমহাশয় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন 'আহা! এমন দিন কি হবে? আপনার পায়ের ধূলো পড়্‌লে দেশ কাশী হ'য়ে যাবে—কাশী হ'য়ে যাবে! সে সৌভাগ্য কি আমার অদৃষ্টে আছে?'

স্বামিজী। আমার ত ইচ্ছে আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগমঃ। আপনাকে কে বুঝ্‌বে—কে বুঝ্‌বে? দিব্য-দৃষ্টি না খুল্‌লে ত' চিন্‌বার যো নাই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কিন্তু কিছু বোঝে না।

স্বামিজী। এখন আমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে

জাগান্। সমস্ত দেশটা বৃহৎ অজগরের মত আপনার শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই শব্দ নেই—যেন মরেই গেছে। যদি একবার কোনরূপে তাকে জাগিয়ে তার সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবেই বুঝ্‌বো ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয়নি। শুধু এই একটিমাত্র ইচ্ছে আছে—মুক্তি ফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ! আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হই!

নাগ মঃ। ঠাকুর আপনাকে নিয়ত আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন। আপনার ইচ্ছার গতিরোধ কে করে? যা ইচ্ছা করবেন—তাই হবে।

স্বামিজী। কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ মঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হ'য়ে গেছে; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। কাজ কর্‌তে গেলে মজবুত শরীর চাই; এই দেখুন এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নাই; ওদেশে বেশ ছিলুম।

নাগ মঃ। ঠাকুর বল্‌তেন দেহে থাক্‌তে হ'লে টেক্স দিতে হয়। রোগ শোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই; কে করবে? কে বুঝ্‌বে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। মঠের এরা আমায় খুব যত্নে রাখে।

নাগ মঃ। যাঁরা যত্ন কর্‌ছেন, তাঁদেরই কল্যাণ—বুঝুন আর নাই বুঝুন। সেবার কমৃতি হ'লে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামিজী। নাগমহাশয়! কি যে কর্‌ছি, কিনা করছি—কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মত কার্য্য করে যাচ্ছি, এতে ভাল হ'চ্ছে, কি মন্দ হ'চ্ছে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।

নাগ মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন "চাবী দেওয়া রইল।" তাই এখন বুঝ্‌তে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরায়ে যাবে।

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ-মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগমহাশয় দুই হস্তে প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া মহাহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক! প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পাইচারী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্বামিজী একখানি কোদাল লইয়া পুকুরের একধারে আস্তে আস্তে মাটি কাটিতে ছিলেন। তদ্দর্শনে নাগমহাশয় তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন 'আমরা থাকিতে আপনি ও কি করেন?' অগত্যা স্বামিজী কোদাল ফেলিয়া মাঠে বেড়াইয়া বেড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন—

"ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুন্‌লুম, নাগমহাশয় চার পাঁচদিন উপোস ক'রে তাঁর কল্‌কাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন। আমি, হরিভাই ও আর কে একজন মিলে ত

নাগমহাশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠ্‌লেন। আমি বল্লুম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষে পেতে হবে। অমনি নাগমহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ী, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধ্‌তে স্বুরু কল্লেন। আমরা মনে করেছিলুম—আমরাও খাবো, নাগমহাশয়কেও খাওয়াবো। রান্না বান্না ক'রে ত আমাদের দেওয়া হ'ল; আমরা নাগমহাশয়ের জন্ম সব রেখে দিয়ে আহারে বস্‌লুম। আহারের পর যেই ওঁকে খেতে অনুরোধ করা, অমনি ভাতের হাঁড়ি আছ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেলে কপালে আঘাত করে বল্‌তে লাগ্‌লেন 'যে দেহে ভগবান্ লাভ হলোনা, সে দেহকে আবার আহার দেবো?' আমরা ত দেখেই অবাক্! অনেক ক'রে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে আসি।"

সন্ধ্যার সময় নাগমহাশয় স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

এই চিত্রে তুইটী বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক, নাগমহাশয়ের অপূর্ব্ব দীনতা ও স্বামিজীর প্রতি অগাধ ভক্তি বিশ্বাস; আর এক, নাগমহাশয়ের প্রতি স্বামিজীর গভীর শ্রদ্ধা। উভয়েরই উভয়ের সম্বন্ধে অতি উচ্চধারণা ছিল। যে বিশ্ববিজয়ী পুরুষ জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার মতকে চিরদিন অকাট্য বলিয়া ধারণা করাইয়া আসিয়াছিলেন, অটল আত্মশক্তিতে অবস্থিত হইয়া যিনি সত্য ব্যতীত কাহারও নিকট কখনও অবনতমস্তক হন নাই, এবং দেশোন্নতিকল্পে আপনার জীবনব্যাপী আয়োজনকে একদিনও যাঁহার উন্মার্গগমন বলিয়া বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়

নাই, সেই তেজস্বী বীরহৃদয় বিবেকানন্দ আপনার আরব্ধ কার্য্য-সম্বন্ধে সরলবুদ্ধি. গ্রাম্য, ক্যাপাটে (!) নাগমহাশয়ের মতামত গ্রহণ করা অনাবশ্যক মনে করেন নাই। ইহাতে তাঁহার আত্ম-কার্য্যের উপর বিশ্বাসের অল্পতা বা সন্দেহ সূচিত হইতেছে না, পরন্তু নাগমহাশয়ের অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেচনাশক্তির মূল্য ও তাঁহার প্রতি স্বামিজীর অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই নাগমহাশয় সম্বন্ধে তিনি বলিতেন 'পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।' বাস্তবিক নাগমহাশয়ের ন্যায় ঈশ্বরনিষ্ঠা ও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শুষ্ক, কর্কশ মূর্ত্তির অন্তরালে যে একখানি সরস হৃদয় ভগবৎ-প্রেমের অমল দীপ্তিতে স্নিগ্ধমধুর ঔজ্জ্বল্য মণ্ডিত হইয়া শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে বিরাজ করিতেছিল, সাধারণ লোকে হয়ত তাহার খবর রাখিত না, কিন্তু স্বামিজী রাখিতেন। তাই তিনি সন্ন্যাসগৌরবের অভ্রভেদী শিখর হইতে অবতরণ করিয়া এই দীন গৃহস্থের নিকট আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন! আর তাঁহার গুরুভাইরাও দেখিলেন 'স্বামিজীর ইচ্ছা ও ঠাকুরের ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

* * * *

এই সময়ে একদিন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমতী সরলা দেবী স্বামিজী সুন্দর রন্ধন করিতে পারেন শুনিয়া সিষ্টার নিবেদিতার নিকট তাহার উল্লেখ করেন। স্বামিজী জানিতে পারিয়া একদিন দু'জনকেই আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বহস্তে কয়েকটি

ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। মহিলাদিগের সহিত কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় নিবেদিতাকে তাঁহার জন্য এক কলিকা তামাকু সাজিতে বলিলেন। সিষ্টার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া আনন্দের সহিত তামাকু সাজিয়া আনিলেন ও স্বামিজীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়া আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ প্রস্থান করিলে স্বামিজী গুরুভাইদের বলিলেন যে নিবেদিতাকে দিয়া তামাকু সাজাইবার উদ্দেশ্য এই যে তিনি শুনিয়াছিলেন এ দেশের কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা যে তিনি নাকি শ্বেতকায়দিগের স্তুতি ও ছন্দানুবর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগকে আপন শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তাঁহাদের সম্মুখে একজন পাশ্চাত্য রমণীকে আপন সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তিনি দেখাইলেন ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

আবার সমুদ্রযাত্রা।

১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মের প্রথমেই স্বামিজীর স্বাস্থ্য অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তাঁহার ভক্ত নড়াইলের জমীদারেরা তাঁহার গঙ্গায় মুক্তবায়ুসেবনের জন্য একটি বজরার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক সময় বজরার ছাদে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিতেন, কখনও বা বালকের ন্যায় সরল সহাস্যবদনে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেন। সাধারণতঃ বজরা উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে যাইত এবং গোধূলির আলো বা রাত্রের অন্ধকারে সেইখান দিয়া যাইবার সময় তিনি প্রায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। সারাদিন শিক্ষা ও প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার সময় ঐরূপ জলভ্রমণ তাঁহার নিকট অতিশয় প্রীতিপ্রদ বোধ হইত।

শরীরের অবস্থা যেমনই হউক তিনি কখনও পরের জন্য পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না। ডাক্তারেরা একবাক্যে তাঁহাকে সাধারণ্যে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি ২৬শে ফেব্রুয়ারী সিষ্টার নিবেদিতার The young India movement' নামক বক্তৃতায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মিশনের রবিবাসরীয় বৈঠকে কখনও অনুপস্থিত থাকিতেন না। এই সময়ে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনিগণের অনেকে তাঁহাকে আপন আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন। ১৭ই জুন শেষবার তিনি এইরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের

প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহার 'রাজযোগ' গ্রন্থপাঠে অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একান্তে ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্বামিজীকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

চিকিৎসক ও বন্ধুদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে স্বামিজী পুনরায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গমন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। স্থির হইল স্বামি তুরীয়ানন্দ তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। সিষ্টার নিবেদিতাও তাঁহার বালিকাবিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য্যানুরোধে ইংলণ্ডে গমন করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিও স্বামিজীর সহিত একত্রে যাত্রা করিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। বাস্তবিক স্বামিজীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে একাকী বিদেশে যাইতে দিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। যাত্রার এক মাস পূর্ব্ব হইতে দর্শক ও ভক্তবৃন্দে মঠ দিবারাত্র পরিপূর্ণ থাকিত। স্বামিজী শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা, স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও আরও বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন। মাঝে মাঝে ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে গান গাহিতেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন ফটোগ্রাফ তোলা হইল, এবং রাত্রে মঠে একটি ক্ষুদ্র বৈঠক বসিল। মঠের যুবক ব্রহ্মচারীরা স্বামিজীকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিলেন। তাঁহারাও অল্প কথায় উত্তর দিলেন। স্বামিজী সন্ন্যাসের আদর্শ ও ত্যাগ অভ্যাস সম্বন্ধে বলিলেন। সেই কথা—'সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভয় করিবে না। পরের জন্য নিজ জীবন তুচ্ছ করিবে। সংসারী লোক ভালবাসে বাঁচিতে,

সন্ন্যাসীকে ভালবাসিতে হইবে মৃত্যু। আহার দ্বারা শরীর পুষ্টি করিয়া কি লাভ, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? সেইরূপ অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি করিয়াই বা কি লাভ, যদি তাহা অপরের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে না পারি? সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তা-স্বরূপ, তুমি আমি তার এক নগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য—না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই!

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

মরিতেই যখন হইবে—মরণ অপেক্ষা ধ্রুবসত্য যখন আর কিছুই নাই—তখন কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করাই কি শ্রেয় নহে? মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত আর বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব নিহিত।' তারপর বলিলেন 'এই আদর্শটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কি জানিতে হইবে, খুব একটা বড় বা অসম্ভব রকমের আদর্শে কোন কাজ হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কারক-গণের ঐ বিপদ হইয়াছিল। আবার খুব বেশী practical (অতি মাত্রায় কাজের লোক) হওয়াও ভাল নয়। দুটী প্রান্ত (extremes) এক করিতে হইবে। দুটী 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে। প্রবল ভাবপরায়ণতার (Idealism) সঙ্গে প্রবল

কার্য্যকারিতা (Practicality) যোগ করিতে হইবে। এই হয়ত গভীর ধ্যান ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমুহূর্ত্তেই মঠের মাটি কোদ্‌লাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই হয় ত শাস্ত্রের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইল, আবার পরক্ষণেই এই জমীর ফল ফুলুরী, শাক-শব্জী মাথায় করিয়া বাজারে বেচিয়া আসিতে হইল। দরকার হইলে খুব সামান্য কাজ—এমন কি পাইখানা সাফ পর্য্যন্ত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে মঠের উদ্দেশ্য—আদর্শ মানুষ প্রস্তুত করা। প্রাচীন ঋষিগণ এখন নাই—গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিবার সময়ও এখন চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে এই নবযুগের ঋষি হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্যাণ ত্যাগ করিয়া পরের জন্য অম্লানবদনে আত্মপ্রাণ বলি দিতে হইবে। সেই প্রকৃত মানুষ যে স্বয়ং শক্তির মত শক্তিশালী, অথচ প্রাণটা রমণীর প্রাণের মত কোমল, পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা-প্রিয়, অথচ এরূপ আজ্ঞাবহ যে অধ্যক্ষের আদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও অকম্পিত হৃদয়।” এদেশের লোক নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ ব্যগ্র এবং সামান্য মতের বিভিন্নতার জন্য এত সহজে এক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া আর এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যে এখানে কোন সম্প্রদায়ই অধিক দিন স্থায়ী হয় না, বা স্থায়ী হইলেও তাহার মূল লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারে না। স্বামিজী সেই জন্য এই নবপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“এখানে অবাধ্য-

গণের স্থান নাই, যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাসঘাতক যেন কেহ না থাকে! বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ এই লতা ও কুকুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।" . .

যাইবার দিন (২০শে জুন ১৮৯৯) শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী কলিকাতার বাটীতে স্বামিজী, তুরীয়ানন্দ ও মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইলেন। অপরাহ্ণে তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া দুই গুরুভ্রাতা প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে চলিলেন। সেখানে তাঁহাদিগকে ও নিবেদিতাকে বিদায় দিবার জন্য অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। সকলেরই মুখে একটা বিষাদের রেখা। স্বামিজী বাহিরে বেশ প্রফুল্ল ছিলেন ও সকলকেই উৎসাহ দিতেছিলেন। তবে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল, তখন প্রত্যেকেরই প্রাণের বেদনা মুখাবয়বে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তিনি যে তাহাদের বড় আদরের 'স্বামিজী'!—আর তুরীয়ানন্দ?—সেই সরল, সদাপ্রফুল্ল, হাস্য-বিকশিত নয়ন, একনিষ্ঠ বাল-ব্রহ্মচারী—স্বামিজী যাঁহাকে বলিয়াছেন 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'—তিনিও তাহাদের কম স্নেহ ভালবাসার পাত্র নহেন! এই আজন্মসংযমী, কঠোরত্যাগী ও শুদ্ধাচারী মহাত্মা প্রথমে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিতে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু স্বামিজীর সকাতর অনুরোধ ও স্নেহের আব্দারে তাঁহাকে পরিশেষে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি গঙ্গাজল সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন। আর প্রচারকার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া ইচ্ছা ছিল, বেদান্তদর্শন ও

অন্যান্য কয়েকখানি প্রধান প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্গে লইবেন। কিন্তু স্বামিজী নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'বিদ্যের চচ্চড়ি আর পাঁজিপুথি তারা যথেষ্ট দেখেছে। ক্ষাত্র-শক্তির পরিচয় খুব ক'রে পেয়েছে, এখন দেখাতে চাই 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য যুক্তিতর্কের বাহুল্য ও পরপক্ষ-নির্ণয়ের অসাধারণ শক্তি তাহারা স্বামিজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে কিন্তু শমদমতিতিক্ষাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণভূষিত প্রকৃত সৎসংস্কার ও তপঃশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারা কখনও দেখে নাই। এখন এই আদর্শ ব্রহ্মণ্য দেখাইবার জন্য তিনি তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ 'তু—ভায়া'কে সঙ্গে লইলেন।

যে জাহাজে তাঁহারা যাত্রা করিলেন উহার নাম 'গোল-কুণ্ডা'। ২৪শে জুন উহা মান্দ্রাজে পৌঁছিল। ইতিপূর্ব্বেই তারযোগে স্বামিজীর গমনবার্ত্তা সেখানে পৌঁছিয়াছিল। বহু-সংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমুদ্রতীরে আগমন করিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার ন্যায় এখানেও প্লেগের ভয়ে ভারতীয় যাত্রীদিগকে তীরে নামিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং সকলেরই আশা বিফল হইল। কয়েকদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজবাসীরা মাননীয় পি. আনন্দ চালু'র সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করিয়া স্থির করেন যে স্বামিজীকে মান্দ্রাজে নামিবার হুকুম দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন। অনুরোধ করাও হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রমুখ স্বামিজীর পূর্ব্বতন যুবক শিষ্যেরা নৌকায় করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফলফুল

ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। স্বামিজী রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন, শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন্'পত্র পরিচালন সম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়া কলম্বো পর্য্যন্ত টিকিট লইলেন। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়িলে শত শত মান্দ্রাজী বালকবালিকা, যুবা ও বৃদ্ধের কণ্ঠ হইতে স্বামিজীর উদ্দেশে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমুদ্র-কল্লোলের সহিত মিশ্রিত হইল।

মান্দ্রাজ পরিত্যাগের চারিদিবস পরে জাহাজ কলম্বোতে পৌঁছিল, কলম্বোতে স্বামিজীকে নামিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এখানে স্যার কুমারস্বামী, মিঃ অরুণাচলম প্রভৃতি পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আরও বহু ভক্ত স্বামিজীর দর্শনলাভের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি মিসেস্ হিগিনের বৌদ্ধবালিকাবিদ্যালয় এবং কাউণ্টেস কানোভারার কন্‌ভেণ্ট (স্ত্রীমঠ) ও স্কুল পরিদর্শন করিলেন।

২৮শে জুন জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিল। এডেন পর্য্যন্ত মৌসুম বায়ুর প্রাবল্যে জাহাজ বড় দুলিতে লাগিল ও ছয়দিনের পথ দশদিনে পৌঁছিল। সকোট্রায় মন্‌সুনের বিষম বাড়াবাড়ি, তারপর সমুদ্র অনেকটা ঠাণ্ডা। ৮ই জুলাই ষ্টীমার এডেনে ও ১৪ই সুয়েজ বন্দরে পৌঁছিল। পথে নেপল্‌সে একবার ধরিয়া মার্সেলে পৌঁছিল ও ৩১শে জুলাই লণ্ডনে উপস্থিত হইল।

সমুদ্রপথে এই দীর্ঘ দেড়মাসকাল স্বামিজী ভারতের ধর্ম্ম,

দর্শন, সাহিত্য, মহাপুরুষগণের ইতিহাস ও মানবসভ্যতা সম্বন্ধে বহুবিধ প্রসঙ্গে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা এই সকল প্রসঙ্গ পরম যত্নসহকারে তাঁহার The master as I saw him" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। স্বামিজী নিজেও আসিবার সময় উদ্বোধনের সম্পাদককে এই ভ্রমণের বিবরণ প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই জন্য মাঝে মাঝে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেইগুলি এক্ষণে একত্রিত হইয়া 'পরিব্রাজক' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামিজীর সাহচর্য্যলাভের এই সুযোগ নিবেদিতার শিক্ষা সম্প্রসারণ ও স্বামিজীর জীবনোদ্দেশ্য বুঝিবার উপায় হিসাবে বড় অনুকূল হইয়াছিল। এ সুযোগ নিবেদিতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও উপেক্ষা করেন নাই। শ্রীগুরুদেবের সহিত সমুদ্রবক্ষে এই অর্দ্ধেক জগৎ ভ্রমণকে তিনি 'the greatest occasion of my life' (আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্রচিত এই ভ্রমণের সুললিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা স্বামিজীকে নানাবিধ ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। নিবেদিতা লিখিতেছেন :—

"এই সমুদ্রভ্রমণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিরাম বহুবিধ ভাব ও গল্পের স্রোত বহিয়াছিল। কোন্ মুহূর্ত্তে যে স্বামিজীর হৃদয়দ্বারে সত্যের আলোক সহসা স্বত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং সেই নব নব অনুভূতির বার্ত্তা আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকিবে তাহা আমরা কেহই জানিতাম না।

যাত্রার প্রারম্ভে প্রথমদিন অপরাহ্ণে আমরা গঙ্গাবক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময়ে স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন 'দেখ, বয়স যত বাড়িতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি মনুষ্যত্বের বিকাশই এ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্ত্তাই আমি জগৎকে শুনাইতে আসিয়াছি। যদি অসৎ কর্ম্ম কর, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হইতে হয় তবে একটা বড় গোছের দুষ্ট হও।' এই প্রসঙ্গে আমার আর একদিনকার কথা মনে পড়িতেছে, যেদিন আমি স্বামিজীকে ভারতের অপরাধীর সংখ্যা অল্প বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি সখেদে কহিয়াছিলেন 'হা ভগবান্! এরূপ না হইয়া যদি ইহার বিপরীত হইত! কারণ এই যে আপাতদৃষ্ট ধর্ম্মভাব বা অপরাধের অল্পতা এটা মৃত্যুর লক্ষণ।' শিবরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, যশোধরা, বিক্রমাদিত্যের বিচার-সিংহাসন, পৃথ্বিরাজ প্রভৃতি শত সহস্র ভারতীয় কাহিনী দিবারাত্রই আলোচিত হইত। আর বিশেষত্ব এইটুকু যে কোন জিনিষ দুইবার বলিতেন না। সবই নূতন—জাতিতত্ত্বের কথা, পুরাতন ভাবের পুনরুক্তি ও সমালোচনা, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মের কথা, এবং সর্ব্বোপরি মানবজাতির মানবত্বের সমর্থন—যে মানবত্ব কখনও একেবারে অন্তর্হিত বা ক্ষীণবীর্য্য হয় নাই—যাহা সর্ব্বদিন সর্ব্বকাল পতিতের উদ্ধার ও দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সিংহবিক্রমে মহিমার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছে—সবই নূতন। আচার্য্যদেব আসিয়াছিলেন ও চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের স্মৃতির

কলকে তিনি উজ্জ্বল অক্ষরে যে মানব-প্রীতির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে।"

৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছিয়া টিলবেরী ডকে অবতরণ করিবামাত্র অনেকগুলি শিষ্য ও বন্ধুর সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইল। ইহার মধ্যে দুই জন আমেরিকান মহিলাকে দেখিয়া তিনি বিস্ময় বোধ করিলেন। ইঁহারা একখানি ভারতীয় পত্রিকায় তাঁহার সমুদ্রযাত্রার খবর পাইয়া ও তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ সংবাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সুদূর ডিট্রয়েট হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এবারে স্বামিজী লণ্ডনে সাধারণ সভায় কোন বক্তৃতা দেন নাই। মাঝে মাঝে শুধু কথোপকথন হইত মাত্র। ১৬ই আগষ্ট আমেরিকাবাসীদিগের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি তুরীয়ানন্দ স্বামী ও আমেরিকান শিষ্যদিগের সহিত লণ্ডন ত্যাগ করিলেন।

কালিফর্নিয়ায় বেদান্ত প্রচার।

নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের সহিত সাক্ষাতের পর স্বামিজী তাঁহাদের 'রিজ্‌লে ম্যানর' নামক একটি সুন্দর পল্লী-নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানটী নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূর এবং হাডসন নদীর তীরে কাট্‌স্‌কিল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। একমাস পরে সিষ্টার নিবেদিতাও ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নী স্বামিজীকে অত্যন্ত যত্ন ও পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন, তবে মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব হইত। এখানে একজন বিখ্যাত অষ্টিওপ্যাথ (osteopath) তাঁহার চিকিৎসাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত এই পল্লীবাসে কাটিল। স্বামী অভেদানন্দ সে সময়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নিউইয়র্কে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। তিনি আসিয়া দশদিন স্বামিজীর নিকট রহিলেন এবং তাঁহার মুখে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য একটী স্থায়ী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া স্বামিজী বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ১৫ই অক্টোবর "Vedanta Society Rooms"এ (বেদান্ত সমাজগৃহে) প্রবেশানুষ্ঠান অভেদানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল ও ২২শে পর্য্যন্ত তিনি এখানে ক্লাস করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দও শীঘ্র নিউইয়র্ক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে মণ্ট ক্লেয়ার (Mont Clair)

নামক স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বেদান্ত সমাজগৃহেও তিনি নিয়মমত বক্তৃতা দিতে লাগিলেন ও পরে মাসাচুসেট্সের অন্তর্গত কেম্ব্রিজ সহরে অনেক হিতকর কার্য্য করেন।

৮ই নবেম্বর মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে প্রথম সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সহিত অনেক নূতন সভ্যের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে সেই রাত্রেই স্বামিজী একটি সাধারণ অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ১০ই তারিখে সাধারণের পক্ষ হইতে বেদান্ত সোসাইটীর লাইব্রেরীতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল। এই উপলক্ষে স্বামিজী অনেক পুরাতন বন্ধু ও ভক্তের সাক্ষাৎ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন যাঁহারা লোকমুখে তাঁহার নাম, কাহিনী ও খ্যাতি শুনিয়া বা তদ্রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। পুরাতন বন্ধুরা একটি অভিনন্দন প্রদান করিলে তিনি তাহার যথাবিধি উত্তর প্রদান কালে বলিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ভাব পূর্ব্ববৎ অবিকৃত স্নেহ পরিপূর্ণ আছে।

নিউইয়র্কে দুই সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া ও তৎকালমধ্যে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য সহরে গতায়াত করিয়া স্বামিজী ২২শে নভেম্বর কালিফর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। পথে চিকাগোর পূর্ব্বতন বন্ধুদিগের সাগ্রহ আহ্বানে তিনি কিয়দ্দিন তাঁহাদিগের নিকট অতিবাহিত করিলেন ও সানন্দে তৎপ্রদত্ত অভিনন্দনাদি গ্রহণ করিলেন। তারপর ডিসেম্বরের প্রথমেই কালিফর্ণিয়া

পৌঁছিলেন এবং ৭ই জুনের পূর্ব্বে আর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

কালিফর্ণিয়ায় পৌঁছিয়া প্রথমেই তিনি 'লস্ এঞ্জেলিস্ (Los Angeles) নামক স্থানে মিসেস্ ব্লজেটের (Mrs. Blodgett) আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এখানে নানাবিধ ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে আহ্বানের পর আহ্বান আসিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাধারণের সমক্ষে অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে হইল।

৮ই ডিসেম্বর 'ব্লাঞ্চার্ড হল'এ 'বেদান্তদর্শন' বিষয়ক বক্তৃতা হয়। পরে Academy of Sciences of South California (দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া বিজ্ঞান-পরিষৎ) নামক সমিতির তত্ত্বাবধানে Amity Church এ 'The Cosmos' নামক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। লস্ এঞ্জেলিসের সাধারণ বক্তৃতাগারেও কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে এই তিনটি প্রধান—

১। Work and its Secret (কর্ম্মরহস্য) (জানুয়ারী ৪।১৯০০)

২। Powers of the mind (মনের শক্তি) (৮ জানুয়ারী)

৩। The open Secret.

নিকটবর্ত্তী পাসাডেনা (Pasadena) সহরে 'ইউনিভারসালিষ্ট চার্চ্চ' ও 'সেক্সপীয়ার ক্লব'এ কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত চিত্তা-

কর্ত্তৃক হইয়াছিল—'Christ the messenger' (ঈশ্বরদূত খ্রীষ্ট) এবং 'The way to the Realisation of a Universal Religion (বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সাধনার উপায়)। এই দুইটি বক্তৃতায় শ্রোতার সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল। সেক্সপীয়ার ক্লাবের বিশেষ আহ্বানে তিনি 'The Epics of Ancient India ('ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনী') সম্বন্ধে 'রামায়ণ' (৩১শে জানুয়ারী), 'মহাভারত (১ ফেব্রুয়ারী) 'জড়ভরতোপাখ্যান' এবং 'প্রহ্লাদচরিত' এই চারিটি বক্তৃতা দেন। মোটের উপর লস্ এঞ্জেলিস ও পাসাডেনা দশমাইল ব্যবধানে অবস্থিত এই দুইটী সহরে তিনি সাধারণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে প্রায় প্রত্যহ একটি করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বোধ হইল যেন তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় ঐ স্থানের জলবায়ু ভাল ছিল বলিয়া তাঁহার শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি বা কষ্ট হয় নাই।

'Home of Truth' (সত্য-নিকেতন) নামক একটি সভার আগ্রহাতিশয়ে তিনি তাহাদের লস্ এঞ্জেলিসস্থিত প্রধান কেন্দ্রে প্রায় একমাস অতিবাহিত করিলেন ও অনেকগুলি ক্লাস করিয়া প্রশ্নোত্তর রীতিতে নানাবিধ সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। এই সভা কর্ত্তৃক আহূত কতকগুলি সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। এই সময়ে স্বামিজী প্রায়ই Applied Psychology ও রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, কারণ দেখিলেন যে কালিফার্ণিয়া-বাসিগণ ঐ সকল বিষয় শুনিতে বিশেষ ব্যগ্র। সত্য-নিকেতনের অনেক সভ্য

স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সরলপ্রকৃতি, অলৌকিক বিদ্যাবত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বিরাট্ আধ্যাত্মিকতা তাঁহাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহাদের সভার নিয়মানুসারে সভাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বামিজীর প্রতি ভালবাসার অনুরোধে কেবলমাত্র তাঁহার জন্য এ নিয়ম রহিত করা হইয়াছিল।

লস্ এঞ্জেলিস ত্যাগ করিয়া স্বামিজী 'ওক্‌ল্যাণ্ড' এর রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন ফে মিল্‌স্ (Benjamin Fay Mills) মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ First Uritarian Church of England নামক ধর্ম্মভবনে বিরাট জনতার সমক্ষে আটটী বক্তৃতা দেন। সময়ে সময়ে এই সভায় দুই সহস্রেরও অধিক শ্রোতা সমবেত হইত। প্রতি বক্তৃতার পরদিন কালিফর্ণিয়া প্রদেশের সমস্ত সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার নাম ও বক্তৃতা মুদ্রিত হইত। ঐ সময়ে রেভারেণ্ড মিল্‌স্ সাহেবের গীর্জ্জায় একটি স্থানীয় ধর্ম্ম-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐ বক্তৃতাগুলি তদুপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সুযোগে কালিফর্ণিয়ার শত শত ধর্ম্মযাজক স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মভাব জানিতে পারেন ও অনেকে তাঁহার ভাবের শ্রেষ্ঠতা দর্শনে শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। এই বিশাল লোকসভায় The Hindu way of Salvation (হিন্দুমতে মুক্তির পথ) নামক বক্তৃতা দিতে দিতে রেভারেণ্ড ডাঃ মিলস্ স্বামিজীর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া এইরূপ ভাবে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়া-

ছিলেন—'A man of gigantic intellect, indeed, one to whom our greatest University professors were as mere children' (ইনি একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পুরুষ —আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণও ইঁহার তুলনায় সামান্য শিশুমাত্র)।

কালিফর্ণিয়া রাজ্যের বিদ্বৎসমাজে স্বামিজীর প্রভাব শীঘ্রই বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে উহার রাজধানী সানফ্রানসিস্কো নগরীর বহু গণ্যমান্য অধিবাসীর অনুরোধে তিনি মে মাস পর্য্যন্ত সেই নগরীতে অবস্থান করিলেন। 'গোল্ডেন গেট হল' নামক স্থানে The ideal of a universal Religion সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহাতেঁ তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছিলেন। টাকার ষ্ট্রীটে (Tucker Street) একটি বিস্তৃত বাটীতে প্রাইভেট ক্লাস খোলা হইল। সেখানে তিনি নিয়ম পূর্ব্বক রাজযোগ ও ধ্যানধারণা শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং কতকটা সাধারণভাবে গীতা ও বেদান্তদর্শনের উপর বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

সানফ্রানসিস্কোয় প্রতি রবিবার 'রেড্ মেন্স্ হল', 'গোল্ডেন গেট হল' ও 'ইউনিয়ন স্কোয়ার হল' নামক স্থানে সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ওয়াশিংটন হলেও সপ্তাহে তিনটি করিয়া সান্ধ্য বক্তৃতা এবং পরে সোস্তাল হলে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পর পর অনেকগুলি ছোট ছোট বক্তৃতা দেন। ইহা ব্যতীত একদিন অন্তর একদিন সন্ধ্যাবেলা এলামেডা

(Alameda) ও ওকল্যাণ্ড-এ বক্তৃতা দিতেন। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশটি বক্তৃতা দেওয়া হয়। তাহার অধিকাংশই রাজযোগ, প্রাণায়াম এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষ সম্বন্ধীয়।* এই সময়ে স্বামিজী যে সকল বহুমূল্য বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অতি অল্পই এক্ষণে পাওয়া যায়। হায়! সে গুরুভক্ত গুড্‌উইন সাহেব এ সময়ে জীবিত ছিলেন না। সুতরাং অনেক বক্তৃতাই সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। সংবাদপত্রে ঐ সকল বক্তৃতার যে সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইত তাহারই কতক সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে স্বামিজী বলিতেন যে শ্বাস জয় হইলে চিত্তজয় হয়। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

* কতকগুলি বক্তৃতার বিষয় এখানে উল্লিখিত হইল। যথা—Buddha's Message to the world ; The Religion of Arabia and Mahomet, the Prophet ; Is the Vedanta Philosophy the Future Religion ? Christ's Message to the World ; Mahomed's Message to the World ; Krishna's Message to the World ; The Mind and Its Powers and Possibilites ; Mind Culture, Concentration of the Mind ; Nature and Man ; Soul and God ; The Goal ; Science of Breathing ; Meditation ; The Practice of Religion ; Breathing and Meditation ; The Worshiped and Worshiper ; Formal worship ; Art and Science in India.

একদিন আমেরিকায় এক নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি একদল যুবকের দেখা পান। তাহারা একটি সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ জলস্রোতের উপর ভাসমান কতকগুলি ডিমের খোলা লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতেছিল। অনেকেই চেষ্টা করিল, কিন্তু একজনও লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইল না। স্বামিজী নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতে-ছিলেন ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন। দলের একজন তাহা দেখিতে পাইয়া অভিমানে আহত হইয়া তাঁহাকে বলিল 'ওহে বাপু, কাজটা যত সহজ মনে কচ্চো অত সহজ নয়। এসো দেখি একবার এদিকে। দেখি তোমার কেমন তাগ্।' স্বামিজী কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত হইতে বন্দুক গ্রহণ করিলেন এবং উপর্য্যুপরি ১২টা খোলা গুলিবিদ্ধ করিলেন। তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া মনে ভাবিল, এ ব্যক্তি নিশ্চিত বহুদিন গুলি-চালানা অভ্যাস করিয়াছে, তারই ফলে এরূপ সিদ্ধহস্ত। স্বামিজীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি পূর্ব্বে কখনও বন্দুক হাতে করেন নাই। শেষে বলিলেন যে উহা কিছুই নয়। উহার ভিতরকার মন্ত্র হইতেছে—মনঃসংযম।

কালিফর্ণিয়াতে বেদান্তচর্চ্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লস এঞ্জেলিস ও পাসাডেনায় তাঁহার ছাত্রগণ কর্ত্তৃক নিয়মমত বেদান্ত সভার অধিবেশন হইতেছিল এবং তাঁহারা স্বামিজীকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্রের উপর পত্র লিখিতেছিলেন কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো ও তন্নিকটবর্ত্তী

স্থানসমূহের কার্য্যে স্বামিজী তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলিয় তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তবে সুবিধামত শীঘ্রই অন্য কোন সন্ন্যাসী-শিক্ষককে সেখানে পাঠাইবেন এরূপ অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার উৎসাহী শিষ্যা মিসেস্ হেন্‌স্‌বরো ততদিন পর্য্যন্ত দৃঢ় উদ্যমের সহিত ওখানকার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এদিকে কালিফর্ণিয়া ষ্টেটের উত্তরাংশে সান্‌ফ্রানসিস্কো, ওক্‌ল্যাণ্ড ও আলামেডা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বেদান্তপ্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোয় যে বেদান্ত-সমিতি স্থাপিত হইল স্বামিজীর শিষ্য ডাঃ এস, এইচ, লোগ্যান, মিঃ সি, এফ্‌ প্যাটার্সন, এবং মিঃ এ, এস্ ওলবার্গ যথাক্রমে তাহার প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারাও এখানে স্থায়ী ভাবে বেদান্তের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একজন ভারতীয় আচার্য্যের প্রয়োজন অনুভব করিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন স্বামিজীর পক্ষে জগতের চতুর্দ্দিকের কার্য্যভার মস্তকে লইয়া, একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা সম্ভবপর হইবে না। স্বামিজীকে সেই জন্য তাঁহারা আর একজন আচার্য্যকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামিজীও তদনুসারে তুরীয়ানন্দকে কালিফর্ণিয়ায় আসিবার জন্য লিখিলেন।

কালিফর্ণিয়া ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বামিজী মিস্ মিনি বুক (Miss Minnie C. Boock) নাম্নী একজন ভক্তিমতী শিষ্যার নিকট হইতে বেদান্ত পাঠার্থীদিগের শাস্ত্রপাঠের সুবিধার জন্য ১৬০ একর পরিমিত একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড দানস্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন।

এই স্থানটী কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত 'সাণ্টা ক্লারা' নামক অঞ্চলে হ্যামিণ্টন পর্ব্বতের সানুদেশে সমুদ্রতীর হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত—রেলষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল এবং লোকালয় হইতে ১২ মাইল দূর এবং চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত ও অরণ্যানী বেষ্টিত। স্বামিজী নিজে এই জায়গা দেখিতে যাইতে পারিলেন না। তবে ইহার বিবরণ শুনিয়া সন্তোষলাভ করিলেন। বুঝিলেন ইহা বেদান্ত সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে। এইখানে পরে যে আশ্রম স্থাপিত হয় তাহার নাম দেওয়া হয় 'শান্তি-আশ্রম'। ২রা আগষ্ট স্বামী তুরীয়ানন্দ সর্ব্বপ্রথম ১২জন ছাত্রকে ধ্যানধারণা শিখাইবার জন্য এস্থানে আগমন করেন ও দুইমাস কাল থাকেন। তদবধি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রতি বৎসর দুইমাসকাল এইস্থানে আসিয়া যাপন করেন।

১৯০০ সালের বসন্তের শেষভাগে স্বামিজী বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে বিশ্রামার্থ ক্যাম্পটেলর নামক পল্লীগ্রামে গমন করিলেন। কালিফর্ণিয়ায় উপর্য্যুপরি বক্তৃতা দিয়া তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় বায়ু-পরিবর্ত্তন ও কিয়ৎকাল বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। এখানে তিন সপ্তাহ থাকিয়া যখন তিনি সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন তখন ওকষ্ট্রীটে তাঁহার শিষ্য ডাক্তার লোগানের বাটীতে তাঁহাকে থাকিতে হইল। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে দিবারাত্র থাকার প্রয়োজন হওয়াতেই এরূপ ব্যবস্থা হইল। ডাঃ উইলিয়ম ফরষ্টার নামক অপর একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকও স্বামিজীকে দেখিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার প্রকাণ্ড সভায়

বক্তৃতা দেওয়া একরূপ বন্ধ হইল। শুধু গীতা সম্বন্ধে চারিটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কালিফর্ণিয়ায় তাঁহার বক্তৃতার কিরূপ ফল হইয়াছিল তাহা ৯ই মে তারিখে সানফ্রান্সিস্কো হইতে প্রেরিত প্রবুদ্ধ-ভারতে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে উপলব্ধি হইবে—

"The impression made by the Swami's teaching has been most profound. The impress of his brilliant and distinguished personality—what he is—is not less profound, but even deeper than his spoken word. Strange and electrifying to us to see the face of the warrior-thinker leap like a sword from its scabbard as the child-likeness of the Master's countenance falls away under the power of the spirit! Dear and beautiful it is to see his absolute kindliness to all with whom he comes into contact, his admirable simplicity of manner, and his charming humility; and strange and lovely to our unaccustomed ears is the music of his words, his wonderful eloquence in a foreign tongue, for the Swami Vivekananda is more than teacher, master, philosopher; he is a poet from the land of poetry."

ভাবার্থ:—স্বামিজীর উপদেশ আমাদিগের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও তাঁহার দর্শনলাভে আমরা অধিক মুগ্ধ হইয়াছি। এই মনস্বী বীরপুরুষের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই যেন শিরায় শিরায় তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল ও নম্র, ইঁহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। ইনি শুধু আশ্চর্য্য

লোকশিক্ষক ও দার্শনিক নহেন, পরন্তু কবিতার দেশ হইতে আগত একজন কবি।

ব্রহ্মবাদিন্ পত্রেও আর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—

"The interest in his doctrine has been steadily increasing—even reaching the hopeful limit of a mild martyrdom of pulpit denunciation!—and though it is yet early to prophesy results, it seems safe to say that the enthusiasm thus awakened is of a permanent character...... He regards the Californian atmosphere, from its distinctive climate and racial conditions, as being peculiarly well-fitted to the student of truth—the State, perhaps therefore, a coming centre of Oriental thought! Strange if the wedding of East and West were here to come, that nice balance of ideal and material, by which the noble conception of a Universal religion should be made possible!........."

ভাবার্থ:—তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন অবশ্য ঠিক বলা যায় না, কিন্তু আশা হয় যে এই উৎসাহ স্থায়ী হইবে। আর তিনি নিজেও মনে করেন কালিফর্ণিয়ার জলবায়ু ও সামাজিক অবস্থা প্রাচ্যচিন্তাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সুতরাং খুব বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ইহাই ভারতীয় চিন্তারাশি বিকীরণের প্রধান কেন্দ্র এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনভূমি হইয়া দাঁড়াইবে। ইত্যাদি।......

এই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মের মধ্যেও স্বামিজী মাঝে মাঝে শিষ্যদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও রহস্য কৌতুকাদিতে

সময়ক্ষেপ করিতেন। ক্যাম্পটেলরের মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ করিয়া তিনি বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি বোধ করিয়াছিলেন। অনেক সময় শিষ্যদিগের আহ্বানে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যোগদান করিতেন। অনেক সময় তাঁহাকে বেশ সহজ মানুষের মত প্রফুল্ল ও হাস্যপরিহাসরত দেখিতে পাওয়া যাইত আবার সময়ে সময়ে তাঁহার চিত্ত এক অজ্ঞাত ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যাইত, তখন তিনি গম্ভীর হইয়া পড়িতেন, এবং তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চ উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যতীত অন্য কথা বাহির হইত না। মি. মীড্ নামক লস-এঞ্জেলিসের একজন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কারের তিনটি কন্যা তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিসেস্ হেন্‌স্‌বরোর নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি স্বামিজীর সেবায় সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। যে কোন আদেশের জন্যই প্রস্তুত—যেন স্বামিজীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিলে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া যাইত। অনেক সময় স্বামিজী কলার ও হাতের কাফের বোতাম আঁটিতে না পারিলে তাঁহাকেই উহা পরাইয়া দিবার জন্য ডাকিতেন। তাঁহাদের নিকট তিনি ভারতবর্ষের ও ভারতীয় আদর্শের নানাবিধ বর্ণনা করিতেন, তাঁহারাও সাধ্যমত তাঁহার ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু এই বালকোচিত সরলতা ও রহস্যপ্রিয়তার মধ্যেও পরব্রহ্মের প্রতি একটা বিষম আকর্ষণ তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন, এ সময়ের প্রত্যেক বক্তৃতা, কথাবার্ত্তা ও চিঠিপত্রাদিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আলা-

মেডা হইতে ১৮ই এপ্রিল (১৯০১) তারিখে মিঃ ম্যাকলাউড্‌কে তিনি যে পত্র লেখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে স্বামিজীর এই সময়কার অন্তরের ভাব বেশ পরিষ্কার জানিতে পারিবেন।

"কর্ম্ম করা সব সময়ে কঠিন। প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা ঘুচে যায়—আর আমার সব মন প্রাণ যেন মায়ের চরণে মিশে যায়—তাঁর কার্য্য তিনিই জানেন।

আমি ভাল আছি—মানসিক খুবই ভাল। শরীরের চাইতে মনের শান্তিটাই বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি। লড়ায়ে হার জিত সবই হলো, এখন তল্পি-তাল্পা গুটিয়ে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ব'সে আছি। 'অব শিব পার কর মেরা নেইয়া'—হে শিব, এখন আমার তরী পারে নিয়ে চল।

যাই হোক্ এখন আমি সেই আগেকার বালক—যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব উপদেশ শুন্‌তে শুন্‌তে তন্ময় হ'য়ে যেতো—ঐটেই হ'চ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—কর্ম্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি সবই বহিরাবরণমাত্র।

এখন আবার তাঁর ডাক শুন্‌তে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর—যা' স্মরণ হ'লেও মন আনন্দে নাচিয়া উঠে—শেকল সব খস্‌চে—ভালবাসার বন্ধন টুটে যাচ্চে—কার্য্যে অরুচি হ'য়েছে—জীবনের মোহ কেটেছে—তার স্থলে বাজ্‌ছে শুধু প্রভুর আহ্বানধ্বনি—যাই প্রভু যাই। ঐ তিনি বলচেন—'যা হবার তা' হয়ে গেছে—তুই এখন চলে আয়।'—যাই প্রভু যাই।

হাঁ এবার ঠিক চলেছি। সম্মুখেই অনন্ত শান্তিময় নির্ব্বাণ-সমুদ্র! স্পষ্ট অনুভব কচ্ছি তা'তে এতটুকু বীচিবিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নাই।

আমি যে জন্মেছি তার জন্য আমি খুসী—এত যে দুঃখ ভোগ করেছি তার জন্যও খুসী—এত যে বড় বড় ভুল করেছি তাতেও খুসী—আবার এখন যে শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম কর্ত্তে চলেছি তাতেও খুসী। আমি কাহাকেও বন্ধনদশায় ফেলে যাচ্ছি না—নিজেও কোন বন্ধন নিয়ে যাচ্ছি না। এ শরীরটা ভেঙ্গে চুরে আমায় মুক্তি দিক্ কিংবা আমি সশরীরেই মুক্তি পাই—আমার পুরাতন 'আমি'টা চ'লে গেছে—একেবারে চিরদিনের জন্য গেছে—আর ফিরছে না।

পথপ্রদর্শক, গুরু, নেতা বা আচার্য্য বিবেকানন্দ আর নাই—আছে শুধু সেই পূর্ব্বের বালক, শিক্ষার্থী, গুরুপদাশ্রিত অধীন সেবক।

বুঝ্‌তে পাচ্ছ কেন আমি —র কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাইনা। আমি কে যে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যাব? আমি বহুদিন নেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করেছি—এখন আর কোন কথা বলার শক্তি আমার নেই। এই বছরের প্রথম থেকে আমি ভারতে আমার মতে কাজ করাবার কোন চেষ্টা করিনি। তুমি জান……তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিতুম সেই সময়টাই গিয়াছে আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় মুহূর্ত্ত। এখন আবার সেইরূপ গা ভাসান দিয়েছি। উপরে ভগবান্ অংশুমালী শুভ্র নির্ম্মল কিরণজাল বিস্তার কচ্ছেন—নিম্নে পৃথিবী

শ্যামল-শস্যসম্পৎশালিনী এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই স্থির, নিস্তব্ধ ও শান্ত। এ অবস্থায় আমিও অবশ জড়ের মত নদীর আরামপ্রদ তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের চাঞ্চল্য উৎপাদন করতে আমার সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এ অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি নষ্ট হ'য়ে যায়—যে নিস্তব্ধতায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় জগৎটা মরীচিকা বই আর কিছু নয়।

এতদিন আমার কর্ম্মের মধ্যে একটা উচ্চাভিলাষ ছিল, আমার ভালবাসার মধ্যে পাত্রবিচার ছিল, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ভয় ছিল এবং আমার নেতৃত্বের ভিতর ক্ষমতাপ্রিয়তা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এখন সে সব অন্তর্হিত হচ্ছে, আর আমি উদাসপ্রাণে ভেসে চলেছি। যাই মা যাই। তোমার কোলে উঠে—তুমি যে দিকে নিয়ে যেতে চাও সেই দিকে—সেই অরূপ অস্পর্শ অশব্দ অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে, কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আর আমার দ্বিধা নেই।

ওঃ কি শান্তি! বোধ হচ্ছে যেন আমার চিন্তারাশি হৃদয়ের দূরতম প্রদেশ থেকে অতি ক্ষীণ অস্ফুটধ্বনির মত আসছে—চারিদিকে শান্তি—মধুর মধুর শান্তি—নিদ্রাকর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সকল বস্তু যখন ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয় তখনকার মত শঙ্কাহীন—অনুরাগহীন—আবেগহীন—শান্তি! যাই প্রভু যাই।

জগৎ আছে বটে, কিন্তু তাহা সুন্দরও নহে কুৎসিতও নহে—শুধু একটা অনুভূতি মাত্র। কিন্তু সে অনুভূতিতে কোন

হৃদয়ভাব বিক্ষুব্ধ হয় না। ওঃ কি তৃপ্তি! সবই সুন্দর, সবই ভাল, কারণ আমার কাছে তাহাদের কোনরূপ তারতম্য বা ইতরবিশেষ নাই। ওঁ তৎসৎ।"

হায় পরিবর্ত্তন! যে বীরকেশরীর বজ্রনির্ঘোষে একদিন জগতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমার্দ্ধ প্রকম্পিত হইয়াছে, যাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তি প্রবল বাড়াবানলের ন্যায় নির্জীব ভারতবাসীর প্রাণে কর্ম্মাসক্তির আগুণ জ্বালাইয়াছে, যাঁহার হৃদয়সমুদ্র মন্থন করিয়া বর্ত্তমান ভারতের যুগাদর্শ উত্থিত হইয়াছে, ইনি সে বিবেকানন্দ নহেন। জীবনের কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া কর্ম্মশ্রান্ত বীর এখন জগজ্জননীর ক্রোড়ে চিরবিশ্রামলাভের জন্য আকুল। ইহলোকের কোন বস্তুতেই আর তাঁহার রাগ দ্বেষ আকাঙ্ক্ষার আগ্রহ নাই। পরপারের যাত্রী জীবননদীর বেলাভূমিতে বসিয়া শুধু শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন!

কালিফর্ণিয়ায় অবস্থানের শেষভাগে স্বামিজী লণ্ডন হইতে মিঃ লেগেট ও তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহারা স্বামিজীকে স্বাস্থ্যের জন্য জুলাই মাসে প্যারিতে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর প্যারি-প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি বৃহতী ধর্ম্মেতিহাস-সভার (Congress of the History of Religions) অধিবেশন হইবার কথা ছিল; এবং ঐ সভার বৈদেশিক প্রতিনিধিমণ্ডলীসংক্রান্ত-সমিতি তাঁহাকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আমেরিকা ত্যাগের পক্ষে দুইটী কারণ উপস্থিত হইল। কিন্তু

তাঁহার নিউইয়র্কে আরও কিছুদিন কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। এইজন্য মে মাসের শেষে তিনি সানফ্রান্সিস্কো, আলামেডা এবং ওকল্যাণ্ডের শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পথে চিকাগো ও ডেট্রয়েটে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া নিউইয়র্কে পৌঁছিলেন এবং তত্রত্য বেদান্ত-সোসাইটীর প্রধান কার্য্যালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উক্ত সোসাইটীর কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। মিঃ লেগেট কার্য্যানুরোধে উক্ত সভার অধ্যক্ষতা ত্যাগ করাতে কলাম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল সি, পার্কার মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য সভ্যের মধ্যে রেভারেণ্ড ডাঃ আর হিবার নিউটন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক চার্লস্ আর ল্যানম্যানের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। স্বামিজী এখানে পর পর চারি রবিবারে চারিটী বক্তৃতা ও প্রতি শনিবার গীতা সম্বন্ধে একটি করিয়া বক্তৃতা দিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দকে কালিফর্ণিয়ায় প্রচারকার্য্যে যাইতে উপদেশ দিলেন। বিদায়গ্রহণ-কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি প্রয়োজনীয় সকল কথা সমাপ্ত করিয়া শেষে বলিলেন—'যাও, ভাই, কালিফর্ণিয়ায় আশ্রম স্থাপন কর। বেদান্তের ধ্বজা ওড়াও। এখন থেকে ভারতের স্মৃতি পর্য্যন্ত মন থেকে মুছে ফেল। সব চেয়ে, কেমন করে জীবনটা কাটাতে হয় এদের দেখাও, তার পর বাকীটা মা জগদম্বা ক'রে দেবেন।'

কালিফর্নিয়ার বেদান্ত প্রচার।

ভারতীয় সভ্যতা, বেদান্তদর্শন এবং স্বামিজীর ভাব ও কার্য্যের প্রতি যে সকল প্রখ্যাতনামা মনীষি পুরুষ শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল—প্রফেসর শেথ্ লো (Seth Low)—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট; প্রফেসর এ, ভি, জ্যাকসন্ (A. V. W. Jackson)—কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক; প্রফেসর টমাস, আর প্রাইস্ এবং ই, এন্‌গাল্‌স্‌মান (E. Engalsmann)—সিটি অব নিউইয়র্ক কলেজের অধ্যাপক; এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ—রিচার্ড বথিয়েল (Richard Bothiel), এন্ এম্ বাট্‌লার (N. M. Butler), এন্, এ ম্যাক্‌লাউথ (N. A. Mac Lauth), ই, জি, সিলার (E. G. Sihlar) ক্যালভিন টমাস, (Calvin Thomas) এবং এ, কন্ (A. Cohn)।

২৪শে জুলাই স্বামিজী পারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন।

পারি সহরে স্বামিজী সর্ব্বপ্রথমে লেগেটদম্পতীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। মধ্যে কিছুদিনের জন্য মিসেস্ ওলিবুলের আহ্বানে ব্রটানি প্রদেশের অন্তর্গত লানিয়ঁ নামক স্থানে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও দার্শনিক মসীয়েঁ জুল বোওয়ার সহিত একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি ফরাসী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলিতেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন দ্বারা স্বামিজী ফরাসীভাষায় অধিকার লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

লেগেট সাহেবের গৃহে প্রত্যহ বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গুণীব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইত। স্বামিজী লিখিয়াছেন—

"আর মিঃ লেগেট্, প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর পারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি ব্যপদেশে, নিত্য নানা যশস্বী, যশস্বিনী নরনারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন ... ...

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ সমাবেশ, মিষ্টার লেগেটের আতিথ্য সমাদর আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্ব্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকসমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত মনীষি-মনঃসংঘর্ষসমুত্থিত ; চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখ্ত।"

সুতরাং এরূপস্থানে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রধান বুধগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া চিন্তা ও মনোভাব আদান প্রদান এবং সনাতন ধর্ম্মের শুভবার্ত্তা প্রচার বিষয়ে তাঁহার কিরূপ সুযোগ জুটিয়াছিল পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। তিনিও এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। নিঃসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

এবার পারিতে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি ধর্ম্মেতিহাসসভায় বক্তৃতা প্রদান। ইতঃপূর্ব্বে ফরাসীভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। কেবল এই সভায় বক্তৃতা দিতে হইবে বলিয়া দুইমাস পূর্ব্ব হইতে ঐ ভাষার আলোচনা করিতেছিলেন। পারি নগরীতে পদার্পণ করার পর হইতেই বিখ্যাত প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত নিয়ত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত দর্শনের দুরূহ ও জটিল ভাবসমূহ ফরাসীভাষায় বিনা আয়াসে প্রকাশ ও সকলের বোধগম্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার আরও বর্দ্ধিত হইয়া গেল। পণ্ডিতগণও এই আলোচনায় অনেক নূতন জিনিষ শিখিয়া আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মেতিহাসসভার ব্যাপারে একটু মজা আছে। চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভার ফল দর্শনে খৃষ্টান পাদ্রীরা—বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়—যৎপরোনাস্তি হতাশ্বাস ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের আশা ছিল ঐ সভায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ফল অন্যরূপ হওয়াতে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তে হিন্দুধর্ম্মের উদার সমন্বয়বাদ

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে, এবার যখন পারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে চিকাগোর অনুকরণে আর একটী ধর্ম্মমহাসভা আহ্বানের প্রস্তাব উঠে তখন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন ওরূপ সভা নিষ্প্রয়োজন। ভয়, পাছে আবার পূর্ব্বেকার স্থায় বিপত্তি ঘটে। সুতরাং স্থির হইল উহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া কেবল ঐ সকল ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করা হইবে "অধ্যাত্মবিষয়ক এবং মতামত সম্বন্ধীয় কোন চর্চ্চার স্থান" থাকিবে না।

স্বামিজী এ সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডে প্রাচ্যসভ্যতা ও হিন্দুধর্ম্মের মুখপাত্র বলিয়া গণ্য হওয়াতে কংগ্রেস হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনাবিষয়ক তর্ক বিতর্কে যোগদান করিবার জন্ম নিমন্ত্রিত হইলেন। "বৈদিক ধর্ম্ম অগ্নিসূর্য্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনাসমুদ্ভূত" পাশ্চাত্য সংস্কৃত বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের এই মত খণ্ডনের জন্ম ধর্ম্মেতিহাস সভা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। স্বামিজী উক্ত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন প্রবন্ধ লেখা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি কোনও মতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন ও দুইদিন মাত্র বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রথম যেদিন তিনি কংগ্রেসে পদার্পণ করিলেন সেদিন ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই সভ্যবৃন্দের মধ্যে যেন একটা সাড়াশব্দ পড়িয়া গেল। মিঃ গষ্টাভ ওপর্ট নামক

একজন জর্ম্মনদেশীয় প্রাচ্যবিদ্যার্ণব একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, স্বামিজী সেই প্রবন্ধোক্ত কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য প্রথম বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন। উক্ত জর্ম্মন পণ্ডিত স্বীয় প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন ও শালগ্রামশিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন এবং শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গ উপাসনা উভয়ই মূলতঃ যোনি ও লিঙ্গ পূজা হইতে উদ্ভূত। স্বামিজী ইহার প্রতিবাদ করিয়া নানা বেদ প্রমাণ দেখাইয়া বলিলেন 'বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদ সংহিতায় যূপস্তম্ভকে পরব্রহ্মের প্রতিকৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। উহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়। যেমন যজ্ঞীয় বহ্নি, যজ্ঞধূম, যজ্ঞভস্ম এবং সোম ও সমিধবাহক বৃষ হইতে পরে মহাদেবের পিঙ্গলজটা, নীলকণ্ঠ, বিভূতি ও বৃষভরূপ বাহনের সৃষ্টি হইয়াছে তেমনি যূপস্তম্ভের পরিবর্ত্তে শিবলিঙ্গের প্রচলন হইয়াছে এবং ক্রমে তাহা দেবত্ব লাভ করিয়া স্বয়ং শ্রীশঙ্করের ন্যায় পূজার্হ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পরে হয় ত বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গ পূজার পদ্ধতি আরও অধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধেরা যে সকল 'স্তূপ' নির্ম্মাণ করিত তন্মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কোন একটি স্মরণ-চিহ্ন রক্ষিত হইত এবং ঐ স্তূপকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধেরা ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কালে সম্ভবতঃ ঐ ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারকস্তূপও পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও স্মারকস্তূপের প্রতি সম্মান

স্তম্ভাকার শিবলিঙ্গ পূজায় পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম 'ধাতুগর্ভ'। স্তূপমধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত, তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রামশিলা উক্ত অস্থিভস্মাদি রক্ষণশিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া, কালে বৌদ্ধ মতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। উহাকে যোনিপূজামূলক বলিয়া কল্পনা করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিতে ভারতবর্ষের যে অধঃপতন হয় সেই সময়েই শিবলিঙ্গের সহিত পুংচিহ্ন ও শালগ্রামশিলার সহিত স্ত্রীচিহ্নের ধারণা আরোপ করা হইয়া থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে Holy Communion এর সহিত নরমাংসভক্ষণ (Cannibalism) এর সম্বন্ধ আছে বলাও যা শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলার সহিত লিঙ্গযোনি পূজার সম্বন্ধ আছে বলাও তাই। অর্থাৎ একের সহিত অন্যের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামিজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ করিলেন—

(১) বেদই হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ ভিত্তিভূমি।

(২) শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী এবং গীতা মহাভারতের পরে রচিত নহে।

(৩) ভারতীয় সভ্যতা গ্রীকচিন্তা ও গ্রীক শিল্পকলার দ্বারা গঠনান্তর প্রাপ্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, গীতা মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত। অন্ততঃ তাহার সমসাময়িক, পরে রচিত কখনই নহে। গীতায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা আছে। গীতা ও মহাভারতের ভাষা ও ভাবের মধ্যে বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং গীতা পরে রচিত হইয়াছিল কি করিয়া বলা চলে। আর যদিই কেহ মনে করেন যে উহা পরে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগে রচিত হইয়াছে তবে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রস্তাবে বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মের নামোল্লেখ নাই কেন? সুতরাং বুদ্ধের অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে যে কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কৃষ্ণার্চ্চনাও বৌদ্ধপূজার বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল।

তারপর ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক-জাতির প্রভাব সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ দ্রুতগতি যে সকল সুবিধাজনক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্বামিজী তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, আজকাল ইউরোপী পণ্ডিতরা ভারতের যাহা কিছু ভাল জিনিষ দেখিতেছেন তাহাই গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়া বসিতেছেন। ইহার ফলে এখন ভারতের সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত, শিল্প সবই গ্রীকদিগের নিকট ঋণী বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত পণ্ডিতগণের কপোল কল্পিত। হইতে পারে হয়ত হিন্দু জ্যোতিষের কতকগুলি পরিভাষার সহিত যাবনিক পরিভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয় কিন্তু ঐ সকল পারিভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইয়া সহজলভ্য সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের সাহায্য না লইয়া কষ্ট

কল্পনা করিয়া গ্রীক ধাতুপ্রত্যয়ের সাহায্য টানিয়া আনার বিড়ম্বনা কেন?

"ম্লেচ্ছা বৈ যবনাঃ তেষু এষ বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে।

এই একটিমাত্র শ্লোক অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্যকল্পনা আত্মগর্ব্বে এতদূর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে একজন মহাপ্রভু নাকি এমনও বলিয়াছেন যে ভারতে বিজ্ঞানাদির যাহা কিছু আছে সবই গ্রীসের প্রতিধ্বনি! কিন্তু একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে এ কথাও মনে উদয় হইতে পারে যে হয়ত যবন-শিষ্যদিগকে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চ্চায় উৎসাহদান ও তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্যই আর্য্যগণ এরূপ শ্লোক লিখিয়াছেন। আবার এক 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া ভারতীয় নাটক গ্রীক নাটকের ছায়াবলম্বনে রচিত হইয়াছে এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আরও পণ্ডিত! কারণ উভয় প্রকার নাটকের রচনা-রীতি, নাটকীয় ভাব বা অভিনয় প্রণালীর মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্যই নাই। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রমাণ হইতেছে যে কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীকভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ততক্ষণ ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর গ্রীক প্রভাবের কথা মুখেও আনা উচিত নহে। পরে তিনি পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগকে একটি গ্রীকপুস্তকের জন্য তাঁহারা যে প্রকার পরিশ্রম করেন একখানা সংস্কৃত পুঁথির জন্য সেইরূপ পরিশ্রম করিবার উপদেশ দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। কারণ ঐ উপায় ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন্ কোন্ সময়ে ভাববিনিময় হইয়াছিল

তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্ট বিখ্যাত গ্রীকদার্শনিক পিথাগোরসকে .ব্রাহ্মণ-শিষ্য বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেইরূপ 'ইচ্ছা করিলে ইউরোপীগণ এখনও ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষে যাইতে পারেন।

স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের অনেকেই ঐ বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং স্বামিজীর অনেক মতের সহিত তাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ একতা আছে স্বীকার করিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন যে আগেকার সংস্কৃতবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনেক মত এক্ষণে নবীন প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে। নবীনদিগের অনেকেরই মত স্বামিজীর মতানুযায়ী। ইহা ব্যতীত তাঁহারা 'পুরাণের মধ্যে অনেক সত্য কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে' স্বামিজীর এই উক্তিরও সমর্থন করিলেন।

তদনন্তর বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় স্বামিজীর বক্তৃতার সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন যে ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছেন এবং উহার সকল অংশই তিনি অনুমোদন করেন, তবে গীতা ও মহাভারত যে এক সময়-কার এটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে গীতা কখনই মহাভারতের অঙ্গ বলিয়া বোধ হয় না।

প্যারিতে অবস্থান কালে স্বামিজী ফরাসী সভ্যতার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনুক্ষণ ফরাসী জীবন

পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। এ সম্বন্ধে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তাঁহার অমর লেখনীমুখে অতি বিচিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন—

"এ ইউরোপ বুঝ্‌তে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝ্‌তে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারী। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতি নীতি, আলোক আঁধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। * * *

এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখী। এ বিরাট্ রাজধানী মর্ত্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ, না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্ব্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক্, বিদ্যাবুদ্ধি থাক্, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও থাক্—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসীচরিত্র প্রাচীন গ্রীক ম'রে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেব্‌লা, আবার অতি গম্ভীর, সকল কার্য্যে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসীমুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে উঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ুরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান-সভা এদের একাডেমীর নকল; এই পারি ঔপনিবেশ

সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধ শিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী ; এদের রচনার নকল সকল ইয়ুরোপী ভাষায় ; দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

এরা হচ্ছে সহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগাঁয়ে। এরা যা করে, তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জর্ম্মাণ ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হক্, বা শিল্পে হক্ বা সমাজনীতিতেই হক্। * *

আর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারি নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন হ'তে ইউরোপের নূতন মূর্ত্তি হয়েছে। সে এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্ণিতের (Equality, Liberty, Fraternity) ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে ; ফ্রান্স অন্য ভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ কচ্ছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্স কচ্ছে।

একজন স্কট্ল্যাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বল্লেন, যে পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র ; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগস্থাপন কর্ত্তে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতিলাভ কর্‌বে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য ; কিন্তু এ কথাটাও সত্য, যে যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগতকে দেবার থাকে, ত এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি উঠে, ত ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি কর্‌বে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে,

নর্ত্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ কর্ত্তে পার্‌লে, আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠ হয়।

আমাদের দেশে এ পারি নগরীর বদ্‌নামই শুন্‌তে পাওয়া যায়—এ পারি মহাকদর্য্য, বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময়, জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে।

কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাৎ এই, সে অন্যদেশের ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা পশুবৎ. পারিসের. সভ্য পারির ময়লা সোনার পাত মোড়া, বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারিস বিলাসের সেই তফাৎ।

ভোগবিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বল? নইলে দুনিয়ায় যার দু পয়সা হয়, সে অমনি পারিনগরী অভিমুখে ছোটে কেন? রাজা বাদ্‌সারা চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্ত্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন? ইচ্ছা সর্ব্ব দেশে, উদ্যোগের ক্রটী কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ কর্‌তে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেচে।' ইত্যাদি—

ধর্ম্মেতিহাস-সভার অধিবেশন শেষ হইলে স্বামিজী মিসেস্ ওলীবুলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বৃটানি প্রদেশের অন্তর্গত লানিয়ঁ নামক স্থানে গমন করিলেন ও শ্রীমতী বুলের কুটীরে

অতিথি হইলেন। এখানে কয়দিন বেশ বিশ্রামে কাটিল। সিষ্টার নিবেদিতাও ঐ সময়ে আমেরিকা হইতে এস্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী শুনাইতেন এবং 'জাতক', 'ললিতবিস্তর', 'বিনয় পিটক' এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পুস্তক হইতে নানা স্থান আবৃত্তি করিতেন। নির্ব্বাণলাভের পর বুদ্ধদেব কেমন মূর্ত্তিমান অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষরূপে পরিণত. হইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনের জন্য 'উপানীপৃচ্ছ', 'ধনিয়াসুত্ত' ও প্রসিদ্ধ 'সুত্ত নিপাত' প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নানা বচন উদ্ধৃত করিতেন।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদ প্রদর্শনকালে বলিতেন, বৌদ্ধমতে 'এ সবই মায়ার ভ্রম', হিন্দুমতে 'এই মায়ার ভিতরেই সত্য নিহিত আছে'; কেমন করে এ সত্য লাভ হবে সে সম্বন্ধে হিন্দুরা বৌদ্ধদের মতন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাত্‌লে দেন নি। বৌদ্ধদের পথ শুধু সন্ন্যাসের ভেতর দিয়ে, কিন্তু হিন্দুর পথ অনেক দিক দিয়ে অর্থাৎ যে কোন অবস্থার ভেতর দিয়ে জ্ঞানলাভ হ'তে পারে, সব পথই পরিণামে এক সত্যে নিয়ে যাবে। সুতরাং কালে বৌদ্ধধর্ম্মটা খালি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হয়ে উঠ্‌ল। হিন্দুধর্ম্মটি সাধারণভাবে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভেতরেও রইল। হিন্দুধর্ম্ম সব ভাবকে নিজের অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছে। উনি হলেন সকল ধর্ম্মের আদি জননী। তাই ভগবান বুদ্ধকে অবতারের সামিল করে নিলেন।

বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামিজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ

উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ তাঁহার সহিত এক বিষয়ে পরমহংসদেবের সাদৃশ্য। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ কালে যখন কম্বল বিছাইয়া তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছেন, সেই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিল। শিষ্যেরা এরূপ সময়ে মুমূর্ষুর শান্তির ব্যাঘাত আশঙ্কা করিয়া লোকটিকে সেস্থানে প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত হইলে সে কথা বুদ্ধদেবের কর্ণগোচর হইল ও তৎক্ষণাৎ 'না না, উহাকে আসিতে দাও, তথাগত সর্ব্বদাই প্রস্তুত' বলিয়া কনুইয়ে ভর দিয়া শরীরার্দ্ধ উত্তোলিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিলেন। চারিবার এইরূপ হয়, তারপর তিনি আপনাকে দেহত্যাগের অধিকারী বিবেচনা করিলেন। স্বামিজী 'কনুইয়ের ভরে দেহার্দ্ধ উন্নত করিয়া উপদেশ দিলেন' এই কথা বলিয়াই একবার থামিতেন এবং বলিতেন 'দেখ আমি নিজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।' অমনি তাঁহার মানসপটে অতীত দিনের একটি বিষাদচ্ছবি জাগিয়া উঠিত—রামকৃষ্ণদেবের শেষ মুহূর্ত্তে কাশীপুরের বাগানে একজন লোক পঞ্চাশ ক্রোশ হাঁটিয়া তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে আসিয়াছিল। এখানেও শিষ্যেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিবার মতলব করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঠাকুর তাহাকে ভিতরে আসিতে দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহাকে ভিতরে আনাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের জীবনের ঘটনার সহিত এই ঘটনার কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! এই জন্যই স্বামিজী

বুদ্ধের ভিতর রামকৃষ্ণদেবকে এবং রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে বুদ্ধ-দেবকে দেখিতে পাইতেন।

অনেক সময় তিনি শঙ্করাচার্য্যের সহিত বুদ্ধের তুলনা করিতেন এবং বলিতেন বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের জ্ঞান উভয়ের একত্র সমাবেশ মানব জীবনের চরমস্ফূর্ত্তি, আর জগতের বরেণ্য লোকশিক্ষকগণের মধ্যে এক শ্রীরামকৃষ্ণদেবে এই অপরূপ সমাবেশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

স্বামিজী ব্রিটানি ত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে সিষ্টার নিবেদিতা ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া ভারতাঙ্গনার উন্নতিসাধন-কল্পে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায়কালীন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে স্বামিজী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"মুসলমানদিগের মধ্যে একটা সম্প্রদায় আছে, শুনিতে পাই তাহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা এত অধিক যে তাহারা আপন সম্প্রদায়স্থ প্রত্যেক নবজাত শিশুকে রৌদ্রবৃষ্টিতে ফেলিয়া রাখে ও বলে 'যদি খোদার তৈরী হও, মর, যদি আলির তৈরী হও, বাঁচিয়া থাক।' আমিও সেই কথা উল্‌টাইয়া তোমায় বলিতেছি—'যাও বৎসে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর। আর আমি যদি তোমায় গড়িয়া থাকি তবে বিনাশপ্রাপ্ত হও, কিন্তু জগন্মাতা যদি তোমায় গড়িয়া থাকেন তবে চিরায়ুষ্মতী হও।' এইবার প্রথম নিবেদিতা স্বামিজীর পরামর্শ না লইয়া স্বাধীনভাবে ভারতের কার্য্য করি-বার জন্য বিলাতে যাইতেছেন। নিবেদিতা বলেন 'স্বামিজী

মনে করিয়াছিলেন হয়ত আমি আবার পুরাতন বন্ধনসমূহে আট্‌কাইয়া পড়িব। ভারত আমার বিদেশ। বিদেশের প্রতি প্রেম দেশের ভাবে চাপা পড়িয়া যাইবে। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এরূপ পরিবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভব মনে করিতে পারিতেন না।'

বৃটানি হইতে প্যারিসে ফিরিয়া স্বামিজী আবার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই ভারতের নিকট সমুদয় মনুষ্যজাতি কি পরিমাণে ঋণী তাহা দেখাইতে ছাড়িতেন না। হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাবসকল যে অতি প্রাচীনকালে একদিকে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত ও অন্যদিকে তিব্বত, চীন, জাপান ও সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন। এবং কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এন্টিওকাস থিঅস্ এর সময়ে সিরিয়ায়, টলেমি ফিলা-ডেল্‌ফাসের সময় মিসরে, এন্টিগোনাস্ গোনাটেসের সময় মাকিদ-নীয়ায় ও আলেকজাণ্ডারের সময়ে এপাইরাসে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার সুদীর্ঘ বর্ণনা করিতেন। তারপর হয়ত জগতের ইতিহাসে তাতার জাতির প্রভাব এবং মধ্য ও পশ্চিম আসিয়ায় ও শেষে ভারতে তাহাদের দিগ্বিজয়সমূহের উল্লেখ করিয়া বলিতেন "The Tartar is the wine of the race! He gives energy and power to every blood!" (অর্থাৎ তাতার-শোণিত সুরার ন্যায় সকল জাতির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া শক্তি ও উত্তেজনা দান করিয়াছে)। তিনি দেখিতেন ইউ-রোপ কতকগুলি আসিয়াবাসী জাতি ও অর্দ্ধ এসিয়াবাসী জাতির

সহিত জর্ম্মাণীর অরণ্যচারী ও প্রাচীন গল ও স্পেনের বর্ব্বরজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইউরোপী সভ্যতাকে তিনি বহু পরিমাণে স্পেনের মুরদিগের ও মধ্যযুগের আরবদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞানের নিকট ঋণী বিবেচনা করিতেন। যখন যখনই ইউরোপ আসিয়ার সংস্পর্শে আসিয়াছে তখনই ইউরোপে নব ভাবস্রোত বহিয়াছে ও সেই স্রোতে প্রাচ্যভাব বিকীর্ণ হইয়াছে। স্বামিজী যে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তি সহযোগে এই সকল বিষয় শ্রোতৃবর্গের গোচর করিতেন তাহাতে সকলেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইত। যাহারা এসিয়ার শিক্ষা ও সভ্যতাকে ইউরোপের পদানত মনে করে তিনি তাহাদিগকে অবাধে তিরস্কার করিতেন, এবং এ বিষয়ে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও দর্শন বিজ্ঞান সকলই তাঁহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত। পারিতে যে সকল ভুবনবিখ্যাত ব্যক্তির সহিত স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল:—

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর প্যাট্রিক গেডেস্ (Patrick Geddes); মসিএঁ জুল্‌বোওয়া (M. Jules Blois); পেয়ার হয়সিন্থ্ (Pere Hyacinthe); সুবিখ্যাত তোপনির্ম্মাতা হিরাম ম্যাক্সিম, প্রসিদ্ধ গায়িকা মাদাম্‌োয়াজেল্ কালভে (Calve), অভিনেত্রীকুলসাম্রাজ্ঞী সারা বার্ণহার্ড (Madame Sarah Bernhardt), রাজকুমারী ডেমিডফ্ (Princess Demidoff) এবং ভারতের উজ্জ্বলরত্ন ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু।

অধ্যাপক গেডেসের সহিত জাতিসমূহের বিবর্ত্তন, ইউরোপের আধুনিক পরিবর্ত্তন, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল।

পারিসহরের বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত মসিএঁ জুল ব্লোওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি স্বামিজীর একজন বন্ধু। ইনি যে বেদান্তভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন তাহাই ফরাসীদেশে ভিক্টর হুগো ও লা মার্টিনের এবং জর্ম্মনীতে গেটে ও শিলারের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও কুসংস্কারের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও নিরূপণে ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। স্বামিজী ইঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করিতেন।

স্বামিজীর সহিত এখানে যে সকল ব্যক্তিরা বিশেষ আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন তাঁহাদের মধ্যে পেয়স্ হয়াসিন্থ একজন। ইনি স্বামিজীর মতের সর্ব্বাঙ্গীন প্রশংসা ও পোষকতা করিতেন। ইঁহার নিজ জীবনও বড় বিচিত্র। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রোমক-সম্প্রদায়ভুক্ত কঠোরতপা সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ইউরোপীয় জনসমাজে কাহারও অবিদিত ছিল না। ভিক্টর হুগো ফরাসী লেখকদের মধ্যে দুই জন লোকের মাত্র প্রশংসা করিতেন। তার মধ্যে ইনি একজন। কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ্চের গলদ বাহির করাতে এবং ৪০ বৎসর বয়সে এক আমেরিক নারীর পাণিপীড়ন করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করাতে ক্যাথলিক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত

হন। প্রোটেষ্টাণ্টরা তাঁহাকে মহা আদরে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। বিবাহের পর তাঁহার নাম হয় মশিয় লয়জন। তাঁহার জীবনের এই সকল ঘটনা এক সময়ে ইউরোপী সমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। এখন বৃদ্ধ খৃষ্টানধর্ম্মের গোলমেলে অংশগুলির সামঞ্জস্য বিধানে এবং নানা ধর্ম্মের তুলনাসহকৃত অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে একজন মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্তপ্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহার সহিত তাঁহার ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সম্প্রদায় ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। যখন বৃদ্ধ তাঁহার মুখে জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা শুনিতেন তখন ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসজীবনের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষুদুটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। ইহার পর স্বামিজী পারি ত্যাগ করিয়া যখন কনষ্টাণ্টিনোপল ভ্রমণে যাত্রা করেন তখন বৃদ্ধ সস্ত্রীক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তারপর আবার আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্কুটারী সহরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ তখন যেরুশালেম যাইবার জন্য ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, উদ্দেশ্য—খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন। বৃদ্ধ মনে করিতেন ভগবানই স্বামিজীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। স্বামিজীও বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতরকার অনেক কথা জানিতে পারেন।

স্বামিজীর সহিত পারিতে আর একজন সুপ্রসিদ্ধ লোকের পরিচয় হয়, যে পরিচয় ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

ইনি তোপ নির্ম্মাতা মিঃ হিরাম ম্যাকৃসিম। ইঁহার নির্ম্মিত 'অটোম্যাটিক মেশিন গান' নামক কামানে ৩০০ গজ দূর পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে ৬২০ বার ক্রমাগত "গোলা চল্‌তে থাকে, আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে, বিরাম নাই।"

"পরিব্রাজক"এ স্বামিজী ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ম্যাকৃসিম আদিতে আমেরিকান; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি। ম্যাকৃসিম তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি—ঐ মানুষমারা কলটা ছাড়া?' ম্যাকৃসিম চীনভক্ত, ভারতভক্ত, ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই পত্র পোড়ে অনেকদিন হ'তে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ।" চীনমন্ত্রী লিহাং চাং এর সঙ্গে এঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ও চীনে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যে ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তে চায় এ তাঁর অসহ্য। এঁর স্ত্রীও এঁর ন্যায় চীনভক্ত। বৃদ্ধ অতুল সম্পত্তির মালিক। ইনি সব রাজারাজড়াকে তোপ বেচিতেন বলিয়া সব দেশের বড়লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল। স্বামিজীর ইউরোপ ভ্রমণকালে ভাল করিয়া সকল জায়গা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ইনি নানাস্থানের জন্য চিঠিপত্র যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যজগতের গায়িকাশ্রেষ্ঠা মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে ও অভিনেত্রীললামভূতা সারা বার্ণহার্ড পারিসে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। উভয়েরই সহিত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আলাপ ছিল। উভয়েই ফরাসী, এবং উভয়েই ইংরাজী ভাষায়

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন।

মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে সম্বন্ধে স্বামিজী পরিব্রাজকে লিখিয়াছেন—"কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হ'তে। মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতি-শীত দেশে চ'লেছেন। আমি যাচ্ছি এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দারিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী। * *

আর বার্ণহার্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মাদাম বার্ণহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন—তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা, বালক, যা বল তাই—হুবহু—আর সে আশ্চর্য্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপোর তার বাজে! বার্ণহার্ডের অনুরাগ, বিশেষ—ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারম্বার বলেন, তোমাদের দেশ "ত্রেজাঁসিএন্, ত্রেসিভিলিজে"—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। একবৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া কোরে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা,

বেলকুল ভারতবর্ষ !! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউসিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি।' বার্ণহার্ডের ভারত দেখ্‌বার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মর‍্যাভ' (Ce mon rave)—সে আমার জীবন স্বপ্ন!' আবার প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ (আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ ৭ম এডোয়ার্ড) তাঁকে বাঘ হাতী শিকার করাবেন, প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্ণহার্ড বল্লেন—সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ দুলাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—লা দিভীন সারা (La Divine Sara) 'দৈবী সারা'—তাঁর আবার টাকার অভাব কি?—যাঁর স্পেশাল ট্রেণ ভিন্ন গতায়াত নাই! সে ধূম বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজা রাজড়া পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নাই. তবে সারা বার্ণহার্ড বেজায় খরূচে। তাঁর ভারত ভ্রমণ—কাজেই এখন রইল।'

পারিসে আর একটি মহিলা স্বামিজীর সঙ্গিনী ছিলেন ও বিশাল পারি নগরীর চতুর্দ্দিকে দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শনকালে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড—সেই পূর্ব্ব পরিচিত ম্যাকলাউড, যিনি স্বামিজীকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন এবং master ও friend (আচার্য্য ও বন্ধু) উভয়ভাবে দেখিতেন। স্বামিজীর শিষ্যগণ বলেন, ইঁহার কাছে এখনও স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্যটন।

পারিস হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে স্বামিজী এই বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের মহামেলায় ভারতবাসীর স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়া দুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হইতে বিদায়। এবৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এবৎসর মহা-প্রদর্শনী, নানা দিক্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার কর্‌ছেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ কর্‌বে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত কর্‌বে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী!"

ডাক্তার বসুও প্রদর্শনী সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক মহাসভার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয়ে পাশ্চাত্য সুধীসমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। স্বামিজী প্রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বহুব্যক্তির নিকট তাঁহাকে "The pride and glory of Bengal" (বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভ) বলিয়া পরিচিত করিতেন। অপর সকলে যখন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের গুণ-পণা ব্যাখ্যার জন্য শতমুখ হইবার উপক্রম করিত, তখন তিনি দেখাইতেন তাঁহার স্বদেশীয়টি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা কত বড়। ডাঃ বসুর সহিত অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের মতভেদ উপস্থিত হইলেও তিনি সকলের বিপক্ষে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিতেন যে এখন তাঁহারা হয় ত বসু মহাশয়ের কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, কিন্তু কালে যখন আরও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইবে তখন তাঁহারা বুঝিবেন। একদিন একটি বিশিষ্ট সভায় এক বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের শিষ্য ক্ষুদ্রকায় লিলিবৃক্ষের উপর তাঁহার অধ্যাপক কত কি পরীক্ষা (experiment) করিয়াছেন তাহাই গর্ব্বভরে বর্ণনা করিতেছিলেন। স্বামিজী তাহা শুনিয়া রহস্যচ্ছলে বলিলেন "O that's nothing. Dr. Bose will nake the very pot in which the lily grows respond!" (ও আর এমন কি! তুমি ত শুধু লিলিগাছ বলছ, ডাক্তার বোস দেখাবেন লিলি গাছের টব পর্য্যন্ত প্রাণশক্তিতে স্পন্দমান।)

ফ্রান্সে প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করিয়া ২৪শে অক্টোবর

'ওরিয়েঁতাল এক্স্প্রেস ট্রেণ' যোগে স্বামিজী পারি ত্যাগ করিলেন। এই গাড়ী প্রত্যহ পারি হইতে ষ্টাম্বুল যাইবার জন্য ছাড়ে। মঁসিয় ও মাদাম লয়জন, মঁসিয় জুল বোওয়া, মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে এবং মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউড স্বামিজীর সহযাত্রী হইলেন। ২৫শে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা ভিয়েনা পৌঁছিলেন ও তিনদিন সেখানে কাটাইলেন। এখানে অন্যান্য দর্শনীয়-বস্তুর মধ্যে যে প্রাসাদে নেপলেয়নের পুত্র বন্দীদশায় জীবন কাটাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ও যে করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'লেগঁল' (L'aiglon or the young Eagle) বা 'গরুড় শাবক' নামক নাটক অভিনয়ে মাদাম বার্ণহার্ড সেই সময়ে সমগ্র ফ্রান্সদেশে এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন (স্বামিজীও সম্প্রতি এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন) সেই অতীত ঐতিহাসিক চিত্রের রঙ্গভূমি 'সামবোর্ণ প্রাসাদ' (Schönbrum Palace) তাঁহারা দর্শন করিলেন। প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষে নানাদেশের শিল্প ও কারুকার্য্য সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারত ও চীনদেশের দ্রব্য ছিল দেখিয়া স্বামিজী তুষ্ট হইলেন। সেখানকার যাদুঘরের বৈজ্ঞানিক শাখা ও ওলন্দাজ চিত্রকরদিগের 'জীব প্রকৃতির অবিকল অনুকরণে' অঙ্কিত চিত্রাবলী স্বামিজীকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভিয়েনায় তিনি তিন দিন ছিলেন, কিন্তু পারিসের পর ইউরোপের অন্য কোন সহর আর তাঁহার ভাল লাগে নাই। 'পরিব্রাজকে' তাই তিনি লিখিয়াছেন 'পারিসের পর ইউরোপ দেখা, চর্ব্বচষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা।'

২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া হঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া ৩০শে তারিখে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছিলেন। এখানে চুঙ্গীর (octrai) হাঙ্গামায় তাঁহাদিগকে বড় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের সঙ্গের সকল বহি কাগজ পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে মাদামোয়াজেল কাল্‌ভে ও জুল বোওয়ার চেষ্টায় দুইখানি ব্যতীত আর সব বই ফেরত পাওয়া গেল।

বহুদিন পরে এ সহরে 'ছোলাভাজা' পাইয়া স্বামিজীর মহা আনন্দ! পৌঁছানর দিন সন্ধ্যাবেলা ও পরদিন অনেক নূতন নূতন স্থান দেখিয়া মিস্ ম্যাকলাউডের সহিত নৌকা করিয়া বস্‌ফোরসে বেড়াইতে গেলেন। সেদিন ভয়ানক শীত ও কন্‌কনে বাতাস। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিলেন পরের ষ্টেশনেই নামিয়া স্কুটারী যাইবেন ও পেয়র হয়াসিন্থের সঙ্গে দেখা করিবেন। কিন্তু পথে একটু মুস্কিল হইল। তাঁহাদের দুজনের কেহই না জানেন তুর্কী ভাষা, না জানেন আরবি। ইসারা ও ইঙ্গিতে কোনরূপে একটি নৌকা ভাড়া হইল ও তাঁহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেন। পেয়র হয়াসিন্থের সঙ্গে দেখা ও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পথে সুফী দরবেশদিগের বাসস্থান দেখিলেন। সুবিধামত জায়গা না পাওয়াতে স্বামিজী সেদিন স্কুটারী কবরস্থানেই আহারাদি করিলেন।

ম্যাক্‌লিম সাহেবের পরিচয়পত্র-বলে ভিয়েনা ও কনষ্টাণ্টিনোপল উভয়স্থানেই অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন কনষ্টাণ্টিনোপলের

ফরাসীস রাজদূতের (charge d' affairs) নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন এবং একজন গ্রীক পাশা ও আলবানিয়ার এক অভিজাত-ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। কিন্তু স্বামিজী বা পেয়ার হায়সিন্থ্ কেহই এখানে বক্তৃতা দিবার অনুমতি পাইলেন না। তবে পরিচিত ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় ছোট রকমের সভায় তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও তাহা শ্রোতাদিগের অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই সহরে কয়েকজন ভারতবাসীকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

কনষ্টান্টিনোপলে আর একটি ঘটনা ঘটে যাহা স্বামিজী কখনও ভুলেন নাই। একজন বৃদ্ধ তুর্কী হোটেলওয়ালা স্বামিজী ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে নিজ আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এই সুদূর প্রবাসে ভিন্নদেশীয় একজন লোকের এইরূপ ভক্তিদর্শনে স্বামিজী অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কনষ্টান্টিনোপল হইতে স্বামিজী বন্ধুবর্গসহ ষ্টিমারযোগে এথেন্স্ ভ্রমণে গমন করিলেন। পথে 'গোল্ডেন হর্ণ্' ও মরময়া দ্বীপপুঞ্জ দর্শন করিলেন। এখানে একটি গ্রীকমঠ দেখিয়া তাঁহার কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়াছিল। এইস্থানের একটি দ্বীপে মান্দ্রাজের পাচিয়াপ্পা কলেজের পূর্ব্বপরিচিত বিখ্যাত অধ্যাপক লেপেলের (Prof. Leppel) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আর একটি দ্বীপে সমুদ্রতটে কোন এক মন্দির দেখিয়া উহা নেপচুনের মন্দির বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল।

এথেন্সের মধ্যে ও চারিপাশে তাঁহারা যে সকল প্রাচীন

কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক্রপলিস, বিজয়া দেবীর মন্দির, পার্থিনন ও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। দ্বিতীয় দিবসে ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, ডায়োনিসিস রঙ্গালয় প্রভৃতি এবং তৃতীয় দিনে প্রাচীন ইলিউ-সিনীয় রহস্যসমূহের প্রধান আড্ডা ইউলিসিস নামক বিখ্যাত স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। এথেন্স ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি বিখ্যাত আগেলাদাসের (ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫৭৬—৪৮৬ সালে বিদ্যমান ছিলেন) ক্ষোদিত ভাস্কর-মূর্ত্তিসমূহ এবং ফিডিয়াস, মাইরন ও পলিক্লিটাস নামক তাঁহার স্বনামধন্য শিষ্যত্রয় নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত শিল্পনিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

এথেন্সে আসিবার চারিদিন পরে স্বামিজী 'জার' নামক রুশীয় ষ্টিমারে চড়িয়া মিসর যাত্রা করিলেন। এখানে কায়রো-মিউসিয়ম দেখিয়া তিনি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহার মনে অনুক্ষণ দোর্দ্দাণ্ডপ্রতাপ ফ্যারাও সম্রাট্দিগের অতীত কীর্ত্তিকলাপের কথা উদয় হইতে লাগিল, পার্থিব পদার্থ-সমূহের নশ্বরত্ব তাঁহার হৃদয়ে শুধু মায়ার লৌহবন্ধনের দৃঢ়তা স্মরণ করাইয়া দিল। Sphinx (বিরাট্ অর্দ্ধনারীসিংহী মূর্ত্তি) ও পিরামিড্সমূহ তাঁহার মানসিক ক্লান্তি উৎপাদন করিল মাত্র! সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ভোগ, নাম, যশ সকলই যে অসার অকিঞ্চিৎকর ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। সবতাতেই যেন অরুচি আসিল। তিনি ভারতে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, আর কিছুতেই তৃপ্তি পাইলেন না। আর একটি ঘটনাও এ সময়ে এই ব্যগ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিল। সুদূর

ভারতে তাঁহার পরমবন্ধু ও প্রিয়শিষ্য মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামিজী অন্তরে আপনা হইতেই ইহা যেন অনুভব করিতেছিলেন। সেইজন্ত আরও শীঘ্র ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন সহসা তিনি সঙ্গীদিগের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মাদাম ক্যাল্ভে ক্যাথলিকদিগের প্রথামত তাঁহাকে 'Mon Pere' (আমার পিতা) বলিয়া ডাকিতেন, মিস্ ম্যাকলাউডের নিকটও তিনি একাধারে গুরু ও বন্ধু ছিলেন এবং মসীঁয় বোওয়া তাঁহাকে একজন গভীর চিন্তাশীল ও ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং কতক দুঃখে, কতক নিরুপায়ভাবে তাঁহারা তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্ত তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।

প্রথম যে ষ্টিমার পাওয়া গেল তাহাতেই উঠিয়া তিনি ভারত-যাত্রা করিলেন। যেদিন ষ্টীমার আসিয়া বোম্বাইয়ের উপকূলে লাগিল সেদিন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের বিষয় কেহই অবগত ছিল না, কারণ তিনি কাহাকেও সংবাদ না দিয়া মনের আবেগে হঠাৎ চলিয়া আসিয়া-ছিলেন। কেবল বোম্বাই হইতে কলিকাতা আসিবার পথে রেলের মধ্যে একজন তাঁহাকে চিনিতে পারেন। ইনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু বাবু মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য (যিনি পরে মাদ্রাজের একাউণ্ট্যান্ট জেনারেল হইয়াছিলেন)। স্বামিজী ইউরোপী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে মন্মথবাবুও

তাঁহাকে ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই—ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কি জানি যদি অন্ত কেহ হয়! কিন্তু তাহার পর উভয়েই উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করেন।

৯ই ডিসেম্বর (১৯০০ সাল) অনেক রাত্রে স্বামিজী বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে বাগানের মালী ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল 'একো সাহেবো আউচি।' তাড়াতাড়ি তাহাকে সম্মুখদ্বারের চাবি আনিতে পাঠান হইল এবং এত রাত্রে কে সাহেব, কোথা হইতে আসিল, কি চাহে ইত্যাদি জল্পনা কল্পনা পড়িয়া গেল। হঠাৎ সকলে বিস্ময়ে দেখিলেন সাহেব নিজেই দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন। তারপর যখন সাহেবকে চিনিতে পারা গেল তখন সকলের কি আনন্দ! "স্বামিজী এয়েছেন," "স্বামিজী এয়েছেন" চারিদিকে উত্তেজিত কণ্ঠে এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল এবং একটা মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সমস্ত রাত্রি আর কাহারও ঘুম হইল না। প্রথমে ত তাঁহারা মনে করিলেন বুঝি দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছে! স্বামিজী কেমন করিয়া এমন সময়ে এখানে আসিলেন! স্বামিজী মালীকে দিয়া খবর পাঠাইয়া তাহার জন্ম আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন 'তোদের খাবার ঘণ্টা শুনেই ভাবলুম, যাঃ! এখনি না গেলে হয়ত সব সাবাড় হ'য়ে যাবে! তাই আর দেরী করলুম না।'

অনতিবিলম্বে তাঁহার জন্য আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিয়া খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হইল। অনেক দিন ঐ জিনিষ আস্বাদন করেন নাই, সুতরাং তিনি পরমানন্দে তাহা ভোজন করিলেন। তারপর সারারাত গল্প। নানান্ কথা। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। কারণ, কেহই এমন সময়ে তাঁহার আগমন আশা করেন নাই। সেদিনকার রাত্রে মঠে যে আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এবার পশ্চিমদেশ হইতে ফিরিয়া স্বামিজী বলিলেন 'প্রথম যেবার ওদেশে যাই, তখন ওদের ক্ষমতা, ওদের organisation (একত্রে দল বেঁধে কার্য্য করিবার প্রণালী) ইত্যাদি দেখে বড় ভাল লেগেছিল. কিন্তু এবার দেখ্‌লুম ওদের ব্যবসাদারীটা বড় বেশী, অর্থলোভ, স্বার্থপরতা, আর নিজের সুযোগ, সুবিধা ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা এই সবেই যেন ভ'রে রয়েছে। তারপর গরীবলোকদের খাটিয়ে নিয়ে লাভের অংশটি বড় লোকেরা ভোগ করছেন, ছোট ছোট কারবারের সুবিধাগুলি বড় বড় Combinationএ (ধনীদের একজোট) গিলে খাচ্ছে—এ সব শোষণপ্রণালী বা কি ভাল? স্বামিজী একজনকে বলেছিলেন 'দলবাঁধার অভ্যাসটা খুব ভাল বটে, কিন্তু what beauty is there amongst a pack of wolves? (এক দল নেকড়ে তা বলে কি আর দেখ্‌তে সুন্দর?)—ওদেশে যত বেশী বেড়ালুম, যত বেশী দেখ্‌লুম শুন্‌লুম তত জ্ঞান হ'ল যে ওটা যেন নরক! চীনেরা মনুষ্যনীতির আদর্শের যত কাছাকাছি গেছে কোন নতুন জাতই ততদূর যায়নি বা যেতে পারে না।'

মায়াবতী দর্শন।

ভারতে ফিরিয়াই স্বামিজী আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই ভারত তাঁহার প্রাণ—সন্ন্যাসীর চিরবাঞ্ছিত আশ্রম এই ভারত তাঁহার আজীবনের সাধনভূমি। জীর্ণদেহ—ভগ্নস্বাস্থ্য। তথাপি হৃদয়ের টান আবার তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। লইয়া চলিল—সেই কঠোর কর্ত্তব্যে—যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের শত শত কার্য্য তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিল—সেই ভারতের ভাবী যোদ্ধৃকুলের সংগঠনে—সনাতনধর্ম্মের জয়পতাকা পুনরুত্তোলনে ও সহস্রবৎসরের পুঞ্জীভূত তমোরাশি অপসারণ পূর্ব্বক কর্ম্মজ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মিবিকীরণে—সেই অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিবার জন্য, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য, অলসকে কর্ম্মঠ করিবার জন্য, যেনতেনপ্রকারেণ প্রাণধারণনিরত কোটি কোটি নিরাশালক্ষিত-হৃদয় জীবকুলকে আশার আহ্বান শুনাইবার জন্য প্রাণপণ সাধনায়।

সে জীবনব্যাপী সাধনা কেমন করিয়া বুঝাইব? সে যে আজন্ম সাধনা—শুধু এ জন্মের নয়—কোটি কোটি জন্মের—চির দিনের—যুগযুগান্তরের সাধনা। সেদিন তিনি বিবেকানন্দ মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই এ সাধনা সে দিনের নয়। তিনি কতবার কত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে যে আমাদিগকে দেখা

দিয়াছেন তাহা কে বলিবে? ভারতের দুঃখ দৈন্যে সেই মহা-প্রাণে কত যে দুঃখের তরঙ্গ বহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হায়! রোগযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট রহিতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ মঠের সকল ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গুরুভ্রাতা ও শিষ্যকে নিজ আদর্শে সযত্নে গঠিত করিতে লাগিলেন, এবং তদ্ব্যতীত আরও শত শত উপদেশপ্রার্থীকে পাত্রবিচারে শিক্ষা দিতেন। ইউরোপ আমেরিকার কার্য্য-পরিচালকগণকে ও অন্যান্য দূরস্থ কেন্দ্রাধ্যক্ষগণকেও প্রত্যহ বহুসংখ্যক পত্র লিখিয়া উপদেশ দিতে হইত। তাহার উপর 'উদ্বোধন', 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদকগণও তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিতেন। এইরূপে তিনি যেখানে যে অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানের নবজাত পাদপশিশু এক্ষণে তাঁহার মুখপ্রেক্ষী হইয়া প্রাণধারণ করিতেছিল।

কিন্তু এই কর্ম্মজালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি সর্ব্ব-প্রথমে শোকসন্তপ্তা সেভিয়ার-গৃহিণীর সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। ৯ই ডিসেম্বর মঠে আসিয়াই প্রিয় শিষ্য সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ (২৮।১০।১৯০০) পাওয়াতে তাঁহার পূর্ব্বের সন্দেহ নিশ্চয়ে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মিসেস্ সেভিয়ারকে টেলিগ্রাম করিয়া মায়াবতী যাইবার অভি-প্রায় জ্ঞাপন করিলেন ও যাত্রার দিন পরে জানান হইবে লিখিলেন। উত্তরে তিনি জানাইলেন যে সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য অন্ততঃ আট দিন পূর্ব্বে যেন সংবাদ দেওয়া

হয়। বন্দোবস্ত অর্থে কুলি ও দাণ্ডি বহিবার লোকজন যোগাড় করা। প্রথমতঃ দূর দূর গ্রামে গিয়া এই সকল লোক সংগ্রহ করিতে হইবে, তারপর চার দিনের পথ কাঠগোদাম যাইতে হইবে। কিন্তু স্বামিজী এসকল কিছুই জানিতেন না। তিনি তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ তারযোগে জানাইলেন যে ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ২৯শে তারিখে তিনি কাঠগোদাম পৌঁছিবেন। ২৫শে বৈকালে উক্ত টেলিগ্রাম মায়াবতীতে পৌঁছিল। কাঠগোদাম রেলষ্টেশন হইতে মায়াবতী ৬৫ মাইল, সুতরাং এত অল্পসময়ের মধ্যে কুলি যোগাড় করিয়া সেখানে পৌঁছান একরূপ অসম্ভব। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা কোন কূলকিনারা দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ তাঁহারা জানিতেন যদি ঐ দিনে স্বামিজী কাঠগোদামে কাহাকেও না দেখিতে পান তাহা হইলে সম্ভবতঃ পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু লালা বদ্রীসার আলমোড়াস্থ বাটীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার শরীরের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে হয়ত আর কখনও মায়াবতী আসা ঘটিয়া উঠিবে না। তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক হয় নাই। কারণ স্বামিজী কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে আলমোড়ার উক্ত বন্ধুকেও একখানি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে যেদিন তিনি কাঠগোদামে পৌঁছিলেন সে দিন দেখিলেন বদ্রিসার ভ্রাতা গোবিন্দলাল সা ষ্টেশনে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ওদিকে মায়াবতী হইতেও চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। সকলে নিরাশ হইয়া পড়িলেও শ্রীমৎ বিরজানন্দ স্বামীর একান্ত চেষ্টায় অনেক অতিরিক্ত ভাড়ায় কুলি

ও দাণ্ডীবাহক লোক সংগৃহীত হইয়াছিল এবং বিরজানন্দ স্বামী স্বয়ং উক্ত লোকজন সমেত প্রত্যহ বহু ক্রোশ পদব্রজে চলিয়া ২৮শে বেলা দ্বিপ্রহরে কাঠগোদামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৯শে প্রাতঃকালে স্বামিজী আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে স্বামী শিবানন্দ ও সদানন্দ। স্বামিজী বিরজানন্দের উদ্যম ও চেষ্টায় অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন 'That's my man' (এই রকম লোকই চাই অর্থাৎ এই আমার উপযুক্ত শিষ্য।)

আলমোড়া হইতে যিনি আসিয়াছিলেন তিনি স্বামিজীকে আলমোড়া লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে বিরজানন্দের কাকুতি মিনতিতে স্বামিজী মায়াবতীতেই যাওয়া স্থির করিলেন। বিরজানন্দের জন্য একদিন কাঠগোদামে বিশ্রাম করা হইল। তা ছাড়া স্বামিজীর নিজেরও শরীর ভাল ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামিজী যে সময়ে আসিলেন পাহাড়ে আসিবার পক্ষে উহা অপেক্ষা আর খারাপ সময় হইতে পারে না। ঐ বৎসর (১৯০০—১৯০১) প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল। তাহার উপর সে সময়টা ঐ শীত আরও ভীষণ হইয়াছিল। মায়াবতী যাত্রার পথে কি বিভ্রাট ঘটিয়াছিল তাহার একটু বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠকের মন্দ লাগিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী বিরজানন্দের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ও পাছে আরও কষ্ট হয় এই ভাবিয়া তাঁহার জন্য একটি ঘোড়া আনাইলেন। যাত্রার সকল ভার বিরজানন্দের স্কন্ধেই ছিল। তিনিই রাঁধিতেন, স্বামিজীকে খাওয়াই-

তেন এবং তাঁহার যাহা কিছু দরকার হইত সম্পাদন করিতেন। সদানন্দস্বামী স্বামিজীর পোষাক পরিচ্ছদ, লগেজের লটবহর এই সব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। প্রথম প্রথম স্বামিজী ছোট ছেলের মত বেশ আহ্লাদে কাটাইলেন। ভীমতালে আহারাদির জন্য একবার থামা হইল। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা 'চারি' পৌঁছিলেন এবং সেইখানকার ডাকবাঙ্গালায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন সকাল হইতেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল এবং ভয় হইল বোধ হয় বরফও পড়িবে। সেদিন ১৫ মাইলের এদিকে আর বিশ্রামের যায়গা নাই, অথচ বাহির হইতে বেশ বেলা হইল। আকাশে ঘোর ঘনঘটা। বিরজানন্দ স্বামীর বড় উৎকণ্ঠা হইল, কারণ তাঁহারই ঘাড়ে সকল দায়িত্ব। যদি ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে না পারেন তাহা হইলে পথে বড় কষ্ট হইবে। স্বামিজীর জন্যই তাঁহার প্রধান ভাবনা হইল। দুই মাইলের পর হইতেই বৃষ্টি চাপিয়া আসিল ও চারিদিক কুয়াসায় অন্ধকার হইল। অল্প অল্প বরফও দেখা দিল। তাহাতে পথঘাট আচ্ছন্ন হইল না বটে, কিন্তু ক্রমেই বেশী বরফ পড়িতে আরম্ভ করিল। স্বামিজী গ্রাহ্যও করিলেন না, বরং বেশ আমোদ বোধ করিতে লাগিলেন এবং সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশে বরফ পড়িলে কিরূপ হয় তাহার গল্প করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমশঃ বেশী বরফ পড়াতে নামিবার সময় ডাণ্ডীবাহকদের পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাপি স্বামিজী গ্রাহ্য করিলেন না। বরং তিনি আরও স্ফূর্ত্তির সহিত তাহাদিগকে উৎসাহিত করি-

বার জন্য নানারূপ মস্করা করিতে লাগিলেন। তাহাদের ভিতর একজন বড় মজার লোক ছিল। তাহার বারকতক বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু একটি স্ত্রীও বাঁচিয়া ছিল না, আর 'চণ্ডী' পুস্তকখানি সমস্ত তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তার সেই অদ্ভুত সুর আর বিদিকিস্রী উচ্চারণের সঙ্গে 'চণ্ডীর' সংস্কৃত অতি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিল। স্বামিজী কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার ভুল সংশোধন করিয়া আরও বলিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে তাহাকে 'পণ্ডিতজী' বলিয়া ডাকিতেছিলেন। তাহাতে লোকটি খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। আর একটু মজা করিবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে আর বিবাহ করিতে রাজী আছে কি না। সে অম্লানবদনে বলিল 'তা খুব রাজী আছে'। কিন্তু যৌতুকের টাকা কোথায়? স্বামিজী বলিলেন 'ধর যদি আমিই দিই।' লোকটির খুশী দেখে কে! সে আনন্দে গদগদ হইয়া ঘন ঘন স্বামিজীকে প্রণাম করিতে লাগিল।

কন্‌কনে বাতাস ও বরফের মধ্যে বড় বেশী জোরে যাওয়া যাইতেছিল না। সুতরাং চারি হইতে ৭॥০ মাইল দূর পহরাপানি পৌঁছিতেই বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। এখানে একটি ছোট দোকানঘরে যাত্রীরা দু'এক ঘণ্টার জন্য থাকিয়া আহারাদি করিয়া লয়। এখানে স্বামিজীর লোকেরা সকলের আগে পৌঁছিয়া চা খাইবার জন্ত তাঁহার অনুমতি চাহিল। স্বামিজী তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন 'তোরা কিছু খাবার খেয়ে নে। আমি পয়সা দিব।' আর কোথায় যাবি?

লোকগুলি অমনি চিৎ হইয়া পড়িয়া হুঁকা টানিতে লাগিল আর গোটাকতক ভিজাকাঠ যোগাড় করিয়া আগুণ ধরাইবার চেষ্টা করিল। বিরজানন্দ স্বামী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ! আজ বুঝি এইখানেই রাত কাটাতে হয়! দোকান ত ভারী! একটা ভাঙ্গা চালা, ১৪ হাত লম্বা আর হাত দশেক চওড়া; ওদিকে চালের খড় ত খ'সে পড়্ছে। সেই চালার ভিতর এক পাশে দোকান, তারপর দোকানীর শোবার আর রাঁধবার জায়গা, আর এক কোণে একটা কাঠের গাদা। মাটির ভেতর একটা গর্ত্ত কেটে চুলো তৈয়ারী করা হইয়াছে, তার ভেতর খানকতক ভিজে কাঠ গোঁজা, তা থেকে বেজায় ধোঁয়া উঠ্ছে। সে চুলো নিভাবার যো নেই, কেন না তার ভেতর ক্রমাগতই কাঠ ঠেসে তাকে জাগিয়ে রাখা হচ্ছে, তাই থেকেই যাত্রীদের তামাক খাবার আর রান্নার আগুন হয়। ওরির ভেতর ত আড্ডা নেওয়া হয়েছে। পাশে একটা ছোট চালা, তার না আছে দেওয়াল, না আছে কিছু; ওপরে খানকতক লকড়ি কাঠি, তাই দিয়ে কোন রকমে মাথাটা বাঁচাবার ব্যবস্থা আছে, আর চারপাশ দিয়ে বরফ আর বৃষ্টি ক্রমাগতই আস্ছে। তারির ভেতর লোকগুলা চা তৈরী কর্ছে। আগুণের সাম্নে একবার হুঁকো হাতে ক'রে বস্‌লে তাদের আর ওঠায় কার সাধ্যি!

দেখিতে দেখিতে ৫টা বাজিয়া গেল। অন্ধকারও ঘনীভূত হইয়া আসিল। 'সৌরনালা' যাওয়া ত ঘুরিয়া যাইবার যোগাড়! বেশ বোঝা হইল সেদিন সারারাত্র সেই ভয়ানক অন্ধকূপের

মধ্যে কাটাইতে হইবে। স্বামিজী মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাগের চোটে বকাবকি আরম্ভ করিয়া দিলেন। সবগুলোই আহাম্মোক, যদি বরফ পড়্‌বার ভয়ই ছিল তবে তাঁকে কি বলে আস্‌তে দিলে! যার বয়স বেশী তার একটু বিবেচনা থাকা উচিত ছিল! আর যার বয়স কম তারও আলমোড়া যাওয়া বন্ধ করা ভাল হয় নি! ইত্যাদি।—সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামিজীও খানিকক্ষণ গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। বিরজানন্দের ভয় হইল পাছে এই জঙ্গলের মধ্যে স্বামিজী অসুখে পড়েন। কিন্তু তিনি তিরস্কারের উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন "আমাদের দোষ কি বলুন। আপনি এই লোকগুলোকে চা খাবার অবসর দিয়েই ভুল করেছেন। ওদের জন্যেই ত এত সময় নষ্ট হ'ল। আমি যখন এখানকার লোকদের ধাত জানি তখন আপনার উচিত ছিল আমার ওপরই সব ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা। যদি এখানে না আসা হ'ত তবে সন্ধ্যের আগে কোন রকমে না কোন রকমে লোরনাল্লার ডাকবাংলায় পৌঁছিতে পারা যেতো।" স্বামিজী অপরাধী বালকের ন্যায় চুপ করিয়া কথাগুলি শুনিলেন। তাহার পর নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন 'যাক্ বাবা। আমি যা' বলেছি—বলেছি। কিছু মনে করিস্‌নি। বাপে কি আর ছেলের উপর রাগ করেনা? এখন কি করা যায় বল্।' তারপর পৃষ্ঠদেশে ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে তিনি শিষ্যকে মেরুদণ্ড একটু টিপিয়া দিতে বলিলেন। তারপর ক্রমশঃ বেশ প্রফুল্ল হইলেন, এমন কি

দোকানীকে বখ্‌শিশ পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন ও সে যেন কতকালের পরিচিত এমন ভাবে তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সে রাত্রি ত সেই দোকানে অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু 'ঘোড়ার চাপাটি' খাইয়া কাটিল। সঙ্গে একটা আলুর তরকারীও ছিল। কিন্তু মানুষের দাঁতের সাধ্য কি তাহা চিবায়! ঘুম কেমন হয়েছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বাহিরে ক্রমাগত বৃষ্টি ও বরফ পড়িতেছে, ভিতরে ধোঁয়ার দৌরাত্ম্যে দম আটকাইবার উপক্রম। তাহার উপর আবার আর এক কৌতুক। দুপুর রাত—স্বামিজী জাগিয়া আছেন—দোকানদার ও তাহার এক আত্মীয় অতিথিদের লক্ষ্য করিয়া খুব বিরক্ত প্রকাশ করিতেছে। সে জানিত না যে স্বামিজী পাহাড়ী ভাষায় অনভিজ্ঞ নহেন, সুতরাং মনের সাধে খুব গালিগালাজ করিতেছে। তাঁহাদিগকে জায়গা দিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইলেই সর্ব্বপ্রথমে উহাদিগকে তাড়াইতে হইবে ইত্যাদি। লোকটার ব্যবহারে স্বামিজী অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলেন, বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তিই বলিয়াছিল, 'যদি বেশী বরফ পড়ে তবে কালও থাক্‌বেন।' যাহা হউক স্বামিজী যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রতিশ্রুত বখ্‌শিশ দিতে ভুলিলেন না। লোকটা কস্মিন্‌ কালেও এত আশা করে নাই।

এইরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ রজনী অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রাতে বারো ইঞ্চি বরফের মধ্য দিয়া বিভ্রান্ত ডাণ্ডীওয়ালারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। শিবানন্দ

স্বামীর ঘোড়া ছুটিয়া পালাইয়া যাওয়াতে বিরজানন্দ নিজ অশ্ব তাঁহাকে দিয়া স্বয়ং পদব্রজে যাইতেছিলেন। দাণ্ডীয়ওয়ালা দিগের সহিত একসঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে অধিকাংশ পথ ছুটিয়া যাইতে হইল। তারপর সৌরনল্লায় পৌঁছিয়া সেদিনকার মত সকলে বিশ্রাম করিলেন। গোবিন্দ সাহ ও সদানন্দ স্বামী পূর্ব্বরাত্রেই সকলের আগে এখানে আসিয়াছিলেন। এখানে বেশ গনগনে আগুন ঝক্‌ঝকে ঘর দোর এবং আহারাদির প্রশস্ত আয়োজন দেখিয়া স্বামিজী মহাখুসী হইলেন এবং গতরাত্রের প্রসঙ্গ লইয়া নানা আমোদ করিতে লাগিলেন।

পরদিন (১৯০১ সালের ২রা জানুয়ারী) বরফ গলিয়া গেল। পথে 'দেবীধুরা' ও 'ধুনাঘাট' এই দুই জায়গায় থামিবার কথা। প্রায় ২১ মাইল পথ। স্বামিজী খানিক পথ হাঁটিয়া চলিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তখন এক হাতে একটি লাঠি লইয়া ও আর এক হাত বিরজানন্দ স্বামীর কাঁধে রাখিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন 'দেখ্, কি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি। এক সময়ে এই পাহাড়ে রোজ ২০।২৫ মাইল হেঁটেছি। আর আজ এইটুকু আস্‌তেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে! আর বেশী দিন নয়!' সকলেই তাঁহার শরীরের অবস্থা দর্শনে বিষণ্ণ হইলেন। মনে হইতে লাগিল এই মুহূর্ত্তেই তাঁর প্রাণত্যাগ হইতে পারে।

পরদিন সকলে মায়াবতী আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে আশ্রমের দৃশ্য দেখিতে পাইয়া স্বামিজী অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ায় উঠিয়া জোরে

আশ্রমাভিমুখে ছুটাইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আশ্রম পত্রপুষ্পে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছিল। বহুদিন পরে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া সকলের হৃদয়ে অসীম আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে কয়দিন মায়াবতীতে ছিলেন সে কয়দিন ক্রমাগত বরফ পড়িয়াছিল, সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বেশী দূর বেড়াইতে পারিতেন না। উপরের একটি ঘরে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে বড় ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে নীচের ঘরে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড ছিল বলিয়া সেখানে নামিয়া আসিলেন। ১৮ই পর্য্যন্ত তিনি মায়াবতীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬ই চম্পাওয়ৎ হইতে কতকগুলি লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। তারপর ৯ই চীরপানি হইতে মিঃ বীডন (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট তনয়) নামক চা বাগানের এক সাহেব আসিলেন। তারপর ১১ই আসিলেন—তহশীলদার সাহেব ও তাঁহার সঙ্গে আর কয়জন লোক। ১৩ই জানুয়ারী তাঁহার জন্মদিন। সেদিন তিনি ৩৮ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। পরদিন মিঃ সেভিয়ারের জন্মদিন। বাঁচিয়া থাকিলে সেদিন তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইত।

স্বামিজী যে কয়দিন মায়াবতীতে রহিলেন সে কয়দিন আশ্রমে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার শ্রীমুখের নিত্য নূতন বচনপরম্পরা, 'নব নব নিতুই নব' কথাবার্ত্তা আশ্রম-বাসীদের মন প্রাণ শীতল করিতে লাগিল। যে কথায় তন্দ্রা কাটে, জড়তা ছুটে, মোহ দূর হয়, হৃদয় নাচিয়া উঠে, ধমনীতে

তাড়িতপ্রবাহ বহিতে থাকে, সে কথা শুনিয়া কি আকাঙ্ক্ষা পূরে? একদিন কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া যেন বৃহৎ জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতেছেন এই ভাবে উদাত্তকণ্ঠে, দীপ্তচক্ষুর বিমল জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের অসাধারণ ভক্তি আনুগত্যের কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন যে ওদেশে এমন বহু ভক্ত আছে যাহারা তাঁর কথায় অকাতরে মৃত্যুমুখে যাইতে প্রস্তুত; তাহারা কিরূপ নীরবে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সতত তাঁহার সেবা করিয়াছিল, মায়ামমতাশূন্য হইয়া কিরূপে তাঁহার সেবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিল ও তাঁহার একটি কথায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে রাজী ছিল তাহারই গল্প বলিতেছিলেন। 'এই দেখ কাপ্তেন সেভিয়ার, কেমন ভাবে আমার কাজের জন্য মায়াবতীতে প্রাণটা দিয়ে গেল!' আর একদিন obedience (আজ্ঞাবহতা) সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিয়াছিলেন— 'Obedience and respect cannot be enforced by word of command; neither can it be exacted. It depends upon the man, upon his loving nature and exalted character. None can resist true love and greatness." (জোর কোরে কেউ কারুকে দিয়ে ভক্তি বা হুকুম তামিল করাতে পারে না। খাঁটি প্রেম ভালবাসা আর মহচ্চরিত্রের কাছে সকলেই নত হয়। সুতরাং যার এ দুটী আছে তাকে সকলেই মানে)। তিনি বলিতেন, তিনটি

জিনিষকে মান্য বা শ্রদ্ধা করা বিশেষ দরকার—১ম, যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, ২য়, যে সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে, ৩য়, যিনি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বা মঠাধীশ।

আশ্রমের কার্য্য কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করা উচিত এ সম্বন্ধে তিনি স্বরূপানন্দ স্বামীর নিকট একদিন স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপানন্দকে খুব উৎসাহ ও তেজের সহিত ঐ সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। স্বরূপানন্দ বলিলেন যে তিনি নিজে ঐ ভাবে কার্য্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন বটে, কিন্তু যদি মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য না করেন ও অন্ততঃ তিন বৎসর একস্থানে স্থায়ী হইবার আশা না থাকে তবে ঐ সব কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। স্বামিজী স্বরূপানন্দের মনোভাব বুঝিলেন এবং সকলে একত্রিত হইলে ঐ কথা উত্থাপিত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকলেই উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেবল স্বামী বিরজানন্দ অতিশয় বিনীতভাবে কিছুদিন স্থানান্তরে অবস্থান করিয়া ধ্যান ধারণা ও মাধুকরী ভিক্ষায় দিন যাপন করিবার বাসনা জানাইলেন। স্বামিজী 'মাধুকরী'র কথা শুনিয়া উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিরজানন্দকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিলেন এবং বলিলেন 'আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) থেকে শেখ্। অত কষ্ট সহ্য ক'রে শরীরটা মাটি করিসনি। আমরা শরীরটাকে বেজায় কষ্ট দিয়েছি, তার ফল হয়েছে কি? —না, জীবনের যেটা সব চেয়ে ভাল সময়—the best years

of manhood—সেইখানটায় শরীর গেল ভেঙ্গে, আর আজও পর্য্যন্ত তার ঠেলা সাম্‌লাচ্ছি। তারপর how could you think of meditating for hours ? (অনেকক্ষণ ধ্যান ধারণার কথা কি বল্‌চিস্ ?) যদি ৫ মিনিট মনটা—৫ মিনিট কেন, ১ মিনিটও মনটা একটা বিষয়ে একাগ্র করতে পারিস তা হ'লেই যথেষ্ট। আর তা' করতে হ'লে রোজ সকালে বিকালে একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে অভ্যাস করতে হবে। বাকী সময়টা পড়াশুনো, কি সাধারণের হিতকর কোন কাজে লাগিয়ে রাখ্‌বি। আমি চাই আমার শিষ্যেরা should emphasis work more than austerities (শারীরিক তপের চেয়ে কর্ম্মের দিকে বেশী ঝোঁক দিবে)। Work itself should be a part of their Sadhan and their austerities (কর্ম্ম আর কি ?—সাধনা ও তপস্যারই ত একটা অঙ্গ !)

বিরজানন্দ স্বামী সব স্বীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ছাড়িলেন না; বলিলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম সম্পাদনের উপযোগী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রথমটা একটু তপস্যা করা দরকার। স্বামিজী উঁহার গোঁ দেখিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি স্বামিজীর স্বভাব জানিতেন, সুতরাং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে স্বামিজী আর সকলকে বলিলেন "মোটের উপর কিন্তু কালীকৃষ্ণ যা বল্‌ছে তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি। ধ্যান ধারণা আর স্বাধীন জীবন এইটা যে সন্ন্যাস জীবনের প্রধান গৌরব তা' কি আর আমায় বল্‌তে হবে রে! আহা! আমারও

এক সময়ে অমনি ক'রে দিন কেটেছে—একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি—সে সব কি সুখের দিনই গেছে! যদি সর্ব্বস্ব দিয়েও আবার সেই সব দিন ফিরে পাওয়া যেতো তাতেও রাজী আছি।' যাহা হউক পরে বিরজানন্দ স্বামিজীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।

হিমালয়ক্রোড়ে এই জনকোলাহলশূন্য শান্তরসাস্পদ আশ্রমভবনে স্বামিজী বড় প্রীতি অনুভব করিলেন। মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত তিনি যখন আলাপ করিতেন তখন মনে হইত যেন একটি শিশু তাহার জননীর সহিত কথা কহিতেছে। কখনও কখনও তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িতেন বটে এবং হয়ত আশ্রমের সন্ন্যাসীদের দুই চারিটা কড়া কথাও শুনাইয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যে গরল ছিল না। তাঁহার তিরস্কারের ভিতরও প্রায়ই কোন শিক্ষার বিষয় বা প্রচ্ছন্ন আশীর্ব্বাদ নিহিত থাকিত।

মায়াবতী হইতে যে সকল সুন্দর সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয় তন্মধ্যে ধন্মধর নামক স্থানের তুষার-দৃশ্য অতি মনোহর। ঐ স্থানটী পার্শ্ববর্ত্তী সকল স্থান অপেক্ষা উচ্চতর। দুই চারিদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে আশ্রমের সকলকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী ঐ স্থানে গমন করিলেন এবং তাহার অবস্থান ও মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দর্শনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল ঐ স্থানে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া নির্জ্জনে আরামে ধ্যান ভজন করেন। হ্রদপার্শ্বস্থ রাস্তাটি

তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তিনি মিসেস্ সেভিয়ারকে বালসুলভ সরলতা সহকারে বলিয়াছিলেন "In the latter part of my life, I shall give up all public work and would like to pass my days in writing books and whistling merry tunes by this lake, like a free child" (জীবনের শেষভাগে সমস্ত জনহিতকর কার্য্য ত্যাগ করিয়া এইখানে আসিব, আর গ্রন্থরচনা ও সঙ্গীতালাপ করিয়া দিন কাটাইব)।

মায়াবতীর আশ্রমে একটি ঠাকুরঘর ছিল, সেখানে ভোগরাগাদি সহকারে পরমহংসদেবের অর্চ্চনা হইত। অদ্বৈত আশ্রমে কিন্তু ঠাকুর পূজা স্বামিজীর বড় ভাল লাগে নাই। তিনি বলিতেন অদ্বৈত আশ্রম শুধু অদ্বৈতভাবেই পূর্ণ থাকিবে, তথায় দ্বৈতভাবের নাম গন্ধও যেন না থাকে, অর্থাৎ এখানে বাহ্য রূপাদির সহায়তায় ভগবৎ উপলব্ধির চেষ্টা না করিয়া যেন এক অখণ্ড, অদ্বয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মধ্যানে অবগাহন করিবার জন্যই সকলের চেষ্টা হয়। কিন্তু যে সকল ভক্ত ঐ ঘর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পাছে তাঁহাদিগের প্রাণে আঘাত লাগে এজন্য তখনই তিনি উহা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু যাহাতে তাঁহারা আপনারাই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্রমে তাহা সংশোধন করেন এই ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে নিজ অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে ঠাকুরঘরটি এখান হইতে উঠিয়া যায়। একজন সন্ন্যাসী নিজের দ্বৈতভাব লইয়া ওরূপ স্থানে থাকা উচিত কি না শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা

করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "শ্রীগুরুদেব নিজে অদ্বৈতময় ছিলেন ও অদ্বৈতভাব প্রচার কর্ত্তেন। তুমি তবে ঐ ভাব গ্রহণ কর্ত্তে 'কিন্তু' কচ্ছ কেন বাবা? তাঁর সব শিষ্যই যে অদ্বৈতবাদী!"

বেলুড় মঠে ফিরিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামিজী হতাশ ভাবে বলিয়াছিলেন 'আমি ভেবেছিলুম অন্ততঃ একটা কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্য পূজাদি বন্ধ থাকবে। কিন্তু হায় হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো সেখানেও জেঁকে বসেছেন!'

স্বামিজী বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। মায়াবতীতে গিয়া চিঠি পত্র লেখা, ও ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া ছাড়া প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—(১ম) Aryans and Tamilians—'আর্য্য ও তামিল জাতি' নামক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ; ২য়টী, The Social conference Address—১৯০০ সালের Indian Social conference অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় সমাজসমস্যা-বিষয়ক সভার অধিবেশনে জষ্টিশ রানাড়ের Presidential address (সভাপতির অভিভাষণ) এর উত্তর। তিনি মহারাষ্ট্র জন-নায়কের স্বদেশপ্রেম ও উদারনীতির প্রশংসা করিলেও তাঁহার সন্ন্যাসী-বিদ্বেষের বিপক্ষে লেখনী ধারণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের সন্ন্যাসীজীবনের প্রকৃত মূল্য কি ভারত ইতিহাসের সাহায্যে তাহা দেখাইয়াছিলেন, অর্থাৎ ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যে নিতান্ত অলস অকিঞ্চিৎকর নহেন, তাঁহারা যে বসিয়া বসিয়া সমাজের স্কন্ধারূঢ়

হইয়া আস্বোদর পূরণেই ব্যস্ত নহেন তাহার প্রমাণ এই যে ঔপনিষদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশে যত কিছু জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যত কিছু শক্তিপ্রদ, প্রাণপ্রদ, আশাপ্রদ, উচ্চ চিন্তাস্রোত সমাজশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার আবিলতা, জড়তা ও মোহপঙ্ক দূর করিয়াছে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি, রক্ষা ও সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে তাহার মূলে সন্ন্যাসী বিদ্যমান। সন্ন্যাসীই এ ভারতে চিরদিন বল, বুদ্ধি, ভরসা দান করিয়াছেন, ধর্ম্মের গ্লানি ও সমাজের অবনতির দিনে অবসন্ন রাজশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকারার্থ ক্ষত্রিয়তেজকে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং শান্তির দিনে উন্মত্ত ভোগবিলাসের মাঝখানে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়া সমাজশক্তিকে সংযমের পথে চালিত করিয়াছেন —মোট কথা সন্ন্যাসীই যুগে যুগে এ ভারতের ধাতা, পাতা ও নিয়ন্তা হইয়া আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন—'সংস্কার' 'সংস্কার' বলিয়া যিনি যতই চীৎকার করুন ও নিষ্কর্ম্মা অন্ন-ধ্বংসকারী বলিয়া সন্ন্যাসীকে যতই গালি দিন। তৃতীয়টি Stray Remarks on Theosophy (থিওজফি সম্বন্ধে দু' চারটী মন্তব্য) নামক একটী অকপট সমালোচনা। ইহা ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বন্ধুর অনুরোধে ঋগ্বেদের অন্তর্গত 'নাসদীয় সুক্তের' একটী সুন্দর অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন।

মায়াবতীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা পাঠককে স্বামিজীর কিরূপ

বালকের ন্যায় সরল প্রাণ ছিল তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। উহা হইতে তিনি আরও বুঝিবেন শিষ্যেরা তাঁহাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন। একদিন আহার প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তিনি শিষ্যদের কর্ম্মশৈথিল্য ও অতৎপরতার অনুযোগ করিয়া বিশেষ বিরক্তভাবে সকলকে তিরস্কার করিতে করিতে একেবারে রন্ধনশালায় (যেখানে বিরজানন্দ স্বামী রন্ধন করিতেছিলেন) গিয়া উপস্থিত। কিন্তু সেখানে ধোঁয়ার অন্ধকারে বিরজানন্দকে ক্রমাগত আগুনে ফুঁ পাড়িতে ও শীঘ্র রন্ধন সম্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দেখিয়া কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আহার্য্য আনীত হইলে রোষভরে বলিলেন "নিয়ে যা! আমি খেতে চাইনা।" বিরজানন্দ তাঁহার স্বভাব উত্তমরূপ অবগত ছিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া পাত্রটি সম্মুখে রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এক মিনিট—দুই মিনিট—তিন মিনিট—বাস! তার পর স্বামিজীর রাগ পড়িতে লাগিল। তিনি ক্ষুধাতুর বালকের ন্যায় আহারে বসিলেন ও খাইতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎ আহার্য্য দ্রব্যাদি মুখে দিয়াই খুব খুসী হইলেন—এত যে রাগ কোথায় চলিয়া গেল। তারপর খাইতে খাইতে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন 'দ্যাখ্, এত রাগ হ'য়েছিল কেন জানিস্? ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছিল।'

চতুর্দ্দিক বরফাচ্ছন্ন থাকাতে স্বামিজী আশ্রমের মধ্যেই বন্দী হইয়া রহিলেন। আর সে দুর্জ্জয় শীত সহ্য করিবার মত অবস্থাও তাঁহার ছিল না। সুতরাং শীঘ্রই মায়াবতী ত্যাগ করি-

বার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন অনেক ভাড়া দিয়াও কুলি যোগাড় বড় শক্ত ব্যাপার। একদিন মনটা বেশ প্রফুল্ল আছে—তিনি শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যদি কুলি না পাওয়া যায় তবে তাঁহারা কি করিবেন? বিরজানন্দ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'স্বামিজি! কুছ্ পরোয়া নেই, তা হ'লে আমরা নিজেরাই আপনাকে ব'য়ে নিয়ে যাবো।' স্বামিজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন 'ওঃ বুঝেছি। আমাকে বুঝি খড়ে ফেলবার মতলব আঁটা হচ্ছে!' অবশেষে অন্য পথে টনকপুর দিয়া পিলিভিত যাওয়া সিদ্ধান্ত হইল। সদানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া স্বামিজী বলিলেন 'দেখ্, এবার সব ভার বিরজানন্দের ওপর। ওর মাথাটা খুব ঠাণ্ডা আর বহ্বাড়ম্বর নেই। এবার তুইও কিছু করবি নি, আমিও কিছু করবো না। বুঝ্লি?' এদিকে ক্রমশঃ বেগতিকের লক্ষণ দেখিয়া স্বরূপানন্দ স্বামী নিজেই চা-বাগানে কুলি সংগ্রহ করিতে গেলেন। এ দিকে আর এক মুস্কিল হইল। দু'তিনদিন পূর্ব্বে গ্রাম হইতে কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল তাহারাও বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যতগুলি কুলি আবশ্যক লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের সহিত মায়াবতী ত্যাগ করিয়া কতকদূর অগ্রসর হইতেই সকলে দেখেন সম্মুখে স্বরূপানন্দ স্বামী কতকগুলি কুলি লইয়া আসিতেছেন। তখন চা-বাগানের লোকদের বেশ মোটা বখ্শিশ দিয়া বিদায় করা হইল।

মায়াবতী হইতে পিলিভিত পর্য্যন্ত সারাপথ স্বামিজীর মেজাজ বেশ সুন্দর ছিল। প্রথম রাত্রি চম্পাওয়াতের ডাকবাংলায়

বলিয়া তিনি গভীর আবেগের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ ছিল, আর লোকচরিত্র জ্ঞানও অসাধারণ ছিল। যার সম্বন্ধে যা বলতেন সেটা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যেতো। তাঁর শিষ্যদের জনকতককে তিনি ঈশ্বরকোটী ব'লে নির্দ্দেশ করতেন আর সাধারণ জীবদের বলতেন 'জীবকোটি।' ঈশ্বরকোটিদের তুলনায় জীবকোটীদের আসন অনেক নীচে দিতেন। বলতেন ঈশ্বরকোটি আচার্য্যস্থানীয়, লোকশিক্ষার জন্যই তাঁর দেহ ধারণ। আমি অনেকবার ওকথাটা test (পরীক্ষা) ক'রে দেখেছি। তাঁর কথা একটুও বেঠিক হয় নি। যাঁদের তিনি ঈশ্বরকোটি বলতেন সব সময় হয় তো তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না, কি হয় ত অনেক সময় তাদের কড়া কথাও বলতে হয়, কিন্তু তারা যে প্রকৃতই উন্নত-শ্রেণীর আত্মা, তার আর সন্দেহ নেই।" বলিতে বলিতে বক্তৃতার ভাব আসিল, চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল, মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "And above all, above all, I am loyal! I am loyal to the core of my heart!" (আর যতই যাই হোক্, যতই যাই হোক—আমি তাঁর আদর্শ থেকে একচুল ভ্রষ্ট হই নি—অন্তরের সঙ্গে তাঁকে মেনে চলেছি)। অনেক দিন পূর্ব্বে আর এক সময়ে ঈশ্বর-কোটিদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "তাদের আমি যত বিশ্বাস করি, আর কাউকে তেমন করি না। আমি জানি যদি পৃথিবী শুদ্ধও আমায় ছেড়ে পালায় তবু তারা আমায় কখনও ছাড়বে

না। যত অসম্ভবই হোক—আমার idea আর plan (ভাব ও উদ্দেশ্য) কাজে পরিণত করবার জন্য তারা প্রাণ দেবে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে সাত জনকে বলিতেন —ঈশ্বরকোটী, যখন অবতারের আবির্ভাব হয় তখন তাঁর লীলার সহায়তা করবার জন্য যে সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত দেহধারণ করে আসেন তিনি 'ঈশ্বরকোটী' শব্দ দ্বারা তাঁহাদিগকেই নির্দেশ করিতেন। সুতরাং বলিতে গেলে ইঁহাদের 'মুক্তি' বলিয়া কিছু নাই (কারণ ইঁহারা নিত্যমুক্ত) এবং ইঁহাদের 'সাধনা'ও অজ্ঞাত-সারে শুধু লোকশিক্ষার জন্য। এই শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে পরম-হংসদেব স্বামিজীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিতেন।

পরদিন সকালে 'দেউড়ি' পৌঁছিবার কথা। দেউড়ি ওখান হইতে ১৫ মাইল দূর। স্বরূপানন্দ স্বামী চম্পাওয়ৎ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় মায়াবতীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় সকলে দেউড়ি পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু আবার এক বিভ্রাট উপস্থিত। ডাকবাংলার চৌকীদার দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার কোন সন্ধান নাই। সৌভাগ্যক্রমে তালাটা টানিতেই খুলিয়া গেল—তখন সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর সহিত গোবিন্দ-লাল সাহ, শিবানন্দ, সদানন্দ এবং বিরজানন্দ আছেন। বিরজানন্দ রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু হাঁড়িতে এত চাল চড়ান হইয়াছিল যে খানিক পরেই ভাত অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় উথ্‌লাইয়া উঠিবার যোগাড় করিল। ওদিকে স্বামিজীর ক্ষুধা পাইয়াছে। তিনি লোকের উপর লোক পাঠাইয়া কতদূর হইল

সংবাদ লইতেছেন। বিরজানন্দ স্বামী মহা ফাঁপরে পড়িলেন। ঠিক করিলেন 'কিছু ভাত বাহির করিয়া লইয়া আবার হাঁড়িতে জল দিই' এমন সময়ে স্বামিজী আসিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে বসিয়া বলিলেন, 'ওরে ওসব কিছু কর্ত্তে হবে না। আমার কথা শোন। ভাতে খানিকটা ঘি ঢেলে দে আর হাঁড়ির মুখের সরাখানা উল্‌টে দে। এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে। আর খেতেও খুব ভাল হবে।' বিরজানন্দ স্বামী তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিলেন। ফলে সেদিন বৈকালে সকলেই মহাতৃপ্তির সহিত ঘীভাত ভোজন করিলেন। তারপর পনর মাইল দূরে টনকপুর। সে স্থানটা সমভূমি। সেখানে পৌঁছিয়া দেখা গেল ডাকবাংলায় লোক আছে। সুতরাং বাজারে এক মুদীখানার দোকানের উপরে বাসা লওয়া হইল। নীচে যাত্রীরা রাঁধিতেছে তাহার ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মহা জ্বালাতন করিতে লাগিল। দোকানী স্বামিজীকে নিজের খাটীয়াখানি ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতে ঘুম হইবে কেন? পুরানো একখানা খাটীয়া—স্বামিজী যতবার পাশ ফিরিতে লাগিলেন সেটা কেবল ক্যাঁচ কোঁচ করিয়া আপনার জীর্ণাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বামিজী ত উহা লইয়া খানিকক্ষণ কষ্টিনষ্টি করিলেন।

পরদিন প্রাতে পিলিভিত যাইবার জন্ত ঘোড়া যোগাড় করা হইল। সদানন্দ স্বামী সব চেয়ে একটা তেজী ঘোড়ায় উঠিলেন, এবং খুব ছুটাইয়া শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। টনকপুর হইতে মাইল খানেক যাওয়ার পর স্বামিজী তাঁহার কোন চিহ্ন না

দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পথে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল ঘোড়া কিছু দূরে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সওয়ার সমেত মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়াছে। সকলে তখন অবতরণ করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। খানিক পরেই দেখা গেল সদানন্দ ঠাকুর ঘোড়া হাঁকিয়ে আস্‌ছেন। ঘোড়া বেচারা কায়দা হয়ে পড়েছে। সওয়ারকে এর মধ্যে একবার ফেলেও দিয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন আঘাত লাগে নাই। এই ঘটনায় স্বামিজীর আর একদিনের কথা মনে পড়িল। স্বামিজী তখন খেতড়িতে। সদানন্দ একটা ভয়ানক দুষ্টু ঘোড়ায় চড়িয়াছেন। রাজবাটীর ছাদ হইতে স্বামিজী, মহারাজ ও অন্যান্য সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন—সদানন্দ সেই বজ্জাত ঘোড়ায় চড়িয়া তীরবেগে ছুটিয়াছেন, কিন্তু ঘোড়া সওয়ারের সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী সেদিন সদানন্দ স্বামীর অশ্বারোহণ-দক্ষতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "সদানন্দ বাবা, তুমিই আমার ঠিক মরদ শিষ্য।"

টনকপুর হইতে তিন মাইল যাইলে মেজর হেনেসী Major Hennessy) আসিয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপন বাংলা হইতে স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বেলা ২টার সময় খাতিমায় পৌঁছান হইল। সেদিন সন্ধ্যার সময় স্বামিজী শিবানন্দ স্বামীকে বলিলেন 'মহাপুরুষ (ইনি এখনও এই নামে মঠে সকলের নিকট পরিচিত) তুমি পিলিভিতে আমাদের ছেড়ে একলা বেলুড় মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ কর্ত্তে যাবে।' ঐ প্রসঙ্গেই

স্বামিজী বলিয়াছিলেন .'বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ন্যাসী ভারতের চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচার ক'রে আর লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়াবে। আর শেষকালে অন্ততঃ ২০০০৲ টাকা এনে সাধারণ ধনভাণ্ডারে জমা দেবে।' শিবানন্দ স্বামী বিনীতভাবে আজ্ঞাপালনে সম্মতি জানাইলেন।

৪ দিনের দিন—সেই দিন শেষ দিন—স্বামিজী একটা ঘোড়ায় চড়িলেন এবং বিরজানন্দকে অশ্বারোহণে ভীত দেখিয়া বলিলেন 'আমি তোকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিচ্ছি।' এই বলিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া নিজ অশ্বে কশাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন এবং চীৎকার করিয়া বিরজানন্দকে ঐরূপ কশাঘাত পূর্ব্বক পশ্চাদ্‌গামী হইতে বলিলেন। ...ার সব ঘোড়াও এখন দেখাদেখি দৌড়াইয়াছে। বিরজানন্দ স্বামীর ঘোড়াও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল না। ত্বরিতগতিতে ছুটিল। ইহাতে তাঁহার ভয় কাটিয়া গেল। তিনি আর সকলের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।

বেলা চারিটার সময় তাঁহারা পিলিভিত আসিয়া পৌঁছিলেন। পাছে দেরী হইয়া ট্রেন ফেল হয় এই ভয়ে পথে কেহই আহার করেন নাই। স্বামী সদানন্দ ও গোবিন্দলাল অন্য সকলের অগ্রে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল পিলিভিতের ডেপুটি কলেক্টর পণ্ডিত ভবানীদত্ত যোশীকে স্বামিজীর আগমন বার্ত্তা প্রদান করিতে গিয়াছিলেন এবং সদানন্দ স্বামী আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টায় বাজারে গিয়াছিলেন। ভবানীদত্ত যোশী স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য সবান্ধবে রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে আমিষ ভক্ষণের কথা উঠিল। পণ্ডিতজী সবিনয়ে মাংসভোজনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামিজী বেদ ও সংহিতা সমূহ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মাংস ভোজন শাস্ত্র সম্মত বলিয়া দেখাইলেন এবং শেষে বলিলেন "অত কথায় কাজ কি? আজকাল হিন্দুরা যে গোমাংসের নামে শিহরিয়া উঠেন বৈদিক ঋষিরা স্বয়ং সেই গোমাংস ভোজন করিতেন, এমন কি প্রাচীন যুগে অতিথির সম্মানের জন্য ও শুভকর্ম্মে গোবধ একটা রীতি ছিল। হিন্দুজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে anti meat eatingএর fanaticism (নিরামিষ ভোজনের পাগলামী) আরম্ভ হইয়াছে—এর প্রধান কারণ দেশাচার আর লোকাচার।"

মিঃ যোশী নীরবে শুনিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ওদিকে স্বামিজীর কথা শুনিবার জন্য ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বামিজী এ দিবস যেন ইচ্ছা করিয়াই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাভিমানের উপর প্রবলবেগে আঘাত করিতেছিলেন—কারণ এই সকল ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম 'জাতি' ব্যতীত আর কিছু নহে এবং দেশাচারই ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। পরিশেষে বক্তব্য এই যে স্বামিজী সকল সময়েই যে আমিষ ভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে। যাঁহারা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন যাপন প্রয়াসী তিনি তাঁহাদের মৎস্য মাংস ভোজনের অতিশয় বিপক্ষে ছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। বেলা চারিটা হইতে সদানন্দ স্বামীর দেখা নাই। স্বামিজী গোবিন্দ শাহকে তাঁহার খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি ও গোবিন্দলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি, তার মধ্যে লুচি পুরী, ভাজা ভুজি, তরকারী ও মিষ্টান্ন। তিনি নিজের সম্মুখে খাবার তৈয়ারী করাইতেছিলেন বলিয়া এত দেরী হইয়াছিল। স্বামিজী যোশীর সহিত কথাবার্ত্তায় এত মগ্ন ছিলেন যে খাবার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরে তিনি বিনীতভাবে যোশী ও আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে কম্বলে তাঁহারা বসিয়াছিলেন ঐ কম্বলে বসিয়া স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গীগণের আহার করাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি আছে কিনা। জগৎপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর এই অমায়িকতা ও বিনয় নম্র বাক্যে তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহাদের কোন অসম্মতি নাই জানাইলেন। স্বামিজী সঙ্গীদিগকে ঝুড়ি হইতে খাবার লইয়া খাইতে বলিলেন, নিজেও অল্প সল্প খাইলেন বেশী খাইলেন না, কারণ তাঁহার চিত্ত তখনও আলোচ্য প্রসঙ্গে নিবিষ্ট ছিল। ষ্টেশন হইতে বিদায় গ্রহণ কালে পণ্ডিতজী ও তাঁহার সহচরগণ স্বামিজীর দর্শনে আপ্যায়িত হইয়াছেন বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে হিন্দুধর্ম্মের অনেক নূতন কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, যাইবার সময় ভবানীদত্ত তাঁহার পিলিভিতের বাসস্থানে শিবানন্দ ও বিরজানন্দ স্বামীকে কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন।

গাড়ীতে উঠিবার সময় ভারতে ইংরাজ শাসনের কলঙ্কজনক একটা ঘটনা ঘটে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিলে স্বামিজী ও সদানন্দস্বামী একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সে গাড়ীতে একজন ইংরাজ কর্ণেল ছিলেন। তিনি 'নেটিভ' দ্বয়কে ঐ কামরায় উঠিতে দিতে নিতান্ত নারাজ হইলেন। কিন্তু স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য বহু ব্যক্তিকে সমাগত দেখিয়া সেখানে কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে চলিয়া গেলেন এবং যাহাতে ঐ 'নেটিভ' দ্বয় ঐ কামরা হইতে অন্যত্র যায় তার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে স্বামিজীকে ঐ কামরা ত্যাগ করিয়া আর একটি কামরায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে স্বামিজী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "How dare you say such a thing to me! Are you not ashamed? (তুমি কি ক'রে একথা আমায় বল্‌তে সাহস কর্লে? তোমার লজ্জা হ'ল না!)" ষ্টেশন মাষ্টার তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন। কর্ণেল, আপন হুকুমমত কার্য্য সমাধা হইয়াছে মনে করিয়া পুনরায় সেই কামরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল স্বামিজী সশিষ্যে তেমনিভাবে সেখানে বসিয়া আছেন। সে ব্যক্তি সাত্রদাহে ছট্ ফট্ করিতে করিতে 'ষ্টেশন মাষ্টার' 'ষ্টেশন মাষ্টার' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্লাটফর্ম্মের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার কোথায়? তিনি 'ডাক্তার বাব

জলে কুমীর' দেখিয়া চম্পট প্রদান করিয়াছেন। সাহেব মহা খাপ্পা। কিন্তু এ দিকে ট্রেণ ছাড়িবার আর অল্প সময় বাকী আছে দেখিয়া ভাবিল আর বিক্রমে কাজ নাই এবং সুবুদ্ধি সহকারে বোঁচকা 'বুচকী লইয়া অপর এক কামরায় প্রবেশ করিল। স্বামিজী তাহার রকম দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না।. যিনি এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় ঐ সাহেবের অপেক্ষা কত শত উচ্চপদস্থ ও জগৎ প্রসিদ্ধ লোকের সহিত একত্রে বন্ধুভাবে বেড়াইয়াছেন তিনি কি এই নগণ্য, পদমর্য্যাদাগর্ব্বিত, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তির বেআদবী সহ্য করিতে পারেন! আবার এই সকল ব্যক্তিরাই আপনাদের ভদ্রতা সভ্যতার বড়াই করিয়া বেড়ায়!

২৪শে জানুয়ারি (১৯০১) স্বামিজী বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। গুরুভ্রাতাগণ ও শিষ্যেরা প্রত্যহই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী অদ্বৈত আশ্রম ও তত্রত্য সন্ন্যাসীগণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং এত শীঘ্র সেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে।

মায়াবতী হইতে ফিরিয়া স্বামিজী দেড়মাস মঠে অবস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন নূতন ব্রহ্মচারী মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে দেখিয়া ও মঠে রীতিমত দৈহিক ব্যায়াম-চর্চ্চা ও ধ্যান ভজন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি হইতেছে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। সামান্য একটু পড়াশুনা, চিঠি পত্রের জবাব দেওয়া এবং মঠের ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষার তত্ত্বাবধান—ইহা ব্যতীত কোন কঠিন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিতেন না। স্বাস্থ্যলাভের জন্য পুনরায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময় ঢাকাবাসীরা তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং স্বামিজী শেষে ঢাকা যাওয়াই স্থির করিলেন। ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইবার আরও একটু কারণ এই ছিল যে, স্বামিজীর জননীর বহুদিন হইতে পূর্ব্ববঙ্গে তীর্থসমূহ দর্শন করিবার বাসনা ছিল। এই উপলক্ষে তাহাও পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ স্বামিজী কয়েকজন সন্ন্যাসী-শিষ্য সঙ্গে লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলেন। পরদিন ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিবামাত্র ঢাকা অভ্যর্থনাসমিতির কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

তারপর অপরাহ্নে ট্রেণ ঢাকায় পৌঁছিলে তথাকার বিখ্যাত উকীল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও বাবু গগনচন্দ্র ঘোষ সমগ্র ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়া জমীদার ৺ মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। ষ্টেশনে বিস্তর ভদ্রলোক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে মহা আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণ দেবকি জয়' ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামিজীর গাড়ীর সহিত দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। মোহিনীবাবুর বাটীতে স্বামিজীর থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে অনেক ভদ্রলোক তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সকলে আনন্দরব করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

সম্মুখেই বুধাষ্টমী আগত দেখিয়া স্বামিজী কয়েকদিন পরে ব্রহ্মপুত্রে স্নানের মানস করিয়া সশিষ্যে নৌকাযোগে লাঙ্গলবন্দ নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ববন্দোবস্ত অনুসারে নারায়ণগঞ্জের নিকট তাঁহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্বামিজীর কতিপয় সন্ন্যাসী শিষ্যের তত্ত্বাবধানে এখানে উপনীত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষা নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান পরশুরাম নাকি এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃবধ জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য এখানে দলে দলে

আবাল বৃদ্ধ বনিতা পাপক্ষয়ের জন্য স্নান করিতে আইসে। এই মেলায় বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দসূচক হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে—কোথাও বা হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্বামিজী ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বুড়ীগঙ্গা হইয়া ঢাকা সহরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামিজীর নিকট সদাসর্ব্বদাই বহু ভদ্রলোক যাতায়াত করিতেন। বিশেষতঃ অপরাহ্নে দুই তিন ঘণ্টা কেবল জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম্ম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা হইত এবং প্রায় শতাধিক লোক প্রত্যহ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন।

ঢাকার শিক্ষিতসমাজের অত্যন্ত অনুরোধে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি জগন্নাথ কলেজে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমি কি শিখিয়াছি?' এই সম্বন্ধে এক ঘণ্টা ধরিয়া এক ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বিখ্যাত উকীল বাবু রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। পরদিন আবার পোগোজ স্কুলের বিস্তৃত খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম্ম' (The Religion we are born in) বিষয়ে দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। ইহাও ইংরাজীতে প্রদত্ত হয়। এই উভয় বক্তৃতায় শত শত ঢাকাবাসী মন্ত্রমুগ্ধবৎ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রচারিত বাণীর গূঢ়লক্ষ্য অনুধাবনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতায়

তিনি যে সকল ব্যক্তি হিন্দুজাতির উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে সংস্কারের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যে দেশের কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। বলেন—"অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন চিন্তাশীল লোকও আছেন, কিন্তু অধিকাংশই অন্ধের ন্যায় হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া অপরের অনুকরণে রত, কি করিতেছেন কিছুই জানেন না, তাহার পরিণাম ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর কেবল বিজাতীয় ভাব চালাইবার পক্ষপাতী, আর পৌত্তলিকতা বলিয়া একটা কথা রচনা করিয়াছেন, বলেন হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয় কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা অনুসন্ধান বা চিন্তা করিবার চেষ্টা করেন না, কেবল ঐ শব্দটীর জোরে হিন্দুধর্ম্মকে ভুল বলিয়া আস্ফালন করেন। আবার আর একদল আছেন যাঁহারা হাঁচি টিকৃটিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করিতে মজবুত। তাঁহাদের মুখে দিনরাত electricity, magnetism, air vibrations (তড়িৎ, চৌম্বকাকর্ষণ, ঈথার কম্পন) প্রভৃতি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। হয়ত তাঁহারা ভগবানকেই কোন্ দিন কতকগুলি কম্পনের সমষ্টি বলিয়া বলিবেন! যাহা হউক, মা ইঁহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইঁহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অতশত বুঝিনা—বুঝিতে চাহিও

না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া, সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে—যাঁহারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায় ভুক্ত। * * * * এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহ হেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ॥"

প্রথম চাই মনুষ্যত্ব—এই মনুষ্য জন্মলাভ। তারপর চাই মুমুক্ষত্ব মোক্ষের জন্য—এই সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ, সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য। তারপর চাই মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ—গুরুলাভ। মুমুক্ষতা থাকিলেও কিছু হইবে না—গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব?—"শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহত যো ব্রহ্মবিত্তমঃ" * * তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না।"—ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি প্রথমে প্রাচীনকালে এদেশে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন "কিন্তু শুধু প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। তখন যেরূপ ঋষি মুনি ছিলেন আমাদিগকেও তদ্রূপ হইতে হইবে। এই ঋষিত্বে সকলেরই

অধিকার। বাৎস্যায়ন বলেন যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, আর এই বেদ নামধেয় ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরশ্মিতেও সর্ব্বসাধারণের অধিকার।

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানী জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥" শুক্ল যজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয় শাখা ২৬ অধ্যায় ২ মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ ত একথা বলিতেছেনা। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মেলে। না মিলিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি! বেদের চর্চ্চা ত বাঙ্গালাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি সেই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রাম শিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে। আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে।" ইত্যাদি।

স্বামিজী ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন এক বারবনিতা আপাদ মস্তক রত্নভূষামণ্ডিত হইয়া তাহার মাতার সমভিব্যাহারে এক ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিয়া

উপস্থিত হইল। স্বামিজী তখন ভিতরের ঘরে ছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা যতীনবাবু ও স্বামিজীর শিষ্যগণ প্রথমে ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্বীয় সকাশে আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, উক্ত বারনারী স্বামিজীকে নিবেদন করিল যে তাহার হাঁপানীর পীড়া আছে, ঐ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য সে ঔষধ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। স্বামিজী সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্নেহকরুণার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন এই দেখ মা! আমি নিজেই হাঁপানীর যন্ত্রণায় অস্থির, কিছুই করিতে পারিতেছিনা। যদি ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আমার থাকিত তাহ'লে কি আর এরূপ দশা হয়!' তাঁহার বেদনামাখা কথা কয়টী সকলেরই হৃদয়ে স্পর্শ করিল। স্ত্রীলোক দুইটী ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে প্রস্থান করিল। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাববন্যায় ঢাকাসহর প্লাবিত করিয়া স্বামিজী মহাপীঠ কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া কয়েক-দিনের জন্য গোয়ালাপাড়া ও গৌহাটিতে বিশ্রাম করিলেন। গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কোনটাই লিপিবদ্ধ হয় নাই।

ঢাকা ও কামাখ্যায় স্বামিজীর শরীরের অবস্থা উত্তরোত্তর আরও খারাপ হইল। গৌহাটিতে অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ করাতে সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ওখানে হইতে

শিলং ৩৬ মাইল এবং সেখানকার জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর। সুতরাং শিলং যাওয়াই স্থির হইল। ভারতহিতৈষী সুবিখ্যাত স্যার হেনরী কটন তখন আসামের চীফ কমিশনর। স্বামিজীর নাম শুনিয়া তাঁহার অনেকদিন হইতেই তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে স্বামিজী শিলংএ গমন করাতে তাঁহার ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। তিনি স্বামিজীর আবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'স্বামিজী! ইউরোপ আমেরিকায় বেড়িয়ে এই জঙ্গ্‌লী জায়গায় কি দেখ্‌তে এসেছেন? আর এখানেই বা আপনার মর্য্যাদা বুঝ্‌বে কে?' কটন সাহেবের সহিত স্বামিজীর প্রায় আলাপ হইত। স্বামিজীর অসুখের কথা শুনিয়া এই সদাশয় মহাপুরুষ স্থানীয় সিবিল-সার্জ্জনকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রত্যহ দুইবেলা তাঁহার সংবাদ লইতে · স্বামিজীও কটনসাহেবের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করিতেন। বলিতেন 'এই একটি লোক যিনি ভারতের অভাব অভিযোগ ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন এবং প্রকৃতই এদেশের কল্যাণ কামনা করেন।' কটন সাহেবের অনুরোধে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামিজী শিলংএর ইউরোপীয় অধিবাসীবৃন্দ ও দেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের সমক্ষে একদিন একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সকলেই এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উহাতে ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের অতি সুন্দর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

কিন্তু শিলংএর স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতেও স্বামিজীর পীড়ার হ্রাস হইল না, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। ঢাকা হইতেই বহুমূত্রের সহিত হাঁপানীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখানে আসিয়া তাহা আরও ভীষণভাব ধারণ করিল। শ্বাসগ্রহণের সময় অসহ্য কষ্ট হইত। কতকগুলি বালিশ একত্র করিয়া বুকের উপর ঠাসিয়া ধরিতেন এবং সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া প্রায় একঘণ্টা পর্য্যন্ত মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। কিন্তু বৈদ্যনাথের ন্যায় এখানেও এই যন্ত্রণার সময়ে তিনি ভগবানে চিত্ত সমাধান করিতেন। একদিন এরূপ অবস্থায় শিষ্যগণ শুনিলেন তিনি অনুচ্চস্বরে যেন আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন 'যাক্, মৃত্যুই যদি হয় তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড়হাজার বছরের খোরাক' অর্থাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হইলেও তিনি যে চিন্তারাশি রাখিয়া গেলেন তাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ করিতে পৃথিবীর বহুবর্ষ কাটিয়া যাইবে।

মে-মাসের মধ্যভাগে স্বামিজী বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গল্প প্রায়ই হইত। ওদেশের লোক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বেশী সাবধান এই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন বলিলেন—"ওদেশে আমার খাওয়া নিয়ে বড় গোল কর্ত। বল্ত—এটা কেন খাবেন? ওর হাতে কেন খাবেন? ইত্যাদি। তাই বল্তে হ'ত আমি ত সন্ন্যাসী ফকির লোক—আমার আবার আচার বিচার কি? শাস্ত্রেই না বল্ছে—'চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি'—

তবে অবশ্য বাহিরের আচার ভিতরে ধর্ম্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই। ধর্ম্মভাবের সম্বন্ধে বলিলেন "ওদেশের অধিবাসীরা ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঐরূপ Conservative (প্রাচীন প্রথার অনুগামী) সঙ্কীর্ণভাব—উদারতা নেই, কেউ কেউ আবার fanatic (ধর্ম্মোন্মাদ) হয়ে পড়েছে। ঢাকায় মোহিনী বাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে কার একখানা ফটোগ্রাফ দেখিয়া আমায় বল্লে 'মশাই বলুন ত ইনি অবতার কিনা? আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম 'তা বাবা, আমি কি জানি।' তিনচারবার বল্লেও সে ছেলেটি শোনেনা, ফের ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে। শেষে তার জেদ দেখে আমায় বাধ্য হ'য়ে বল্‌তে হ'ল—'বাবা এখন থেকে একটু ভাল ক'রে খেয়ো দেয়ো। তা হ'লে মাথাটা খুল্‌বে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তোমার মাথার ঘীলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।' একথা শুনে বোধ করি ছেলেটীর রাগ হইয়াছিল। তা কি কর্‌বো বাবা, ছেলেদের ওরকম একটু আধটু না বল্লে তারা যে ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবে।" বাস্তবিক পূর্ব্ববঙ্গে অবতারের আবির্ভাবটা কিছু বেশী—ঘরেঘরেই অবতার। স্বামিজী ওরূপ পাগলামীর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করিতেন না। বলিতেন 'গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বল্‌তে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কর্ত্তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হবে এ কিরকম? ভগবানের অবতার যেখানে সেখানে বা যখন তখন হয়না। এক ঢাকাতেই শুন্‌লুম তিন চারটী অবতার বেরিয়েছেন।'

কামাখ্যায় তন্ত্রমতের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন "এক

'হুঙ্কর' দেবের নাম শুনলুম! তিনি ওঅঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হুঙ্কর' দেব আর শঙ্করাচার্য্য একই লোক কিনা বুঝিতে পারিলাম না। তবে লোকগুলিকে দেখিয়া বোধ হইল ত্যাগী—সম্ভবতঃ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায় বিশেষ। ঢাকায় কিন্তু বৈষ্ণবের আধিক্য।" মোটের উপর কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের নদনদীপূর্ণ সস্যশ্যামলাঙ্গ ভূভাগ ও সবল সুস্থদেহ নরনারী দর্শনে স্বামিজীর ভালই লাগিয়াছিল। একদিন শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয়, আমাদের বাঙ্গালদেশে আপনার কেমন লাগিল।' তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন—"দেশ কিছু মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকে দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র valleyর শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্ম্মঠ। তার কারণ বোধ হয় মাছ মাংসটা খুব খায়। যা করে খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া দাওয়াতে খুব তেল চর্ব্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্ব্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।' তিনি বলিতেন পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আরও দৃঢ়তর ভ্রাতৃত্ববন্ধন আবশ্যক।

ঢাকায় থাকিতে স্বামিজী একদিন নাগমহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তখন পরলোকে। ১৮৯৯ সালের শেষভাগেই তিনি দেহরক্ষা করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। স্বামিজী স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালনার্থ নাগমহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহার সৎকার

করিয়াছিলেন। শরৎবাবু ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুন্‌লাম, আপনি নাকি নাগমহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন?'

স্বামিজী। হাঁ অমন মহাপুরুষ—এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখ্‌ব না? নাগমহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন। বাড়ীখানি কি মনোরম! যেন শান্তির আশ্রম। ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নেয়েছিলুম। তারপর এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥০টা। আমার জীবনে যে কয়দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগমহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে একদিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগমহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগমহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখলুম। তাঁর সমাধিস্থানটী বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও, যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয়নি। তার কারণ সেই মহাপুরুষকে ওদেশের লোকে এখনও ভাল ক'রে বুঝতে পারেনি। যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্য হয়েছে।"

বেলুড় মঠে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার পর স্বামিজীর শারীরিক অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল। মঠের সন্ন্যাসিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং স্বামিজীকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুরুভাই ও শিষ্যদিগের উপরোধ অগ্রাহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামিজী একাদিক্রমে সাতমাস মঠে যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিলেন। তাঁহার চিকিৎসা ও সেবার জন্য সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা হইত যেন তিনি কোন গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ না করেন। কিন্তু এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ছিল কারণ প্রায় দেখা যাইত তাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে নিবিষ্ট হইতে না পারিয়া অভ্যাস বশতঃ আপনা আপনি গভীর একাগ্রতা অভিমুখে ধাবিত হইত। অনেক সময়ে শিষ্যেরা তাঁহার আদেশমত তামাক সাজিয়া বা খাবার জল লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু তিনি আদিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণ অন্তর্লীন অবস্থায় থাকিতেন। এমন কি 'স্বামিজী এই নিন্ আপনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা আনিয়াছি' বলিয়া ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যাইতনা। কিন্তু এরূপ অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান ব্যাপারে তাঁহার কখনও সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় নাই। মাঝে মাঝে নিজে একটু আধটু গান গাহিতেন, কখনও বা শিষ্যদিগকেও গাহিতে শিক্ষা দিতেন বা তাঁহার

সহিত একত্রে গাহিতে বলিতেন। আর যখন কথাবার্ত্তা বলিতেন বা গল্প করিতেন তখন গুরুভাইগণ হাসি-তামাসার কথা ভিন্ন কিছুতেই অন্ত কথা পাড়িতে দিতেন না।

এই সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সৎসঙ্গ-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন ও তন্মুখনিঃসৃত অমৃতায়মান বচন পরম্পরা শ্রবণ মানসে বেলুড় মঠে সমাগত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ মধুর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও সর্ব্বদাই নবীন অভ্যাগতগণের তত্ত্ব লইতেন। মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ভৃত্যদিগেরও উপর নজর রাখিতেন। তাহারাও প্রত্যেকেই তাঁহার সেবার অধিকারলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিত। নৌকায় করিয়া মঠ হইতে কলিকাতা যাতায়াত কালে নৌকার দাঁড়িমাঝিরাও তাঁহাকে আপনাপন নৌকায় লইবার জন্য কোলাহল করিত। কখন কখনও তিনি কেবলমাত্র কৌপীন পরিহিত হইয়া মঠের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন অথবা একটা সুদীর্ঘ আলখাল্লায় দেহ আবৃত করিয়া পল্লীর নিভৃতপথে একাকী বিচরণ করিতেন। অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে বা মঠের অভ্যন্তরস্থ কোন বৃহৎ বৃক্ষের স্নিগ্ধ নিবিড় ছায়ায় বসিয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা নিজের গৃহে বসিয়া পুস্তকের পাতা উলটাইতেন বা ছবি দেখিতেন। অনেক সময়ে রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন কিংবা স্বয়ং সখ করিয়া ২।১টী উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। পাছে তিনি ঐরূপ পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত হয়েন এইজন্য গুরুভাই ও শিষ্যেরা নিষেধ করিতেন। কিন্তু

সব সময়ে তিনি নিষেধ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেন না। রোগে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল বটে, কিন্তু মনের তেজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং মনে হয় এই সময়ে তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল ধীশক্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম হইয়াছিল। রোগের আক্রমণ সব সময়ে যে একরূপ থাকিত তাহা নহে। কখনও বাড়িত, কখনও কমিত। যখন কম থাকিত তখন তিনি আবার কর্ম্ম করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইত না।

মঠ ও মঠের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ স্বামিজীর অতিশয় প্রিয় ছিল। এখন যেখানে তাঁহার পুণ্যদেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে উহার সম্মুখস্থ বিল্ববৃক্ষমূলে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্নাবস্থায় উপবিষ্ট থাকিতেন। তাঁর আর একটি বসিবার জায়গা ছিল ঠাকুরঘরের পার্শ্ববর্ত্তী আম্রবৃক্ষের তল। এখানে প্রাতঃকালে একটি ক্যাম্পখাট পাতিয়া তিনি প্রায় গল্প বা পুস্তকপাঠ করিতেন অথবা চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

মঠ বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে দ্বিতলের গৃহটী স্বামিজীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই ঘরে তিনি দিবসে উঠাবসা ও রাত্রে শয়ন করিতেন। আহারাদিও ঐখানেই নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার বস্ত্রাদি, শয্যা, আসন, চাদান, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, লিখিবার উপকরণ ও অন্যান্য সমুদায় ব্যবহার্য্য দ্রব্য এখনও ঠিক সেই ভাবে সেই কক্ষে সজ্জিত আছে। এখন এই কক্ষে কেহ বাস করেন না। মঠের সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও এখানে ধ্যান করিয়া

থাকেন। কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বহুবৎসরের বহু পবিত্রস্মৃতি যুগপৎ দর্শকের মনে উদিত হয়। মনে হয় প্রতি বস্তুতে আজিও সেই মহাত্মার পুণ্যস্পর্শ বিরাজ করিতেছে।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা তাঁহার বরাবর অভ্যাস ছিল। স্বয়ং শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি আর সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিতেন এবং তপস্যাদিতে নিযুক্ত হইতে বলিতেন। তারপর গো-সেবা এবং বাগানের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর তরকারী ও ফুলের বাগানের ভার ছিল। তাহার পার্শ্বেই গোচারণের মাঠ। এই বাগানের ও মাঠের সাধারণ সীমা বিভাগ লইয়া তিনি বালকের ন্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত কত যে মধুর কলহ করিতেন তাহা আজ পর্য্যন্ত মঠের সন্ন্যাসীদের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। একের গরু অপরের বাগানের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই অনধিকার প্রবেশ বলিয়া তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হইত। মঠে পাঁউরুটী প্রস্তুতের জন্য স্বামিজী বিবিধ প্রকারের খামির লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইলেও চেষ্টাত্যাগ করেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার উদ্যমশীল প্রকৃতি কোন অভাব নিরাকরণের চেষ্টা হইতেই বিরত থাকিতে পারিত না। মঠে স্বাস্থ্য ভাল না থাকার প্রধান কারণ নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব। স্বামিজী তাহা বুঝিয়া উহা দূরীকরণার্থ বিলাতী প্রণালীতে 'আর্ত্তিজান কূপ' খনন করিবার জন্য যন্ত্রপাতিও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত মিস্ত্রী অভাবে উহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

বাল্যাবধি তিনি জীবজন্তু ভালবাসিতেন। এই কালেও তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস ও হরিণ পুষিয়াছিলেন। একটা মাদী ছাগলকে 'হংসী' বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে 'মট্রু' বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙ্গুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই আদরের মট্রু দিনরাত তাঁহার পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামিজী তাহার সঙ্গে পাঁচবছরের বালকের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। যে সকল নবাগত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গভীর শ্রদ্ধাভরে মঠে আসিতেন তাঁহারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া ও এইরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিতেন 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ !" কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া যাওয়ায় স্বামিজী বিষণ্ণচিত্তে বলিয়াছিলেন 'কি আশ্চর্য্য ! আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেইটাই যায় মরে।' তিনি নিজে প্রত্যহ এই সকল জন্তুর আহারাদি এবং তাহাদের বাসস্থানগুলি পরিস্কৃত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতেন (স্বামী সদানন্দ এই বিষয় তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন)। তাহারাও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত এবং তিনি তাহাদের সহিত এমন নিবিষ্টচিত্তে আলাপ করিতেন যে মনে হইত বুঝি তাহারা জানোয়ার নহে, মানুষ। একবার তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন 'মটরু নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার কেউ হোতো।' কখনও কখনও তিনি হংসীর কাছে গিয়া দুধের জন্য সাধ্যসাধনা করিতেন, যেন দুধ দেওয়া না

দেওয়া তার ইচ্ছা। বাস্তবিক তিনি এই প্রাণীগুলিকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। ১৯০১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার এক শিষ্যাকে যে পত্র লেখেন তাহাতেও উহাদের কথা ছিল।

মঠের কুকুটির নাম ছিল 'বাঘা'। এক হিসাবে বাঘাই ছিল এই সকল প্রাণীদের কর্ত্তা। সে মনে করিত মঠে তাহার থাকার অধিকার আছে। একবার সে কোন অন্যায় কার্য্য করাতে তাহার প্রতি গঙ্গার পরপারে নির্ব্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা হয়। ইহাতে সে বড়ই দুঃখিত হয়। বিশেষতঃ স্বামিজীকে সে এত ভালবাসিত যে সন্ধ্যার সময় সে আর থাকিতে না পারিয়া একটী খেয়া নৌকার উপর চড়িয়া বসিল। নৌকার মাঝি এবং আরোহিগণ তাহাকে তাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল কিন্তু সে তাহাতে নিতান্ত অসম্মত হইয়া কটমট চক্ষে তাহাদিগের দিকে চাহিতে লাগিল ও থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া তাহাকে নৌকায় স্থানদান করিতে বাধ্য হইল। এপারে উপস্থিত হইয়া সে রাত্রিটা এদিকে উদিকে লুকাইয়া কাটাইল। ভোর চারিটার সময় স্বামিজী স্নানাগারে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দরজার নিকট কি একটা পায়ে ঠেকিল। আশ্চর্য্য হইয়া দেখেন বাঘা! বাঘা তাঁর পা জড়াইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে যেন ক্ষমাভিক্ষা ও পুনঃ প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে স্বামিজীর নিকট যাইলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেইজন্য আর কেহ উঠিবার পূর্ব্বে ঠিক যেস্থানে অপেক্ষা করিলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে সেই

স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। স্বামিজী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিলেন ও আশ্বাস দিলেন। তারপর হইতে সকলকে বলিলেন বাঘা যাহাই করুক উহাকে আর তাড়নি হইবে না।

বাঘার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত মঠে নানাবিধ অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। গ্রহণের সময় শাঁকঘণ্টা বাজিলে সে নাকি শত শত মুক্তিস্নানকামী নরনারীর সহিত একত্রে গঙ্গায় গিয়া ডুব দিত। স্বামিজীর দেহত্যাগের অনেক পরে বাঘার মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। জোয়ারের সময়ে সে দেহ ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সাশ্চর্য্যে দেখিলেন ভাঁটার টানে তাহা আবার মঠে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মঠের প্রতি বাঘার ভালবাসা স্মরণ করিয়া এবং বোধ হয় মৃত্যুতেও সে মঠের সম্বন্ধ হইতে বিছিন্ন হইতে চাহিতেছেনা ভাবিয়া একজন ব্রহ্মচারী মঠের প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীর অনুমতি লইয়া তাহার দেহকে মঠেই প্রোথিত করিলেন।

মঠে অবস্থান কালে স্বামিজীকে সমাজের কোন ধার ধারিতে হইত না। সুতরাং তিনি যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন—কখনও চটিপায়ে, কখনও খালিপায়ে, কখনও একখানি গেরুয়া পঁরিয়া কখনও বা শুধু কৌপীন আঁটিয়া। অনেক সময়ে হাতে একটি হুঁকা বা লাঠি থাকিত। কোট, কামিজ, কোর্ত্তা কলার এ সকলের কোন হাঙ্গামা ছিলনা, সন্ন্যাসী আপনার শান্ত নির্জ্জন ধামে পূর্ণ স্বাধীনতায় বিরাজিত।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিবার পর তাঁহার পা ফুলিয়া শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, হাঁটিতে কষ্ট হইত। যাঁহারা

তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা বলেন এ সময়ে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ এতদূর কোমল ও শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে একটু জোরে হাত পা টিপিলে বেদনা লাগিত। নিদ্রা ত ছিলইনা। কিন্তু এত যন্ত্রণা ও দৌর্ব্বল্য সত্বেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতার হ্রাস হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই জগজ্জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে পূর্ব্ববৎ অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতেন, সুতরাং বাহিরের লোকে বুঝিতেও পারিতেন না তাঁহার কষ্ট হইতেছে কিনা। তবে বেশী জোরে কথা বলার সামর্থ্য আর ছিল না।

একদিন শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'স্বামিজী, কেমন আছেন?'

স্বামিজী। 'আর বাবা থাকাথাকি কি? দেহ ত দিনদিন অচল হচ্ছে। বাঙ্গালা দেশে এসে শরীর ধারণ কর্ত্তে হয়েছে। কাজে কাজে শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের Physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ কর্ত্তে গেলেই শরীর বয়না। তবে যে কটা দিন দেহ আছে তোদের জন্ত খাটবো। খাটতে খাটতে মরব!'

শরৎবাবু বলিলেন 'আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।'

স্বামিজী। 'ব'সে থাকবার যো আছে কি বাবা। ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে;

সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়— স্থির হ'য়ে থাকৃতে দেয় না! আপনার সুখের দিকে দেখ্‌তে দেয় না।' এই বলিয়া প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত পরমহংসদেব কর্ত্তৃক তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ঘটনাটি বিবৃত করিলেন।

১৯০১ সালের জুনমাস পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল। স্বামিজীর অসুস্থতা দর্শনে গুরুভ্রাতাগণ সকলেই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সকলেরই ইচ্ছা একজন বিচক্ষণ কবিরাজের হাতে তাঁহার চিকিৎসাভার অর্পিত হয়। কিন্তু স্বামিজী সাধারণ কবিরাজদের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ কবিরাজই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী অবগত নহেন 'কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া থাকেন।' কিন্তু অবশেষে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কবিরাজ ডাকাইতে হইল। বহুবাজারের সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহানন্দ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি আসিয়া প্রথমেই জলপান ও লবণ-সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। দারুণ গ্রীষ্ম—ভয়ানক কষ্ট তথাপি স্বামিজী নিয়মভঙ্গ করিলেন না। যে স্বামিজী ঘণ্টায় পাঁচ ছয়বার জলপান করিতেন তিনি এক্ষণে একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন। কেমন করিয়া জল না খাইয়া থাকিতেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন 'যখনি শুনলুম—এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাবোনা তখনি দৃঢ় সংকল্প করলুম—জল খাবোনা।

এখন আর জলের কথা মনেও আসেনা।' দৃঢ়চেতা পুরুষের নিকট সকলই সম্ভব। যদিও তিনি বেশ জানিতেন কবিরাজী চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবেনা তথাপি শুধু গুরুভাইদের সন্তোষার্থ এই কঠোর নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। মাসাবধি কেবল দুধ খাইয়া রহিলেন, আদৌ জলপান করিলেন না। এমন কি, মুখ ধুইবার সময়েও একবিন্দু জল গলাধঃকরণ হইতনা। কণ্ঠপেশীসমূহ আপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি বলিতেন 'এখন আমি চেষ্টা করিলেও আর জল খাইতে পারি না। দেহ মনের সম্পূর্ণ বাধ্য হ'য়ে পড়েছে।' বাস্তবিক শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং স্বাস্থ্যনাশ সত্ত্বেও স্বামিজীর ইচ্ছাশক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই। তিনি নিজেও তাহা অনুভব করিয়া বলিতেন 'দেখ্‌ছি এখনও যা মনে করি সেটা কর্ত্তে পারি।' দুইমাস কবিরাজী চিকিৎসার পর শরীরের কতক উপকার হইল। সেপ্টেম্বরে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে আলখাল্লা ও কানটুপী পরিয়া একটা মোটা লাঠি হাতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিতেন। সঙ্গে অবশ্য গুরুভাই বা শিষ্যদের কেহ না কেহ থাকিতেন।

এইকালে কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়া স্বামিজীর আহার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর নিদ্রাদেবীও তাঁহাকে বহুকাল হইতেই এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এই অনাহার অনিদ্রার মধ্যেও স্বামিজীকে বহুচেষ্টা সত্বেও সম্পূর্ণ শ্রমবিরত রাখিতে পারা যায় নাই। কেবলমাত্র অধ্যয়নানুরাগ বশতঃ তিনি কিরূপ

অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বামীশিষ্য-সংবাদ প্রণেতা লিখিতেছেন—"কয়েক-দিন হইল, মঠে নূতন Encyclopædia Britannica কেনা হইয়াছে। নূতন ঝকঝকে বইগুলি দেখিয়া, শিষ্য স্বামিজীকে বলিল, "এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।" শিষ্য তখনও জানেনা যে স্বামিজী ঐ বইগুলির দশখণ্ড ইতিমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামিজী। কি বল্‌ছিস্? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সব বলে দেব।

শিষ্য অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?"

স্বামিজী। না পড়্‌লে কি বল্‌ছি?

অনন্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া, শিষ্য ঐ সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—স্বামিজী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম্ম ত বলিলেনই—তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শিষ্য ঐ বৃহৎ দশখণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল—"ইহা মানুষের শক্তি নয়।"

স্বামিজী। দেখ্‌লি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক্ ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লে, সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর,

স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য। আপনি যাহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির কখনই স্ফুরণ সম্ভবেনা। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামিজী আর কিছু বলিলেন না।"

*   *   *   *

অক্টোবর মাসে স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে মঠে প্রতিমা আনিয়া শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা হইল। নানাকারণে এই পূজার অনুষ্ঠান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক। "বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামিজী কর্ত্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা সর্ব্বথা প্রতিপালিত হয় না, এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদির বাচ বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানাস্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণের কার্য্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে এবং এমন কি, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামিজীর অমলধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না। স্বামিজী কখনও কখনও ঐ সকল আলোচনা শুনিয়া বলিতেন 'হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, যব নিন্দে সংসার।' কখনও বলিতেন "দেশে কোন

নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রাচীন-পন্থাবলম্বীদিগের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে।” আবার কখনও বলিতেন “Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।” সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামিজী তাঁহার নবভাব প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন—কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না—তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসীগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন ‘ফলাভিসন্ধিহীন হ’য়ে কাজ করে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফল্‌বে।’ স্বামিজীর শ্রীমুখে একথাও সর্ব্বদাই শুনা যাইত ‘নহি কল্যাণকৃৎ।কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।’ * সুখের বিষয় স্বামিজীর জীবদ্দশাতেই সাধারণের এই ভ্রান্তি দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি তাহাদিগের মনোভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। মঠে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান এই ভ্রান্তি নিরসনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। লোকে দেখিল সামাজিক বিষয়ে স্বামিজী ইষ্টানিষ্ট বিচার করিয়া স্বাধীনতা বা নূতন ভাব অবলম্বন করিতে বলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তিনি গোঁড়া হিন্দু, প্রাচীন পদ্ধতির এক চুল এদিক ওদিক হইলে রক্ষা রাখেন না। ৺দুর্গাপূজার কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি শরৎবাবুকে দিয়া একখানা রঘুনন্দনের ‘অষ্টাবিংশতি

---

* স্বামিশিষ্যসংবাদ—উত্তরকাণ্ড।

তত্ত্ব', আনাইয়া ২।৫ দিনে উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন—দুর্গোৎসববিধি প্রকরণটি ভাল করিয়াই পড়িলেন। তখন ওসম্বন্ধে আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। শুধু শরৎ বাবুকে বলিলেন "যদি পারি ত এবার মার পূজা করবো। রঘুনন্দন বলেছেন—'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির কর্দ্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় ত তাও করবো।" পূজার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পূজা সম্বন্ধে মঠে কোন কথা আলোচনা হয় নাই। ইতিমধ্যে স্বামিজীর জনৈক গুরুভ্রাতা একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন মা দশভুজা গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন। পরদিন প্রাতে হঠাৎ স্বামিজী মঠে পূজা করিবার সঙ্কল্প সকলের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনিও তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং স্থির হইয়া গেল মঠে পূজা হইবে। ঐ দিনেই স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীকে এই বিষয় জানাইয়া তাঁহার নামে পূজার সঙ্কল্প করিবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য চলিয়া গেলেন। এবং তাঁহার অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র কুমার-টুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়া মঠে প্রত্যাগত হইলেন। স্বামি-জীর পূজা করিবার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহীভক্তগণ সানন্দে উহার সহিত যোগদান করিলেন।

যে জমিতে এখন ঠাকুরের জন্মোৎসব হয় সেই জমির উত্তর দিকে পূজার মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ষষ্ঠীর বোধনের দুই এক দিবস পূর্ব্বে শ্রীমৎ কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মায়ের প্রতিমা লইয়া মঠে পৌঁছিলেন। তাহার পরই মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু

তখন প্রতিমা নির্ব্বিঘ্নে ঠাকুরঘরের নীচের তলায় রক্ষিত হইয়াছে সুতরাং কোন চিন্তার কারণ রহিল না।

"এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যত্নে মঠ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—পূজোপকরণেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, দেখিয়া স্বামিজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের বাগানবাটীখানি—যাহা পূর্ব্বে নীলাম্বর বাবুর ছিল, এক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া পূজার পূর্ব্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীকে আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপূজা স্বামিজীর সমাধি-মন্দিরের সম্মুখস্থ বিল্বমূলে সম্পন্ন হইল। তিনি ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া পূর্ব্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন—"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন'—ইত্যাদি তাহা এতদিনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শ্রীশ্রী-মাতাঠাকুরাণীর আদেশে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্ব্বাহিত হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া মঠে পশু বলিদান হইল না। বলির অনুকল্পে চিনির নৈবেদ্য ও স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয় পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিল।

গরীব দুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বর জ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার

পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দু-সন্ন্যাসী।

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে দিনত্রয়ব্যাপী মহোৎসব কল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তানতরঙ্গ গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক ঢোলের রুদ্রতানে কলনাদিনী ভাগিরথী নৃত্য করিতে লাগিল। "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্"—কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসীগণের মুখে ঐ তিনদিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

মহাষ্টমীর পূর্ব্বরাত্রে, স্বামিজীর জ্বর হইয়াছিল। সেজন্য তিনি পরদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু সন্ধিক্ষণে উঠিয়া জবা-বিল্বদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নবমীর দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবমী রাত্রে যে সকল গান গাহিতেন তাহার দুই একটি স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল।

নবমীর দিন পূজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞ-দক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের কোঁটা ধারণ এবং সঙ্কল্পিত পূজা সমাধা করিয়া স্বামিজীর মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জ্জন করা হইল; এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্বামিজী

প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্ব্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।" *

ঐ বৎসর দুর্গোৎসবের পর স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে মঠে প্রতিমা আনাইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্যামাপূজাও নিষ্পন্ন হয়। শ্যামাপূজার পর স্বামিজী স্বীয় জননীর সহিত একদিন কালীঘাটের মন্দিরে যান। ছেলেবেলায় তাঁহার একবার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়ায় তাঁহার জননী 'মানত' করেন যে পুত্রের পীড়া আরোগ্য হইলে তিনি পুত্রকে লইয়া গিয়া মায়ের পূজা দিবেন, ও শ্রীমন্দিরে তাঁহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইবেন। ঐ 'মানতের' কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। সম্প্রতি স্বামিজীর শরীর পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার জননীর ঐ কথা স্মরণ হয় এবং তিনি মঠে বলিয়া পাঠান যে একদিন স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে গিয়া মায়ের পূজাদান ও মানত রক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে স্বামিজী জননীর সহিত একদিন কালীঘাটে গমন ও কালীগঙ্গায় স্নান করিয়া মাতৃ আজ্ঞায় সিক্তবস্ত্রে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মার পূজা দেন ও তাঁহার সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তার পর মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। তেজঃপূর্ণকান্তি সন্ন্যাসীর যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান দেখিতে সেদিন মায়ের মন্দিরে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ

---

* স্বামিশিষ্যসংবাদ—উত্তর কাণ্ড।

কেহ আজিও বলেন সেদিন অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে হোমশিখা-প্রদীপ্তবদন স্বামিজীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মা যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত। স্বামিজী মঠে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন "কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম। আমাকে বিলাত-ফেরত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ কত্তে কোন বাধা দেন নাই, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজা কর্‌তে সাহায্য করেছিলেন।"

এইরূপে জীবনের শেষভাগেও স্বামিজী বাহ্য প্রতিমাদি পূজা দ্বারা হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বহু সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুলেখক শরৎবাবু বলেন—"যাহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র বেদান্তবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এই পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদিগের বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়। 'আমি শাস্ত্রমর্য্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই—পূর্ণ করিতে আসিয়াছি' (I have come to fulfil and not to destroy)—উক্তিটির সফলতা স্বামিজী ঐরূপে নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তনির্ঘোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই—ভক্তি প্রণোদিত হইয়া নানা স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামিজীও তদ্রূপ সত্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান সকলের দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়,

লোককল্যাণ-কামনায়, সাধনায় ও জিতেন্দ্রিয়তায় স্বামিজীর তুল্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমরা ধন্য ও মুগ্ধ হইয়াছি বলিয়াই এই শঙ্করোপম মহাপুরুষকে বুঝিবার ও তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য জাতি-নির্ব্বিশেষে ভারতের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, সহৃদয়তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, সাহসে অর্জ্জুন, এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাস-তুল্য স্বামিজীর সম্পূর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীস্বামিজীর জীবনই যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সমন্বয়াচার্য্যের সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যার তমোনাশী কিরণজালে সসাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! পূর্ব্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগরিত হও, নবজীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব কর!"

জীবন প্রান্তে।

অক্টোবর মাসে স্বামিজীর অবস্থা আবার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না, প্রায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার সণ্ডার্সকে ডাকিয়া দেখান হইল। তিনি আসিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিধ দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন এক্ষণে আরও অধিক সতর্ক হইলেন। সকলকেই বলিয়া দেওয়া হইল যেন স্বামিজীকে কোন গভীর চিন্তাসাপেক্ষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ না দেওয়া হয় এবং আগন্তুক ভদ্রলোকগণ যেন অধিকক্ষণ তাঁহাকে বিরক্ত না করেন। স্বামিজীর জীবন রক্ষা হইলে ভবিষ্যতে অনেক কথাবার্ত্তা হইবে। স্বামিজী কিন্তু একেবারে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। শরীরে সামর্থ্য ছিল না তাই, নতুবা সে অবস্থাতেও তাঁহার কর্ম্ম করিবার উদ্যম ও ইচ্ছা ষোল আনা ছিল। ঘরে শুইয়া শুইয়াও মঠের ক্ষুদ্রতম গৃহকার্য্যের সংবাদ লইতেন এবং একটু ভাল বোধ করিলেই স্বহস্তে কোন না কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। চিকিৎসার ফলে রোগ কিঞ্চিৎ কমিলে তিনি ধীরে ধীরে আবার গৃহের বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কখনও নিড়ান দিয়া মঠের জমীর ঘাস তুলিতেন, কখনও ফুল বা ফলের গাছ পুঁতিতেন বা তরকারীর বীজ বসাইতেন এবং

বালকের ন্যায় কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে দিন দিন তাহাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতেন। কখনও বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ হইতেন অথবা গম্ভীরকণ্ঠে বেদমন্ত্রসমূহ আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যখন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত, তখন নিজের ভগ্ন শরীরের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সময়ে সময়ে স্বামিজীর মনে হতাশভাব উপস্থিত হইত। দেশের অবস্থা স্মরণ করিয়া ক্ষোভে দুঃখে তিনি বিকল হইয়া পড়িতেন। এখন আর নবযৌবনের সে শক্তি সামর্থ্য নাই, দিন দিন শরীর অপটু ও অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার আদর্শানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী যুবকদলও আশানুরূপ আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিতেছেনা এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিত। যাহাদের ভাল আধার বলিয়া মনে হইত, দেখিতেন তাহাদের অনেকেই বিবাহিত, কেহ কেহ বা সংসারের মান যশ ধন উপার্জ্জনের চেষ্টায় লালায়িত, কাহারও বা শরীর দুর্ব্বল। অবশিষ্ট অনেকেই তাঁহার উচ্চ ভাব গ্রহণে অসমর্থ। তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যগণ তাঁহার ভাব গ্রহণে সক্ষম একথা অবশ্য তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, অথচ কার্য্য পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য। আর তা ছাড়া তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে তখনও তাঁহার আশানুরূপ ভাবে নিজ নিজ শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। এই সব কারণে তাঁহার মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হইত। ভাবিতেন "হায় হায়! দৈব বিড়ম্বনায় শরীর ধারণ করিয়াও কোন কাজই করিয়া যাইতে পারিলাম না।" অবশ্য তিনি যে

একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন তাহা নহে। কারণ জানিতেন যে ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে ঐ সব বালকদের মধ্য হইতেই কালে মহা মহা ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর বাহির হইয়া তাঁহার ভাব জগতে ছড়াইতে থাকিবে। কিন্তু তিনি চাহিতেন আরও অধিক সংখ্যক শুদ্ধাচার ও বীর্য্যবান্ যুবক তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। বলিতেন 'নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্ দশ বারটী যুবক পাইলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী এমন একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে চাই—এরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার স্থল। এরাই আমার ভাবসকল জীবনে পরিণত করে নিজের ও দেশের কল্যাণ সাধনে জীবনপাত কর্ত্তে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর ক্ষীণ—মন সাহসশূন্য—তাদের দিয়ে কি কাজ হয়!'

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"এখন কি করা উচিত জানিস্? একেবারে ফলকামনা শূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভাল, মন্দ—লোকে দুই ত বলবেই। কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সাম্‌নে রেখে আমাদের সিঙ্গির মত কাজ করে যেতে হবে; তাতে 'নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু'—পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দাই করুন আর স্তুতিই করুন।" বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীরের পূজা অর্চ্চনা ও তাঁহার আদর্শ অবলম্বনে কার্য্য নির্ব্বাহ করা বর্ত্তমান

ভারতের পক্ষে মহা কল্যাণকর বিবেচনায় তিনি বলিয়াছিলেন "মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ 'কত্তে হবে। দেখ্‌না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জীবনমরণে দৃক্‌পাত নাই—মহা জিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান্! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কর্ত্তে হবে। ঐরূপ হ'লেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (কৃতী হবার একমাত্র গূঢ়োপায়); নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব—অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসংত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত কত্তে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত! ঐরূপ একাগ্রনিষ্ঠা হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই dyspeptic (পেট রোগা) রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধানার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখ্‌বি খোল করতালই বাজছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না?—তূরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর

কি অধঃপাতে যাবে ?—কবিকল্পনাও এ ছবি আঁক্‌তে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভি-নাদ তুল্‌তে হবে 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর বোম বোম' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কত্তে হবে। যে সব music এ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে, ধ্রুপদ গান শুন্‌তে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার কত্তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) কর্‌লে তবে এখন জীবের কল্যাণ—দেশের কল্যাণ।" এই বলিয়া তিনি শিষ্য শরৎবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "তুই যদি একা ঐ ভাবে চরিত্র গঠন কত্তে পারিস, তাহ'লে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ কত্তে শিখ্‌বে। কিন্তু দেখিস্‌ ideal (ঐ আদর্শ) থেকে কখন যেন এক পা হটিস্‌নি, কখন হীন সাহস হবিনি। খেতে, শুতে, পরতে, গাইতে, বাজাতে, ভোগে, রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ত মহাশক্তির কৃপা হবে।" শরৎবাবু বলিলেন 'মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হইয়া পড়ি।'

স্বামিজী। তখন এইরূপ ভাব্‌বি—"আমি কার সন্তান ?—তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি—হীন সাহস!" হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে, "আমি বীর্য্যবান্‌—আমি মেধাবান্‌—আমি ব্রহ্মবিৎ—আমি প্রজ্ঞাবান্‌" বল্‌তে বল্‌তে

দাঁড়িয়ে উঠ্‌বি। 'আমি অমুকের চেলা—কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী' এইরূপ অভিমান খুব রাখ্‌বি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নাই, তার ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস্‌নি? তিনি বল্‌তেন—"এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।" এইরূপ অভিমান সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। তা হলে আর হীনবুদ্ধি—হীন সাহস নিকটে আস্‌বে না। কখনও মনে দুর্ব্বলতা আস্‌তে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখ্‌বি সব দুর্ব্বলতা—সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাবে।

এইরূপ বলিতে বলিতে স্বামিজী নীচে আসিলেন এবং মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের আমগাছতলায় পূর্ব্বোক্ত ক্যাম্প খাটখানিতে বসিয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয়ে যেন মহাবীরের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই তিনি উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন "এই যে সব দেখ্‌ছিস্, এরাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! এদের উপেক্ষা ক'রে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক্ তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?—এই—এই!" শরৎবাবু বলেন—

"এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন যে শুনিয়াই উপস্থিত সকলে 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'!—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামিজী 'এই প্রত্যক্ষ

ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে, স্বামিজী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'যা, এখন ঠাকুর পূজায় যা।' স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার "আমি আমার" রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্য্যে গমন করিল। সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। স্বামিজীর কৃপা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অনুভূতির রাজ্যের অতি সন্নিকটে গমন করিয়াছিল। এই ঘটনার সাক্ষিরূপে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্বামিজীর সেদিনকার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া, উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি সকলের মনগুলি যেন সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শুভ দিনের অনুধ্যান করিয়া শিষ্য এখনও আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে হয়—পূজ্যপাদ আচার্য্য কৃপায় ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও একদিন ঘটিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বামিজী বেড়াইতে গমন করিলেন, যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখ্‌লি, আজ কেমন হল? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা সব ঠাকুরের সন্তান কি না, বল্‌বামাত্র এদের তখনি তখনি অনুভূতি হয়ে গেল।"

এই ঘটনায় মনে পড়ে আর একদিনের কথা—যে দিন কাশীপুরের বাগানে পরমহংসদেব ভাবসমাধিমগ্ন অবস্থায় কয়েকজনের বক্ষে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন 'চৈতন্য হউক' এবং যাঁহার যাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই দেশকাল বিস্মৃত হইয়া ও বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া সচ্চিদানন্দ সিন্ধুনীরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত এই সময়কার আরও দুই একটি ঘটনা হইতে আমরা স্বামিজীর যোগলব্ধ শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাই। কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার শিষ্য নির্ভয়ানন্দ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন—১০৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বরের উত্তাপ। মস্তিষ্কের বিকার পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে, অবিরত প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। আরোগ্যের আশা একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে, সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন। স্বামিজীর মুখেও চিন্তার চিহ্ন প্রকটিত। এমন সময়ে একদিন তিনি হঠাৎ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ঠাকুরের পূজাদি সমাপন করিয়া তাঁহার ভস্মাবশেষরক্ষিত কৌটাটি গঙ্গাজলে ধুইয়া সেই জল নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে পান করিতে দিলেন। তারপর জ্বর আর একটু বৃদ্ধি পাইয়া ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ একেবারে কমিয়া গেল। স্বামিজী গুরুভাই ও অন্যান্য শিষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন 'ত্যাখ্ ঠাকুরের শক্তি দেখ্। তিনি কি না করতে পারেন।'

উপরোক্ত কৌটাটিকে স্বামিজী অনেক সময় 'আত্মারামের

কৌটা' বলিতেন। প্রত্যহ স্নানান্তে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত-পান, তাঁহার শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ ও এই কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত৷ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। এত শ্রদ্ধা ভক্তি সত্ত্বেও একদিন তাঁহার স্বাভাবিক পরীক্ষা প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ঐ কৌটা মস্তকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিতেছেন এমন সময়ে মনে হইল 'আচ্ছা, সত্যই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ রহিয়াছে? আচ্ছা দেখি প্রার্থনা করিয়া।" এই বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন 'ঠাকুর, তুমি যদি সত্য সত্যই ইহার মধ্যে থাক তবে তিনদিনের মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজকে মঠে আকর্ষণ করিয়া আনো।' তিনি তখন কলিকাতায় আছেন। তিনি জানিতেন যে গোয়ালিয়রের মহারাজার ওখানে আসা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার, সেইজন্য ঐ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নিজ মনে মনে এই সকল বলিলেও মঠের অপর কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। এমন কি কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেও একথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। পরদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হয়। অপরাহ্নে মঠে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন গোয়ালিয়রের মহারাজা মঠের নিকটবর্ত্তী ট্রাঙ্করোড দিয়া যাইতে যাইতে গাড়ী থামাইয়া স্বামিজী মঠে আছেন কিনা খবর লইবার জন্য আপন ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী মঠে উপস্থিত না থাকাতে দুঃখিতান্তঃকরণে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র স্বামিজীর পূর্ব্বদিনের কথা মনে হইল এবং তিনি দ্রুতপদে

ঠাকুরঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক উক্ত কৌটাটি মাথায় ঠেকাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন, 'তুমি সত্যি', 'তুমি সত্যি', 'তুমি সত্যি'। স্বামী প্রেমানন্দ সেই সময়ে ধ্যান করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে গিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর কাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তারপর স্বামিজীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। স্বামিজী সেইদিন হইতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মঠের সকলকে বিশেষ সন্তর্পণে উক্ত কৌটার পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয়-মহাসমিতির অধিবেশন হওয়ায় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বামিজীর সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রত্যহ দলে দলে বেলুড় মঠে গমন করিতেন। স্বামিজী তাঁহাদিগের সহিত ইংরাজীর পরিবর্ত্তে হিন্দীতে আলাপ করিতেন, তাহাতে আলোচ্য বিষয়টি সকলেরই মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া যাইত। একদিন মঠের প্রকাণ্ড ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহ ও আবেগভরে কথাবার্ত্তা কহিলেন। ঐ বিষয়টীর প্রতি তাঁহার বরাবরই অতিশয় অনুরাগ ছিল। এই সকল সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়া লক্ষ্ণৌএর 'আডভোকেট' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"When we last saw him in Calcutta during he Congress session, he was eloquently talking

in pure and chaste Hindi, which would do credit to any Upper Indian, about his schemes for the regeneration of India., his face beaming with enthusiasm."

অর্থাৎ :—গত কংগ্রেসের সময়ে তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। সেই দেখাই শেষ দেখা। তিনি উৎসাহ প্রদীপ্ত বদনে হিন্দীতে অনর্গল আমাদিগের সহিত ভারতের উন্নতি-সাধন বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন। সে হিন্দী এরূপ বিশুদ্ধ ও শিষ্টজনসম্মত যে কোন উত্তর-পশ্চিমবাসীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কারণ হইত।

কংগ্রেসের এই সকল বিশিষ্ট নেতাগণের সহিত স্বামিজীর যে যে বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল তন্মধ্যে বেদবিদ্যালয় সংস্থাপন অন্যতম। সংস্কৃতবিদ্যা ও প্রাচীন আর্য্যদিগের চিন্তা ও সাধনার মহাফলসমূহ রক্ষা ও তৎসমূহে সম্যক্ শিক্ষিত আচার্য্য প্রণয়ন—ইহাই ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য ও পরিশ্রম করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পুনঃ প্রচলন বিষয়ে স্বামিজীর এরূপ প্রবল আগ্রহ ছিল এবং উহার অত্যাবশ্যকতা তিনি এতদূর অনুভব করিতেন যে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্তও গুরুভাইদিগের সহিত উহার আলোচনা করিয়াছিলেন। এমন কি ছোটখাটো ভাবে একটি উপযুক্ত পণ্ডিত রাখিয়া মঠে

ঐ কার্য্য আরম্ভার্থ অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে উদ্বোধন প্রেস বিক্রয় করিতে বলিয়া দেন। শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে ঐ বিষয় লইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন বলিয়া উক্ত অর্থ পৃথক্ ভাবে জমাও রাখা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাঁর অল্পদিন পরেই তিনি স্বস্বরূপ সংবরণ করায় সঙ্কল্পিত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় নাই।

১৯০১ সালের ঠিক শেষভাগে জাপান হইতে দুইজন কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মঠে আগমন করেন। অদূর ভবিষ্যতে জাপানে একটি ধর্ম্মমহাসভা আহ্বানের সম্ভাবনা হওয়ায় তাঁহাকে ঐ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করাই তাঁহাদিগের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহারা স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আপনার ন্যায় জগৎপূজ্য ব্যক্তি যদি এই মহাসভায় যোগদান করেন তবেই ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা হইবে। আপনাকে সেখানে গিয়া আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহদান করিতেই হইবে। এখন জাপানে ধর্ম্মের জাগরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আপনি ভিন্ন এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না যিনি সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারেন।" যিনি অগ্রগামী হইয়া স্বামিজীকে এই কথাগুলি বলিলেন তাঁহার নাম আচার্য্যপাদ ওডা—তিনি জাপানের এক বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ। স্বামিজী তাঁহার ও তাঁহার সহচর মিষ্টার ওকাকুরার অকপট আগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সোৎসাহে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। আর তাঁহার স্বীয় ব্যাধি বা তজ্জনিত ক্লেশের

কথা মনে নাই! বর্ত্তমান জগতের একটি উদীয়মান এবং উন্নতিপ্রয়াসী মহাজাতির ধর্ম্মকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য অপরিমিত মানসিক উৎসাহ যেন তাঁহার রুগ্ন শরীরকেও বলীয়ান্ করিয়া তুলিল। তিনি অভ্যাগতদ্বয়ের সহিত শ্রীবুদ্ধের মানবহিতায় মহান্ আত্মত্যাগের কাহিনী এবং তৎপ্রচারিত শিক্ষাসমূহের দার্শনিক তত্ত্ব এরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও সূক্ষ্মমীমাংসার সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা যে কয়দিন মঠে অতিবাহিত করিলেন সে কয়দিন পরম সুখেই কাটিল। তাঁহাদের সহিত 'হোরি' বলিয়া একটী বালক ভৃত্য আসিয়াছিল। সে স্বামিজীকে বড় ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। স্বামিজীও তাহাকে স্নেহ করিতেন এবং বালকের ন্যায় তাঁহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এই বালকের মৃত্যু হয়। স্বামিজী সে সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন মঠে যাপন করিবার পর মিঃ ওকাকুরা স্বামিজীকে তাঁহার সহিত বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্বামিজী ৺কাশীধাম যাত্রার অভিলাষ ব্যক্ত করাতে সেখানে তাঁহার গোপাললাল ভিলায় থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়াছিল। সুতরাং তিনি উক্ত জাপানী ভদ্রলোকটির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্থির করিলেন প্রথমে বুদ্ধগয়ায় ও পরে বারাণসীতে গমন করিবেন। এই তাঁহার শেষ ভ্রমণ।

স্বামিজী বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলে সেখানকার মোহন্ত মহারাজ তাঁহাকে সযত্নে নিজগৃহে স্থানদান করিলেন। বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি স্বামী বিবেকানন্দের নাম তিনি বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু তাঁহাকে যে কখনও অতিথিরূপে নিজগৃহে পাইবেন ইহা কল্পনাও করেন নাই। যাহা হউক স্বামিজীর উপস্থিতিতে তিনি যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তাহার সমুচিত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেই স্থানের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু ব্যক্তি এই সুযোগে স্বামীজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মোহন্তজীর মঠে প্রত্যহ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী বোধগয়া ও তন্নিকটস্থ সমুদয় প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়া বৌদ্ধ-যুগের সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং একদিন ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের পবিত্র সাধনপীঠ বোধিদ্রুমমূলে গভীর সমাধি মগ্ন হইলেন। সেই একদিন আর এই একদিন! জীবনের প্রথম প্রভাতালোকে আবেগোন্মত্ত হৃদয়ে সমাধিকামী তরুণ সাধকের সেই একদিন এইখানে বসিয়া তথাগতের চরণালিঙ্গন প্রয়াস, আর আজিকার এই জীবনের ঘন সন্ধ্যাচ্ছায়ে সর্ব্বআকাঙ্ক্ষা-নিঃশেষিত, সর্ব্বকামনা বিনিবৃত্ত, শান্ত, অচঞ্চল, বিক্ষোভহীন, ধীর, স্থির, সমাহিত হৃদয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি! কি উদ্দেশ্যে এ গভীর ধ্যান কে বলিবে? আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও স্থূলদৃষ্টি লইয়া সে সীমাহীন অতলস্পর্শ সমুদ্রের পরিমাপ করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া কি করিব?

তারপর বারাণসীতে। এখান হইতে মিঃ ওকাকুরা তাঁহার

নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী বলিলেন,—শরীর ভাল থাকিলে কবে তিনি জাপান যাত্রা করিবেন তাহা পরে ঠিক করিয়া জানাইবেন। বারাণসীতে স্বামিজীর সহিত প্রত্যহ বহু পণ্ডিত, পাণ্ডা ও মোহন্ত এবং গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইত। ইহারা তাঁহাকে 'কালাপানি' পারগত ও ম্লেচ্ছসংস্পৃষ্ট জানিয়াও যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন, এমন কি কেদারনাথের মোহন্তজী তাঁহাকে আরতি পর্য্যন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। এখানে ভিঙ্গার মহারাজা তাঁহাকে একটি মঠ স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদর্থে অর্থ সাহার্য্য ও অন্য-বিধ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পরে শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী ও একজন শিষ্যকে ঐ উদ্দেশ্যে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থান কালে স্বামিজী প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ণে নৌকায় করিয়া নদীবক্ষে বিচরণ করিতেন, এবং শরীর ভাল থাকিলে কোন কোন দিন নদীতে স্নান করিয়া ৺বিশ্বেশ্বর দর্শনেও গমন করিতেন। কিন্তু এখানে থাকিয়াও তাঁহাকে মিশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের সংবাদ রাখিতে হইত। বেলুড় মঠ হইতে চতুর্দ্দিককার চিঠির গাদা প্রত্যহ এখানে প্রেরিত হইত। সেই সকল চিঠির জবাব লিখিতেও বহু সময় লাগিত। অনেক চিঠিতে আবার সমাজ, দর্শন, ও ঐতিহাসিক জটিল সমস্যাদির মীমাংসা করিতে হইত।

স্বামিজীর উপদেশ প্রভাবে কতিপয় বঙ্গীয় যুবক মিলিত হইয়া অনাথ আতুরদিগের সেবার জন্য কাশীতে একটি সমিতি

গঠিত করিলেন। এই সমিতি বহুকষ্টে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া লইলেন এবং সহরের পথে ঘাটে অলিতে গলিতে অসহায় ও রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেখিতে পাইলেই সযত্নে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া আনিয়া সেবা শুশ্রূষা, পথ্য ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে বেলুড় মঠে থাকিতে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে কেহ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেনা বলিয়া স্বামিজী মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেন। কিন্তু আজ এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার সে দুঃখ দূর হইল। তিনি যুবকদিগের এই শুভ সংকল্প ও সাধু অনুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বলিলেন 'বৎসগণ, এই হইতেছে প্রকৃত মানব ধর্ম্ম, তোমরা এতদিনে ঠিক পথ চিনিতে পারিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তোমাদের সহায় হউন ও তোমাদিগের কর্ম্ম উত্তরোত্তর অধিক সফলতা লাভ করুক। সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এই কর্ম্ম করিয়া যাও। অর্থের জন্য চিন্তিত হইও না। অর্থ আসিবেই আসিবে এবং কালে এই জিনিষটি এত বড় হইয়া দাঁড়াইবে যে তোমরা তাহা এখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পার না।' সাধারণের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তিনি বালকদিগকে একটি আবেদন পত্রও লিখিয়া দিলেন। এই ভাবে কাশীধামে সুপ্রসিদ্ধ 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের' ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। এখন এই আশ্রমের নাম ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং ইহার কার্য্যকলাপ ভারতীয় দাতব্য

প্রতিষ্ঠান সমূহের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত। ইহার পর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেবা প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে আজকাল প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পার্শ্বেই, ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, মহাত্মা গোখ্‌লের 'ভারত-সেবকসম্প্রদায়' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সেবাপরায়ণ যুবকদলকে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও রোগ, মৃত্যু, মহামারী, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সহিত অটল অধ্যবসায় ও বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। ধন্য স্বামিজী, দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় যাঁহার কারণ্যপূর্ণ হৃদয়ে এই শুভসংকল্প প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল !

কিন্তু এই সকল ত্যাগব্রত সন্ন্যাসী, স্বামিজীর নিকট শুধু যে মুখের উপদেশ পাইয়াই এই দুরূহ 'দরিদ্রণারায়ণ' সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা স্বামিজীর জীবনে অহরহ এই সেবার ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরের ব্যথায় বিগলিতচিত্ত হইয়া পরের অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশাইয়া, বড় যত্নে বড় সহানুভূতিতে পরম সন্তর্পনে ব্যথিতের বেদনা-পরিপ্লুত হৃদয়ক্ষতে শান্তির প্রলেপ লেপন করিতে দেখিয়াছিলেন !

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর এইরূপ একদিনকার ঘটনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক তাহাতেই কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাইবেন। শরৎবাবু বলিতেছেন—

"মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি-বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতাল-দের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িলেন যে, স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন সংবাদ দিলে, বলিলেন—"আমি এখন দেখা করিতে পারিব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।" বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী ঐ সকল দীন দুঃখী সাঁও-তালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামিজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে, কেষ্টা কখন কখন স্বামিজীকে বলিত—"ওরে স্বামী বাপ্—তুই আমা-দের কাজের বেলা এখানকে আসিস্‌না—তোর সঙ্গে কথা বল্লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর, বুড়োবাবা এসে বকে।" কথা শুনিয়া স্বামিজীর চোক ছল ছল করিত এবং বলিতেন—"না না, বুড়োবাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবেনা; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল্"—বলিয়া, তাহাদের সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন—"ওরে, তোরা আমা-দের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল,—"আমরা যে তোদের

ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ্।" স্বামিজী বলিলেন,—"নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবো। তা হলে ত খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল—"হাঁরে স্বামী বাপ্—তোরা এমন জিনিষটি কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।" স্বামিজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন,—"তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।" স্বামিজী যে দরিদ্রনারায়ণ সেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী, শিষ্যকে বলিলেন,—"এদের দেখলুম, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরল চিত্ত—এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসীবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর কর্ত্তে পারবি? নতুবা গেরুয়া প'রে আর কি হ'ল? 'পর-হিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখন কিছু ভোগ হয়নি! ইচ্ছা হয়, মঠ কঠ সব বিক্রী ক'রে দিই, এই সব গরীব দুঃখী, দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে দিই। আমরা ত গাছতলা সার করেছি। আহা! দেশের

লোক খেতে পরতে পারছেনা—আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি ? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম—মাকে কত বলুম,—'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্বচোষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ্ করছে!—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে—মা! তাদের কোন উপায় হবে না?' ওদেশে ধর্ম্মপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

"দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়না দেখে, এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড় লোক-দের বুঝিয়ে কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্চে—যে মেথর মুদ্দফরাস একদিন কার্য্য বন্ধ করলে সহরে হাহাকার রব উঠে—হায় তাদের সহানুভূতি করে, তাহাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ না—হিন্দু-দের সহানুভূতি না পেয়ে—মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায়না ব'লে। দিন রাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁস্‌নে' 'ছুঁস্‌নে'। দেশে কি আর-

দয়া ধর্ম্ম আছেরে বাপ্! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার লাথি! ইচ্ছে হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে, এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীনদরিদ্র আছিস'—বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা কর্‌তে পারলুম্ না, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারী কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন বসনের সংস্থান কর্‌তে পার্‌ছে না। দে সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখ্‌ছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোন কালে কোথায় উঠেছে, দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাক্‌লেও, ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জানবি।"

* * * *

৺কাশীধাম হইতে প্রচুর আনন্দলাভ করিয়া স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিলেন। পুণ্যক্ষেত্র কাশীর অগণন ঘাট, মঠ, মন্দির, অন্নছত্র ও সহস্র সহস্র ধর্ম্মনিরত নরনারী, হিন্দুধর্ম্মের অক্ষয় বিজয়-স্তম্ভ। স্বামিজী এখানে দিবারাত্র আপন অন্তরভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেন—এই যেন তাঁর আপন ধাম—*

* স্বামিজীর জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়াছিলেন যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের উত্তর পশ্চিম দিক হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে সিমলা পল্লীর দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন; "এইবার যে আমার কাজ

এই আনন্দ ভবনে বাস করিয়া তিনি দেহের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, নিরন্তর আত্মানন্দে বিরাজ করিতেন। ইহার ফলে শ্বাসকষ্টাদি রোগযাতনারও কতকটা উপশম হইয়াছিল। কিন্তু বেলুড়ে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল। সম্মুখেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। কিন্তু স্বামিজী আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না—একেবারে শয্যাগত। পা খুব ফুলিয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বশরীরে জলসঞ্চার হইয়াছে। হাঁটিবার সামর্থ্য মোটেই নাই। সকলেই বুঝিলেন এবার অবস্থা শঙ্কাজনক, সুতরাং উৎসরের সময় কাহারও মুখে আনন্দের চিহ্ন নাই—একটা গভীর নৈরাশ্য ও নিরানন্দের ভাব যেন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। উৎসব উপলক্ষে বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। অনেকেই স্বামিজীর দর্শনলাভ ও চরণামৃত পান করিয়া ধন্য হইবেন এই আশায় আসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। স্বামিজী প্রাতঃকাল হইতেই কয়েকবার সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্র বুঝিলেন দু-চার জনের সহিত কথা বলিতেই যখন ক্লান্তিবোধ হইতেছে তখন অধিক লোকের সহিত আলাপ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে। সেইজন্য তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বীয় গৃহদ্বারের বহির্ভাগে বসাইয়া রাখিলেন, যেন কেহ ভিতরে না যায়। কেবল শিষ্য শরৎচন্দ্র স্বামিজীর নিকটে বসিয়া শুষ্ক

করবে সে এল।' এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন সহরের সহিত তাঁহার আগমনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন। কে বলিবে সেই সহর ৺কাশীধাম কি না।

স্লানমুখে ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে ছিলেন স্বামিজীর অবস্থা দর্শনে তাঁহার যেন 'বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।' স্বামিজী তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "কি ভাবছিস্? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভিতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে থাকি, তাহ'লেই জান্‌ব, দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে। সর্ব্বদা মনে রাখিস্, ত্যাগই হচ্ছে—মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নাই।" তাহার পর কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন 'দেখ, আমার মনে হয়, ঠাকুরের উৎসব এই রকম ভাবে একদিন না হ'য়ে চার পাঁচ দিন ধ'রে হলে যেন ভাল হয়। প্রথম দিন—হয়ত শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা চল্‌ল। দ্বিতীয় দিন—বেদ বেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হ'ল। তৃতীয় দিন হয় ত question class (প্রশ্নোত্তর) হল। তারপর দিন চাই কি lecture (বক্তৃতা) হল—তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁর আদর্শ ও ভাব সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। শেষদিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়—তেমনি হ'ল—অর্থাৎ, সঙ্কীর্ত্তন পূজা, প্রসাদ বিতরণ, এই সব। অবশ্য এ রকম হ'লে শেষ দিন বৈ অন্য দিনে ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ছাড়া আর কেউ যে বড় বেশী আসবে তা বোধ হয় না। তা নাই বা এল। অনেক লোকের গুলজোর করা কিংবা গান বাজনা চীৎকার করে একটা ক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাতে ঠাকুরকে লোকে চিন্‌তে ও বুঝ্‌তে পারে এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে জীবন সার্থক কর্ত্তে পারে এইটাই হ'ল আসল লক্ষ্য।'

কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকটি সঙ্কীর্ত্তনের দল মঠে আগমন করায় স্বামিজী তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যকার জানালার রেলিং-এ ভর দিয়া দাঁড়াইলেন এবং মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ও ইতঃস্ততঃ সমবেতজ্ঞ গণ্য ভক্তমণ্ডলীর প্রতি নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। একটু পরেই বসিয়া পড়িলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শরৎবাবু ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তারপর শরৎবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শরৎবাবু বলিলেন 'আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলা কাটিয়া দেন তবেই উপায়; নতুবা এ দাসের উপায়ান্তর নাই। আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন—যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই।' স্বামিজী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন 'ভয় কি? যখন এখানে এসে প'ড়েছিস তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে।' কিন্তু শরৎবাবুর বোধ হয় মনে হইতেছিল আর অধিক দিন স্বামিজীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটিবে না, তাই তিনি অধীর হইয়া স্বামিজীর পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'এবার আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে।' স্বামিজী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন 'বৎস! কে কার উদ্ধার করতে পারে বল? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারেন। ঐ আবরণগুলো গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতিষ্মান্ হয়ে সূর্য্যের মত প্রকাশ পায়।' শরৎবাবু তথাপি বলিলেন 'তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনতে পাই কেন?' এতদুত্তরে স্বামিজী মহাপুরুষদিগের কৃপার একটী সুন্দর ব্যাখ্যা

প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'কৃপা মানে কি জানিস্? যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভিতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত radius (ব্যাসার্দ্ধ) লয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circle এর ভিতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সাধন ভজন না ক'রেও তারা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস্ ত বল।' শরৎবাবু তথাপি নাছোড়বান্দা। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা কি নাই?' স্বামিজী বলিলেন "তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত, মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আসে। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে একজন্মে মুক্ত করে দেওয়া, কেবলমাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা। বুঝলি?" তবে যাঁহাদের অদৃষ্টে অবতারের দর্শন বা সঙ্গলাভ ঘটে না তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিলেন "তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়—ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় ও তাঁর কৃপা হয়।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সংবাদ দিলেন ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর কয়েকটি ইংরাজ মহিলা তাঁহার দর্শনার্থ দ্বারে দণ্ডায়মানা। স্বামিজী শরৎবাবুকে তাঁহার আলখেল্লাটা দিতে বলিলেন এবং তাহা প্রদত্ত হইবে সর্ব্বাঙ্গ

আচ্ছাদিত করিয়া সভ্য ভব্যের ন্যায় পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শরৎবাবু দ্বার খুলিয়া দিলে নিবেদিতা ও অপর ইংরাজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া স্বামিজীর ন্যায় মেজেতেই বসিলেন এবং তাঁহার দৈহিক কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও সামান্য দুই চারিটা কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। স্বামিজী বলিলেন "দেখ্‌ছিস্‌ এরা কেমন সভ্যতা জানে! শরীরের অবস্থা দেখে বুঝ্‌লে—বেশী বিরক্ত করা ভাল নয়, অমনি চলে গেল। বাঙ্গালী হলে আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধঘণ্টা বকাত।"

বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময় চতুর্দ্দিকে উৎসব কোলাহলের মহাশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। মঠের জমির কোথাও তিলধারণের স্থান নাই। কীর্ত্তনের রোলে গগন প্লাবিত। প্রসাদ বিতরণেরও বিশ্রাম নাই—অবিরত চলিতেছে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সমাগত। স্বামিজী দশমিনিটের জন্য শরৎবাবুকে নীচে গিয়া উৎসব দেখিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। অপরাহ্ণে ভিড় ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। স্বামিজীর ঘরের দোর জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

* * * * *

এইভাবে ১৯০২ সালের মার্চ্চ মাস অতীত হইল। ইহার পর—স্বামিজী আর তিনমাস কাল মাত্র দেহধারণ করিয়াছিলেন। এই তিনমাস এবং ব্যাধির সূত্রপাত অবধি বরাবরই শারীরিক কষ্ট এবং অবসাদ সত্ত্বেও স্বামিজী নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, পূর্ব্বে এ কথার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি।

যখন তাঁহার মনে কোন কর্ম্ম সম্পাদনের ইচ্ছা উদিত হইত তখন পীড়া বা যন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এমন কি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও মঠের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপন বা সমস্তাসমাধান সভাতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মচারিগণকে উৎসাহিত এবং কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক সময় ধ্যানের প্রণালী এবং সাধন-প্রক্রিয়াসমূহ মুখে ব্যাখ্যা করিতেন এবং কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত নিজের লেখা পড়া হিন্দু দর্শন বা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কথা উদ্ধৃত করিয়া রাখা এবং চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া এবং সাধারণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপাদিতেও বহু সময় অতিবাহিত হইত। সময়ে সময়ে চিত্তবিনোদের জন্ত গান গাহিতেন বা গুরুভ্রাতাদিগের সহিত হাস্ত পরিহাস করিতেন। ইহাতে অনেক সময় গুরুভ্রাতাদিগের বিষণ্ণ ভাব দূর হইয়া যাইত। তাঁহারা মনে করিতেন স্বামিজী বুঝি ভাল আছেন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। স্বামিজী তাঁহাদিগের মুখে প্রসন্নতা আনয়নের জন্তই ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ রঙ্গ কৌতুক ও স্বচ্ছন্দতার ভাণ করিতেন। আবার—অনেক সময় হঠাৎ কথাবার্ত্তার মধ্যে ক্লান্তিবশতঃ নীরব হইয়া যাইতেন—চোখে মুখে যেন একটা তন্দ্রার ভাব আসিয়া পড়িত—কি যেন একদৃষ্টে দেখিতেছেন—মনে হইত তাঁহার মন সম্মুখস্থ বিষয় ত্যাগ করিয়া কোন দূরে দেশে ভ্রমণ করিতেছে। অমনি সকলে বুঝিতেন তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

অনেক সময় স্বামিজী শুনিতে পাইতেন তাঁহার পরিশ্রম হইবে আশঙ্কায় গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার দর্শনপ্রার্থী বহু তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দেন, তাঁহার নিকট যাইতে দেন না। অনেকেই এইরূপে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। ইহা শুনিয়া তিনি একদিন দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে বলিলেন 'ওরে দেখ এ শরীরে আর কি প্রয়োজন? পরের কল্যাণের জন্যই এ দেহ পাত হউক। ঠাকুরকে দেখিস্‌নি, শেষ দিন পর্য্যন্তও লোক কল্যাণের জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? আমারও কি উচিত নয় তাই করা? আর এ দেহ গেলেই বা কি আসে যায়? এ তো অতি তুচ্ছ পদার্থ, যদি দেশের লোকের হৃদয় নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য শত শত বার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয় তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।' ধন্য গুরুভক্তি! ধন্য গুরু আদর্শের প্রতি অনুরক্তি, ধন্য দেশপ্রেম!

শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য তৎপর ছিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মনে আত্মবিশ্বাস, নূতন কর্ম্ম আরম্ভ করিবার শক্তি সাহস এবং দায়িত্ববোধের সহিত গুরু লঘু বিচারক্ষমতা জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদ্বোধন পত্রের তাৎকালীন পরিচালক একটি অতি সামান্য বিষয়ের জন্য তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসেন ও তজ্জন্য ভৎর্সিত হন। ব্যাপার এই যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং স্বামিজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উভয়েই উদ্বোধনের জন্য গীতার বঙ্গানুবাদ

লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন্‌টি প্রকাশিত হইবে। স্বামিজী বলিলেন 'এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার জন্য তোদের এখানে ছুটে আসার দরকার ছিল। এটুকু বুদ্ধি বিবেচনা খরচ যদি না কর্ত্তে পারিস্ তবে তোরা কি করে কাজ চালাবি? এই দেখ দিকি নিবেদিতা—কেমন নিজের মাথা খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে—আমাকে একবারও বিরক্ত করে না।' অবশ্য তারপর তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের অনুবাদই প্রকাশ করিতে বলিয়া দেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তর্কভূষণ মহাশয়কে প্রথম-কার অনুবাদ পুনরায় লিখিতে হইয়াছিল। কারণ তিনি তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন 'এ দেশের পণ্ডিতরা শ্লোকের ঠিক শব্দগত অনুবাদ করিতে জানেন না।' উপরোক্ত ঘটনার পর পত্রিকা পরিচালকগণ ভয়ে আর অনেকদিন স্বামিজীর কাছে ঘেঁষেন নাই। কেবল একবার একটা গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। স্বামিজী এবারও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখেন, কারণ বিষয়টী বিশেষ গুরুতর—এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথাবার্ত্তা ছিল। এরূপ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দেখা না করিয়া পত্র লেখা অথচ পূর্ব্বোক্ত সামান্য বিষয় লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসা উভয়ই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক সুতরাং স্বামিজী অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামিজী মিশন হইতে প্রকাশিত পত্রিকাদির মতামত ও প্রবন্ধসমূহের উপর বিশেষ

লক্ষ্য রাখিতেন। সর্ব্বদা দেখিতেন যেন তাহাতে তাঁহার প্রচারিত মতের কোন বিরুদ্ধ কথা না লিখিত হয়। একবার কোন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকব্যক্তি কর্ত্তৃক উহাতে এক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, স্বামিজী তাহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়াছিলেন। আর একবার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে একটি সুবৃহৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল ও শোক প্রকাশের অন্যান্য উপকরণের কিছু আধিক্য ছিল। স্বামিজী তাহা পাঠ করিয়া মহা বিরক্ত হন ও তৎক্ষণাৎ সম্পাদককে ডাকাইয়া আনিয়া ওরূপ অসার আক্ষেপোক্তি দ্বারা কাগজ বোঝাই করার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। আর এক সময়ে উক্ত সম্পাদক সমাজসংস্কার বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। সেবারও সংস্কারবাদীদের যন্ত্রস্বরূপে আপনাকে নিয়োগ করাতে তিনি স্বামিজীর তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন।

পাঠক দেখিয়াছেন মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যে স্বামিজীর দৃষ্টি ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তিনি এত ভালবাসিতেন যে কোথাও এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবার যো ছিলনা। কখন কখন ভৃত্যদিগের ব্যারামের জন্য ঘর ঝাঁট না পড়িলে নিজে ঝাঁটা লইয়া ঐ সকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া তাঁহার হাত হইতে ঝাঁটা লইবার জন্য আসিত, বা বলিত 'আপনি কেন?' তাহা হইলেও ঝাঁটা দিতেন না। বলিতেন 'তা হলেই বা—অপরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ করবে।' অনেক সময়ে নিজে সক-

লের বিছানাপত্র তদারক করিতেন, দেখিতেন রৌদ্র বা হাওয়ায় দেওয়া হইয়াছে কি না। যদি কাহাকেও এ বিষয়ে অমনো-যোগী দেখিতেন তখনই সাবধান করিয়া দিতেন। আর এক বার 'বাবা' ঠাকুরপূজার জন্য আনীত জল নষ্ট করিয়া দেওয়ায় যে ব্রহ্মচারীর উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাহাকে খুব বকিয়া দেন। জীবনের শেষ বৎসর তিনি নিয়ম করিয়া-ছিলেন মঠের সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের অনুকরণে কেবল মধ্যাহ্নে এক বার পূর্ণ আহার করিবেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় অল্প জলযোগ করিবেন, দুবেলা পূর্ণ আহার করিতে পাইবেন না। আর প্রত্যহ নিয়ম করিয়া যাহাতে বেদ ও পুরাণ পাঠ করা হয়, তদ্বিষয়ে সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া রাখিয়াছিলেন। লীলা-সংবরণের কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতে নিজেও এই সবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন বেদের ব্রাহ্মণভাগ হইতেই পুরাণের উৎপত্তি। একদিন লাইব্রেরী হইতে 'গোপথ ব্রাহ্মণ' আনাইয়া শুদ্ধানন্দ স্বামীকে তাহার খানিকটা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, নিজেও সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন মধ্যাহ্নভোজনের পর মঠের কেহ নিদ্রা যাইতে পারিবেন না, একেবারে পুরাণ-পাঠের জন্য সমবেত হইবেন। স্বামিজী কোন কিছুরই 'অতি' অর্থাৎ আধিক্য, আতিশয্য ভালবাসিতেন না। পূজাদি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ছিল। ঠাকুর পূজা করিতে গিয়া বেশী তাড়াতাড়ি বা অনাবশ্যক আড়ম্বরপূর্ণ বিধি নিয়ম পালনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তির সহিত, অকপট হৃদয়ে পূজা

করিয়া যাও—সরল প্রাণে তাঁহাকে স্মরণ মনন কর একান্ত নির্ভরতার সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে শরণ লও—সেই হইল আসল পূজা। বেশী খুঁটিনাটিতে কাজ কি? তাহাতে কেবল সময়ের অপব্যবহার। তাহা অপেক্ষা সেই সময়টা শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রালাপ, ধ্যানধারণা এবং তাঁহার উপদেশের অনুধ্যানে অতিবাহিত কর, তাহাতে বেশী ফল হইবে—এই কথা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন। শাস্ত্রানুশীলনের উপর তিনি খুব জোর দিতেন। প্রত্যহ উহা আরম্ভ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজিত। নিয়ম ছিল ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র সকলকে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাঠস্থানে সমবেত হইতে হইবে। কেহ কোন কারণে দেরী করিলে বা অনুপস্থিত হইলে স্বামিজীর নিকট বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইতেন। অনেক সময়ে ইহাতে মঠের গৃহকার্য্য বা ঠাকুরপূজার অসুবিধা হইত বা যথাযথভাবে সম্পন্ন হইত না। তাহাতেও স্বামিজীর নিকট পরিত্রাণ ছিল না। সব কাজ ঠিক সময়ে নির্ব্বাহিত হওয়া চাই। স্বামিজী সকলকে যেমন ভালবাসিতেন স্নেহ করিতেন, তেমনি আবার কঠোর ভাবে শাসন করিতেও জানিতেন, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণও সেইজন্য তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন। ধ্যানধারণার উপর স্বামিজী বরাবরই জোর দিতেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে কয়েকমাস ধরিয়া এসম্বন্ধে আরও বেশী কড়াকড়ি করিয়াছিলেন। ভোর চারিটার সময় ঠাকুরঘরে গিয়া ধ্যান করিবার জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা বাজিবার আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলকেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইত।

স্বামিজী নিজে রাত্রি তিনটার সময় বিছানা হইতে উঠিতেন, ঠাকুরঘরে তাঁহার জন্ত একটি স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তিনি তদুপরি 'উত্তরাস্য হইয়া বসিতেন। আর সকলে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন। তিনি না উঠিলে কাহারও আসন ত্যাগ করিবার অধিকার ছিল না। অনেক সময়ে ধ্যান করিতে করিতে দুই ঘণ্টারও উপর অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। তাহার পর তিনি 'শিব' 'শিব' উচ্চারণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিতেন। এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া উঠানে পায়চারী করিতেন, কখনও বা শ্যামাসঙ্গীত বা শিবসঙ্গীত বা অন্য কোন ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বলিয়াছিলেন 'আহা! নরেনের সঙ্গে ধ্যান কর্‌তে বসলে কি তন্ময়তা আসে! একলা বস্‌লে ঠিক অমনটি হয় না।'

এই কালে স্বামিজী নিজে যদি কোন দিন শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ধ্যানঘরে উপস্থিত হইতে না পারিতেন, তাহা হইলেও আর সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা সংবাদ লইতেন। অনেক সময় এরূপ হইত যে যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি হয় ত প্রত্যহই ধ্যান করিতে যান, কিন্তু দৈবক্রমে সেদিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একবার অনেকদিন পরে একদিন স্বামিজী ঠাকুরঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দুইজন ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সকলকে নিকটে ডাকাইলেন এবং কেন তাঁহারা ধ্যান করিতে যান নাই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করি-

লেন। দুই তিন জন শারীরিক অসুস্থতার কথা জানাইলেন আর কেহ সন্তোষজনক উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে স্বামিজীর একজন গুরুভাইও ছিলেন। কিন্তু সেদিন কেহই নিস্তার পাইলেন না। তখনই হুকুম হইয়া গেল, যাঁহাদের শরীর অসুস্থ ছিল তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই সেদিন মঠে আহার করিতে পাইবেন না, ভাণ্ডারীকে বলিয়া দিলেন যেন তাঁহাদের জন্য চাল ডাল ইত্যাদি না লওয়া হয়। তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিয়া আহার করিবেন, এমন কি কলিকাতার কোন বন্ধুবান্ধবের বাটীতে যাওয়াও নিষিদ্ধ হইল। অগত্যা সেদিন যাঁহারা যাঁহারা ধ্যান করিতে যান নাই তাঁহাদের সকলকেই ভিক্ষায় বহির্গত হইতে হইল। এত কঠোরতা—কিন্তু এদিকে আবার স্বামিজীর হৃদয় এমন কোমল যে তাঁহারা মঠ হইতে অনাহারে বাহির হইয়া যাইবেন এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পরদিন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল। তখন খুব সদয়ভাব ও স্নেহময় ব্যবহার! খুব হাসি তামাসা চলিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার গুরুভ্রাতার সঙ্গ লইয়াছিলেন তাঁহারা মঠ হইতে তিন মাইল দূরে সালকিয়ার একজন মাড়োয়ারী বণিকের বাটীতে চর্ব্বচোষ্য আহার করিতে পাইয়াছিলেন শুনিয়া স্বামিজী আহ্লাদে আটখানা। আবার কাহারও কাহারও অদৃষ্টে ভালরূপ জুটে নাই শুনিয়া তাহা লইয়াও আমোদ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে স্বপ্নের মত দিন কাটিতে লাগিল। স্বামিজী যে ভাবেই থাকুন—ক্রোধই করুন আর যাই করুন—তাঁহার দর্শনেই সকলের আনন্দ হইত—তাঁহার উপস্থিতিই সকলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি একাধারে গুরু বন্ধু ও বয়স্য সবই ছিলেন। জগৎ যোড়া যশের বোঝা দূরে ফেলিয়া নিভৃতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আকাঙ্ক্ষা নির্দ্ধূত হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার আরদ্ধ কর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি রচনা করিতেছিলেন। বর্ষার মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন নাই—কেবল বর্ষণ। তাঁহার প্রভাবে মঠের সন্ন্যাসী-গণের মধ্যেও এই সময়ে সাধন ভজনের প্রবল বাসনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সকলেই দৃঢ়যত্ন ও অধ্যাবসায়ের সহিত তৎ-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। 'শরীরং' বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্'—এই ভাব সকলেরই মনে।

মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাস।

স্বামিজীর জীবনের শেষ দুই মাসে (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুন) এমন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি তখন মনে মনে মহাযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার গুরুভ্রাতা বা শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও অন্তঃকরণে ঘুণাক্ষরেও সে সন্দেহের উদয় হয় নাই। তাঁহার দেহাবসানের পর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে এই সময়কার অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনার মধ্যেও একটা গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার সামান্য কথা-বার্ত্তার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও অর্থ নিহিত ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কেহ তাহা লক্ষ্য বা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। বাস্তবিক, স্বামিজীর শরীরের অবস্থা বিশেষ মন্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এত শীঘ্র মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া যাইবেন একথা কেহ কল্পনাও করেন নাই। ৺কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি তাঁহার সমুদয় সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে দেখিবার অভিলাষে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে ২।১ দিনের জন্যও তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলেন। এমন কি যাঁহারা দূর সমুদ্রের পরপারে পৃথিবীর অপর অংশে ছিলেন তাঁহাদিগের নিকটও পত্র গিয়াছিল। কেহ কেহ আহ্বান পৌঁছিবামাত্র ত্বরিত পদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ বা গুরুতর কার্য্যানুরোধ ঠিক সময়ে আসিয়া

পৌঁছিতে পারেন নাই—পরে যখন শুনিলেন তিনি আর ইহলোকে নাই—দর্শনলাভের শেষে সুযোগ প্রদান করিয়া চিরদিনের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তখন আর তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা রহিল না।

দিন যত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল স্বামিজী মঠ ও মিশনের কার্য্যসংস্রব হইতে ততই সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। ইচ্ছা—যাঁহাদের ভবিষ্যতে ঐ কাজ করিতে হইবে তাঁহারা যেন স্বাধীন ভাবে তাঁহারা সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হন। বলিতেন—"সর্ব্বদা শিষ্যের কাছে কাছে থাকিয়া কত গুরু যে শিষ্যের অনিষ্ট করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা হয়না! একবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহা না হইলে গুরুর অবর্ত্তমানে তাহারা আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে কেমন করিয়া ?" কিন্তু তাঁহার মুখে একথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যদিগের মনে বড়ই ক্লেশ হইত। কারণ তাঁহারা জানিতেন, তিনি যদি ছাড়িয়া যান, তবে কার্য্যের বিষম ক্ষতি হইবে। কিন্তু স্বামিজী সব জানিয়া ইচ্ছা করিয়াই পার্থিব বন্ধনগুলি একে একে ছিন্ন করিতেছিলেন। এখন তাঁহার মন শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার পরমারাধ্যা জগমা-মায়ের চরণে সমাহিত হইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই ধ্যানোন্মুখ হইয়া থাকিতেন। ধ্যানও তেমনি গভীর। যখন সাধারণ অবস্থায় থাকিতেন তখনও পর্য্যন্ত যেন অন্তরে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকিত, কারণ দেখা যাইত পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে তিনি

বিশেষ যত্ন লইতেন বা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এ সময়ে সেগুলির প্রতিও আর যত্ন বা আগ্রহ ছিলনা—সব বিষয়েই উদাসীন ভাব সর্ব্বদাই যেন মানস তপে নিযুক্ত। মাঝে মাঝে এভাব দর্শনে গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ যে উদ্বিগ্ন না হইতেন তাহা নহে, কারণ তাঁহাদের মনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই কথাটি যখন তখন উদিত হইত—"ও যখন নিজেকে জান্‌তে পার্‌বে তখন আর দেহ রাখ্‌বেনা।" একদিন পূর্ব্ববিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে একজন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন 'স্বামিজী, এখন কি আপনি বুঝ্‌তে পেরেচেন আপনি কে?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন 'হাঁ পেরেচি বৈকি?' কিন্তু সে উত্তরে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কাহারও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সকলেই বুঝিলেন, এখন তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিতে পারেন!

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন এবং উহা আনীত হইলে সেই দিন যে তারিখ তাহার পর কতকগুলি পাতা উল্‌টাইয়া পঞ্জিকাখানি নিজের ঘরেই রাখিয়া দিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিবিষ্টচিত্তে উক্ত পঞ্জিকার পাতা উলটাইতে দেখিতে পাওয়া যাইত বোধ হইত যেন তিনি কোন বিশেষ দিনের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে সকলেই বুঝিলেন পঞ্জিকা দেখিবার উদ্দেশ্য কি ছিল। স্মরণ হইল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবও দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঐরূপ করিয়াছিলেন। রোগশয্যায়

শায়িত হইয়া একদিন তিনি একজন শিষ্যকে পঞ্জিকা পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন এবং দুই চারিটি দিন পড়িয়া শুনাইবার পর বলিয়াছিলেন 'হয়েছে, আর দরকার নেই।' স্বামিজীও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করতঃ মহাপ্রস্থানের দিন নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একথা তখন একবারও কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

দেহত্যাগের তিন দিবস পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্নে মঠের তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামিজী গঙ্গাতীরের একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন 'আমার দেহ গেলে ঐ খানে সৎকার কর্ব্বি।'

তাঁহার আদেশ মত ঐ খানেই এখন তাঁহার সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে অচ্যুতানন্দ স্বামীকে ১৮৯৭ সালের ১০ই আগষ্ট তিনি বলিয়াছিলেন 'আর পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র জীবিত থাকিব।' কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট আভাস দিয়াছিলেন ১৯০১ সালে। ঢাকার জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার পর একদিন তিনি গম্ভীরভাবে শিষ্যদিগের সম্মুখে এই কথা বলিয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন—"আমি আর বড় জোর একবছর আছি। এখন শুধু মাকে (তাঁহার গর্ভধারিণী) গোটা কতক তীর্থ দর্শন করিয়ে আনতে পারেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়। তাই চন্দ্রনাথ আর কামাখ্যায় যাচ্ছি। তোরা কে কে আমার সঙ্গে যাবি বল্। স্ত্রীলোকের উপর যাদের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা আছে শুধু তারাই যেতে পারে।"

মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাস :

কাশ্মীরে থাকিতে কয়েকদিন কঠিন পীড়া ভোগের পর তিনি ভূমি হইতে দুইখণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর উঠাইয়া নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন 'যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হইবে তখন সব দৌর্ব্বল্য চলিয়া যাইবে—বাহিরের কোন চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগই থাকিবে না। আমি এখন হইতে মৃত্যুর জন্ম সর্ব্বদাই প্রস্তুত—এই পাথরের মত শক্ত কারণ আমি শ্রীভগবানের চরণস্পর্শ লাভ করিয়াছি।' এই বলিয়া হস্তস্থিত প্রস্তরখণ্ডদ্বয় আঘাত করিয়াছিলেন। নিবেদিতা বলেন 'স্বামিজী নিজের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা এত কম বলিতেন যে এই কথাগুলি আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্ধ হইয়া আছে।' অমরনাথ হইতে ফিরিয়াও তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন 'বাবা অমরনাথ আমায় দয়া করে ইচ্ছামৃত্যুর বর দান করেছেন।' এই কথা শুনিয়া এবং পরমহংসদেব যে বলিয়াছিলেন 'এখন চাবী দেওয়া রইল এর পর খুলবো' এবং 'ও যখন জান্‌তে পারবে ও কে তখনই দেহত্যাগ করবে' ইহা স্মরণ করিয়া সকলেই ভাবিতেন তাঁহার লীলাবসানের পূর্ব্বে তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না। কিন্তু সামান্ত মানব আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ শ্রবণ থাকিতেও বধির। যাঁহার খেলা তিনি না বুঝাইয়া দিলে সাধ্য কি বুঝি!

নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"যেদিন তাঁহার তিরোধান হয় তাহারা পূর্ব্ব বুধবার দিন একাদশী। স্বামিজী নিজে উপবাস করিয়াও শিষ্যগণকে স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহারীয় দ্রব্য অধিক কিছু নয়—ভাত, আলুসিদ্ধ, কাঁঠালের

বীচিসিদ্ধ, আর একটু ঠাণ্ডা দুধ। স্বামিজী তাহাই লইয়া হাস্য পরিহাস করিতে করিতে সকলকে আহার করাইলেন এবং আহারান্তে সকলের হাতে জল ঢালিয়া দিয়া নিজ হাতে গামছা লইয়া তাঁহাদের হাতমুখ মুছাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া একজন বলিলেন 'স্বামিজী ওকি করিতেছেন। আপনি আমাদের সেবা করিবেন, না আমরা আপনার সেবা করিব!' স্বামিজী মধুর হাসিয়া ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন 'তা হোক্। যীশুখৃষ্ট কি ক'রেছিলেন? নিজের শিষ্যদের পা ধোয়াইয়া দেন নাই?' শিষ্য চমকিত হইয়া গেলেন। হঠাৎ যেন মুখ দিয়া বাহির হইতে যাইতেছিল 'কিন্তু সে যে অন্তিম সময়।' কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া গেলেন।

শেষ কয়দিন স্বামিজীর শরীরে কোন অসুখ ছিলনা। যেন একখানি যোগময় তনু অন্তরস্থ উজ্জ্বল আত্মাকে আবরণ করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু সে সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার আলোকপ্রবাহ ফুটিয়া বাহির হইত। বোধ হয় অনন্ত জ্যোতির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হওয়াতেই তাঁহার দেহ হইতে অমন প্রভা বিকীর্ণ হইত। কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে নাই তাঁহার শেষ দিন এত নিকটে!"

এখন মনে হয়, এমন কি মহাসমাধির দিনও তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ বিশেষ অর্থসূচক ছিল। সে দিন প্রাতে খাইতে খাইতে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত বসিয়া অতীত দিনের অনেক আলোচনা ও গল্প করিয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস শনিবার ও অমাবস্যা থাকায় ঐ দিন রাত্রে ৺কালীপূজা করিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা কালীমাতার পরমভক্ত ও সাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় স্বামিজী সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন 'এই যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আসিয়াছেন!' এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দ স্বামীকে পূজার সমস্ত আয়োজন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাঁহারাও ত্বরায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর স্বামিজী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া বেলা ৮টা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা অর্থাৎ ১১টা পর্য্যন্ত নির্জ্জনধ্যানে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু ঐ দিনকার একটি বিশেষ ঘটনা এই যে, তিনি ঠাকুরঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কখনও ঐরূপ করিতেন না। কেবল সেই দিনই করিয়াছিলেন। ধ্যানের পর 'কে বলে তারিণী তোমায় তিমির বরণী?' এই গানটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে অস্ফুটস্বরে বলিতে শুনিলেন 'যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকৃতো তবে বুঝ্‌তে পারত বিবেকানন্দ কি ক'রে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।' খুব উচ্চ ভাবাবস্থার প্রেরণায় হৃদয়দ্বার স্বতঃ উদ্ঘাটিত না হইলে তিনি প্রায় কখনই নিজের সম্বন্ধে এ রকম কথা বলিতেন না। সুতরাং একথা শ্রবণে স্বামী প্রেমানন্দ একটু বিচলিত হইলেন। তাহার পর স্বামিজী শুদ্ধানন্দ স্বামীকে মঠের লাইব্রেরী হইতে শুক্লযজুর্ব্বেদ গ্রন্থ আনিতে আদেশ করিলেন এবং উহা

আনা হইলে তাঁহাকে ভাষ্য সমেত এই মন্ত্র পাঠ করিতে বলিলেন—

'সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমাগন্ধর্ব্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম। স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা॥' (শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত বাজসনেয় সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোক)।

শুদ্ধানন্দ স্বামী শ্লোক ও উহার ভাষ্য পাঠ করিলেন। কিন্তু মহীধর কৃত ভাষ্য স্বামিজীর মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন 'এ ব্যাখ্যা আমার মনে লাগ্‌ছেনা। ভাষ্যকার 'সুষুম্না' পদের যে ব্যাখ্যাই করুন, পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রাদিতে দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না নাড়ী বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহারই বীজ এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। তোরা এই সব শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম প্রণিধান করবার চেষ্টা কর্‌বি। শাস্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে নিজে নিজে চিন্তা কর্‌বি তাহ'লেই মৌলিক ব্যাখ্যা বার কর্ত্তে পার্ব্বি।'

স্বামিজী উপরোক্ত মন্ত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে এবং পরদিন কালীপূজা করিবার ইচ্ছা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় এই দিন ষট্‌চক্র ও তৎসাধন প্রক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল।

ঐ দিনকার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বামিজীর সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আহার। সাধারণতঃ তিনি পৃথক্‌ভাবে নিজগৃহে আহার করিতেন কিন্তু এদিন সকলের

সহিত নীচে বসিয়া বিশেষ তৃপ্তি ও রুচির সহিত আহার করিয়াছিলেন।

আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা ১টার সময় (অর্থাৎ অন্যান্য দিন অপেক্ষা ১ ঘণ্টা ১॥০ ঘণ্টা পূর্ব্বে) স্বয়ং ব্রহ্মচারীদিগের গৃহে গিয়া সংস্কৃত ক্লাসে যোগ দিতে বলিলেন। তিন ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা হইল। স্বামিজী বরদরাজের লঘুকৌমুদীর সূত্রগুলি নানা হাস্যোদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সহিত জড়িত করিয়া, সূত্রের ভাষা লইয়া বহুবিধ রহস্য করিতে করিতে সে গুলিকে অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া শিষ্যদিগের মনোমধ্যে গাঁথিয়া দিলেন। এবং বলিলেন কলেজে অধ্যয়নকালে এইরূপ গল্প, উপমা ও কৌতুকের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার সহপাঠী বন্ধু (বর্ত্তমানকালে কলিকাতা হাই-কোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল) শ্রীযুক্ত দাশরথী সান্যাল মহাশয়কে এক রাত্রের মধ্যে সমগ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস আয়ত্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে যেন কিঞ্চিৎ ক্লান্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ঐ দিন বৈকালে স্বামিজী প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত বেলুড় বাজার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। ঐ স্থান মঠ হইতে প্রায় দুই মাইল। শরীর খারাপ হওয়া অবধি স্বামিজী অনেক দিন অতখানি পথ হাঁটেন নাই। কিন্তু এদিন কোন কষ্ট অনুভব করিলেন না—বলিলেন শরীর খুব লঘু বোধ হইতেছে। প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত অনেক বিষয়ের মধ্যে বেদবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। প্রেমানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

স্বামী বিবেকানন্দ।

'বেদ পাঠে কি উপকার হইবে?' স্বামিজী ইহার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন 'আর কিছু না হউক— সংস্কারগুলো ত দূর হবে।'

পাঠক দেখন এখনও পর্য্যন্ত আসন্ন মহাপ্রয়াণের কোন বাহ্য লক্ষণই নাই! কিন্তু ইঙ্গিত যথেষ্ট আছে।

মহাসমাধি।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মঠে ফিরিয়া স্বামিজী সকলের সহিত আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তার পর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিলে নিজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্তিমিতান্ধকার গঙ্গাবক্ষ পানে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। একজন ব্রহ্মচারী নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিজী স্বয়ং মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং তাঁহাকে গৃহের বহির্ভাগে বসিয়া ঐরূপ করিতে আদেশ দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি উক্ত ব্রহ্মচারীকে নিকটে আহ্বান করিয়া মাথায় বাতাস করিতে বলিলেন এবং গরম বোধ হওয়ায় গৃহের সমুদয় জানালা দরজা খুলিয়া দিতে বলিয়া কক্ষতলে শয়ন করিলেন। তখনও হাতে মালা রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ বাতাস করার পর তিনি শিষ্যকে পা দুটি একটু টিপিয়া দিতে বলিলেন। তার পর বোধ হইল যেন ঘুমাইতেছেন বা ধ্যান করিতেছেন। শিষ্য পদসেবা করিতে লাগিল। এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। স্বামিজী বামপার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার পর উত্তানভাবে শয়ন করিয়া ক্ষুদ্র বালক স্বপ্নে যেরূপ কাঁদিয়া উঠে সেইরূপ একটা অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। হাতখানি একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং মস্তকটি উপাধানচ্যুত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। তাহার এক মিনিট কি দুই মিনিট পরে পূর্ব্ববৎ আর

একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পরই সব যেন স্থির হইয়া গেল—ক্লান্ত শিশু যেন মার ক্রোড়ে ঘুমাইতে লাগিলেন। চক্ষু দুটি ভ্রূর মধ্যস্থলে স্থিরভাবে নিবদ্ধ—মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকটিত—দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি মহাধ্যানে নিমগ্ন। তখন ৯টা বাজিয়া মিনিট দশেক মাত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মচারিটি অল্প বয়স্ক। কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি একজন অধিক বয়স্ক সন্ন্যাসীকে (বোধহয় নিশ্চয়ানন্দ) ডাকিলেন। তখন সবে মাত্র সান্ধ্যভোজনের ঘণ্টা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসীজি আসিয়াই নাড়ী দেখিলেন, কিন্তু নাড়ীর গতি অনুভূত না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ আর একজনকে আহ্বান করিলেন (ইনি বোধ হয় প্রেমানন্দ স্বামী)। দুইজনেই দেখিলেন নাড়ী নাই। শঙ্কায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না—বিশ্বাসও হইতেছে না যে তাঁহাদের প্রিয়তম স্বামিজী সত্যই তাঁহাদিগকে চির-জনমের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন। প্রেমানন্দ স্বামী মনে করিলেন বোধ হয় সমাধি হইয়াছে; ঠাকুরের নাম শুনালেই বাহ্যচৈতন্য হইবে। সেই জন্য তিনি এবং নিশ্চয়ানন্দ উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু-তেই সমাধি ভঙ্গ হইল না। হায় হায়, এ যে মহাসমাধি!

ইতিমধ্যে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সকলে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্বৈতানন্দ স্বামী বোধানন্দ স্বামীকে ভাল করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ তখন

নির্ভয়ানন্দকে বলিলেন "হায় হায়! আর কি দেখিতেছ? শীঘ্র মহেন্দ্র ডাক্তারকে (বরাহনগরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ মজুমদার) ডাকিয়া আন।" একজন তখনই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। আর একজন কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন। রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে তাঁহারা উভয়ে মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তারও আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন এবং হস্তাদি ঘুরাইয়া কৃত্রিম উপায়ে চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি বারোটার সময় ডাক্তার বলিলেন প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার পরেও স্বামিজীর দেহের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তাঁহার যে পীড়া হইয়াছিল বা মৃত্যু হইয়াছে এরূপ কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না। He looked so fresh and so healthy and strong (এত সুস্থ, সবল ও জীবন্ত দেখাইতেছিল!)—বাস্তবিক মৃত্যুতেও যেন তাঁহাকে সমাধিলীন শিবমূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল। বিশাল পদ্মচক্ষুদুটী ঊর্দ্ধগামী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের শ্বেতাংশ হইতে হেন অপরূপ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে রাত্রি এই ভাবে কাটিল।

প্রাতে দেখা গেল—তাঁহার চক্ষুদুটি জবাকুসুমের ন্যায় লোহিতাভ হইয়াছে এবং নাসিকাদ্বার ও মুখ প্রান্তে একটু রক্ত চিহ্ন রহিয়াছে। প্রাতে কলিকাতা হইতে সুবিজ্ঞ ডাক্তার

বিপিনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিলেন। তিনি স্বামিজীর দেহ পরীক্ষা করিয়া এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন Apoplexy বা সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু রাত্রে মহেন্দ্রবাবু বলিয়া গিয়াছিলেন হৃদ্‌রোগই মৃত্যুর কারণ। তাহার পর আরও অন্যান্য ডাক্তার আসিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষণাদি শুনিয়া কেহই কি কারণে ঠিক মৃত্যু হইয়াছে তৎসম্বন্ধে একমত হইতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন মাথার শির ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আর কিছু না হউক, এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে জপ ও ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া স্বামিজীর প্রাণবায়ু অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যুর যথাযথ কারণ কোন চিকিৎসকই স্থির করিতে পারেন নাই। তবে যিনি যাহাই বলুন মঠের সন্ন্যাসীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিয়াছে অর্থাৎ স্বামিজী যোগাবলম্বন পুর্ব্বক সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জন্মও অদ্ভুত—মৃত্যুও অদ্ভুত!

সিষ্টার নিবেদিতা প্রাতেই আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর দেহপার্শ্বে বসিয়া বেলা ২টা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ২টার সময় নীচের দালানে দেহ নামাইয়া আনা হইল। তারপর উহা গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত ও পুষ্প মাল্য বিভূষিত করিয়া অলক্তক-রঞ্জিত চরণদ্বয়ের চিহ্ন গ্রহণ করা হইল। তদনন্তর ঐ পুণ্যদেহ প্রদক্ষিণ করিয়া ধুপ ধুনা প্রজ্বলন ও শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ সহকারে দীপারত্তি সম্পাদিত হইল। তার পর সকলে একে একে স্বামিজীর শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ

করিতে লাগিলেন কেহ বা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণরেণু গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এস পাঠক! আমরাও এই মহেন্দ্রক্ষণে মনে মনে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া প্রাণ ভরিয়া গাই

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।"

অনন্তর সকলে 'জয় গুরু মহারাজজীকি জয়' 'জয় শ্রী স্বামিজী মহারাজকী জয়' ধ্বনিতে নভোমণ্ডল প্লাবিত করিয়া স্বামিজীর নির্দ্দেশমত পূর্ব্বকথিত বিল্ববৃক্ষের সমীপস্থ গঙ্গাতীরে তাঁহার পূতদেহ ভস্মীভূত করিলেন।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার স্বামিজীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন। তিনি প্রায় বলিতেন—"আমি চল্লিশ পেরুচ্ছিনা।" একথাও বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল।

* * * *

এই ভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নব অঙ্কের সূচনা মাত্র করিয়া দিয়াই কর্ম্মশ্রান্ত বীর চির অবসর গ্রহণ করিলেন। এ তন্দ্রামগ্ন, আলস্যাচ্ছন্ন জাতির বক্ষ হইতে সমুদ্ভূত এ মহা-কর্ম্মীর আদর কি ভারতবাসী বুঝিবেন? জগতে আসিয়া যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন সবই ভারতের জন্য। ইহাতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হইয়াছে বটে—সংস্কৃত ভাষার মণিময় গর্ভের কঠিন আবরণের মধ্যে যে অমৃতের সন্ধান তিনি পাইয়া-ছিলেন তাহা মুক্তহস্তে জগতের সকলকেই পরিবেশন করিয়া

ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের শ্রেয় সাধন। মন্দভাগিনী ভারত সর্ব্বস্ব হারাইলেও তাহার শূন্য রাজকোষে লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের শেষ চিহ্নস্বরূপ এখনও এই মহার্ঘ বেদান্তরত্ন পুঞ্জীভূত কুসংস্কারধূলিরাশির মধ্যে এক অবজ্ঞাত কোণে পড়িয়া ছিল। স্বামিজী আসিয়া আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন এখনও এ রত্নের পরিবর্ত্তে দুঃখিনী ভারতের ত্রিশকোটী অসহায় সন্তানের ভাগ্য আবার ফিরিতে পারে। সেইজন্য তিনি সমগ্র জাতির চিন্তাভার আপন মস্তকে লইয়া অমানুষিক পরিশ্রমে হৃদয়রক্ত পাত করিয়া এ গভীর অরণ্যে সূর্য্যোলোক প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এখনও অনেক কার্য্য বাকী। কোথায় নবযুগের রথিবৃন্দ, স্বামিজীর কণ্টকদীর্ণ গুরুভার পতাকা স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এস বাঙ্গালী, এস ভারতবাসী হীনতার কলঙ্কডালি লইয়া কাঙ্গালের ন্যায় সভ্যজাতির রাজসূয় সভার বহির্দ্দেশ বসিয়া না থাকিয়া, বীরদর্পে উত্থিত হও, স্বামিজীর পুণ্যচরিত স্মরণ করিয়া তাঁহার অক্ষয় স্মৃতির বজ্রদৃঢ়বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া কঠোর কর্ত্তব্যের অভিমুখে ধাবিত হও, ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত করিয়া দাও তাহা হইলেই তাঁহার দেহধারণ সার্থক হইবে।

ওঁ শিবমস্তু।

কোষ্ঠী বিচার।

নিম্নে প্রকাশিত কোষ্ঠীখানি পূজনীয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দর্শনাদিশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি উহা প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রবাবু ঐ সঙ্গে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে নিম্নলিখিত কয়টি কথা ছিল—

"স্বামিজীর কোষ্ঠী আমি অবিনাশ বাবুর (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) নিকট পাই। তিনি উহা আসল কোষ্ঠী দেখিয়া নকল করিয়া লইয়া ছিলেন এবং স্বামিজীর মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া উহার সত্যতা নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কোষ্ঠী দেখিয়া স্বামিজীর দেহান্তকাল কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—অবশ্য স্বামিজীর জীবিতাবস্থাতেই! আমরা ফল মিলাইবার জন্য ছয় মিনিট মাত্র কাল পিছাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ যে সময় কোষ্ঠীতে ছিল তাহা অপেক্ষা ছয় মিনিট পরে করিয়াছি। ইহা করিবার উদ্দেশ্য স্বামিজীর জীবনের সহিত কোষ্ঠীর ঐক্যসম্পাদন। আর এইরূপ ৫।৬ মিনিট কমবেশী হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। অনেক সময় ১০।১২ মিনিটও এদিক ওদিক করা আবশ্যক হয়। তাহার পর ঘড়িও সাধারণতঃ ঠিক থাকেনা। স্বামিজীর পূর্ব্বকোষ্ঠীর ধনুলগ্ন ছিল, ঐ ছয় মিনিট সরাইয়া দেওয়ায় মকরলগ্ন হইয়া গিয়াছে। ধনুলগ্নে স্বামিজীর মত লোক জন্মেনা। কিন্তু মকরলগ্নে তাহা সম্ভব। এই ভুল সংশোধন করিয়া আমি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলি ও তাঁহাকে কোষ্ঠীখানি তৈয়ারী করিতে বলি। * * * তিনিও আমার কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং তাঁহার অপরাপর (জ্যোতির্বজ্ঞ) বন্ধুর সহিত ঐ কথা লইয়া বহুবিচার করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে মকর লগ্ন করা উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" * * * *

এ সম্বন্ধে আমি পুরুলিয়ার উকীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিত ও ফলিত উভয়বিধ জ্যোতিষে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

মন্তব্য—এই ঠিকুজির প্রথমেই "প্রচলিত বিচার্য্য নিরয়ণ জন্মকুণ্ডলী" দেওয়া আছে অর্থাৎ উক্ত জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহসংস্থাপন অয়নাংশশোধিত নহে। ৪২১ শকাব্দায় একবার দৃক্‌গণিত ঐক্য করিয়া গ্রহস্ফুট নির্ণয়ের জন্য খণ্ডা (Table) প্রস্তুত করা হইয়াছিল; তৎকালে ৩০শে চৈত্র তারিখে বিষুবারম্ভন হইত। তৎপরে আর দৃক্‌গণিত ঐক্য করা হয় নাই। বিষুবারম্ভন ক্রমশঃ পিছাইয়া বর্ত্তমান সময়ে ৯ই চৈত্র তারিখে হইতেছে। অতএব উক্ত দিবসের পর হইতেই মেষ সংক্রামণ ধরা উচিত। অয়নাংশ সংস্কার করিয়া গ্রহসংস্থাপন অর্থাৎ সায়ন জন্মকুণ্ডলী করিলে এ সকল প্রমাদ উপস্থিত হয়না এবং চক্ষেও দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্ট গ্রহের অবস্থিতির সহিত ঐক্য হয়। এই মহাপুরুষের সায়ন জন্মকুণ্ডলী দেওয়া আছে। ইঁহার যে পুরাতন কোষ্ঠী আছে তাহার জন্মসময়ে ৬মিনিট যোগ না করিলেও সায়নলগ্ন মকরই হইবে। ইঁহার সায়ন গ্রহস্ফুট হইতে বর্গাদি নির্ণয় করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে জ্যোতির্ব্বিদ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ইনি কি প্রকার উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন। নিরয়ণ কুণ্ডলী ধরিয়া বিচার করা অনর্থক যেহেতু প্রথমতঃ নিরয়ণ গ্রহস্ফুট (position of planets) যন্ত্রাদি সাহায্যে দৃষ্ট গ্রহের অবস্থিতির সহিত ঐক্য হয় না এবং দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যথা—"

চল-সংস্কৃত তিগ্মাংশো; সংক্রমে যঃ স সংক্রম।
অজা-গল-স্তনইব রাশি-সংক্রান্তিরুচ্যতে। ইতি বশিষ্ঠঃ।
অয়নাংশ-সংস্কৃতো ভানুর্গোলে চরতি সর্ব্বদা।
অমুখ্যা রাশি-সংক্রান্তিস্তুল্যঃ কালবিধিস্তয়ো॥ ইতি পুলস্তঃ।

দিনরাত্রি প্রমাণানং নির্ণয়ো ন ভ-সংক্রমাৎ।

াতঃ সকল কর্ম্মাণি পুণ্যোঽহতশ্চল-সংক্রমঃ। ইতি রোমক।

সত্যবাবুর কথার মর্ম্ম এই রাজেনবাবু যে মকর লগ্ন করিবার জন্য ৬।৭ মিনিট পরে জন্ম সময় ধরিয়াছেন তাহা না ধরিলেও (সায়ণগণনায় যাহা ধরিয়াই প্রকৃতপক্ষে গণনা করা উচিত) মকর লগ্নই হইবে।

শকাব্দাঃ ১৭৮৪।৮।২৮।০।২।৪৮

প্রচলিত বিচার্য্য নিরয়ণ জন্মকুণ্ডলী। জন্মকালীন গ্রহস্ফুট।

ক ৪ ০	ম ১	০ ০
০		বু২২ শু২১ লং ০।২
০ শ১৩ চ১৬	র ১৪	র ২১ কে২২ ০

গ্রহাঃ	রাশি	অংশ	কলা
রবিঃ	৮	২৯	২০
চন্দ্রঃ	৫	১৬	১৫
কুজঃ	০	৬	১৭
বুধঃ	৯	১১	৪৩
গুরুঃ	৬	৪	১
শুক্রঃ	৯	৭	২
শনিঃ	৫	১৩	৩৬
রাহুঃ	৭	২২	১৫
কেতুঃ	১	২২	১৫
লগ্ন	৯	০	২
অয়নাংশ	০	২১	৫৬

(Measured from চিত্রা)

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ, (ইংরাজী ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভোর ৬টা ৪৯ মিনিট) সোমবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, হস্তানক্ষত্র, কন্যারাশি, শুকর্ম্মা যোগ, দেবগণ শূদ্রবর্ণ। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে জন্ম। মকর লগ্ন, শনির ক্ষেত্র চন্দ্রের হোরা, শনির দ্রেক্কাণ, শনির তুর্য্যাংশ, চন্দ্রের সপ্তাংশ, শনির নবাংশ, বুধের দশাংশ, শনির দ্বাদশাংশ, শুক্রের ত্রিংশাংশ। লগ্ন শনির সিংহাসন বর্গপ্রাপ্ত এবং চন্দ্রের পারিজাত বর্গ প্রাপ্ত।

গ্রহাণাং বর্গচক্রম্।

	১	১/২	১/৩	১/৪	১/১০	১/৬	১/৭	১/৮	১/৯	১/১২	১/১৬	১/৩০	
সূর্য্যঃ	বৃ	চ	র	বু	বু	বু	বু	বৃ	বৃ	বৃ	শু	শু	
চন্দ্রঃ	বু	র	শ	বৃ	শু	শ	শু	বৃ	শু	ম	বৃ	বৃ	
কুজঃ	ম	র	ম	ম	বু	শু	বু	শু	শু	ম	শ	শ	গোপুরবর্গ
বুধঃ	শ	চ	শু	ম	ম	র	র	চ	ম	শু	বু	বু	পারিজাতব
গুরুঃ	শু	র	শু	শু	র	ম	ম	শু	ম	র	ম	ম	পারিজাতব
শুক্রঃ	শ	চ	শ	শ	ম	ম	ম	শু	বৃ	বৃ	বু	বু	
শনিঃ	বু	চ	শ	বৃ	বু	বৃ	বু	বৃ	শু	শ	বৃ	বৃ	পারিজাতব
রাহুঃ	ম	র	চ	শু	শ	শ	শ	শু	শ	চ	শ	শ	
কেতু	শু	র	শ	ম	র	শ	র	শু	চ	শ	শ	শ	
লগ্নঃ	শ	চ	শ	শ	বু	শু	চ	ম	শ	শ	শু	শু	লগ্নাধিপতিশনিরসিংহাসনবর্গ

সায়ন বর্ষকুণ্ডলী।

সায়নমতে ষট্ সমুদ্রযোগ ঘটিয়াছে।

লগ্নপতি শনি স্বীয় পারিজাতবর্গ ৯মপতির উত্তমবর্গ এবং দশমপতির পারিজাত বর্গ প্রাপ্ত।

৯ম পতি বুধ দশমপতি ও ৫ম পতির পারিজাতবর্গ ও লগ্নপতির উত্তম

বর্গাপ্ত। ১০ম পতি ও ৫ম পতি শুক্র লগ্নপতির উত্তমবর্গ দেবগুরুর পারিজাতবর্গ এবং নিজ ও ভাগ্যপতির এক এক বর্গ প্রাপ্ত।

ম পতি বৃহস্পতির গোপুরবর্গ ৯ম পতির পারিজাতবর্গ এবং দশমপতির পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

৪র্থ পতি সুজ স্বীয় গোপুরবর্গ ভাগ্যপতির পারিজাতবর্গ এবং দশম পতি পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।

বিদ্যাযশোযোগঃ।

দ্যাধিপে বা যদি চন্দ্রসূনৌ লগ্নে সুখে লগ্নপ সংযুতে বা বলাত পাপদৃশা বিহীনে জ্ঞানী যশস্বী ভবতি প্রজাতঃ। বিদ্যাধিপতি বুধ ও শুক্র লগ্নে অবস্থান করায় জ্ঞানী ও যশস্বীর লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে।

বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপযাতে শুভশতমুপযাতি স্বামি দৃষ্টৈরিলগ্নে সুরগুরু নবভাগস্ত্রিংশদংশত্রিভাগে দশম ভবনপেবাবীতভোগস্তপস্বী।

(জ্যোতির্নিবন্ধ।)

নবমভবনসংস্থে মন্দগেহন্যৈরদৃষ্টে। ভবতিনরপযোগে দীক্ষিতঃ পার্থিবেন্দ্রঃ॥

বৃহজ্জাতকে।

এই স্থলে রাজযোগ সংযোগে সন্ন্যাসী হইয়াও রাজর্যোগের ফলভাগী।

গুরৌ কর্ম্মগে মন্দিরং চিত্রশালং পিতুঃপূর্ব্বজেভ্যোঽপিতেজোঽধিকত্বম্
ন দৃষ্টৌ ভবেচ্ছর্ম্মনা পুত্রকানাম্ পচেৎ প্রত্যহং প্রস্থ সামুদ্রমন্নম্॥

১০ম গুরু থাকিলে জাতক স্বকুলশ্রেষ্ঠ পুত্রসুখহীন হয় এবং তৎসন্নিধানে প্রত্যহ বহুলোক আহার করে অর্থাৎ তিনি বহুলোকের আহারদাতা হন।

পারাশরীয়াঃ :——"ধর্ম্মকর্ম্মাধিপৌ চৈব ব্যত্যয়েত্তাবুভৌ স্থিতৌ
যুনক্তি চেত্তদা বাচ্যং যোগোঽয়ং প্রবলঃস্মৃতঃ।"

এস্থলে জাতকের ৯ম ও ১০ম পতি উভয়ে লগ্নস্থ এবং ৫ম পতিত্বহেতু

যোগ বিশেষ প্রবল হইয়াছে। লগ্ন ও ৭মপতি নবমে; ৪র্থপতি [illegible] পাতালে থাকিয়া আকাশস্থ বৃহস্পতিকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছেন। শ[illegible]ও বুধ অর্থাৎ লগ্ন ও ৯ম পতি স্থানবিনিময় সম্বন্ধে বদ্ধ।

কেন্দ্র ত্রিকোণাধিপযোরেকত্বে যোগকারকৌ।
অন্য ত্রিকোণ পতিনা সম্বন্ধো যদি কিংপরং॥
নিবসেতাম্ ব্যত্যয়েন তাবুভৌ ধর্ম্মকর্ম্মণোঃ।
একত্রান্যতরোবাপি প্রবলৌ যোগ কারকৌ॥

পূর্ব্বোক্ত দশবর্গ বিচার স্থলে ৯ম ও ১০ম পতি পারিজাতবর্গ [illegible] হওয়ায় "পারিজাত স্থিতৌ তৌ তু নৃপো লোকানুশিক্ষকঃ" জাতক উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া লোকশিক্ষক হইতে পারিয়াছিলেন।

সুখকর্ম্মাধিপৌ চৈব মন্ত্রিনাথেন সংযুতৌ
ধর্ম্মেশেনাথ বা যুক্তৌ জাতশ্চোদিহরাজ্যভাব্।
লগ্নাধীশাদ্ধন নাথাদ্ধনে তুর্য্যে চ পঞ্চমে।
শুভখেট যুতে বিপ্রব্রজ্যাযোগং তথা ভবেৎ॥
ভাগ্যেশে লগ্নভাবস্থে লগ্নেশে ভাগ্যরাশিগে
ধনেশে কেন্দ্রকোণস্থে খড়্গাযোগ ইতীরিতঃ॥
তৎফলমাহ

বেদার্থশাস্ত্র নিখিলাগম তত্ত্বযুক্তি বুদ্ধি প্রতাপ বলবীর্য্য সুখানুরক্তা
নির্মৎসরাশ্চ নিজবীর্য্য মহানুভাবাঃ খড়্গে ভবন্তি পুরুষাঃ কুশলাঃকৃতজ্ঞাঃ।

সায়ন কুণ্ডলীতে পূর্ণরূপে এবং নিরয়ণ কুণ্ডলীতে আংশিকরূপে অংশাবতার বা উজ্জ্বল বিভূতিযোগ ঘটিয়াছে।

কেন্দ্রগৌসিত দেবেজ্যৌ খোচ্চে কেন্দ্রগতেঽর্কজে।
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগাঽয়মবতারজঃ॥

জাতকের শুভলগ্নগুলি কোণ কেন্দ্রে অবস্থিত। 'মন্দেন্দু'যোগ ও 'সার্বভৌম' যোগ প্রবলভাবে ঘটিয়াছে।